INDEX

WEDNESDAY, THE 24TH MARCH, 1982 :

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, the 19th March, 1982.

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala at 11-00 A. M. on Friday, the 19th March, 1982.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 10(ten) Ministers, the Deputy the Speaker and 43 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ--- আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :--- প্রশ্ন নং ২৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২৮।

প্রশ্ন

১) বর্তমান অমরপুরের চান্দুকছড়া ডাইভারশান স্কীমটি সেচের কাজে জল সরবরাহ করছে কিনা ;

২) করিলে, বর্তমান বৎসরে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঐ স্কীমটি দ্বারা মোট কত একর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হয়েছে ;

৩) যদি জলসেচ করা সম্ভব না হয়ে থাকে তবে এই স্কীমটি চালু করার বিষয়ে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) রবি মরশুমে কোন জমিতে চাষ না করায় জলের প্রয়োজন হয়নি।

৩) ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

আমি এখানে বলছি যে ওরা বুরো চাষ করছে এবং সেজন্য জল সরবরাহ হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে জল সরবরাহ হচ্ছে। কবে থেকে সরবরাহ হচ্ছে এবং কতদিন পরে এই জল সরবরাহের কাজ সুরু হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- মাননীয় স্পীকার, স্যার আমার এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার গত মাসে স্পট ভিজিটে গিয়েছিলেন এবং ৩।৪ দিন আগে অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ারও গিয়েছিলেন। তাঁরা দেখে এসেছেন যে জল সরবরাহ হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---আমি আগেই বলেছি প্রশ্নের জবাবে যে রবি মরশুমে সেখানে কেউ ক্রপ করে না। এই জন্য এক্‌জাক্‌টলী কতদিন জল সরবরাহ বন্ধ ছিল সেটা বলা যাচ্ছে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানেন কিনা যে, এই বুরো ফসল করার জন্য কৃষকরা চারা দিয়েছিল, সেই চারা প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে অথচ বার বার অ্যাপ্লিকেশান করা সত্বেও এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি চিঠি পাঠিয়েছি এবং ইঞ্জিনীয়ারের সংগে আমি সাক্ষাৎ করেছি, তবুও জল সরবারাহ হয় নি। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, এই স্কীমটা চালু না থাকার জন্য কত পরিমাণ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ-- মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি বলেছি যে, গতবারও প্রায় ৪০ হেক্‌টার জমিতে আমরা জলসেচ দিয়েছিলাম, এবারও দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন চারা নষ্ট হয়েছে, আমি এটা এনকোয়ারী করব। এছাড়া মাননীয় সদস্যের সংগে আলোচনা হয়েছে। উনি বলেছেন যে, অপারেটর সেখানে অ্যাভেলেবল হন না। আমি দপ্তর প্রধানকে বলেছি যে, লোক্যাল লোক এনগেজ করার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্পেসিফিক বলতে পারেন যে, এই ব্যাপারে কত একর জমিতে জল সরবরাহ করা হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---বুরো ফসলটা লাগানো হয়ে গেলে আমরা বলতে পারব কত একর জমিতে জল সরবরাহ করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কৃষি কাজ শুরু হয়েছে কিনা সেখানে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—আমি বলছি যে জল দেওয়া হচ্ছে গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিক থেকে। এখন কৃষকেরা কোন্ ফসল রোপন করবেন—রোপনের পর বলতে পারব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—বুরো ফসল যেখানে করে, সেখানে প্রায় এক মাস আগে বুরো ফসল এর কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু টিম্বার প্রপারলী ট্রিটমেণ্ট করা হয় নাই সেইহেতু জল সরবরাহ ঠিক মত হচ্ছে না। সেজন্যই তারা জল সরবরাহ করতে পারে নাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, পার্টিকুলার এই ডাইভারসান স্কীমটাতে আমি যাই নি। তবে অন্যান্য স্কীমে গিয়েছি এবং দেখেছি যে কাঠের ভিতর দিয়ে কিছু জল চোঁয়ায়। সেজন্য জল না পাওয়ার কোন কারণ নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেখানে এখনও কিন্তু জল যায় নাই। এবং সেখানে এখনও কোন কৃষক কাজ করতে পারে নাই। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলেছি যে গত মাসের খবর আমার কাছে আছে যে জল দেওয়া হচ্ছে। তার পরেও আমি এনকোয়ারী করে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কতজন কৃষক চারা লাগিয়েছিল এবং কতজন কৃষকের চারা ক্ষতি হয়েছে এবং কি জন্য ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য উনি বলেছেন সেটা দেখবেন। শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ—প্রশ্ন নং ৩৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৩৫।

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে কতটি ওয়াটার সাপ্লাই এর কাজ অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় পরে আছে ;

২) কদমতলাতে ওয়াটার সাপ্লাই এর কাজ কবে পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায় ;

৩) উক্ত কাজে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) বর্তমানে মোট ৩৭টি ওয়াটার সাপ্লাই এর কাজ চলিতেছে।

২) কদমতলী ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প আগামী এপ্রিল ১৯৮২ সাল নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায়।

৩) জল তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পাম্প পাইতে দেরী হওয়ায় প্রকল্প চালু করার কাজ বিঘ্নিত হইতেছিল। শীঘ্রই পাম্প প্রকল্প চালু করা হইবে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ—কদমতলা ওয়াটার সাপ্লাই বসাতে গিয়ে কত কিলো মিটার ডিস্ট্রিবিউশান লাইন হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখনও পাম্প বসে নি। পাম্প বসার পরে ডিস্ট্রিবিউশান লাইন হবে। কাজেই চালু হলে পরে যতটা জল পাওয়া যাবে, ওয়াটার প্রেসার অনুযায়ী সেটা দেওয়া যাবে। এখনি আমার কাছে এ সম্পর্কে তথ্য নেই।

শ্রী সুবোধ দাস—

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে সব ওয়াটার সাপ্লাই এর কাজ গত দুই বছর আগেই চালু হয়েছিল এবং অর্ধ সমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে, সেগুলির কাজ আর কত দিনের মধ্যে শেষ হবে, জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, আমি গত সেসানেও বলেছিলাম মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কিত একটা প্রশ্নের জবাবে যে ওয়াটার সাপ্লাই এবং মাইনর ইরিগেশনের জন্য যে সমস্ত ডিপ টিউব-ওয়েল হয় সেগুলি এক বছরের মধ্যেই করা যায় না। হয়তো এক বছরে ডিপ-টিউব-ওয়েল করা গেল, অন্য বছরে পাম্প হাউস অথবা ডিস্ট্রিবিউশান ইত্যাদি করা যেতে পারে। অর্থাৎ এক একটা স্কীম কম্প্লিট করতে গেলে ১ বছর থেকে ২-৩ বছরও লেগে যেতে পারে। তাই আমি বলেছি যে বর্তমানে আমাদের ৩৭টা স্কীম আছে, সেগুলির কাজ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়, সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় পাইপ পাওয়াও কষ্টকর এবং এই সমস্ত কারণেও অনেকটা দেরী হয়ে যেতে পারে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ৩৭টি স্কীমের কাজ চলছে। আমরা দেখছি যে এখন পর্যান্ত খোয়াই শহর এলাকায় ওয়াটার সাপ্লাইএর

কাজ শেষ করা হয় নি। দীর্ঘদিন যাবৎ সেখানে কাজ চলছে, কিন্তু সেগুলির কাজ এখন পর্যন্ত শেষ হচ্ছে না, তার কারণটা কি? তাছাড়া এই রকম তেলিয়ামুড়া এলাকায় ওয়াটার সাপ্লাইর কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ চল্‌ছে, কিন্তু কাজ আর শেষ হচ্ছে না, এরই বা কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকার পাইপ বুক করে রেখেছি, কিন্তু সেই সব পাইপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মেটেরিয়েলস্‌ সময় মতো পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই আমাদের দপ্তরের চেষ্টার মধ্যে কোন রকম ত্রুটি নাই। কন্‌ষ্ট্রাকশানের মাল-পত্র সংগ্রহ করে এবং আর্থিক অবস্থার সংগে সঙগতি রেখেই আমরা কাজগুলি করার চেষ্টা করছি।

শ্রীসুবল রুদ্র—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে জিনিষপত্রের অভাবে কাজ করা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি জানি যে আমার সোনামুড়া মহকুমার মেলাগড় এলাকায় ওয়াটার সাপ্লাইর যে কাজ চলছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় অনেকগুলি মেটেরিয়েলস আছে, অথচ সেই এলাকার ওয়াটার সাপ্লাইর কাজ এখন পর্যন্ত শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, আমি বলেছি যে ৩৭টির কাজ চল্‌ছে। তাছাড়াও আরও অনেকগুলি স্কীম্‌ আগে থেকে চালু হয়েছিল, আমরা সরকারে আসার পর ৪৫টি স্কীম এর কাজ আমরা শেষ করেছি এবং আরও ৩৭টি স্কীমের কাজ হাতে নিয়েছি। কাজেই যে সমস্ত অসুবিধার কথাগুলি আমি বল্লাম, তার জন্যই কাজগুলি করতে আমাদের কিছু দেরী হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এখন পর্যন্ত আর কয়টা স্কীম হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নি জানতে পারি কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---এটা তো স্যার, আন-লিমিটেড। ডিমাণ্ড অনুসারে বেশী বেশী স্কীম আমাদের নেওয়ার ইচ্ছা আছে।

শ্রীতারিণী মোহন সিন্‌হা---রাতাচড়াতে ওয়াটার সাপ্লাইএর জন্য একটা মেসিন অনেক টাকা খরচ করে বসানো হয়েছে, অথচ এখন পর্যন্ত সেটা চালু হয় নি। তেমনি কাঞ্চনবাড়ীতেও আর একটা মেসিন বসানো হয়েছে, কিন্তু সেটাও চালু হয় নি। এভাবে যে সব মেসিনগুলি বসানো হয়েছে, সেগুলি, অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। কাজেই সেগুলিকে ইউটিলাইজ করে কিভাবে তাড়াতাড়ি সেই সব এলাকায় ওয়াটার সাপ্লাইর ব্যবস্থা করা যায়, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---স্যার, এগুলির সম্পর্কে বর্তমান প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নাই। কারণ সেগুলি হচ্ছে লিফ্‌ট ইরিগেশন অথবা মাইনর ইরিগেশানের জন্য, কিন্তু এটা হচ্ছে খাবার জলের ব্যবস্থা করার জন্য ডিপ টিউব-ওয়েল।

শ্রীতপন চক্রবর্তী---কুমারঘাট পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের এ্যাক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কৃ-কীর্ত্তির জন্য অনেকগুলি পাইপ কেনা হলেও সেগুলি এখন অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। যার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ওয়াটার সাপলাইএর ডিষ্ট্রিবিউশান লাইন এ্যাক্‌সেটও করা যাচ্ছে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---আমাদের স্কীমগুলিকে রূপায়িত করার জন্য আমরা বেশী দাম দিয়ে ডি, জি, এস, এ্যাণ্ড ডি, মাধ্যমে গ্যালভেনাইজড পাইপগুলি কিনেছিলাম। সেগুলি যখন আগরতলা অথবা ধর্মনগরে এসে পৌঁছিল, তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে আমাদেরকে যে পাইপ সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি সেপসিফিকেশান অনুযায়ী সাপ্লাই দেওয়া হয় নি। আমরা এই ব্যাপারটা ডি, জি, এস, এণ্ড ডিকে জানিয়েছি এবং তাদের একজন ইন্সপেকটার এসে সেগুলি ইন্কোয়ারী করে গিয়েছে। আর এই কাজের জন্য তদানিন্তন যে এ্যাকস জকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ছিল আমরা তাকে সাস্পেণ্ড করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে স্টোর ইন্কোয়ারীর কাজও চলছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ- স্যার, এখানে সারা রাজ্যের ওয়াটার সাপ্লাইর ব্যবস্থা করার কথা উঠেছে। সদরে টাকারজলাতেও একটা স্কীম নেওয়া হয়েছিল এবং সেটা এখন অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কাজেই ঐ এলাকার ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমটা কবে নাগাদ সমাপ্ত হবে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ-- স্যার, আমি অনেকগুলি ডিফিকালটিজের কথা বলেছি এবং বর্তমানে আমাদের ৩৭ টা স্কীমের কাজই চলছে। কাজেই প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এবং টাকা পয়সার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা সেই কাজগুলি করবার চেষ্টা করছি।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ-- স্যার, এটা তো অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তবে ইলেক্ট্রিক লাইন এবং কিছু কিছু পাইপ লাইনের ছোট খাটো কাজ বাকী রয়েছে. সেগুলি হয়ে গেলেই এটার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কাজেই এই এলাকার ওয়াটার সাপ্লাইর কাজটা শীঘ্রই চালু করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ-- যেহেতু এই স্কীমটার কাজ অনেকটা হয়ে গিয়েছে, তাই আমরা আশা করছি যে আগামী ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে এটা চালু হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ-- শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ-- প্রশ্ন নং ৩৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার, প্রশ্ন নং ৩৮

১) ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট কত একর চাষযোগ্য জমি জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে ?

২) ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে ১৯৮১-৮২ সাল পর্যান্ত মোট কত একর চাষযোগ্য জমি জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৪,৮১৯ হেক্টর চাষযোগ্য জমি জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে।

২) ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৪,৫০৮ হেক্টর চাষযোগ্য জমি স্থায়ী জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ - ১৯৮১-৮২ সালে সরকার কতটুকু চাষযোগ্য জমি জলসেচের আওতায় আনার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কতটুকু জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ - স্যার, এই বছরে কত টার্গেট ছিল, তা এখন আমার কাছে নাই। তবে এভারেজ ইয়ারলি আমরা ২ হাজার হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় আনার স্কীম নিয়েছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ--- আর কয়েক দিন পরেই আমাদের চতুর্থ নির্বাচনের মুখাপেক্ষী হতে হবে। ৩টা নির্বাচন আমরা শেষ করে দিয়েছি, চতুর্থটা সামনেই আসছে। তাই আমি জানতে চাই সর্বচড়াতে সলসেচের জন্য যে চেষ্টা অনেক দিন আগে থেকে নেওয়া হয়েছিল সেটা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- স্যার, বর্তমান প্রশ্নটার সঙ্গে এই প্রশ্নটার কোন সম্পর্ক নাই। তবু আমি মাননীয় সদস্য এর অবগতির জন্য বলছি যে আমি খবর পেয়েছি। সর্বং ছড়ার ব্যাপারটা নূতন করে কনট্রাক্টারকে এওয়ার্ড করা হয়েছে এবং কনট্রাক্টার তার কাজের সাইডটাও দেখে এসেছেন। কাজেই আমরা আশা করতে পারি যে আগামী মরশুমে এই কাজটা শুরু করা যেতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে প্রতি বছর ২ হাজার হেক্টার জমি জলসেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই চার বছরে মাত্র চার হাজার হেক্টার-এর কিছু বেশী (ইন্টারাপশান-ভয়েস-৪ বছর-এ চার হাজার হেক্টার তারপরও আপনি মাত্র বলছেন) তাহলে এই যে দুই হাজার হেক্টার জমিতে জলসেচের এস্টিমেট করা হয়েছে সেই টাকাও ৫০ পার্সেন্ট খরচা করা হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার —মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানাতে চাই যে যে টাকা আমরা পাচ্ছি তার প্রতিটি পয়সা আমরা ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগাচ্ছি। তাছাড়া আমাদের যা দরকার নূতন নূতন স্কীম হাতে নেওয়ার জন্য সেগুলির জন্যও আমরা টাকা পাচ্ছি না।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জলসেচের ব্যাপারে যে ৪ হাজার হেক্টারের কথা বললেন সেটা কি মাইনর ইরিগেশান, বা নদীতে বাঁধ দিয়ে জল সেচের যে পরিকল্পনা আছে বা অন্য কোন জলসেচের পরিকল্পনা---কোন পরিকল্পনায় এটা আনা হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার — মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিপ টিউব ওয়েল, লিফ্ট ইরিগেশান এছাড়া আছে সিজনেল বাঁধ প্রভৃতি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অধীনেই এটা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—কোয়েশ্চান নং ৪৩

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার কোয়েশ্চান নং ৪৩

প্রশ্ন

১। দশদা-হেলেনপুর-সাবুয়াল নূতন রাস্তা নির্মাণের সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১। আপাততঃ এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকেশব মজুমদার

শ্রীকেশব মজুমদার---কোয়েশ্চান নং ৫৭

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---কোয়েশ্চান নং ৫৭

প্রশ্ন

১। রাজ্যে প্রাপ্ত গ্যাস থেকে তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে?

২। ইহা কি সত্য যে কোন কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র গড়ে তোলায় আগ্রহ প্রকাশ করছেন?

৩। সত্য হলে কোন দেশের কোন প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছেন?

উত্তর

১। এই প্রশ্নের জবাব এখনই দেওয়া সম্ভব নয়।

২। ইহা আংশিক সত্য

৩। ইহা এখনই সঠিক বলা সম্ভব নয়।

শ্রীকেশব মজুমদার---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিদেশ থেকে তেল আনতে যে খরচা পড়ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার জন্য কি কি সরকারী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা পরিকল্পনা করেছি এবং তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে দাখিলও করেছি। আমরা আশা করছি যে আমরা অনুমোদন পাব এবং আর্থিক মঞ্জুরীও পাব এই আশায় আমরা টেণ্ডার কল করেছি। এবং সেই টেণ্ডার মূলে ক'টি বিদেশী ফার্ম টেণ্ডার ফম কিনেছেন। যদি আমরা মঞ্জুরী পাই তাহলে আমরা আগামী বছরের মধ্যে কাজ আরম্ভ করতে পারব।

মিঃ স্পীকার---শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী---কোয়েশ্চান নং ৫৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৯

প্রশ্ন

১। রাজ্যে নূতন করে বাসভাড়া বৃদ্ধি করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি?

২। টি, আর, টি, সির ঘাটতি ও দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?

৩। দূরপাল্লার রুটগুলিতে আরও টি, আর, টি, সি, বাস বাড়ানোর সরকারী পরিকল্পনা আছে কি?

৪। থাকলে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী করা হবে?

উত্তর

১। বর্তমানে বাসভাড়া বৃদ্ধির কোন সরকারী পরিকল্পনা নেই।

২। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কর্পোরেশন থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। পর্যায়ক্রমে বাড়ান হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় টি. আর, টি, সি, র ক'জন কর্মীকে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের বিরোদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত সেসানে আমি এই রকম একটা প্রশ্নের জবাব দিয়েছি যে আমরা একজন ইনকোয়ারী অফিসার নিযুক্ত করেছি---এ পর্যন্ত ৬৬ জন বাস কনট্রাকটার ৫২ জন ড্রাইভার ও ৩ জন মেকানিকের বিরুদ্ধে বেআইনী কাজের জন্য তদন্ত হচ্ছে কিন্তু এখনও তাদের উপর কোন পানিশমেন্ট ইম্পজ করা হয় নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বার বার পেট্রল, ডিজেলের দাম বাড়ছে এবং টি, আর, টি, সি, ঘাটতি হচ্ছে---এই ঘাটতি মেটানোর জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, টি, আর, টি, সি, র ক্ষেত্রে ঘাটতি কত হচ্ছে---বিশেষ করে তেলের জন্য কত ঘাটতি হচ্ছে এইভাবে আলাদা করে জানান সম্ভব নয়। আমাদের বেলেন্স সিট হয় তাতে সম্পূর্ণ কত ঘাটতি হচ্ছে তাই দেখান হয়। আলাদা ঘাটতির জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীকেশব মজুমদার---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বাস সার্ভিসের পাশাপাশি রেলওয়ে সার্ভিসও আছে ফলে তারা ২৪ ঘন্টাই যাতায়াত করতে পারে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে রেলওয়ে সার্ভিস না থাকাতে ২৪ ঘন্টা যাতায়াতের সুযোগ গ্রহণ করতে পারি না। এই কথা চিন্তা করে ত্রিপুরার মানুষ যাতে ২৪ ঘন্টাই যাতায়াত করতে পারে সেজন্য ২৪ ঘন্টার বাস সার্ভিস চালু করবেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাতে এক্ষণই ২৪ ঘন্টার জন্য বাস সার্ভিস চালু কর সম্ভব নয়। আমাদের ইচ্ছা আছে মানুষকে যাতে আরও যাতায়াতের সুযোগ দিতে পারি।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে টি, আর, টি সি, তে বিরাট লোকসান হচ্ছে আর পাশাপাশি প্রাইভেট সার্ভিসগুলি বিরাট লাভ করছেন---কেন এই লোকসান হচ্ছে অনুসন্ধান করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার গভার্ণমেনটের রিকমেন-ডেশনে কমিটি গঠন করেছি এবং সেই কমিটি টি. আর, টি, সিতে চুরি, দুর্নীতি ইত্যাদি হলে সেটা সেই কমিটি দেখবে। একজন অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ পুলিশ কর্মীকে আমরা টি আর টি সিতে মার্চ ১৯৮২ সনের প্রথম সপ্তাহে নিয়োগ করেছি ভিজিলেন্স অফিসার হিসাবে। এছাড়া রাজ্য সরকারের পাবলিক আণ্ডার-টেকিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী টি, আর, টি, সিতে চার জনের একটা ইভলিউশান কমিটি ২১শে ডিসেম্বর ১৯৮১ সালে গঠন করেছি। ২রা জানুয়ারী ১৯৮২ সালেও

তিন জনকে দিয়ে ঘাটতির একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে কারন অনুসন্ধানের জন্য। তারা রিপোর্ট দিলেই আমরা ব্যবস্থা নেব। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেই সম্পর্কে নিদিষ্ট অভিযোগ দিলে আমরা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীমানিক সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে, যে সমস্ত রাস্তাতে টি, আর, টি, সির বাস চালু করা সম্ভব সেই সমস্ত রাস্তায় চালু করা হবে কি না? তাছাড়া যে সমস্ত এলাকাতে জনবসতি বেশী সেখানে পরিবহনের সুবিধার জন্য ছোট ছোট জীপ বা এই জাতীয় গাড়ী সেখানে পরিবহন ব্যবস্থাকে জীবন্ত করার জন্য চালু করার জন্য সরকার চিন্তা করছেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বাস যেগুলি দেই সেগুলির উপর সরকারের পারমিট ইস্যু হয় এবং সেগুলির বডি ইত্যাদি তৈরীর ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্তু ছোট ছোট জীপ, টেক্সীর ব্যাপারে প্রাইভেট মালিকরা এগুলি কিনে এবং তারপর রেজিস্ট্রেশন করে ওরা তাদের ইচ্ছামত রাস্তায় নামায়। ওদের উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বেশী হলে ওদেরকে আমরা রেকুয়েসট করতে পারি।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কিছু কিছু বাস আছে যেগুলি সামান্য কারণে অসুস্থ হয়ে পরে আছে। অল্প পয়সা খরচ করলে সেগুলি সার্ভিসিয়েব্যল হয়। এই রকম অবস্থায় আছে। ডিপার্টমেন্টের একজন ড্রাইভার ১৪৬ টাকা দিয়ে একটা গাড়ী চালু করেছে এবং সেটা আজ ছয়মাস যাবত রাসতায় চলছে। কিন্তু তাকে সেই গাড়ী রিপেয়ারের টাকা দেওয়া হয় নি। গাড়ীটার সঠিক নাম্বার আমায় মনে নেই তবে ৫১৯ বা ৪১৯ হবে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মেরামত করা হচ্ছে তবে যতটা প্রয়োজন ততটা করা হয় নি। ইতিমধ্যে আমরা ঠিক করেছি যে খুব পুরান গাড়ীগুলির মধ্যে ৩০ টাকে কনডেমড্ করব। আর মাননীয় সদস্য যে গাড়ীর কথা বলেছেন যে ড্রাইভার নিজের পকেটের টাকা দিয়ে গাড়ী ঠিক করেছে সেই ব্যাপারে আমি দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ১২১ জন টি, আর, টি, সির কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এই তদন্তের ভার কার উপর দেওয়া হয়েছে? বেসরকারী ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ সরাসরি পুলিশের কাছে করা হয় যেমন অভার লোডের ব্যাপারে। তাহলে টি, আর, টি, সির ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হচ্ছে তা সরাসরি পুলিশের কাছে দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---আমাদের অর্গেনাইজেশনের মধ্যে অভার লোড দেখার জন্য আলাদা ষ্টাফ আছে। এরকম কোন কিছু হলে ওরা রিপোর্ট দেন। কাজেই এটা সরাসরি পুলিশকে না দিয়ে আমরা অর্গেনাইজেশনের তরফ থেকে স্টেপ নিয়ে থাকি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীকামিনী দেববর্মা।

শ্রীকামিনী দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬০। পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬০।

প্রশ্ন

১) মিউনিসিপ্যালিটি ও নোটিফায়েড এরিয়ার বাহিরে বাজার ও রাস্তার উপরে সরকারী খরচে বিজলী বাতি দেওয়ার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২) থাকলে কবে পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে?

৩) পরিকল্পনা না থাকলে তার কারণ?

উত্তর

১) আপাততঃ নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) কারণ হচ্ছে যে এই ইলেকট্রিসিটি ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে দেওয়া হয় এবং কোন ক্ষেত্রে ফ্রি দেওয়া হয় না। গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন দালানে যে লাইট দেওয়া হয় ঐ দালান যে দপ্তরের সেই দপ্তরকেও পয়সা দিতে হয়। ফ্রি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

শ্রীকামিনী দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার বাহিরে দশ মাইল পর্যন্ত বাজার ও রাস্তার উপর সরকারী বিজলী বাতি কিভাবে দেওয়া হয়?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি বিল দিয়ে দেয় এবং নোটিফায়েড এরিয়াতে নোটিফায়েড কমিটি বিল দিয়ে দেয়। তা না হলে সেখানে অন্ধকার হয়ে যাবে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন, যে দপ্তরই বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন না কেন তারজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে হয়। তর্থাৎ দপ্তরগুলিতে বিদ্যুৎ বিক্রী করা হয়। বিদ্যুৎ দপ্তর যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন তারজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিদ্যুৎ দপ্তর সরকারকে দিয়ে থাকেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, সরকারী যে সমস্ত দালান ইত্যাদি আছে তার জন্য সবাইকে পয়সা দিতে হয়।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত সেসানের সময় জানিয়েছিলেন যে সমস্ত দপ্তরের সামনে (ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কিংবা বি,এস, এফ, ক্যাম্পের সামনে) কিংবা কাছাকাছি পোষ্ট আছে সেখানে ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে কারেন্ট দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত না দেওয়ার কারণ কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এই সমস্ত প্রশ্ন যদি জেনারেল হয়, তাহলে উত্তর দেওয়া মুস্কিল। নির্দিষ্ট জায়গার উল্লেখ থাকলে পরে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ---গত সেসানে বাচাইবাড়ী ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট, বাচাইবাড়ী বি, এস, এফ, ক্যাম্প এবং আশারামবাড়ী ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে কারেন্ট দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত না দেওয়ার কারণ কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ --মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি এটা অনুসন্ধান করব। তবে আমি এটা বলতে পারি যে, এই রকম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করলে উওর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীক ভিত্তিক দেওয়া হয়, ফ্রী দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ১ (এক) বছরে কত লাভ হয়েছে ? অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিক্রী করে কত টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং বাকী কত পাওনা আছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটার হিসাব আমার কাছে নেই। তবে আমি বলতে পারি, ১৯৭৭-৭৮ সালে আমরা বিদ্যুৎ বিক্রী করে পেয়েছিলাম ৬৫,৭৪,০০০ টাকা। আর এ বছরে আমরা আশা করেছিলাম ১,৫৫,০০,০০০ টাকা হবে। তবে জানুয়ারী, '৮২ পর্যন্ত ১,৮১,০০,০০০ টাকা হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :---কংগ্রেসী আমলে কত টাকা পেয়েছেন, এবং কত টাকা বাকী আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :---নির্দিষ্ট প্রশ্ন দেওয়া গেলে তা বলা যাবে।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, সরকারী খরচায় বিদ্যুৎ দেওয়া হয় না। কিন্তু এমন তথ্য আমার কাছে আছে স্ট্রীট লাইট নেই তবু মেলাঘরের অভারসিয়ারের বাড়ীতে আছে। এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ----সে সম্পর্কে আমি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ---ব্রাকেটেড কোয়েশ্চান শ্রীখগেন দাস এবং শ্রীমাণিক সরকার।

শ্রীখগেন দাস ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগের মোট কত সংখ্যক গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণের আওতায় আনা হয়েছিল ?	৩৭৭টি গ্রাম।
২। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যান্ত মোট কতটা গ্রামে বিদ্যুত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ?	আমরা এই পিরিয়ডে নূতন করে ৭৬৯টি গ্রামে লাইন নিয়েছি। এখন টোটাল দাঁড়িয়েছে ১১৩৬টি গ্রাম।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---ইহা কি সত্য যে, কোন গ্রামে বিদ্যুৎ না পৌঁছেও সেই গ্রামকে ইলেকট্রিফাইড বলে ডিক্লারেশন দেওয়া হয়েছে? সোনামুড়া সাব-ডিভিশানের রুদিজলা এই রকম একটি গ্রাম। এটার উপর দিয়ে এস, টি, লাইন গিয়েছে কিন্তু লাইট এখনও যায় নি তা সত্বেও সেই গ্রামকে ইলেকট্রিফাইড ভিলেজ হিসাবে ডিক্লারেশান দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমি এনকোয়ারী করে দেখব। যদি এস, টি, লাইন গিয়ে থাকে, তাহলে বলার কথা নয়।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? একটি গ্রামকে কোন্ কোন্ গুণের জন্য ইলেকট্রিফাইড ভিলেজ বলে চিহ্নিত করা হয় এবং এ রকম ভিলেজ-এর সংখ্যাই বা কত?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---আলোদা প্রশ্ন করলে ভাল হয়। তবে একটা কথা এখানে আমি বলতে চাই। কোন গুণের জন্য গ্রামকে ইলেকট্রিফাইড করা হয় না। ইলেকট্রিফাইড করা হয় প্রয়োজনের জন্য। আমরা সাধারণতঃ দেখে থাকি ডীপ-টিউবওয়েল আছে কিনা। সেগুলি নজর রেখে যে সমস্ত গ্রামে উপকার পাওয়া যাবে এই ভিত্তি থেকেই আমরা ইলেকট্রিফাইড করে থাকি। আপনারা জানেন, আমাদের টাকা-পয়সার অভাব আছে। সেই জন্য ইরিগেশানের সাহায্যের জন্যই গ্রামগুলিকে ইলেকট্রিফাইড করা হয়।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ১১৩৬টি ভিলেজকে ইলেকট্রিফাইড করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়টি ট্রাইবেল ভিলেজ তা জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---এই তথ্য আমার কাছে নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে দিতে পারব। তবে এটা ঠিক, ট্রাইবেল ভিলেজ গুলির দিকে আগে নজর দেওয়া হয়নি। আমরা বিশেষ করে গত বছর থেকে নজর দিচ্ছি।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে গ্রামকে সেনসাস্ ভিলেজ হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালের পরে সেনসাস্ ভিলেজ হিসাবে ধরা হয় নি। এই বাধা যাতে দূর করা যায়, তারজন্য সরকার থেকে কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা ঠিক বিদ্যুৎ দপ্তরের একটা কোড আছে। তাতে কতগুলি গ্রাম ধরা আছে। আমাদের এখানে অনেক সময় পাড়াকেও গ্রাম বলে। কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কোড আছে। এটা বাধা হিসাবে আসছে না। মূলত বাধা হচ্ছে, টাকা-পয়সা এবং মেটিরিয়েলসের।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---যেহেতু এটা একটা স্টার্ড কোয়েশ্চান এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানাও আছে কয়টা গ্রাম ইলেকট্রিফাইড করা হয়েছে কাজেই সেখানে ট্রাইবেল ভিলেজের সংখ্যা জানা নেই তা হতে পারে না। রাজনৈতিক কারণে উনি তা প্রকাশ করছেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ---এটা সাপ্লিমেন্টারী হতে পারে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় সদস্যের জানা আছে, ৩০ বছরে বন্ধুদের রাজত্বে গণ্ডাছড়াতে বাসও যায় নি, বিদ্যুৎও যায় নি। রাইশ্যাবাড়ীতেও যায় নি।

শ্রীনকুল দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গ্রামের গরীব মানুষেরা ইনষ্টলেশান চার্জ ইত্যাদি দিতে পারছে না। ফলে তারা বিদ্যুৎ নিতে পারছে না। ইনষ্টলেশান চার্জ যাতে এক সংগে না নেওয়া হয় তার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এরকম কোন সিদ্ধান্ত আমাদের এখনও হয় নি। ইনষ্টলেশান চার্জ সম্পর্কিত ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত আমাদের আলোচনায় স্থির ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কোন সিদ্ধান্তে যেতে পারিনি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ---কোয়েশ্চান নং ৬৩ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ-কোয়েশ্চান নং ৬৩ স্যার।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর হইতে ফুলদুংসাই পর্য্যন্ত এবং ইছাইলালছড়া তহশীল অফিস হইতে চুড়াইবাড়ী বাজার পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন চালু করবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১) ধর্মনগর মহকুমায় কাঞ্চনপুর হইতে ফুলদুংসাই পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন চালু করার পরিকল্পনা আছে। ইছাইলালছড়া তহশীল অফিস হইতে চুড়াইবাড়ী বাজার পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন টানার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২) যেহেতু ইছাইলালছড়া এবং চুড়াইবাড়ী বৈদ্যুতিকরণের কাজ আলাদাভাবে হাতে নেওয়া হয়েছে সেহেতু এই দুটি জায়গাকে বৈদ্যুতিক লাইন দ্বারা সংযুক্তি করণের কাজ আপাততঃ হাতে নেওয়া হয় নাই।

শ্রীউমেশ নাথ ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কদমতলা টু চুড়াইবাড়ী পর্য্যন্ত লাইন টানার কোন ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- আমি বলেছি ইছাইলাল ছড়াকে ইলেকট্রিফাই করার জন্য আলাদাভাবে লাইন এক্সটেনশানের কাজ চলছে এবং চুড়াইবাড়ীতেও আলাদাভাবে পয়েন্ট থেকে যাচ্ছে। এই দুইটা জায়গাকে কানেক্ট করার পরিকল্পনা আপাততঃ আমাদের হাতে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ- - শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- কোয়েশ্চান নং ৪১ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- কোয়েশ্চান নং ৪১ স্যার।

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহকুমার বন্দুয়ার ছড়ার উপর কাঠের পুলের কাজ কবে শুরু করা হয়েছে ?

২) উক্ত কাজ কবে নাগাদ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১) বন্দুয়ার ছড়ার উপর কোন কাঠের পুল তৈরীর কাজ পূর্ত দপ্তর কর্তৃক ইদানিং হাতে নেওয়া হয় নাই।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি ৩ বছর আগে দেখেছি সেখানে একটি কাঠের পুল তৈরী করা হচ্ছে, ১০-১২টি কাঠের খুঁটি লাগানো হয়েছে। তাহলে পি, ডবলিউ, ডির রাস্তার উপরে এই বন্দুয়ারের পুলটিকে তৈরী করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- মিঃ স্পীকার স্যার. কোন রাস্তার উপর বন্দুয়ার পড়ছে এটা প্রশ্নটা করার সময় বলা দরকার। ইদানিং কালে আমরা সেখানে কোন কাঠের পুল তৈরী করি নি। কিন্তু মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য আমি বলছি বন্দুয়ার ছড়া উদয়পুর--অমরপুর রাস্তার মধ্যে একটা আছে, সেখানে অলরেডি একটা কাঠের পুল আছে, সব সময় সেখানে গাড়ী যাচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বন্দুয়ারছড়া আমতলীর পাশেই পড়ে। সেখানে একজন কন্ট্রাক্টারকে এই পুলের কাজ করার জন্য টেণ্ডার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে কন্ট্রাক্টারকে আরও পুলের কাজ এক সঙ্গে দেওয়ার ফলে এই কাজটি পরিত্যাক্ত হয় এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :--- মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা করার সময় আমতলীর বদুয়ার বললেই আমার পক্ষে উত্তর দিতে সুবিধা হত।

মিঃ স্পীকার ঃ- - আপনি জবাব দিয়ে দিয়েছেন। শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ--- কোয়েশ্চান নং ৩৭ স্যার!

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- কোয়েশ্চান নং ৩৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন সংস্থার মোট কতটা বাস বিভিন্ন রুটে চলাচল করতো ;

২) ১৯৮১-৮২ সালে ঐ সংস্থার মোট কতটা বাস বিভিন্ন রুটে চলাচল করছে ; এবং

৩) এই সংস্থার কতগুলি বাস অচল অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত টি. আর, টি, সির ৭৫টি বাস বিভিন্ন রুটে চলাচল করিত।

২) ১৯৮১-৮২ সালে ঐ সংস্থার ১৩২টি বাস বিভিন্ন রুটে চলাচল করে। তার মধ্যে ৩৩টি মেরামতের জন্য ওয়ার্কশপে আছে। বাকী ৯৯টি এখন চলছে। এছাড়া ৩০টি পুরানো বাস আমরা কন্ডেমড করার

সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তার মধ্যে ২০টি বাস অলরেডি প্রসেস করছে আর বাকী ১০টি গাড়ী এসেসমেন্ট হচ্ছে।

শ্রীখগেন দাস ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বাসগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ অচলাবস্থায় পড়ে থাকে। এই বাসগুলি কনডেমড ঘোষণা করার জন্য ডিপার্টমেন্টালী একটা কমিটি আছে। গত ২ বছর যাবৎ আণ্ডারটেকিং অর্গেনাইজেশান কিছু কণ্ডেমড বাস কেনার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু বাসগুলি ২ বছর যাবৎ পড়ে আছে, কিন্ত কমিটী বসছে না যাতে এই বাসগুলিকে কণ্ডেম ডিক্লেয়ার করা যায়, তাহলে যে কোন গভর্ণমেন্ট আণ্ডারটেকিং কিনে নিতে পারে। দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ে আছে অথচ কণ্ডেমড বলে বাসগুলিকে ঘোষণা করছে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা ইদানীং কালে বোর্ড থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ১৯টা থেকে ২০টা বাস কণ্ডেমড ঘোষণা করব। যেহেতু রাজ্য সরকার এই সংস্থাকে প্রচুর অর্থ দেন, সেইজন্য আমরা এটাকে ক্যাবিনেটে প্লেস করি, ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত হচ্ছে ১৯টি ট্রাক আমরা প্যাক্স, ল্যাম্পস এবং মার্কেটিং সোসাইটিকে দিয়ে দেব। আর বাসগুলি সম্পর্কে আমরা চিন্তা করছি কাদের দেব। তবে কিছু বাস আমরা কণ্ডেমড ঘোষণা করছি। আমরা সেগুলিও দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ--- কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। আজকে একটা মাত্র তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেটার লিখিত উত্তর পত্র এবং একটা মাত্র তারকা বিহীন প্রশ্নের লিখিত উত্তর সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURE -"A" & "B")

REFERENCE PERIOD

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর নিকট হইতে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি সেটি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি হলো ঃ---

> "ত্রিপুরা ট্রাইবেল ডিষ্ট্রিক্ট অটোনোমাস কাউন্সিলকে কি কি ক্ষমতা রাজ্য সরকার হস্তান্তর করেছেন এবং সেই সব ক্ষমতার ব্যবহারে কাউন্সিলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে"।

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনে তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---স্যার, আমি এই ষ্টেটমেন্ট আগামী ২২।৩।৮২ ইং তারিখে দেব।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি ঃ---

১। শ্রীমানিক সরকার

২। শ্রীফয়জুর রহমান

৩। শ্রীকামিনী দেববর্মা

৪। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

নোটিশগুলোর বিষয়বস্তু হলো ঃ

১। "গত ১৭ই মার্চ আগরতলা লেইক চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকায় দুলাল সাহা নামে জনৈক যুবকের খুন হওয়া সম্পর্কে"।

২। "১৫ই মার্চ দুপুর বেলা ১২ ঘটিকায় ইছাইলালছড়া গ্রামের ভূমিহীন আবদুল মনাফের বাসগৃহটি কংগ্রেস (আই) দুরত্তদের দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়া সম্পর্কে"।

৩। "গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ফটিকরায় থানার অন্তর্গত ডেমছড়া গাঁওসভার শ্রীক্ষেত্র মোহন রূপিনীর নিখোজ হওয়া সম্পর্কে";

৪। "গত ৩রা মার্চ খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত মনাই ছড়ায় দুষ্কৃত ডাকাত কর্তৃক বিপিন মুণ্ডাকে হত্যা ও গবাদি পশু সহ ধনসম্পদ লুট সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, আমি এই সম্পর্কে ২২শে মার্চ, ১৯৮২ ইং তারিখ একটি বিবৃতি দেব।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---আমি মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২২শে মার্চ উত্তর দেব।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকামিনী দেববর্মা মহাশয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ---স্যার, ২৩শে মার্চ্চ এই সম্পর্কে উত্তর দেব।

অধ্যক্ষ মহাশয়ঃ---আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন। যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ---স্যার, ২৩শে মার্চ্চ এই সম্পর্ক উত্তর দেব।

বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট উত্থাপন ও গ্রহণ।

অধ্যক্ষ মহাশয়ঃ---মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"।

বর্ত্তমান অধিবেশনের ১৯শে মার্চ্চ, শুক্রবার, ১৯৮২ ইং (তারিখ) হইতে ৩০শে মার্চ্চ, মঙ্গলবার, ১৯৮২ ইং (তারিখ) পর্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়-গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করে-ছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয়ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্ত্তমান অধিবেশনের ১৯শে মার্চ, শুক্রবার, ১৯৮২ ইং (তারিখ) হইতে ৩০শে মার্চ, মঙ্গলবার, ১৯৮২ ইং (তারিখ) পর্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন তাঁর রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয়ঃ---এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয়ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস্ এ্যাড্ভাইসারী কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত"।

অধ্যক্ষ মহাশয়ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলোঃ---"বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত"।

(রিপোর্টটি সভা কর্ত্তৃক সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া ---মিঃ স্পীকার স্যার, দ্বিতীয় পে কমিশনের রিপোর্ট পেশ করবেন কিনা জানতে চাই।

অধ্যক্ষ মহাশয়ঃ---নোটিশ দিলে পরে বিবেচনা করা হবে।

লেয়িং অব রুলস্

অধ্যক্ষ মহাশয়ঃ---সভায় পরবর্তী কার্যসূচী হলোঃ---

"Laying of a copy of the Members of the Tripura Legislative Assembly (Housing facilities) (Second Amendment)

Rules, 1982 as required under sub-section (2) of Section 12 of the Salary, Allowance and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Act, 1972'.

আমি মাননীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীঅনিল সরকার---Mr speaker sir, I beg to lay on the table of the house a copy of the Members of the Tripura Legislative Assembly (Housing Facilities) (Second Amendment) Rules, 1982 as required under sub-section (2) of Section 12 of the Salary, Allowances and pension of Member of the Legislative Assembly (Tripura) Act, 1972".

অধ্যক্ষ মহাশয়ঃ---মাননীয় সদস্য মহোদয়দের আমি অনুরোধ করছি "নোটিশ অফিস" থেকে উপরোক্ত পেশ করা রুলস্‌টির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

প্রেজেনটেশান অব দি বাজেট এষ্টিমেইস ফর দি ইয়ার ১৯৮২-৮৩

অধ্যক্ষ মহাশয়ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হইতেছে "১৯৮২-৮৩ ইং আথিক ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করা। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয়কে অনুরোধ করছি' ১৯৮২-৮৩ ইং আথিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ১৯৮২-৮৩ সালের বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ পেশ করছি।

আগামী ডিসেম্বর মাসে রাজ্য বিধান সভার জন্য সাধারণ নির্বাচন হবার কথা। কাজেই বর্ত্তমান বিধান সভার আয়ুকালে এটাই শেষ বার্ষিক পূর্ণ বাজেট।

বর্ত্তমান আর্থিক বছরের নভেম্বর মাসে রাজ্য বিধান সভার জন্য তিনটি উপ-নির্বাচন হয়েছে। এ বছরই জানুয়ারী মাসে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচনগুলোতে জনগণ সরকারের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন। গত তিন দশকেও উপজাতি জনসাধারণের যে আশা, আকাঙ্খা ও চাহিদা পূরণ করা হয় নি স্বশাশিত জেলা পরিষদ তাদের সে সব আশা, আকাঙ্খা ও চাহিদা পুরন করবে বলে আমরা আশা রাখি।

২। বর্ত্তমান বছরে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি জোর কদমে বেড়ে চলেছে। শ্রমিক শ্রেণী ও দুর্বলতর শ্রেণীর জনগণ ইতিমধ্যেই আর্থিক দুরাবস্থায় ছিলেন। তাদের আথিক অবস্থার আরো অবনতি হচ্ছে।

শ্রমিক শ্রেণী ও গ্রামীণ জনগণ যে সময় আথিক দিক থেকে ভীষণ ভাবে দুঃস্থ সে সময় ভারত সরকার রেলওয়ে বাজেট, সাধারণ বাজেট এবং সংসদের অধিবেশনের প্রাক্‌-কালে বিভিন্ন আদেশের বলে এমন ভাবে কর বসিয়ে ছন যাতে দুর্বলতর শ্রেণীর জনগণই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। "এস্ মা", "জরুরী সংস্থা ঘোষণা", "বেতন ও মহার্ঘ ভাতা আটক রাখা", "আন্তর্জাতিক ধন ভাণ্ডার থেকে কঠিন শর্তে ঋণ গ্রহণ" প্রভৃতি শ্রমিক বিরোধী ও জন-বিরোধী কার্য্যাবলী জাতীয় অর্থনীতিতে নিদারুন আঘাত হানবে। যখন

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের সীমান্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন এসব কার্য্যাবলী সমগ্র দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক ও ক্ষতিকারক। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ বাসনাকে রুখে দেবার জন্য আমাদের গণতান্ত্রিক সংগঠন গুলোকে সমবেত প্রচেষ্টায় রক্ষা করতে হবে।

৩। বছরের প্রথম দিকে অতিরৃষ্টি এবং শেষের দিকে অনাবৃষ্টি "জুম চাষের" প্রচুর ক্ষতি করেছে। সমগ্র রাজ্যের জুমিয়া অধ্যুষিত এলাকায় এজন্য কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বিভিন্ন ধরণের কাজের মাধ্যমে এবং অন্যান্য সহায়তা দিয়ে সরকার এর মোকাবিলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

৪। বিশেষ ধরণের ব্যবস্থাদি নিয়ে প্রধান মন্ত্রীর ঘোষিত "কুড়ি দফা কর্মসূচী" কে সার্থকভাবে রূপায়িত করার জন্য প্রধান মন্ত্রী ও আমাদের রাজ্যপাল আমাকে চিঠি দেন। আমি তাঁদের দু'জনাকেই জানিয়েছি যে আমরা ক্ষমতায় আসার আগে জনগণকে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর অধুনা ঘোষিত কুড়ি দফার অনেকগুলোই রয়েছে। আমাদের দেয়া বার্ষিকী ও পঞ্চ বার্ষিকী যোজনার প্রস্তাবে তার প্রতিফলন রয়েছে। আমি তাঁদের এটাও জানিয়েছি যে আমাদের দেয়া যোজনা প্রস্তাব পুরোপুরি কেন্দ্রীয় অনু-মোদন পেলে কুড়ি দফা কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রাকেও আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারব।

৫। আমাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি এবং দেশের অন্যান্য অংশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমাদের গভীর চিন্তার কারণ। অন্যান্য অঞ্চলের এ ধরণের পরিস্থিতি সত্ত্বেও এ রাজ্যে ছোট ছোট ঘটনা ছাড়া অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

আসামে ক্রমাগত আন্দোলন এবং দীর্ঘ দিন যাবত এই আন্দোলন দমনে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সংহতিগত দিক থেকে আমাদের জন্য অনেকগুলো সমস্যার সৃষ্টি করে। রাজ্যের নানা শ্রেণীর জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার সর্বাঙ্গীন চেষ্টা রাজ্য সরকার সর্বদাই চালিয়ে যাচ্ছেন।

আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে নিযুক্তদের তথা হোমগার্ড, সিভিল ডিফেন্স এবং ফায়ার সার্ভিসের আধুনিকীকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ সব কাজে নিযুক্তদের জন্য নানাবিধ কল্যাণকর এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক ব্যবস্থাদিও নেয়া হয়েছে।

৬। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি আমাদের নিদারুণ আঘাত হেনেছে। অধিকতর ঘাটতি বাজেট, অধিকতর আভ্যন্তরীণ ঋণ, আন্তর্জাতিক ঋণ ভাণ্ডার থেকে ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার এ সবের মোকাবিলা করতে পারেন। রাজ্যস্তরে এ ধরণের সুযোগ নেই। রাজ্যস্তরে আর্থিক সংগতি বাড়াবার সুযোগও সীমিত। যে রাজ্যে শতকরা তিরাণী জনের বেশী দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন সে রাজ্যে কিছু কিছু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর উপর আমরা "প্রোফেশন্যাল ট্যাক্স" বসিয়েছি।

ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি এবং মূল্য সূচক বৃদ্ধির জন্য আমরা কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়াতে বাধ্য হয়েছি। এর ফলে আমাদের ঘাটতি বেড়েছে। মুদ্রাস্ফীতি দমন বা মূল্য বৃদ্ধি দমনের সব ব্যবস্থাদি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারই নিতে পারেন। আমাদের সীমিত ক্ষমতা এবং সীমিত সম্পদ হাতে নিয়ে নিয়মিত মাস-মাইনে চাকুরীর বাইরে যে লক্ষ লক্ষ জনগণ রয়েছেন তাদের আমরা বিশেষ কোন সাহায্য দিতে পারি নি।

৭। ১৯৮০-৮১ সালের শেষে আমাদের ঘাটতি ছিল এগারো কোটি ছয় চল্লিশ লাখ টাকা। ঐ বছরের সুরুতে যে চার কোটি একাত্তর লক্ষ তিরাশী হাজার টাকা ঘাটতি ছিল তা' এর মধ্যে ধরা হয়েছে। এ বছর শেষে ঘাটতির পরিমাণ আঠারো কোটি সত্তর লাখ টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অনেক গুলো রাজ্যেই ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এতে এটাই স্পষ্ট হয় যে আমাদের বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থার গোড়ায় যথেষ্ট গলদ রয়েছে। কাজেই যে সব রাজ্যকে ঘাটতি পোয়াতে হচ্ছে সে সব রাজ্যকে ঘাটতি মুক্ত করার দায়িত্ব কেন্দ্রকেই নিতে হবে।

ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, রাজ্যগুলোর উপর যোজনা বহির্ভূত খাতে অধিকতর দায় ভার প্রভৃতির কথা মনে রেখে আমাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে সপ্তম অর্থ কমিশন যে ভিত্তিতে সুপারিশ করেছিলেন তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সে জন্য এবং জাতীয় অর্থনীতি যে ভাবে নাড়া খেয়েছে তার জন্য আমরা ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম যে সপ্তম অর্থ কমিশনের সুপারিশের মেয়াদ কা হ্রাস করে অষ্টম অর্থ কমিশন গঠন করা হোক। ভারত সরকার এতে রাজি হন নি। তারা জানিয়েছেন যে অষ্টম অর্থ কমিশন যথা সময়েই গঠন করা হবে।

৮। ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকার একটি বেতন কমিশন গঠন করেন। এর জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হন নি। আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্য থেকে অর্থ সংগ্রহ করে কমিশনের সুপারিশ কতটুকু কার্য্যকর করা যায় তা আমরা খতিয়ে দেখছি।

৯। এবার আমি কতকগুলো বিভাগ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখছি। এ সব বিভাগ ও শাখা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি বাজেট পুস্তিকায় রয়েছে। এ সম্পর্কে আরো তথ্যাদি বিভাগ ভিত্তিক বাজেট আলোচনার সময় আসবে।

(১) কৃষি—বহু-ফলন, সুসম ব্যবস্থা, নতুন জাতের শষ্যের প্রচলন, অধিকতর ফসল উৎপাদনকারী জাতের সংমিশ্রন এবং পর্য্যপ্ত সার ব্যবহারের মাধ্যমে বিগত চার বছরে দানা শষ্য, পাট জাত দ্রব্য, তেল বীজ, ইক্ষু, সবজী ও বিভিন্ন ফলের উৎপাদন প্রচুর বাড়ানো হয়েছে। খাদ্য শষ্যের ফলন প্রচুর পরিমাণে বাড়বার মূলে রয়েছে চাষের আধুনিকী করণ, অধিকতর রাসায়নিক সারের ব্যবহার এবং উন্নতমানের বীজ ব্যবহার। উন্নত-মানের বীজের সরবরাহ বাড়াবার জন্য বীজ খামারগুলোর সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং দু'টো নতুন বীজ খামার স্থাপন করা হয়েছে।

ক্রমাগত সারের মূল্য বৃদ্ধির মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সরকার কৃষকদের যথেষ্ট ভর্তুকী দিচ্ছেন। রাসায়নিক সার, স্প্রেয়ার মেসিন এবং উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের ভর্তুকীতে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবার প্রচুর ব্যবস্থা হয়েছে। অনেকগুলো মিনি কিটও দেওয়া হয়েছে।

গত চার বছরে আরো ১৪১১ হেক্টার জমি ফল চাষ ও বাগিচা চাষের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপজাতিদের মধ্যে ফল চাষ ও বাগিচা চাষকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য যথাযথ সার সরবরাহ সহ বিনামূল্যে চাষের কলম ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। পাহাড়ী এলাকায় পাঁচটি স্থানে মশলাদি চাষের জন্য পাঁচটি প্রশিক্ষন তথা প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলের দশটি জায়গায় প্রতিটি কেন্দ্রে তিনটি "পাওয়ার টিলার', পাম্পসেট এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ দশটি ভাড়া কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে চারটি "পাওয়ার টিলার' সহ আটটি ভাড়া কেন্দ্র খোলা হয়েছে। প্রতিটি গাঁও সভাকে একটি করে পাম্পসেট এবং চারটি করে স্প্রেরার মেসিন দেয়া হয়েছে।

মত্তিকা সংরক্ষণ কাজে সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। মৃত্তিকা সংরক্ষণের বিভিন্ন স্তরের কাজে অধিকতর পরিমাণ জমি আনা হয়েছে। গত তিন বছরে এমন জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২২২৬ হেক্টার। মৃত্তিকা সংরক্ষণ কাজে সরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের শতকরা পঁঞ্চাশ ভাগ ভর্তুকী দিচ্ছেন।

(২) বন---চার বছরে ২৩৪০১ হেক্টার সহ ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত ৭১২৩২ হেক্টার জমি বনায়নে আনা হয়েছে। ১৯৮১-৮২ সালে ৫৫০০ হেক্টার জমি বনায়নে আনা হয়েছে; ১৯৮২-৮৩ সালে ৪৯৩৫ হেক্টার জমি আনা হবে। এই সালে ৮৫ কিঃ মিঃ রাস্তা তৈরী হবে এবং পুরোনো ১৫০ কিঃ মিঃ রাস্তার সংস্কার করা হবে। ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত ৯৩০টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে। ১৯৮১-৮২ সালে ৬০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেয়া হচ্ছে। প্রিমিটিভ গ্রুপ ভুক্ত ২০০টি জুমিয়া পরিবারকে ১৯৮২-৮৩ সালে পুনর্বাসন দেয়া হবে।

পূর্ণ সরকারী সহায়তায় ১৯৮১-৮২ সাল থেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের নিজেদের জমিতে এবং পঞ্চায়েত ভুক্ত জমিতে সামাজিক বনায়ন সুরু হয়েছে। গরীব চাষীদের বিশেষতঃ উপজাতিদের সাহায্যার্থে প্রচুর পরিমাণে বীজ ও কলম দেয়া হচ্ছে।

(৩) পশুপালন-- অধিক পরিমাণে দুধ এবং ডিম, মাংস ইত্যাদি উৎপাদনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে নিবিড় গো-উন্নয়ণ প্রজনন---ষাড় বিতরণ, সংকর বক্না বাছুর, মিশ্র পশুপালন প্রভৃতি প্রকল্প জোরদার করা হয়েছে। রাজ্য মুরগী খামারকে প্রজনন তথা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পে রূপায়নের উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যক ডিম ফোটাবার জন্য যথাযথ বর্দ্ধিত করা হয়েছে। রাজ্যে মাংস সরবরাহ বাড়াবার উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে শূকর এনে শূকর প্রকল্পকে জোরদার করা হয়েছে।

দুগ্ধ ও পক্ষী খামারগুলোকে ভর্তুকীতে খাদ্য বীজ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে অধিকতর বীজ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ জমিতে অধিকতর বীজ উৎপাদনে উৎসাহ পাবে। রাজ্য পশুপালন খামার, জেলা পশুপালন খামার, অমরপুর ও বিলোনীয়া মোষ প্রজজন খামার প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট মানে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য মিশ্রণ কেন্দ্র, পশু চিকিৎসার প্রাথমিক কেন্দ্র, মহকুমা চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোকে হাসপাতাল পর্য্যায়ে উন্নয়ন, ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসালয়, পা ও মুখের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর কাজ ঠিকমত এগোচ্ছে। আঞ্চলিক গো-খাদ্য বীজ তথা প্রদর্শনী খামার এবং ছাগল প্রজনন কেন্দ্র সন্তোষজনক ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার পার্শ্ববর্তী মনিপুর, নাগাল্যাণ্ড এবং সুদূর আন্দামান ও সিকিমে হাঁসের বাচ্চা সরবরাহ করছে। আঞ্চলিক গো-প্রজনন খামার বর্ত্তমানে পার্শ্ববর্তী রাজ্য-গুলোকে প্রজননের জন্য জার্সি জাতের ষাড় সরবরাহ করতে পারে। খাদ্য-বীজ খামার রাজ্যের মধ্যে ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে খাদ্য বীজ সরবরাহ করছে। পশুপালন বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতার অর্জনের জন্য অধিক সংখ্যক ছাত্রকে পাঠানো হচ্ছে।

পুরো একটি গ্রামকে "দুগ্ধ সরবরাহকারী গ্রাম", "মুরগী সরবরাহকারী গ্রাম" বা "শূকর সরবরাহকারী গ্রামে" রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে এলাকা ভিত্তিক নিবিড় প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে উপজাতি এবং তপশিলী জাতি অধ্যুষিত এলাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আগরতলা দুগ্ধ প্রকল্প "অপারেশন-ফ্লাড্---২" প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করছে। ১৯৮০-৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রনগর ডায়েরী যথারীতি কাজ করছে।

(৪) মৎস্য চাষ---মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে গত চার বছরে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ছোট ছোট বাঁধ তৈরী, জলা জায়গার সংস্কার প্রভৃতির মাধ্যমে নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে মোট ৯০৬৮ হেক্টার জলা ভূমি মৎস্য চাষের অধীনে আনা হয়েছে।

মাছের পোনা সরবরাহের ক্ষেত্রে রাজ্যের চাহিদা পুরো মেটাবার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মাছের উৎপাদন বাড়াবার উদ্দেশ্যে উৎসাহী মৎস্যজীবিদের মধ্যে মাছের পোনা উৎপাদনের প্রক্রিয়া ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ছোট ছোট বাঁধ তৈরীর মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। গত চার বছরে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ছোট ছোট বাঁধ তৈরী করে মৎস্য চাষের জন্য ৯০০ হেক্টার জলা ভূমি তৈরী করা হয়েছে।

তপশিলী জাতিভুক্ত মৎস্য চাষীদের সাহায্যার্থে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি গঠন সহ অনেকগুলো প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। নাম মাত্র খাজনাতে সরকারী জলাশয় এই সব সমিতিকে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা দেয়া হয়েছে। মৎস্য চাষী সদস্যদের মাছ ধরার জিনিষ পত্রাদি দেয়া হচ্ছে। গোমতি জলাধারে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহের জন্য নাম মাত্র ফি নিয়ে মৎস্যজীবি সদস্যদের লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে। রাজ্য স্তরে গঠিত এপেক্স সমবায় সমিতির মাধ্যমে মৎস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা সহায়তায় আরেকটি নিদর্শন। চার বছর আগে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে অকেজো সমিতি সহ মাত্র আঠারোটি সমবায় সমিতি ছিল। এপেক্স সমবায় সমিতি সহ এ ধরনের সমিতির সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় একশত।

(৫) সমবায়---গত চার বছরে সমবায় সমিতিগুলোর সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে। মৎস্য বিভাগের সমবায় সমিতিগুলোর কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁত শিল্পীদের সমবায় সমিতির সংখ্যা হয়েছে ৭৩ থেকে ১০৫, ভোক্তা সমবায় সমিতি ৭৩ থেকে ৮৬, ঋণদান সমবায় সমিতি ৩৫৩ থেকে ৪১৬ এবং শ্রমিক সমবায় সমিতি ৬১ থেকে ১১০। বর্ত্তমানে ল্যাম্পস এর সংখ্যা ৫৪। গত চার বছরে সমিতিগুলোর সদস্য সংখ্যা এক লাখের সামান্য ওপর থেকে বেড়ে প্রায় তিন লাখে দাঁড়িয়েছে। আগে ভোগ্য-ঋণ দেওয়া হত না। গত চার বছরে বিভিন্ন সমিতির মাধ্যমে ভোগ্য-ঋণ সহ দেয়া ঋণের পরিমাণ প্রায় ২২৫ লাখ থেকে বেড়ে ৪৭০ লাখের উপর দাঁড়িয়েছে। সমবায় সমিতি-গুলোর কর্মী নিয়োগ চার বছরে ৩০৬ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৯৭৭। প্রতি পরিবারে চল্লিশ টাকা করে ৭৪৪৬৬টি পরিবারকে শেয়ার ভর্তুকী দেয়া হয়েছে।

(৬) ভূমি সংস্কার---দ্রুত ভূমি সংস্কারের উপর সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় একাজ পরিষদের উপর বর্তাবে। ত্রিপুরায় উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ সীমিত। কাজেই ভূমিহীনদের সরকারী খাস জমি বন্টন একটি বড়

কাজ। এপর্যন্ত ১২৪২৮ জন ভূমিহীন, ৪৬১২ জন গৃহহীন এবং ১২০৩৬ জন ভূমিহীন ও গৃহহীনকে সরকারী খাস জমি দেয়া হয়েছে এ ছাড়া রবার ও বাগিচা চাষের জন্য ১৫৫টি গাঁও সভাকে ৯৮৭ একর জমি দেয়া হয়েছে। শহরগুলোর সীমানায় কলোনী তৈরী করে গৃহহীনদের পুনর্বাসন দেবার চেষ্টা হচ্ছে। আইনানুগ পথে উপজাতিদের জমি পুনরুদ্ধারের কাজ চলেছে এবং ২৬৯০ জন উপজাতিকে জমি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। উপজাতিদের ক্ষেত্রে জমি পুনরুদ্ধারের ফলে ভূমি হীন হয়ে যাওয়া ৯৬৯টি অ-উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন সাহায্য দেয়া হয়েছে। যে সব বর্গাদার রেজিষ্ট্রিভুক্ত নন তাদের নথীভুক্ত করার কাজে ৩৭৬৭ জন বর্গাদার এবং ৬৩৯ জন কোর্ফাদারকে নথিভুক্ত করা হয়েছে। পুনর্জরীপের কাজ যথা নিয়মে এগিয়ে যাচ্ছে। ঋণদানও অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য জমির মালিকদের 'পাস বুক' দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

১লা বৈশাখ ১৩ ৭ সন থেকে তিন পয়েণ্ট ছয় একরের কম জমির মালিক পরিবারের ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্ব মকুব করা হয়েছে।

(৭) পঞ্চায়েত---গত চার বছরে পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হাত তুলে ভোট দেবার পদ্ধতি বাতিল করে এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটের ব্যবস্থা করে নিম্নতম স্তরে সঠিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৬৮৯টি গাঁওসভা এবং ১৭৯ ন্যায় পঞ্চায়েত রয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কাজ অধিকতর মাত্রায় পঞ্চায়েতগুলোর মাধ্যমে করে সমষ্টি সম্পদ বাড়াবাড় চেষ্টা হচ্ছে। ছোট-খাট বিবাদগুলো ন্যায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে মিটিয়ে ফেলা হচ্ছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা রূপায়নের ক্ষেত্রে জনগনকে ঘনিষ্টভাবে জড়িত করার উদ্দেশ্যে সরকার গ্রাম পর্যায়ে পঞ্চায়েত এবং ব্লক পর্যায়ে ব্লক-উন্নয়ন কমিটি গুলোর মাধ্যমে প্রয়োগ করছেন।

(৮) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ---রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেবার জন্য অনেকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গত চার বছরে বিভিন্ন অঞ্চলে ১৮টি উপকেন্দ্র এবং একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ৩৮টি উপকেন্দ্রের কাজ এগোচ্ছে। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আরো ৬২টি এবং অন্যান্য এলাকায় আরো ৩৮টি উপকেন্দ্রের স্থান নির্বাচন বিবেচনাধীন। দু'টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ত্রিশ শয্যা বিশিষ্ট গ্রামীন হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ছিল চারটি। বাকী দু'টোর কাজ এগোচ্ছে। জি, বি এবং ভি, এম সহ হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতালের বহির্বিভাগে কাজ হচ্ছে। রেডিও থেরাপী সহ অন্তর্বিভাগের কাজের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৩০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে দু'টোর কাজ উত্তর ও দক্ষিণ জেলায় এগোচ্ছে। পশ্চিম জেলায় জেলা হাসপাতালের জন্য স্থান নির্বাচন হয়েছে এবং কাজ এগোচ্ছে।

জি, বি, হাসপাতালে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের দশমাসের শিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর জন্য অধিক সংখ্যায় এম, বি, বি, এস, ডাক্তারদের পাঠানো হচ্ছে। আঞ্চলিক কর্মসূচী অনুসারে জি, বি, হাসপাতালে একটি "ফিজিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন

সেন্টার" খোলা হচ্ছে। একটি "রোগ নির্ণয় কেন্দ্র" এবং "রেডিয়েশন মেডিক্যাল ইউনিটও" খোলা হবে।

পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী, অন্ধত্ব দূরীকরণ, কুষ্ঠ রোগ প্রতিষেধ, জাতীয় ম্যালেরিয়া দূরীকরণ প্রকল্প, যক্ষ্মারোগ নিরাময় প্রকল্পগুলি রূপায়নে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

(৯) উপজাতি কল্যাণ--- গোপন ভোটের মাধ্যমে সরকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করেছেন। এই পরিষদ গঠনে উপজাতি---অ-উপজাতি-সর্বশ্রেণীর লোক বিপুলভাবে যে সাড়া দিয়েছেন তা ত্রিপুরার ইতিহাসে একটি স্মরনীয় ঘটনা। সরকার এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আইনে নির্বাচিত পরিষদ উপজাতিদের দীর্ঘদিনের আশা আকাংখা পূরণ করতে সক্ষম হবেন।

উপজাতি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং তপশীলি জাতি উন্নয়ন কর্পোরেশন আগেই গঠন করা হয়েছে। সরকার একটি জুমিয়া পুনর্বাসন ও বাগিচা কর্পোরেশন গঠন করেছেন। এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাগিচা প্রকল্প হাতে নিয়ে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেয়ার কাজ করা হবে।

১৯৮১-৮২ সালেও জুমিয়া, ভূমিহীন উপজাতি এবং ভূমিহীন তপশীলি জাতিদের পুনর্বাসন দেয়া অব্যাহত রয়েছে। এই সালে বিভিন্ন প্রকল্পে ৩১৬৯টি উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন সহায়তা দেয়া হয়েছে। ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেবার জন্য ১৯৮২-৮৩ সালে ত্রি-ধারা কার্য্যক্রম নেয়া হবে। এতে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত লোকগণ উপকৃত হবেন। প্রথম কার্য্যক্রমে নিদ্দিষ্ট বনাঞ্চলে যে সব জুমিয়া ও ভূমিহীন উপজাতি বাস করেন তাদের নেয়া হবে। এটার রূপায়নে বন-বিভাগ কার্যকরী ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকবেন। দ্বিতীয় কার্যক্রমে আসবেন সেই সব জুমিয়া এবং ভূমিহীন যারা নিদ্দিষ্ট এলাকার বাইরে রয়েছেন অথচ বাগিচা চাষ প্রকল্পে আসতে চান। জুমিয়া পুনর্বাসন ও বাগিচা কর্পোরেশন এটা রূপায়িত করবেন। যে সব জুমিয়া ও ভূমিহীন উপজাতি পুনর্বাসন এলাকায় রয়েছেন অথচ বাগিচা প্রকল্পে আসতে চান না তাদের জন্য তৃতীয় কার্যক্রম চালু করা হবে; এটার রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর। এটা উল্লেখযোগ্য যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় জেলা পরিষদের উপরই পুনর্বাসন প্রকল্পগুলোর পুরো দায়িত্ব থাকবে।

উপজাতিদের জন্য নিদ্দিষ্ট সাব-প্ল্যান টাকার অঙ্কে এবং লক্ষ্য-মাত্রায় যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছে। রাজ্য যোজনা ছাড়া কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং প্রিমিটিভ গ্রুপ প্রকল্পের মাধ্যমে উপজাতি ও তপশীলি জাতিদের উন্নয়নের ব্যবস্থা হয়েছে। উপজাতি এবং অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর জন্য নিদ্দিষ্ট পুষ্টি প্রকল্প চালু রয়েছে।

উপজাতিদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ভিত্তি করে অনেকগুলো গবেষণা চালানো হয়েছে। কিছু কিছু গবেষণার বিষয় এবং ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

(১০) শিক্ষা---উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ৩২৫টি সহ আরো মোট ৩৫০টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হবে। সাব-প্ল্যান এলাকার বারোটি সহ মোট ত্রিশটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদালয়ে উন্নীত করা হবে। এক শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে দু'জন শিক্ষক দেবার কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা দু'লাখ তিরানব্বই হাজার হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রাথমিক স্তরে ৮২০০০ এবং মাধ্যমিক স্তরে ৮২০০ হবে বলে অনুমান। হাজিরা-বৃত্তি, উপজাতি—তপশীলি জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক, এই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডিং ভাতা, এবং প্রাথমিক স্তরে এসব ছাত্র-ছাত্রীর বই-এর মঞ্জুরী বহাল রয়েছে। গ্রামীন কর্ম প্রকল্পের ভেতরে ও বাইরে স্কুল-গৃহ নির্মাণ ও মেরামত অব্যাহত রয়েছে। উপজাতি কল্যাণ প্রকল্প অনুসারে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় দুটি আবাসিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে "কক-বরক" ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার কাজ অধিকতর সংখ্যক বিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে এবং এজন্য 'ককবরক' শিক্ষক ও 'ককবরক' ভাষার বই দেয়া হচ্ছে। জাতীয়করণ পুস্তকের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং সরকারী প্রেসে ছাপানো বই অধিক সংখ্যায় বিতরণ করা হচ্ছে।

কুড়িটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং বারোটি উচ্চবিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা হবে। নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৯৪৮০ এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর সংখ্যা ১২২১০ দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। উপজাতি অঞ্চলে এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে ১৮৭০ এবং ২৬০ হবে বলে অনুমান। বোর্ডিং এর উপজাতি ও তপশীলি জাতি আবাসিকদের বিশেষ কোচিং চালু রয়েছে।

বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প ১৯৮১-৮২তেও চালু রয়েছে। সামাজিক ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা বর্তমানে ২৫৭৫। এর মধ্যে ৮৭৭টি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে। সাব-প্ল্যান এলাকার ১৬৬০০ শিক্ষার্থী সহ মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫৫০০ বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পে পাঠাগার ব্যবস্থাও চাল রয়েছে।

জাতীয় স্তরে খেলাধুলায় ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। ত্রিপুরার আতিথ্যে চীন থেকে আগত জিমন্যাষ্ট দল এখানে তাদের কলা-কুশলতা দেখিয়েছেন। ত্রিপুরার আতিথ্যে জুনিয়র জাতীয় ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাজ্যের সবক'টি বে-সরকারী কলেজ সরকার ১-১-৮২ তারিখ থেকে অধিগ্রহণ করেছেন। আগরতলাস্থিত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. জি সেন্টার জোরদার করা হয়েছে। এই সেন্টারের জন্য নিজস্ব ঘরবাড়ী তৈরীর উদ্দেশ্যে সূর্যমণিনগরে শিক্ষা দপ্তরকে জমি দেয়া হয়েছে। ভর্তির চাহিদা মেটাবার জন্য, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের চাহিদার কথা মনে রেখে সরকারী ডিগ্রী কলেজগুলোতে বাড়তি সেকশান খোলা হয়েছে। ত্রিপুরার ছাত্রদের জন্য কোলকাতায় একটি হোষ্টেল নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু করা হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং ও পলিটেকনিক কলেজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আরো ঘর/ছাত্রবাস তৈরী, বইপত্র ও যন্ত্রপাতি কেনা হচ্ছে। এই দু'টো কলেজের ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। মেধাবৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তির হার বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের জন্য বাড়ানো হয়েছে এবং আরো বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

৩-৩-৮০ তারিখ থেকে পৌর ও নোটিফায়েড এলাকা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত প্রাথমিক স্কুল ছাড়া ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীতে পাঠরত সমস্ত ছাত্রদের মধ্যাহ্নকালীন খাবার দেওয়া হচ্ছে। ১৯৮১-৮২ সালে প্রায় ২·৫০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী-এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

(১১) সমাজ কল্যাণ—শিশু কল্যাণ সেবা প্রকল্পকে জোরদার করা হয়েছে। ৬০০টি প্রাক্ প্রাথমিক (শিশু কল্যাণ) কেন্দ্র, ১২টি শিশু নিকেতন, নতুন আই· সি. ডি· এস·

প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৭৮-৮১ সালে সমাজ কল্যাণের কাজকে এগিয়ে নেয়া হয়েছে। সমাজ কল্যাণে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এখনও চলছে তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় বার্দ্ধক্য-ভাতা প্রদান, অন্ধ ও প্রতিবন্ধীদের ভাতা দান, তপশিলী উপজাতি অনাথ শিশুদের রক্ষণের সেবা প্রকল্প, দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় অনাথ শিশুদের জন্য ভাতা, স্ব-নির্ভর প্রকল্পের অংশ হিসেবে অস্থগিত ও শারিরীক প্রতিবন্ধীদের সাহায্য, অন্ধ ও প্রতিবন্ধী সরকারী কর্মীদের জন্য যাতায়াত ভাতা এইসব উল্লেখযোগ্য।

(১২) সমষ্টি উন্নয়ন—জাতীয় গ্রামীন কর্ম প্রকল্পেয় জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারকে গভীর ভাবে আঘাত করেছে। মাননীয় সদস্যবৃন্দ অবগত আছেন যে ত্রিপুরায় ৮৩% এর বেশী মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছেন। বছরের কয়েক মাস জীবন যাপনের মত কাজের ব্যবস্থাও করতে পারেন না। কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প, যা পরে জাতীয় গ্রামীন কর্ম উদ্যোগ প্রকল্প নামে সংশোধিত হয়, সেটা গ্রামীন জনগণের বিশেষ সাহায্য করেছিল। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে রাজ্যকে বাধ্য হয়ে 'এস. আর. ই. পি' প্রকল্প গ্রহণ করতে হয়। সড়ক নির্মাণ ও সাড়াই, খেলার মাঠ তেরী, স্কুলঘর তৈরী, পুকুর সংস্কার, সাধারণ জলসেচের কাজ, বন্যা নিয়ন্ত্রক বাঁধ, বাজার সংস্কার ও উন্নয়ন, কাঁচা কুয়ো খনন, জলাধার নির্মাণ, ভুমি জলসংরক্ষণ কাজ এ সবের দ্বারা ১৯৮১-৮২ সালে এন, আর. ই পি/এস. আর. ই. পি প্রকল্পে সাতষট্টি লাখ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে এই কাজের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা হবে।

১৯৮১-৮২ সালে তিন হাজারের বেশী বাসগৃহ তৈরী করা হয়েছে গ্রামীন গৃহ প্রকল্পে। নিম্ন আয়ের লোকজনদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্প অনুযায়ী ঋণদান অব্যাহত আছে।

(১৩) শ্রম ও কর্মবিনিয়োগ---১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২২৯৩৯ জন বেকারকে কাজ দেওয়া হয়েছে। শারিরীক প্রতিবন্ধী ১১০ জনকেও কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারিত হয়েছে এবং বাগিচা শ্রমিক, মোটর শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, সড়ক নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমিক, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে তা চালু করা হয়েছে।

উত্তর ও দক্ষিণ জেলায় জেলায় স্বয়ং সম্পূর্ণ জেলা ইন্‌সপেক্‌টারের অফিস সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মহকুমাগুলোতে মহকুমা শ্রম পরিদর্শক অফিস খোলা হয়েছে।

(১৪) শিল্প--বড়মুড়ায় গ্যাস আবিষ্কারের পর রাজ্যে গ্যাসভিত্তিক নানা শিল্প গড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনটি জেলায় জেলা শিল্প কেন্দ্রগুলি যথাযথভাবে কাজ করছে। ব্লক স্তরে এ ধরণের কাজ সম্প্রসারিত করে হস্তশিল্প। তাঁত কর্মীদের সাহায্য করার বিষয়টি ভাবা হচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ আমি করছি ঃ---

ক) পাটকল ঃ—-১৯৭৯ সালের নভেম্বরে পাট কলটি চালু করা হয়। দু হাজারের বেশী মানুষ এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবেন। এখন পর্যন্ত বাণিজ্যিক উৎপাদন পুরোপুরি ভাবে শুরু হয়নি। দৈনিক উৎপাদন ১৫ মেট্রিক টনের মত। প্রায় ১২৫০ জন পাট শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং ৫০০ জন শ্রমিক কর্মনিযুক্ত আছে। ১৯৮২-৮৩ সালে দ্বিতীয় জুট মিলের জন্য নমুনা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বর্তমান মিলের প্রকল্প ব্যয় এখন ১১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

(খ) কাগজ কল ঃ---২৫০ টি. পি. ডি কাগজের কল এবং ৩০০ টি. পি. ডি কাগজ মণ্ড মিলের সম্ভাবনার প্রতিবেদন বর্তমানে ভারত সরকারের বিচারাধীন রয়েছে।

(গ) চা-শিল্প ঃ---চা বোর্ড ও চা উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে চা শিল্পের উন্নয়নের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমিকদের দ্বারা সমবায় চা বাগানগুলিকে আরো জোরদার করা হয়েছে। ছোট চা বাগানগুলোর জন্য একটি চা তৈরীর কারখানা খোলা হবে।

(ঘ) ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (টি আই ডি সি) ঃ---আই. ডি. বি. আই এর মতানুসারে টি. আই. ডি. সি আন্যান্য কাজ সহ ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ যোগাবে। এ ছাড়াও, টি. আই. ডি. সি রাজ্যে শিল্প এলাকার অনুসন্ধান ও তার উন্নয়নের কাজ করবে।

(ঙ) ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলোম এণ্ড হ্যাণ্ডিক্র্যাফট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ঃ---১৯৭৪ সালে সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত এই কর্পোরেশনটি ১৯৮১-৮২ সালে ৫০ লক্ষ টাকার সুতো বন্টনের স্থলে '৮২-৮৩ সালে ৭৫ লক্ষ টাকার সুতো বন্টনের লক্ষমাত্রা গ্রহণ করেছে। হস্ত তাঁতের কাপড় ও জনতা শাড়ী উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ১৯৮১-৮২ সালের ৫০ লক্ষ ও ৭০ লক্ষের পরিবর্তে প্রতিটির জন্য ৭০ লক্ষ টাকা ধার্য্য হয়েছে। কর্পোরেশন রপ্তানীভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আরো খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র খুলে, যন্ত্রভিত্তিক নয় এমন 'ভাই কেন্দ্র' গঠন, ধর্মনগর ও শান্তির বাজারে নতুন হস্ত তাঁত কেন্দ্র গঠন, এবং 'পাছড়া' তৈরীর জন্য দু'হাজারের বেশী উপজাতি শ্রমিককে সাহায্য দানের মত ব্যবস্থা নিয়ে কর্পোরেশন তার কাজের পরিধি বাড়িয়েছে।

(চ) ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন ঃ---এই কর্পোরেশনের কাজের মধ্যে অন্যতম হল, শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল সরবরাহ, সরকারের এজেন্ট হিসাবে সিমেন্ট আনা, ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা, কাঠ সিজেনিং শিল্প, খান্দেশ্বরী চিনি উৎপাদন, ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্য উৎপাদন এবং ইটভাটা চালানো।

১৯৮১-৮২ সালে আরও ৬টি ইটভাটার কাজ শুরু হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে কর্পোরেশন তিন কোটি ইট উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য্য করেছে। '৮২-৮৩ সালে ফার্মাসিউটিক্যাল কেন্দ্র থেকে খাবার ক্যাপসুল উৎপাদন শুরু হবে।

সি. এফ. টি. আর. আই আনারস ফ্যাকটরী সম্পর্কে যে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দিয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে যাতে কুমারঘাটে একটি কমপ্লেক্স গঠন করা যায়।

তাঁত শিল্পকে আধুনিকীকরণের জন্য দপ্তর থেকে প্রাথমিক সমবায়গুলোকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে এবং এপেক্স ও হ্যাণ্ডলুম সমবায় সমিতিগুলোকে সুদৃঢ় করা হচ্ছে।

(১৫) অর্থ ঃ--- বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় চার বছরের মধ্যে নতুন ৫৪টি ব্যাংকের শাখা খোলা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে ৩১শে ডিসেম্বর ২৩,০০০ মানুষ পিছু একটি শাখা ছিল। ১৯৮১ সালের জুলাইতে তা ১৫,৫০০ জন পিছু একটিতে দাঁড়িয়েছে। '৭৭-এর ৩১শে ডিসেম্বর থেকে '৮১-এর ৩১শে ডিসেম্বর ক্রেডিট ডিপোজিট ৩৪.১% থেকে বেড়ে ৫৭% দাড়ায়। দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে, তপশিলীভুক্ত জাতি/উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে, শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে, বেকার মোটর কর্মীদের মধ্যে, স্বনির্ভর উদ্যোগীদের মধ্যে ও সমবায় ভিত্তিক ইটভাটার জন্য অধিকতর অগ্রিম দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

১৯৭৭ সালের ২৭শে মার্চ থেকে ত্রিপুরা রাজ্য লটারী শুরু হয়। '৮১ সালে ৩১শে মাচ পর্যন্ত এর মুনাফার পরিমাণ ৩১,৩০,৩৬১.৯৭ টাকা। এই মুনাফা আগরতলায়, জেলা এবং মহকুমা শহরে টাউনহল নির্মানে, আগরতলায় প্রেস ক্লাব নির্মানে, পঞ্চায়েত লাইব্রেরী গঠনে এবং অনাথ শিশুদের আবাসস্থলে লাইব্রেরী গঠনে বঞ্চিত হয়েছে।

গত চার বছরে ত্রিপুরার স্বল্প সঞ্চয় সংগঠন জোরদার করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের দ্বারা সঞ্চয়কে গতিশীল করা যায়। এই কর্মসূচীতে সঞ্চয়কারীদের শিক্ষিত করার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে সঞ্চয়কারীরা জানতে পারেন স্বল্প সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং রাজ্যের উন্নয়ন কর্মসূচীগুলো। ১৯৭৬-৭৭ সালে ১৮ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৮০-৮১ সালে রাজ্যের শেয়ার দাড়িয়েছে ১৪৩ লক্ষ টাকা।

(১৬) তথ্য, সংস্কৃতি এবং পর্যটন ঃ---বিভিন্ন গণ মাধ্যম এবং গ্রামীন প্রচার ব্যবস্থা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দৃশ্য প্রচার, তথ্য কেন্দ্র, উপতথ্য কেন্দ্র, গ্রামীন রেডিও ফোরাম এবং লোকরঞ্জন শাখার মাধ্যমে এই দপ্তর জনগণের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলছে। এই মাধ্যমগুলো সরকার ও জনগনের মধ্যে সংযোগ রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ৩০টি তথ্য কেন্দ্র, ৩৬৭টি উপতথ্য কেন্দ্র, ১৫৭টি লোকরঞ্জন শাখা এবং ৪৭১টি রেডিও রুরাল ফোরাম রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কাজ করছে। সরকারের উদ্দেশ্য হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতি গাঁও সভায় একটি করে উপতথ্য কেন্দ্র খোলা।

দপ্তর ছয়টি সংবাদপত্র প্রকাশ করে (একটি বাংলা সাপ্তাহিক, একটি কক্‌বরক সাপ্তাহিক ইংরেজী পাক্ষীক, মনিপুরী ভাষার দু'টো পাক্ষিক এবং একটি মাসিক দেয়াল পত্রিকা)। রাজ্য স্তরে পরিকল্পনা প্রদর্শনী এবং ব্লক স্তরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা দপ্তর করেছে। এই সমস্ত প্রদর্শনীকালে দপ্তরের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সাংস্কৃতিক কর্মীরা পাদপ্রদীপে আসতে পারেন।

পর্যটন এখন পর্য্যন্ত রাজ্যে খুব জোরদার হয় নি। মূল সমস্যা হ ল আগরতলা ও অভ্যন্তরে থাকার মত স্থানের অভাব। ডোমিটারী ধরনের থাকার ব্যবস্থা কয়েকটি নিদিষ্ট স্থানে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ভারতীয় পর্যটন উন্নয়ন কর্পো-রেশনের এবং রাজ্য সরকারের যুগ্ম সহযোগিতায় '৮২-৮৩ সালের মধ্যে আগরতলা শহরে জনতা হোটেলের নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে।

(১৭) সরকারী মুদ্রণালয় ঃ---চার বছরে সরকারী মুদ্রণালয়ে মাসিক গড় মুদ্রণ হয়েছে ১৩,৩৩,৯৯৮ যেখানে এর আগের সময়ে মাসিক গড় মুদ্রণ ছিল ৫,৯০,১৪৯। সরকারী মুদ্রণালয় থেকে তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের ছয়টি পত্রিকা নিয়মিত মুদ্রিত হচ্ছে।

সমস্ত সরকারী কাজ এবং শিক্ষা বিভাগের যাবতীয় জাতীয়কৃত পাঠ্যপুস্তক সরকারী মুদ্রণালয় থেকে মুদ্রিত হচ্ছে। ব্লক তৈরী যন্ত্র বসানো হয়েছে এবং সরকারের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্লক তৈরী করছে। বে-সরকারী প্রয়োজনেও অর্থের বিনিময়ে ব্লক তৈরী করা হচ্ছে। সরকার যে বাংলা ক্যালেণ্ডার প্রকাশ করেন তা যাতে ভবিষ্যতে সরকারী মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশ করা যায় তার ব্যবস্থাও হচ্ছে।

(১৮) পূর্ত দপ্তর ঃ---(ক) জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ---চার বছর আগে যেখানে ৩৮৩১ হেক্টার জমি বন্যা নিয়ন্ত্রনের অধীনে ছিল সেখানে অতিরিক্ত ৫,৯৪৯ হেক্টার জমিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য ২২ কিঃ মিঃ দীর্ঘ বাঁধকে বাড়িয়ে ৫৯ কিঃ মিঃ করা হয়েছে। মাঝারী সেচের জন্য আনুমানিক ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গোমতী বাঁধের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ৭.১০ কোটি টাকায় খোয়াই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আনুমানিক ৮.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে মনু প্রকল্পের কাজ মঞ্জুর করা হয়েছে।

নগরের পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থায় আরও দু'টি শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে এবং গ্রামীন জল সরবরাহ প্রকল্পে নতুন ২০০টি গ্রামকে নেওয়া হয়েছে ১৯৮২-৮৩ সালে নতুন প্রকল্পে আরো গ্রামে জল সরবরাহ করা হবে।

(খ) বিদ্যুৎ ঃ---বিগত চার বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন মাসিক গড় ১.৮৭ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে 4.১০ মেগাওয়াটে দাড়িয়েছে। গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংখ্যা ও পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের সংখ্যা ৩৬৭ থেকে ১০১৩ এবং ১৪৫ থেকে বেড়ে ৪২৫ এ দাড়িয়েছে।

গোমতী তিন নম্বর ইউনিটের কাজ সন্তোষজনক। আশা করা যায় কয়েক মাসের মধ্যেই এটা চালু হবে।

বড়মুড়াতে গ্যাস ভিত্তিক টার্বাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা, ভাবা হচ্ছে।

(গ) পি ডবলিউ. ডি ঃ---১৯৮২-৮৩ সালে গ্রামীন এলাকায় বিশেষতঃ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কিছু নতুন রাস্তা তৈরী এবং সংস্কারের ও উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক পরিকল্পনাকালে, ৫৬০ লক্ষ টাকা রাস্তা ও ব্রীজ তৈরী উন্নয়নে বরাদ্দ হয়েছে। এই অর্থ দিয়ে ১২০ কিঃ মিঃ নতুন রাস্তা তৈরী এবং ১৬০ কিঃ মিঃ রাস্তা সংস্কার করা হবে যাতে এসব রাস্তা বছরের সব সময়ের জন্যই গাড়ীর যাতায়াত যোগ্য থাকে। এই ৫৬০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩০০ লক্ষ টাকা দিয়ে ন্যূনতম প্রয়োজন প্রকল্পের অধীনে গ্রামাঞ্চলে নতুন রাস্তা গঠন ও পুরানো রাস্তা সংস্কার করা হবে। এ অর্থে নতুন রাস্তা তৈরী করা হবে এবং কিছু বর্তমান রাস্তাকে উন্নত করা হবে যাতে গ্রামীন বাজার এবং উপজাতি অধ্যুযিত এলাকা যুক্ত হয়। রাজ্য পরিকল্পনায় আর্থিক ও রাস্তার উদ্দেশ্যে যা বলা হল তা ছাড়াও বর্তমান জম্পুই পার্বত্য এলাকার সড়ক ব্যবস্থা এবং চেবরী থেকে মানিক ভাণ্ডার হয়ে পেচারথল সড়কের উন্নয়ন ঘটানো হবে এন. ই. সি, প্রকল্পে। স্ট্র্যাটেজিক রোড প্রোগ্রাম-এর কর্মসূচী অনুযায়ী তেলিয়ামুড়া—অমরপুর, অমরপুর—উদয়পুর, বিশ্রামগঞ্জ---সোনামুড়া এবং বগাফা---বিলোনীয়া রাস্তা উন্নয়নের প্রস্তাব আছে।

(১৯) স্বায়ত্ব শাসন ঃ---আগরতলা পৌরসভা এবং নয়টি নোটিফায়েড এলাকা নিজ নিজ এলাকাগুলিতে জল সরবরাহ, ড্রেন খনন, ময়লা নিস্কাশন, বাজার উন্নয়ন ইত্যাদি বহু উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্প অনুযায়ী উদয়পুর শহরকে উন্নয়নের জন্য গ্রহন করা হয়েছে। সরকারের কাছ থেকে সাহায্যের মাধ্যমে সমস্ত স্থানে টাউন হল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

১০। রাজ্য পরিকল্পনা, কেন্দ্রীয় প্রকল্পসূচী ও, এন. ই. সি প্রকল্পে ১৯৮২-৮৩ সালে স্থিরীকৃত অর্থ হল যথাক্রমে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা, ১৬৫·৪৭ লক্ষ টাকা এবং ৩৫৬ ৮৫ লক্ষ টাকা। এসবের বিস্তৃত বিবরণ সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন পুস্তকে দেয়া রয়েছে।

১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেট এই সভায় পেশ করা হল তাতে ঘাটতির পরিমাণ ২৩৭.০৭ লক্ষ টাকা। ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে রাজ্যকে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে ৫০ লক্ষ টাকা। অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ সংগ্রহের বিষয়টি সরকার সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখছেন। অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ হলে পর উপরোক্ত ঘাটতির পরিমাণও হ্রাস পাবে।

১১। বামফ্রন্ট সরকারের পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদর্শনের জন্য আমি, শেষ করবার আগে রাজ্যবাসীকে এবং সমস্ত স্তরের কর্মচারী, শ্রমিক ও অফিসারদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। যথাযথ কেন্দ্রীয় সাহায্যের অসুবিধা এবং অন্যান্য বহু অসুবিধা সত্বেও আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন হয়েছে। এর ফলে বিশেষভাবে দরিদ্র জনগণের মঙ্গল হবে এবং গ্রামে ও শহরে আরো কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

অধ্যক্ষ মহোদয়---মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি "নোটিশ অফিস থেকে ১৯৮২-৮৩ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য এবং উপরোক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর যদি কোন সদস্য মহোদয় ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) দিতে চান তবে তাহা আগামী ২৩শে মার্চ, মঙ্গলবার ১৯৮২ ইং বিকাল ১ ঘটিকার মধ্যে বিধান সভার সচিবালয়ে জমা দেবেন।

প্রেজেন্টেশান অব দি ডিম্যাণ্ড ফর সেকেণ্ড সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৮১-৮২

অধ্যক্ষ মহাশয়---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হইতেছে "১৯৮১-৮২ ইং সনের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থাপন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ১৯৮১-৮২ ইং সনের দ্বিতীয় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দবী সভায় পেশ করার জন্য।

Sri Nripen Chakraborty ---Mr. Speaker, Sir, I rise to persent the Second Supplementary Demands for the current year. The clearance given recently by the Government of India about raising of loan for strengthening Fire Services in the state and other minor adjustments necessity for which I seek approval of the House for the Second Supplementary Demands as presented now. There is no effect of the proposals on cash balance of the State.

The House may kindly approve the same.

অধ্যক্ষ মহাশয় ---মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এই সাপ্লিমেন্টারী ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর "ছাঁটাই প্রস্তাব" (কাটমোশান) আগামী ২০ শে

মার্চ, শনিবার ১৯৮২ ইং বেলা ১১ঘটিকা পর্যন্ত বিধানসভার সচিবালয়ে গ্রহণ করা হবে এবং ১৯৮১-৮২ ইং আর্থিক সনের দ্বিতীয় ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রতি-লিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য "নোটিশ অফিস" থেকে।

সভা বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল প্রাইভেট মেম্বার্স রিজ-লিউশান। আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী, দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতয়িা এবং সব শেষটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরীকে অনুরোধ করছি উনার রিজ-লিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীবাদল চৌধুরী---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তবটি হল, —

"The Tripura Legislative Assembly requests the Central Government to set up on Enquiry Committee for going into the deteriorating condition of post, telegraph and telephone services in Tripura and to adopt suitable remedial measures in bringing about early improvement of these services". স্যার, আমি প্রস্তাবটা এনেছি এই কারনে আমাদের এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের এটাই হচ্ছে অভিজ্ঞতা যে বিজ্ঞান সভ্যতার বিকাশের সংগে সংগে পোস্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ সার্ভিসের যে উন্নতি হওয়ার দরকার তা এখানে হল না এটা তারা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা আজকে বুঝতে পেরেছে। আজকে এখানে যে ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, তাতে দেখা যাবে যে কেউ যদি একটা টেলিফোন তুলে কানেকশান চায়, তাহলে অন্য দিক থেকে ৫ মিনিটেও কোন রকম জবাব পাওয়া যাবে না। এছাড়া আজকাল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তারা যে অসুবিধার মধ্যে পড়েছে, কারণ আজকাল তাদেরও রাজ্যের বাইরে থেকে খবর আনার জন্য এই সার্ভিসের উপর নির্ভর করতে হয়, আবার রাজ্যের খবর বহির রাজ্যে পাঠাবার জন্যও তাদেরকে এই সার্ভিসের উপর নির্ভর কয়তে হয়, কিন্তু এই ব্যবস্থার বর্ত্তমান হাল, তাতে তারাও সাধারণ মানুষের মত নানা রকম অসু-বিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। এবং দীর্ঘদিন যাবত তারাও কেন্দ্রীয় সরকারকে নানা-ভাবে এদিক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আসছে। তাছাড়া আজকে আগরতলা শহরেও দিনের পর দিন টেলিফোনের চাহিদা বেড়েই চলেছে, কাজেই এই চাহিদা পূরণ করার জন্যও এই ব্যবস্থার আশু উন্নতি হওয়ার দরকার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যবস্থার সমস্ত দিকটাই দেখাশুনা করে থাকেন, স্টাফ রিক্রুটমেন্ট থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় সমস্ত ব্যাপারটাই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। কাজেই স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে, রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু তা সত্বেও রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত অসুবিধাগুলির কথা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে এনেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে এই পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। আমি এখন এক একটা সেইসব অসুবিধার কথা এখানে তুলে ধরছি। যেমন আগরতলা টেলিফোন

এ্যাকচেঞ্জ, এই টেলিফোন এ্যাক্‌চেঞ্জ থেকে ১২টা লাইনে সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৯৪০টা নূতন লাইন দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কয়েক শত নূতন লাইনের দরখাস্ত এখনও পড়ে আছে যারা টেলিফোন চান। কারণ যারা টেলিফোন চায়, তাদের প্রয়োজন আছে বলেই চান। কিন্তু এই ব্যাপারে কি করা হবে না হবে, তা এখন পর্যন্ত কিছুই ঠিক করা হয় নি। বর্তমানে যে সমস্ত লাইনগুলি চালু আছে, সেগুলিও ঠিকমত কাজ করছে না আর মেণ্টেইনান্স যেটা সেটা অত্যন্ত দুর্বল। সামান্য একটু বড় বৃষ্টি হলেই, সে লাইনগুলি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়, স্থানীয় যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সেটাও ঠিকভাবে কাজ করে না। আজকে এখানে ৫টা মেনুয়েল টেলিফোন এ্যাক্‌চেঞ্জ আছে এছাড়াও আরও ৯টা অটো এ্যাক্‌চেঞ্জ আছে। এগুলিতে যে পরিমাণ স্টাফ থাকার দরকার, যেমন ইঞ্জিনীয়ারিং এবং টেকনিক্যাল স্টাফ তাও নাই এমন কি প্রয়োজনীয় লোকও নিয়োগ করা হচ্ছে না। আজকে এখানে প্রায় ৪০০ বা তার কিছু বেশী স্টাফ আছে, তাদের দ্বারা ৫টা মেনুয়েল এবং ৯টা অটো এ্যাক্‌চেঞ্জ চালু সম্ভব নয়। বাকী আর যারা স্টাফ আছে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের ঘাড়ে এই অতিরিক্ত কাজের বোঝা গিয়ে পড়ে। যার ফলে এই ব্যবস্থায় কাজটা ঠিকভাবে চলছে না। আজকে আমাদের দেশে অথবা ভারতের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে এবং তার ফলে মানুষের যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিশেষ করে টেলিফোনের জন্য বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে রীতিনীতি, তাতে যে অটো এ্যাক্‌চেঞ্জ চালু করা হবে, তারজন্য যে পরিমাণ টাকা পয়সার বরাদ্দ করা প্রয়োজন, যেটা নাকি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ১৯৮২ সালের মধ্যে তারা এই কাজ শেষ করবেন, তারজন্য প্রয়োজনীয় আলাদা ঘর বাড়ী তৈরী করবেন, সেখানে ইন্‌স্ট্রুমেন্ট বসানো হবে, তার কোন কিছুর চিহ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই ১৯৮২ সালের মধ্যে যে কাজ শেষ হওয়ার কথা, তাতে আমাদের সন্দেহ আছে। আর কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী স্টিফেন সাহেব বলেছিলেন যে শুধু অটো এ্যাকচেঞ্জই করা হবে না, এখানে স্যাটেলাইট ব্যবস্থাও চালু করা হবে যাতে করে বাহিরের রাজ্য এবং ভারতের বাহিরের দেশগুলির সাথেও এই রাজ্যের সরাসরি টেলিফোন ব্যবস্থা থাকে, তারজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই রাজ্যের যারা জনসাধারণ এবং মাননীয় সদস্যরাও জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত সাব-ডিভিশনগুলি রয়েছে, সেগুলির হেড কোয়ার্টারের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও একটা অচল অবস্থার মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে মফঃস্বল এলাকাগুলিতে যে টেলিফোন এ্যাক্‌চেঞ্জগুলি রয়েছে এবং যারা সেগুলিতে কাজ করেন তারা সব চাইতে বেশী অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন। কারণ সেখানে যদি আজকে একটা টেলিফোন অকেজো হয়ে যায়, তাহলে তারজন্য যে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, তা রাখার ব্যবস্থাও সেখানে নাই। ন্যূনতম যে ব্যবস্থা সেখানে রাখার দরকার সেটাও হাতের কাছে সময় মত পাওয়া যায় না। এটা কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই স্বীকার করেছেন। স্টিফেন সাহেব, তিনিও স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে এই ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া উচিত। আজকে যদি গৌহাটি থেকে যন্ত্রপাতি এনে এসব ঠিক করতে হয়, তাহলে অনেক সময় লাগবে, কাজেই এই অবস্থায় সেটা ঠিক চালানো বলা যায় না। এখন যে টেলিফোন ব্যবস্থা আছে, আমার মনে হয় তারমধ্যে এমন সব পুরানো জিনিষপত্র আছে, যেগুলি আজকের দিনে অচল, অথচ প্রয়োজনের সময় সেইসব অচল যন্ত্রপাতি সেটা-আপ করে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। যার ফলে আমরা দেখেছি যে টেলিফোন এ্যাক্‌চেঞ্জের একজন কর্মী বিকাশ দাস কিছুদিন আগে ইলেকট্রিক সক খেয়ে মারা গিয়েছেন। কারণ টেলিফোনে যে তার থাকে, তার মধ্যেও

ইলেক্‌ট্রি থাকে। কাজেই সেইসব দেখাশুনার জন্য যে টেক্‌নিক্যাল লোকের দরকার, সেই লোকের খুবই অভাব। এটা শুধু মফঃস্বলেই নয়, আমাদের আগরতলা শহরে যে সমস্ত টেলিফোন এ্যাক্‌চেঞ্জগুলি আছে, সেগুলির মধ্যেও অনেক ব্যবস্থাই অকেজো হয়ে আছে। বিশেষ করে এখানকার টেলিফোন এ্যাক্‌চেঞ্জের জন্য, যে এ্যাকমোডেশানের দরকার সেই এ্যাক্‌মোডেশান এখানে নাই, বেশীর ভাগ অফিসই ভাড়া বাড়ীতে আছে। টেলিফোন এ্যাক্‌চেঞ্জের জন্য যে স্পেসিফিকেশানের বিলডিং-এর দরকার, সেই স্পেসিফি-কেশানের বিলডিং ভাড়া বাড়ীতে পাওয়া যায় না। কাজেই টেলিফোন এ্যাক্‌চেঞ্জের কাজ ভাড়া বাড়ীতে করা চলে না। ফলে টেলিফোনের জন্য প্রয়োজনীয় এ্যাকমোডেশানের অভাবেই টেলিফোন এ্যাক্‌চেঞ্জগুলির বেশীর ভাগ লাইনই নষ্ট হয়ে আছে। বিলোনীয়ায় আমরা চেষ্টা করেছিলাম আগরতলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য। এখানে আগরতলা থেকে শান্তির বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে প্রথমে তাকে উদয়পুরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে তারপর সাবরুমের লাইন ক্লীয়ার আছে কিনা সেটা দেখতে হবে, সেই লাইন ক্লীয়ার থাকলে তারপর সে শান্তির বাজারের লাইন পাবে। কাজেই আজকে ত্রিপুরার মতো একটা সীমান্ত অঞ্চলে যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেখানে সবচেয়ে বেশী দরকার রাজধানী আগরতলার সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা। সেজন্য আমি প্রস্তাব রাখছি যে আগরতলার সঙ্গে যাতে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা হয় তারজন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি---আমরা দেখছি যে একটা নোটিশ দেওয়া হল না একটা বিলও দেওয়া হলনা অথচ দেখা গেল যে লাইন কেটে দেওয়া হল। একমাত্র ভি. আই. পি. লাইন ছাড়া কোন লাইনই ঠিক থাকে না। কিন্তু দেখা গেছে যে ভি আই. পি. দেরও লাইন ঠিক থাকে না। আমাদের মন্ত্রী আরবের রহমান---উনার টেলিফোন লাইন দীর্ঘ দিন অচল হয়ে পড়ে আছে বার বার লিখা হচ্ছে একটা খোঁজ নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর লাইন---একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর টেলিফোন লাইনও ৫ মিনিট ১০ মিনিট ধরে বসে থাকতে হয়। একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খুবই দ্রুত যোগাযোগ করতে হয় কিন্তু দেখা গেছে উনার ফোনও ঠিকভাবে কাজ করে না। তাছাড়া পত্রিকা অফিসগুলিঃ তাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করতে হয় আমরা দেখেছি যে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার টেলিফোন নং ৬২৮---সেটা প্রায়ই অচল হয়ে থাকে ঠিকভাবে যোগাযোগ করতে পারে। না। এবং এই ব্যাপারে বহু লিখা হয়েছে কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। আবার অন্য দিকে দেখা যায় যে একজন ব্যবসায়ী কলিকাতার মত দূরের লাইনও ২ মিনিটের মধ্যে পেয়ে যায়।

এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীষ্টিফেনের কাছেও লিখা হয়ছে কিন্তু দেখা গেল যে একটা তদন্ত করাও প্রয়োজন মনে করলেন না। আবার দেখা যাচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে এই রকম বিশিষ্ট লোকদের টেলিফোনে ঘাড়ি পেতে থাকে টেপ করা হয় গোয়েন্দাগিরি করার জন্য। দিল্লিতে দেখা গেছে এই রকম টেপ করা হচ্ছে গোয়েন্দা-গিরী হচ্ছে কিন্তু এই ব্যাপারে প্রতিকার হচ্ছে না। এই সব টেলিফোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অবস্থা বিশেষ করে ত্রিপুরার মফস্বলের অবস্থা আরও খারাপ—কৈলাসহর, কমলপুর প্রভৃতি মফস্বলের সহরগুলির টেলিফোনগুলি বছরের পর বছর অচল হয়ে

পরে আছে। অথচ বলা হচ্ছে যে টেলী যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা গ্রামেও পৌছে দিচ্ছি। আবার দেখা যাচ্ছে যে একটা ট্রাংকল করতে গেলে যেখানে ২ টাকায় করা যেত সেখানে আজকে 8 টাকা করা হয়েছে। যেখানে কলিকাতার সংগে যোগাযোগ করতে আগে ৫ টাকা ৬ টাকা ১০ টাকা লাগত আজ সেখানে ১৫ টাকা ২০ টাকা লাগছে। এই ভাবে কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স বসানো হচ্ছে টেলিফোনের আয় বাড়ান হচ্ছে কিন্তু তার ফলে যে মানুষের একটু সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হওয়া সেটা আর হয়ে উঠছে না। দিনের পর দিন মানুষের টেলিফোন অচল হয়ে পরে থাকছে। এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাচ্ছে না। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার আগে প্রস্তাব দিয়েছিলেন আজকে আমিও এখানে প্রস্তাব দিয়ে বলতে চাই যে এর প্রতিকারের জন্য একটা স্টেট লেভেল কমিটি করা হউক। এর ব্যবস্থার কথা মাননীয় কেন্দ্রীয় যোগাগোগ মন্ত্রী শ্রীষ্টিফেন স্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে একটা এডভাইজারী কমিটি গঠন করা হবে। কিন্তু সেই ব্যাপারে কিছুই করা হয় নাই। অথচ দেখা যাচ্ছে যে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে বসে কেরালায় সরকার ভাংগার জন্য রাজনীতি করছেন।

এখানকার সরকারকে ভাংগার জন্য তিনি যে সময় ব্যয় করেন সেই সময়ের এক তৃতীয়াংশও যদি তিনি তাহার যে কাজ সেই কাজে যদি মনোনিবেশ করতেন তাহলে ভারতবর্ষে এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হত না। আমি সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করছি যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই অচল অবস্থা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা গ্রহণ করেন। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে টেলিফোন অবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। আজকে আসামে, নাগাল্যাণ্ডে ও মিজোরামে আজকে সেখানে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আনন্দোলন তার একমাত্র কারণ হল সমগ্র নর্থ ইয়েসটার্ণ সেকটরে যে সাতটা রাজ্য আছে সেখানে যোগাযোগ অবস্থা খুব দুবল। তারপরে টেলিপ্রিন্টারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই আরেকটা অচল অবস্থা। যে টেলিপ্রিন্টারের উপর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি নির্ভর করছে। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে টিলিপ্রিন্টারের কাজকর্ম খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই কাজে কেন্দ্রীয় সরকারকে সহযেগিতা করতে চায়। উত্তরপূর্বাঞ্চলে আসাম এবং অরুণাচলকে নিয়ে একটা সার্কেল তৈরী করা হচ্ছে। এই সার্কেলটা আগরতলায় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটা না করে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে যার প্রতিফলন এখানকার মানুষের উপর পরবে। কাজেই আমরা আশা করব যে কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে তদন্ত করে এই অচল অবস্থাকে দূর করার জন্য সচেষ্ট হবেন। তারা ষ্ট্যাট লেভেলে একটা কমিটি করবেন যে কমিটি এখানকার মানুষের যে অবস্থা সেই অবস্থার কথা চিন্তা করে এখানকার শহরগুলির সংগে আগরতলার ডাইরেকট যোগাযোগের ব্যবস্থা করবেন এবং টেলিফোন এবং টেলিপ্রিন্টারের উন্নতিবিধান করতে মনোযোগ দেবেন। টেলিগ্রাম-টেলিফোন লাইনের ম্যানটেনেনসের জন্য যে কাজকর্মের দরকার সেটার এখানে অভাব, টেলিগ্রাম পাঠানো হচ্ছে না। অথচ টেলিগ্রামের চার্জ নিচ্ছে। যে টেলিগ্রাম কয়েক ঘন্টার মধ্যে যাওয়ার কথা সেটা যেতে কয়েকদিন সময় লাগে। হয় তো টেলিগ্রাম পাঠাতে যে ষ্টাফের দরকার সে ষ্টাফ এখানে দেওয়া হয় না। যেখানে কাজ আছে লোকের দরকার সেখানে লোক দেওয়া

হচ্ছে না। কাজেই টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি হওয়া দরকার। এখানে টেলিপ্রিন্টারের সাহায্যে মেসেজ পাঠানো হয় শিলচর, আবার শিলচর থেকে কলিকাতা এবং সেই কলিকাতা হয়ে দিল্লীতে। সরাসরি দিল্লীর সংগে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা নেই। আজকে সেটা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত যাতে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা যায়। কারণ আজকে রাজ্যের একটা জরুরী যোগাযোগ করতে গেলে টেলিপ্রিন্টার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি টেলিফোন এবং টেলিপ্রিন্টারের কথা বলতে গিয়ে পোসটেল ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কও কিছু বলছি। আজকে কিছু মেহল পাঠানো হয় এই রাজ্যে বেসরকারী বাসে। অবশ্য সে দিক থেকে টি· আর· টি. সি. বাসকে কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু আগরতলা শহর থেকে আর. এম· এস· অফিস থেকে বাসে, রিকশায় সেগুলি পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে চিঠি হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ চিঠির আশায় বসে থাকেন। সে দিক থেকে বিমান বন্দরকে কাজে লাগিয়ে এই ব্যবস্থার উন্নতি করা যায় কি না সেটা দেখা দরকার। দ্বিতীয় হল, আগরতলায় একটা হেড অফিস আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই অফিসকে ডাইরেকটরেট পর্য্যায় উন্নতি করার জন্য একজন ডিরেকটারের পোষ্ট কিছু আগে স্যাংশন করেছিলেন। কিন্তু সেটা এখনও করা হচ্ছে না। কাজেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি যে এই ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। পোসট কার্ডের জন্য আমাদেরকে শিলং এর দিকে চেয়ে থাকতে হয়। এখানে মানি অর্ডার ফর্ম পাওয়া যায় না। শিলং থেকে আসলে আমরা পাই। এখানে ম্যাটেরিয়েলস, ম্যান এবং ইকুইপমেন্টর-এই তিনটার চাহিদা খুব বেশী।

এই তিনটির মধ্যে চাহিদার অভাব যেটা আছে তা পূরণ করতে না পারলে এই ডিপার্টমেন্টের উন্নতি সম্ভব হবে না। বিশেষ করে আজকে ধর্মনগরের ক্ষেত্রে এটা বলা চলে। কারণ ধর্মনগর দিয়েই নর্থ-ইষ্টার্ণের চিঠি পত্র যায়। আগরতলায় প্রথম পোষ্ট অফিস চিঠিগুলি সট হয়। আগরতলা পোষ্ট অফিস থেকে তারপর আগরতলা আর. এম. এস. এ পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে ধর্মনগর আর, এম, এস, এ যায়। এরফলে ১(এক) দিনের কাজ ৩।৪ (তির। চার) দিন দেরী হয়ে যায়। কাজে কাজেই ধর্মনগর আর, এম, এস, এ সরাসরি যদি চিঠিগুলি পাঠানো যায়, তাহলে এই কাজটা আরো দ্রুত ডেভলাপ হবে। আজকে এখানে যে কথা বলা হচ্ছে তা হল, এখানেও আলাদা পোষ্টাল সার্কেল তৈরী করা। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি. আলাদা পোষ্টাল সার্কেল তো তৈরীই হয়নি ববং গৌহাটি-শিলং থেকে পোষ্টাল সাকেলকে সরিয়ে ইমফলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গৌহাটি কিংবা শিলং আমার কাছে যতদূরে ছিল তার থেকেও আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিমান সার্ভিস সপ্তাহে মাত্র একদিন কি দু'দিন। কাজে কাজেই এতে আরো অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে। সেই দিক থেকে এই কাজটা আরো ডেভলাপ করা যায়, ডিপার্টমেন্টাল কাজটাকে আরো ত্বরান্বিত করা যায় সেই দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি ব্লক লেভেলের পোষ্ট অফিসগুলির পর্য্যন্ত যাতে উন্নতি করা যায় সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নিন। আজকে কর্ম্মচারীদের মধ্যে ঐক্য ভেঙ্গে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীদের বেতন কাঠামো কি হবে সেটা আজ পর্য্যন্ত ঠিক করেন নি। এখানে ২টি ডিভিশান আছে। একটি আগরতলা ডিভিশান এবং অন্যটি ধর্মনগর ডিভিশান আগরতলা ডিভিশানে আজকে আগরতলা হেড পোষ্ট মাষ্টার এবং অন্যান্য সেক্শান মিলে, সাব-পোষ্ট অফিস মিলে প্রায় ৪০০ জন বিভিন্ন ধরনের

কাজ করছে। আরো অনেক স্টাফের দরকার ঠিক মত কাজ করার জন্য। আজকে রেগুলার স্টাফ আছেন ৫৮৬ জন বাকী আছেন অ্যাকস্ট্রা হিসাবে ৯৯২ জন। একমাত্র পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট ছাড়া আর কোথাও এরকম নজির নাই যে, ৮০ টাকা বেতন পাওয়ার। সেখানে পোস্ট মাস্টারের বেতন ১৩০ টাকা। আজকে যদি আমরা পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের উন্নতি চাই, অগ্রগতি চাই, তাহলে সেখানে যারা কাজ করবে তাদের বেতন কাঠামো কি হবে সেটা আগে দেখতে হবে। ৪ ঘন্টাই কাজ করুন, আর ৬ ঘন্টাই কাজ করুন সেখানে বেতন নীতি ঠিক করা উচিত। ৮০ টাকার পোস্ট পিওন সারাদিন কাজ করে লোকের হাতে চিঠি পৌঁছে দেবে, মানি অর্ডারের টাকা নিয়ে গোলমাল করবে না এটা আমি চিন্তাই করতে পারিনা। ঠিক একই অবস্থা আজকে টেলিফোন, টেলিফোনের মধ্যে একই অবস্থা, আজকে টেলিগ্রাফ এবং টেলিপ্রিন্টারের মধ্যে। আজকের দিনে মাত্র দিনে ২।৩ টাকা মজুরীতে খাটানো এটা চিন্তাই করা যায় না। আজকে আমাদের সরকার ৮ টাকা ৮.৫০ টাকা দিনে মজুরী দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য তা স্বীকার করছেন। কিন্তু তা সত্বেও হচ্ছে না। সুতরাং সে দিক থেকে আমরা এই প্রস্তাব রাখছি, এই ধরনের কর্ম্মচারী যারা আছেন তাদের প্রতি নজর দেওয়া উচিত। অনিয়মিত যারা আছেন তাদের নিয়মিত করা হোক, যাতে পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের সচলতা আনা যায়। সে দিক থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখছি, সমগ্র পূর্বাঞ্চলের জন্য আলাদা পোস্টাল সার্কেল করা হোক। আজকে পার্লামেন্টেও বার বার স্বীকার করছেন, এই ডিপার্টমেন্টে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি কাজ করছে। সে দিক থেকে পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিন্টার ডিপার্টমেন্টর যাতে উন্নতি না হয়, অগ্রগতির পথে না যেতে পারে তার জন্য এক অশুভ শক্তি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যই আজকে এই অবস্থা চলছে, এই অরাজকতা চলছে, চলছে অচলতা। এখানকার মানষের আজকে সবচেয়ে বড় চাহিদা পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের উন্নতি। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্বেও মানুষের দৈনন্দিন কাজ কর্ম্মের যে অসুবিধা চলছে পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট এবং টেলিফোন-টেলিগ্রাফের মধ্যে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তের ব্যবস্থা করুন। স্টিফেন সাহেব অনেক আশার কথা শুনিয়েছেন। আমরা ততটুকু দাবী করছি না। তবে যে পরিমাণ লোকের দরকার, যে পরিমাণ ইক্যুইপমেন্টের দরকার, যে পরিমাণ মেটিরিয়েল্সের দরকার সেই সব যাতে দেওয়া হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আর যদি তা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে কেন এই অচলতা চলছে তা অনুসন্ধান করে দেখুন। সুষ্ঠু তদন্তের ব্যবস্থা করুন। এই আশা রেখে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে আমি এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন সে সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি। মিঃ ডেপটি স্পীকার স্যার, এটা সত্যি কথা যে, টেলিফোন এবং টেলিগ্রাম এবং পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের একটা দুরাবস্থার মধ্যে চলছে। এবং তার ফলে অনেক জরুরী কাজ আমাদের হচ্ছে না। এটা দৈনন্দিন জীবনে একটা ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অনেক সময় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে আমরা অনেকক্ষণ ধরে রেস্পন্স পাই না। অনেক সময়

ক্রস কানেকশান হয়ে যায়। এই রকম ঘটনা আমরা প্রতিদিনই লক্ষ্য করছি। পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টও একই ভাবে আমাদের চিঠি পত্র গুলি বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের চিঠি পত্র বা কাগজ পত্র সে গুলি প্রায়ই বিলি করা হয় না। এছাড়া আমাদের উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের চিঠি পত্র সেন্সার হচ্ছে এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। আমার মনে হয় এটার মধ্যে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কোন ব্যাপার আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের যে অচলাবস্থা সেটা তুলনাবিহীন যদি আমরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর গুলির অচলাবস্থা পর্যবেক্ষন করি। স্যার, একচেঞ্জ অফিসে বার বার টেলিফোন করে লাইন পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি গণ্ডাছড়া স্কুলেও দুই বৎসর যাবৎ কোন শিক্ষক যান না। আমি এডুকেশান ডাইরেক্টরেট অফিসে গিয়ে ডাইরেকটারের সংগে দেখা করলে উনি বলেন যে আমি চিঠি পাঠিয়ে দেব। তিনি একজন করনিককে ডাক দিলেন, কিন্তু পাওয়া গেল না। তারপর তিনি আরেকজন করনিককে ডাক দিলেন; কিন্তু তাকেও পাওয়া গেল না। শেষ পর্য্যন্ত জানা গেল যে সবাই বাড়ী চলে গেছে। অফিস ফাঁকা। এই হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরগুলির অবস্থা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের সংগে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর গুলির তুলণা করলে শুধু যে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরগুলির অচলাবস্থাই দেখা যায় তা নয়, আমাদের দপ্তর গুলিতে আরও বেশী অচলাবস্থা এবং দুর্নীতি চলছে। স্যার, আজকে টি, আর. টি. সি. কি চরম অবস্থায় পৌছেছে সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি। তবে পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের দুর্নীতি গুলি যে সমালোচনার উর্ধ্বে তা নয়, নিশ্চয়ই সামালোচনীয়। স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরে বিশেষ করে জি বি. হাসপাতালে কি নোংরামি চলছে? ৯ জন রাধুনীর জায়গায় ৫ জনের বেশী হয় না। স্কুল কলেজ গুলির দুর্নীতি আজকে চরমাবস্থায় পৌঁছেছে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই শাসক দলের বিধায়কগন কি ভাবে উনারা উনাদের ব্যার্থতাকে ঢাকার চেষ্টা করছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের আহ্বান করছি শুধু দলীয় দৃষ্টিভংগী নিয়ে একটা ডিপার্টমেন্টকে আক্রমণ না করার জন্য। সামগ্রিকভাবে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত সংস্থা আছে সেগুলিতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করাই হবে আমাদের উদ্দেশ্য। এটাই হবে রাজ্যের পক্ষে কল্যানকর।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি রিজলিউশানের পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, আমি প্রসঙ্গক্রমেই বলছি। আজকে পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টে যাতে শৃংখলা ফিরে আসে, যাতে ডিপার্টমেন্টের কাজ নিয়মিত হয় তা কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্যই দেখতে হবে। তবে পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্ট-মেন্টের যে কর্মসূচী তাতে গ্রামাঞ্চল গুলি অবহেলিত হচ্ছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুসিত অঞ্চলগুলি এই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। গণ্ডাছড়া, রইস্যাবাড়ী, সাব্রুমের বিভিন্ন উপজাতি অঞ্চল, উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে টেলিফোনের এই সুযোগ সম্প্রসারণ থেকে বঞ্চিত। শহরাঞ্চলগুলিতে টেলিফোনের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পায়, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের মানুষ তো ফায়ার এক্সিডেন্ট বা অন্যান্য জরুরী ব্যাপারগুলিতে টেলিফোন করার মত কোন সুযোগ পায় না। গ্রামাঞ্চলের মানুষ যে কবে এই সুযোগ সুবিধা-গুলি লাভ করবে তা একমাত্র পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টই বলতে পারে। আমি মনে করি

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই সমস্ত ইনটেরিয়ার এলাকাগুলিতে টেলিফোন লাইন সম্প্রসারণ করা দরকার। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলে সামান্য একটা কাজের জন্য অফিসগুলিতে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। কিন্তু টেলিফোনের যদি সুযোগ থাকত তাহলে সে কাজ টেলিফোনের মাধ্যমেই সেরে নিতে পারে। গ্রামাঞ্চলে সাফারিংস্ এর অবস্থা আজকে চরমে রয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলে প্রতি গাঁওসভা না হলেও অন্ততঃ ২।৩টি গাঁওসভা মিলে যদি একটা টেলিফোন দেওয়া যায় তাহলে গ্রামাঞ্চলে মানুষ কিছু সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট যদি একটু উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের দুঃখ দুর্দশা কিছুটা লাঘব হবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, শুধু দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটা ডিপার্টমেন্টকে আক্রমণ না করে সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন দপ্তরের যে অচলাবস্থা রয়েছে তা নিরসনকল্পে আমাদিগকে উদ্যোগী হতে হবে। এই অভিমত জানিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় আজকে হাউসে যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটাকে পুরোপুরি সমর্থন করে দু-চারটি কথা বলছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি লক্ষ্য করলাম বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের মাথায় কিছুটা গণ্ডগোল হয়েছে। কারণ পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের অধীন। কাজেই যে বিষয়টি নিয়ে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বলা দরকার, তা তিনি তা না করে স্টেট গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বলে হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। হয়তো সে সময়ে উনার মাথায় কিছুটা গণ্ডগোল হয়ে থাকতে পারে। যাই হোক, যে দুর্নীতি এই পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টে চলছে সেগুলি নিরসনের জন্য একটা তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য আমি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করছি। আমার এই অনুরোধ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সেই সব কর্তা ব্যক্তিদের কাছে কতটা পেঁছিবে জানি না। কারণ আজকের ষ্টিফেন সাহেব সেই ষ্টিফেন সাহেব নেই যিনি ক্ষমতায় যাওয়ার পর অসম্ভব রকমের লম্ফঝম্ফ করেছিলেন টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য। তখন মনে হয়েছিল এই টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে না পারলে হয়তো উনি পথ ছেড়ে দেবেন। স্যার, শুধু ত্রিপুরা নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গা বিশেষ করে কলকাতা, দিল্লীর খোদ দিল্লী শহরের টেলিফোন অবস্থা দেখলে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর গত্যন্ত থাকেনা। এইযে অসহনীয় অবস্থা চলছে সেটা আমাদের এই ক্ষুদ্র এবং পাহাড়ী ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এত অসুবিধা থাকা সত্বেও যত গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ছিল সেটা করা হয় নি। আমি একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি উত্তর ত্রিপুরার আমরা একই ডিস্ট্রিক্টের মানুষ কমলপুর থেকে যদি কৈলাশহরে কোন মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে সেই মৃত্যু সংবাদ পেঁছার আগে মানুষ পেঁছে যাবে। গত চার মাসের মধ্যে আমরা টেলিফোনে একবারও কমলপুরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি নি। টেলিগ্রাম এবং টেলিফোন এর মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে এই রকম। কৈলাশহরে যে ষ্টিমেপ আছে মনে হয় ঘুণে ধরে আছে বার বার নক্ করার পর রেসপন্স মেলে কৈলাশহরে লাইন আছে কিন্তু লাইন খারাপ। আপনি যদি দুর্নীতিবাজ

যে সমস্ত কর্মচারী আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কল বুক করেন তাহলে পাঁচ কি ৭ মিনিটের মধ্যেই লাইন পেয়ে যাবেন। এই হচ্ছে বর্তমানে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অবস্থা। কিছু দুর্নীতিপরায়ণ লোক খাতায় এনট্রি না দিয়ে সমস্ত টাকা নিজে দের পকেটে রাখছেন। এই দুর্নীতি সম্পর্কে অনেকবার অনেক আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের বিধান সভার সমস্ত স্টেটমেন্টও পাঠানো হয়েছে কিন্তু কোন প্রতিকার হয়েছে বলে জানি না। যে জন্য আজকে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জানি এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে একটা টেলি-কমিউনিকেশান এডভাইসারী কমিটি পুনগঠিত হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে সেই কমিটির একটি মিটিং হয় কিন্তু এই কমিটির কথা ছিল আগরতলায় এবং শিলং-এ প্রতি ৬ মাস পর পর একবার মিট করবেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই কমিটি আজ পর্যন্ত আর একটিও মিটিং করেন নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই কমিটি জীবিত আছে, নাকি মরে গেছে? সেই খবরও আমরা জানি না। এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী অনেক কথা বলেছেন, তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক মানুষ এই সম্পর্কে বার বার প্রতিবাদ করছেন, বিধান সভার সদস্যদের মধ্যে দুই জন প্রতিনিধি আছেন এই কমিটির মধ্যে তারা বার বার তাদের অনুরোধ করেছেন, বিজনেসম্যানদের মধ্যেও প্রতিনিধি আছেন তারাও বার বার অনুরোধ করেছেন এবং সেখানে জেনারেল ম্যানেজার কনভেনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে কয়েকটা নূতন টেলিফোন একচেইঞ্জ খোলা হবে। তাই আমি বলছি সমস্ত জিনিষটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। কিন্তু আমরা বাস্তবে যা দেখছি সেটা হচ্ছে যে, নূতন একচেইঞ্জ খোলা তো দূরের কথা বরং তাঁরা চেষ্টা করছেন স্বয়ংক্রিয় যে সমস্ত একচেইঞ্জ রয়েছে সেই সমস্ত একচেইঞ্জগুলিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে অটো একচেইঞ্জ চালু করে যে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন আছে অর্থাৎ ডায়েল সিস্টেন ত্রিপুরা রাজ্যে কতখানি ব্যর্থ হয়েছে সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় আমবাসার একচেইঞ্জ থেকে। ভাবলে অবাক হতে হয় যে কৈলাশহরের সাথে কমলপুরের যোগাযোগ আমাদের পক্ষে কত কঠিন। তার চেয়ে বরং দিল্লী এবং কলিকাতার সঙ্গে আমরা তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করতে পারি। এই রকম একটা দুরবস্থা এখানে চলছে। কিন্তু আমি স্বয়ংক্রিয় একচেইঞ্জের বিরোধীতা করছি না যদি সেটা সঠিকভাবে চালানো যায় তাহলে আমাদের ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে খুব সাহায্য হবে এই আশা আমরা করতে পারি। এখন আমরা দেখছি শত শত দরখাস্ত পড়ে আছে বিভিন্ন বিসনেস সেন্টারগুলি থেকে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের এমন অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল আছে যেখানে যাতায়াতের অনেক অসুবিধা হয় সেই সমস্ত জায়গা থেকেও টেলিফোন লাইনের জন্য দরখাস্ত এসেছে, তাছাড়া মফঃস্বলে এমন অনেক সরকারী অফিস আছে যেখানে টেলিফোনের অত্যন্ত প্রয়োজন কিন্তু সে সব সরকারী অফিসে আজ পর্য্যন্ত টেলিফোন লাইনের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি কিন্ত তাদের ১০ কিলোমিটার দূরে এসে টেলিফোনের ব্যবস্থা করতে হয়, এই যে দুরবস্থা রয়েছে সেটা অবিলম্বে দূর করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। তাঁরা বলছেন কনষ্ট্র্যাকশানের অভাবে, মেটিরিয়েল্স-এর অভাবে আমরা টেলিফোন লাইন বৃদ্ধি করতে পারছি না। গত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস সরকার কি করেছেন সেটা আমরা জানি না। আমরা যে মিটিং করেছিলাম সেই মিটিং-এ আমরা জানিয়েছিলাম যে ধর্মনগরে রেল লাইন আছে সেখানে আপনারা মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলুন, সেখানে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। আমরা তো আগরতলায় মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার

কথা বলে নি কিন্তু আজ পর্যন্ত ধর্মনগরে কোন সেন্টার খোলা হয় নি। তারা তো আমাদের আর এই কথা বলতে পারবেন না যে আপনারা আগরতলায় আমাদের ভাণ্ডার খোলার কথা বলেছেন, আগরতলায় রেল লাইন নেই আমরা খুলবো কি করে? টেলিফোন লাইন একসটেনশান করার জন্য শত শত দরখাস্ত পড়া সত্ত্বেও টেলিফোন লাইন একসটেনশান করার কোন ব্যবস্থা হয় নি। ডায়েল সিস্টেম করার যে প্রস্তাব দিয়েছে এই দপ্তর সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি এই জন্য যে একত্রে যদি এইভাবে করতে হয় তাহলে সমস্ত উত্তরাঞ্চল একটা ডিস্‌কানেকশানে পড়ে যাবে।

এখানে টেলিফোন লাইনের কথা বলা হয়েছে। শত শত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেও টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত ১ মাসে কৈলাসহর থেকে আগরতলার টেলিফোন লাইন মাত্র ১০ দিন ভাল ছিল। এই হচ্ছে অফিসিয়েল স্টেটিক্‌সটিক্‌স। একটা রাজধানীর সঙ্গে একটা ডিস্ট্রিক্টের যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি মাসে মাত্র ১০ দিন ভাল থাকে আর ২০ দিন খারাপ থাকে সেই সমস্ত ডিস্ট্রিক্টের জনগণের অবস্থা কি হয় বুঝতে পারেন। কি দুরবস্থায় তাদের থাকতে হয়। এখানে পোষ্ট অফিসের কথা বলা হয়েছে। এখন পোষ্ট অফিসের সংখ্যা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে ঠিক। কিন্তু এই রাজ্যের তুলনায় তা কম। আগে যেখানে রাস্তাঘাট নেই সেখানে পোষ্ট অফিস করা যাবে না, এই অজুহাত দেখিয়ে পোষ্ট অফিস করা হয় নি। কিন্তু এখন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এমন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চল নেই যেখানে নাকি রাস্তাঘাট নেই। সুতরাং রাস্তাঘাটের জন্য পোষ্ট অফিস খোলা সম্ভব নয় এই কথা বলা এখন সম্ভব নয় কাজেই ট্রাইবেল এরিয়াগুলিতে যাতে চিঠির বিলি ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ হয় তার জন্য আরও পোষ্ট অফিস স্থাপন করতে হবে। এক ট্রাইবেল এরিয়াগুলিতে একটা চিঠি বিলি করতে পিওনদের একদিন হেটে তাকে সেই চিঠিটা পোষ্ট করতে হয়। ঠিক তেমনি অফিশিয়েল কোন আর্টিকেল বা জরুরী কোন কাগজপত্র যেগুলি পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে আসে সেগুলিও পিওনকে একদিন হেঁটে তাকে ডেলিভারী করতে হয়। কাজেই সেই পুরানো অজুহাত দিয়ে তারা বাঁচতে পারবে না। বর্তমানে এমন কোন অঞ্চল নাই যেখানে রাস্তাঘাট নেই। যার জন্য সাব-পোষ্ট অফিস ঐ অঞ্চলগুলিতে করা যাবে না। যদি তারা এখনও সেই অজুহাত দেখান তাহলে বুঝতে হবে তারা ট্রাইবেলদের এখনও অন্ধকারে ফেলে রাখতে চায় যারা পোষ্ট অফিসে চাকরী করে তাদেরও দুরবস্থাগুলি আমাদের দূর করতে হবে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। একজন পোষ্ট মাষ্টারকে আমি চিনি। তিনি ১৮ বৎসর যাবৎ এই পোষ্ট অফিসে কাজ করছেন। তিনি প্রথমে ১৮ টাকা বেতনে ঢুকেছেন বর্তমানে ওনার বেতন দাঁড়িয়েছে ১৪৫ টাকায়। এই যে দুরবস্থা এটা দূর করতে না পারলে তারা ঠিকমত কাজ করতে পারবে না। তারা যদি পেট ভরে না খেতে পায় তারা কাজ করবে কি করে? এই মাষ্টারমশাইকে তাই পেটের দায়ে পোষ্টমাষ্টারী করে তাকে টিউশনী করতে হয়, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করতে হয়। কাজেই এই অবস্থাকে দূর করতে হবে। তাদের পেট ভরে খাওয়ার মত ব্যবস্থা করতে হবে। এই যে দুরবস্থা চলছে সেগুলি দূর করতে হবে। তাই পোষ্ট অফিসের কর্মচারীদের বেতনের হার বৃদ্ধি করতে হবে। আরও সাব-পোষ্ট অফিস এবং পোষ্ট অফিস স্থাপন করতে হবে এই দাবী আমি এই রিজলিউশানের সঙ্গে রাখছি। সর্বোপরি এই ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। এই কমিটির মাধ্যমে যে প্রস্তাব নেওয়া হবে

তা যদি কার্যকরী হয় তাহলে এই ব্যবস্থার আর উন্নতি হবে বলে মনে হয়। কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যদি নেওয়া হয় তাহলে পরে এই ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ-- মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ-- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং ডাক যোগাযোগের যে প্রস্তাবটি এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের মধ্যে কেউ এই কথাটা অস্বীকার করতে পারবেনা যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ব্যবস্থা হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। এই মাধ্যমগুলির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করতে পারি। ত্রিপুরা এমন একটি রাজ্য যে রাজ্য বলতে গেলে সব দিক থেকে বিচ্ছিন্ন। ত্রিপুরা এমন একটি রাজ্য যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা ভাল থাকা একান্ত দরকার। ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তাঘাটের কথা বলতে গেলে খুব একটা সন্তোষজনক অবস্থা বলা যায় না। এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি সেইসব দিকে অবস্থার ফলে মানুষ অনেক সময় অনেক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এই ত মাত্র কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক, তার বাড়ীতে বিয়ে, ছেলে থাকে কলকাতায়। টেলিগ্রাফের মাধ্যমে ছেলের কাছে খবর পাঠানো সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপার যখন শেষ হয়ে গেছে তখন তার ছেলে জানতে পেরেছে। যার জন্য তার ছেলে আসতে পারেনি। এটাত গেল একটা আনন্দের অনুষ্ঠান। কিন্তু এমন অনেক কিছু ব্যাপার আছে যেমন মৃত্যুর সংবাদ বা জরুরী কিছু সংবাদ তা ঠিকমত পৌঁছতে না পারলে বুঝতে পারেন কি অবস্থা হয়। মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন যে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছানোর আগে চিঠি চলে যায়। এই যে অবস্থা সেটা দূর করতে হবে। টেলিফোনের কথা যদি বলি, আমি দেখেছি আমাদের টেলিফোন নষ্ট হয়ে যায়, ২-৩ মাস অচল হয়ে থাকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের লোকদের খবর দিয়েও আনা যায় না। অথচ কাজেই জরুরী প্রয়োজনেও আমাদের যোগাযোগ করতে অসুবিধা হয়ে পড়ে। অথচ রিসিভারটা নিয়ে যখন কানে তোলা যায় তখন সেখান থেকে রেডিওর গান শোনা যায়, এমন কি অনেক সময় খেলার ধারা বিবরণী শোনতে পারা যায়। আপনি যে জরুরী প্রয়োজনে ফোনটা ধরেছেন তারা তা শোনতে পায় না। কাজেই এই অবস্থার জন্য তদন্ত করে দেখা দরকার। এখানে ডাক যোগাযোগের কথা বলা হয়েছে। ডাক যোগাযোগের অব্যবস্থার ফলে পত্র-পত্রিকাগুলি সময় মত ডেলিভারী হয় না। তাই অনেক সময় নিয়মিত পত্রিকাগুলিও পাওয়া যায় না। ডাক যোগাযোগের ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে হবে। অনেক সময় অনেক জরুরী চিঠি ডাক যোগাযোগের এই রকম অব্যবস্থার ফলে হাতে এসে পৌঁছায় না। প্রয়োজন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর সে চিঠি পাওয়া যায়। তখন হয়ত কিছু করার সময় থাকে না। কাজেই আদান প্রদানের ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দুরবস্থার উন্নতি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জনজীবনের স্বাভাবিক চলার গতিও ব্যাহত হবে। কাজেই এই অবস্থাকে দূরীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। আর একটি কথা আমি এখানে বলতে চাই, ডাক বিভাগের যারা কর্মচারী আছেন তাদের কথা। তাদের দুরবস্থার কথা নিয়ে অন্যান্য সদস্যরাও আলোচনা করেছেন আমি পুনরা-

লোচনা করতে চাই না। তবে তাদের যে দৈন্যতা সেই দৈন্যতাকে দূর করতে হবে। তাদের যদি ঠিকমত মজুরী না দেওয়া হয় তাহলে পরে তারা ঠিকমত কাজ করতে পারেনা। তারা যদি পেট ভরে না খেতে পায় তাহলে কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব না। কাজেই তাদের মজুরী বৃদ্ধির দিকে কেন্দ্রীয় সরকারকে নজর দিতে হবে। এইসব অব্যবস্থাগুলি যাতে আর চলতে না দেওয়া হয় তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও সচেষ্ট হতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ব্যাপারে আরও খতিয়ে দেখে এইসব দুরবস্থাগুলি দূর করতে হবে. এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামল সাহা, মাননীয় সদস্য আপনারা আপনাদের বক্তব্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীশ্যামল সাহা ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। কারণ আমরা দেখেছি যে, এই সমস্ত সংস্থাগুলিতে যথেষ্ট পরিমানে অত্যাচার চলছে, আজকে এইটাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নাই যে, সেখানে কোন অবিচার নাই। আমরা জানি যে এই সমস্ত সংস্থাগুলি সব কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বাধীন, কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি এদিক নজর না দেন তাহলে এর অব্যবস্থা কোন দিনই দূর হবে না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এর কোন সুব্যবস্থা না করে উল্টো তার মাসুল বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন আমাদের এখানেযে ডাক ব্যবস্থা আছে কেন্দ্রীয়সরকার তার মাসুল বাড়িয়ে চলেছেন, অথচ এই মাসুল দেওয়ার জন্য যে জনসাধারনকে বেশী পয়সা দিতে হবে, আর তার জন্য যে জন সাধারনের জন্য সুব্যবস্থা করার দরকার আছে তা কিন্তু তিনি চিন্তা করেন না। আমরা জানি ডাক ব্যবস্থা অব্যবস্থার জন্য এই বিধান সভার কাজও ঠিক সময় মত হয় না, মানে বিধান সভার প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র বিধান সভার সদস্যদের কাছে ঠিক সময় মত যায় না। গত ৮.৩.৮২ তারিখ পর্য্যন্ত আজকের এই মিটিংএর নোটিশ বিধান সভার সদস্যদের কাছে প্রেরন করা হয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সেই নোটিশ বিধান সভার দুই চার জন সদস্য ছাড়া অন্য কোন সদস্যের কাছে এখনও গিয়ে পৌঁছায়নি। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বাস করেন তাদের কাছে এই চিঠির মাধ্যমেই আমাদেরকে যোগাযোগ রাখতে হয়। ত্রিপুরার জনগন এই চিঠির মাধ্যমেই তাদের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, কিন্তু আজকে আর ত্রিপুরার জনগন তার উপর আস্থা রাখতে পারছে না। তার পর দেখুন ত্রিপুরা রাজ্যে টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা রয়েছে, তাতেও অনেক গোলযোগ দেখা যাচ্ছে। আমাদের অমরপুরে আজকে দুই তিন মাস পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ এই টেলিগ্রাফ মানুষ সখ করে তো আর করতে যায় না। আমাদের ওখানে পোষ্টাফিসে টেলিগ্রাফ করতে গেলে পোষ্ট মাষ্টার বলেন যে টেলিগ্রাফের লাইনটা নষ্ট হয়ে আছে, অথচ তাকে আজ পর্যন্ত ঠিক করা হচ্ছে না, এদিকে কিন্তু তার' উপরেও মাসুল বাড়ানো হয়েছে। তাতে করে আমার যা ধারনা তাতে মনে হচ্ছে যে, পয়সার জন্যই এই দপ্তরটাকে বসানো হয়েছে। মানে কেন্দ্রীয় সরকার এইভাবে পয়সা রোজগারের একটা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার পর আমরা যদি টেলিফোনের কথা ধরি, তাহলেও দেখুন আমাদের অমরপুরে যে টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে, সেখানে যদি ফোন করতে যাই তাহলে রিসিভারটা তুলে ধরলে তাতে হাসি, গান শোনা যায়. কিন্তু

জনগনের কোন কাজ হয় না, সেই ফোনে কোন লাইন পাওয়া যায় না। অথচ সেখান থেকে সব সময় আগরতলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়, আমাদের অমরপুরে ৬৬টা ফোনের মধ্যে আজকে ১৫, ২০টাতে এসে দাঁড়িয়েছে। সাব্রুমের ডাক বাংলোতে একটা ফোনের ব্যবস্থা আছে, সেখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গন যখন যান তখন তাদেরকে নানা কারনে এস. ডি, ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। কিন্তু সেখানকার সেই টেলিফোনটা প্রায় সব সময়ই নষ্ট হয়ে থাকে যার ফলে তাঁদের নিজেদেরকেই গিয়ে এস. ডি. ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। তাই আমরা মনে করি যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই দিকে নজর না দেন তাহলে সমস্ত সংস্থাগুলির এই অব্যবস্থা কোন দিনই দুর হবে না। কাজেই আমরা কেন্দ্রের যোগাযোগ মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব যে, তিনি ভারতবর্ষের দিকে নজরটা একটু কম দিয়ে তাঁর শাসনাধীন রাজ্যগুলির দিকে যেন একটু বেশী করে নজর দেন, তাহলে পরে বিশেষ করে ত্রিপুরার জনগন বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। এই বলেই এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি এবং আমি মনে করি তার জন্য একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন মানে, ডাক. টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন ডিপার্টমেন্টের অব্যবস্থার জন্য বিধানসভার উদ্বেগের কথা তিনি কেন্দ্রকে জানাতে চান, আমি এই-টাকে সমর্থন করি। কারণ আমি জানি যে ভারতের পোষ্টাল ডির্পার্টমেন্ট এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ডিপার্টমেন্ট-এর ঘন ঘন মাসুল বাড়ছে। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যে এই ডিপার্টমেন্টগুলি মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সার্ভিস্ দিতে পারছেন না। যাদের বাড়ীতে টেলিফোন আছে তারা বলতে পারেন, যেমন আমাদের মাননীয় সদস্যগণ বলেছেন যে যখনই রিসিভার তোলা হয় তখনই তাতে হাসি ও গান শুনতে পাওয়া যায়, অথচ প্রয়োজনীয় কাজ কিছুই হয় না, ফোনের লাইন ২০, ২৫ মিনিট ধরে চেষ্টা করে পেতে হয়। আবার তা মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই আমি মনে করি এই ব্যবস্থার প্রতিকার হওয়া দরকার এবং এদেরকে মানুষের সেবার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা দেখেছি ডাকের কাগজপত্র দূরাঞ্চলে খুব দেরীতে যায়, যেমন কারও কোন ইন্টারভিও থাকলে দেখা যায় যে, যদি ইন্টারভিউ থাকে ১০ তারিখে তাহলে তার কার্ড যায় ১৫ তরিখে। আর বৃষ্টির দিনেতো সব কিছু ভিজে নষ্ট হয়ে যায়ই।

টেলিগ্রাম অফিস সেটা ত আমাদের জানা আছে। বাহির থেকে কেউ আগরতলার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে জানবেন যে লাইন খারাপ আছে যোগাযোগ করা যাবেনা। এমন কি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি নিজেও যখন কাঞ্চনপুর থেকে আগরতলার সাথে টেলিগ্রামে যোগযোগ করতে গিয়ে দেখলাম, ওনারা বলছেন লাইন খারাপ আছে। এইযে অপ-ব্যবস্থা চলছে এর প্রতিকার হওয়া দরকার। অবশ্য এর সঙ্গে ষ্টাফদের বেতনের সম্পর্ক, যন্ত্রপাতির সম্পর্ক আছে কিন্তু তথাপিও যা আছে তাতে আরও ভাল কাজ চলতে পারে। আমরা দেখেছি এবং বুঝেছি যে এসব দিয়েও কোন কাজ হবেনা। তাই তাদের কাছ থেকে যাতে আরও ভাল

সার্ভিস আমরা পেতে পারি তারজন্য একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একটা কমিটি গঠন করে এর জন্য একটা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া দরকার। নগেনবাবু বলেছেন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জনগণের খুব দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। আর এটা বলাতে সদস্যরা খুব ক্ষিপ্ত হয়েছেন। যেমন টেলিগ্রাম, টেলিফোন ইত্যাদির জন্য জনগণ দুর্ভোগ ভুগছেন তেমনি সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কাজকর্মের জন্যও জনগণকে খুব দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। তাই বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করছি যাতে ওনারা দেখেন যে কিভাবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম আরও ভালভাবে হয় এবং তারজন্য একটা আশু ব্যবস্থা নেবেন বলেও আশা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্‌হাকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর কিছু বলবনা।

মিঃ ডে স্পীকার ঃ---মাননীয় প্রস্তাবক সদস্য শ্রীবদল চৌধুরীকে ওনার প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি মাননীয় সদস্য যারা সভায় আছেন তাদের সকলের দ্বারা যাতে আমার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আমি এখন মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল ঃ---

"Tripura Legislative Assembly requests the Central Government to set up an enquiry Committee for going into the deteriorating condition of post, telegraph and telepnone services in Tripura and to adopt suitable remedial measures in bringing about early improvment of these services."

(প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল---প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান--আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিশানটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করছি। রিজলিউশানটি হল---

"এই বিধানসভা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের আত্মবিকাশের জন্যে সাংবিধানিক ৬ষ্ঠ তপশীলের আইন মোতাবেক স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এবং আমি বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে সংশোধনী

প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছি। সেই সংশোধনী প্রস্তাবের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে উত্থাপিত রিজলিউ-শনটির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ--মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাবটি সভার সামনে এনেছেন তার উপর কিছু সংশোধনী আমি এনেছি। এখানে ওনার প্রস্তাব হল--"এই বিধান সভা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া উপজাতি-দের আত্মবিকাশের জন্যে সাংবিধানিক ৬ষ্ঠ তপশীলের আইন মোতাবেক স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে।"

যেখানে "পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের আত্মবিকাশের জন্যে" আছে সেখানে "সাম-গ্রিক অগ্রগতির স্বার্থে" অংশটি সংশোধনী হিসাবে আনছি। আর যেখানে "গঠন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে". অংশটি আছে সেখানে "গঠনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য" অংশটি আরেকটি সংশোধনী আকারে এনেছি।

আমি এখানে এই সংশোধনী প্রস্তাব কেন এনেছি তার কারণ হল আমরা দেখেছি পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের জন্য অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, প্রস্তাব এনেছেন এমনকি পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অনেক ৬ষ্ঠ তপশীল থাকার পরও দেখা গেছে আইনের সংশোধনের জন্য ঐ এলাকাগুলিতে আত্মবিকাশের কোন রকম সুযোগ সুবিধা হয় নাই।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শুধু সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় রাখুন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে প্রস্তাবটির উপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

কক-বরক

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---জান গীনাও Deputy Speaker Sir, অরনি অ যারা বখলঙ তংনাইরগ, হাজার হাজার বছর অর' যারা তংফাইনাইরগ, বরকসে তাবুক হা কাঁরাই এবং তিকিনাইদে তিকিনাইয়া আবসে একটা সমস্যা আঁও তওসিঅ এবং অ জাগা সগফাইন' তিনি অমহাই একটা প্রস্তাব মা তিসাঅ। থানাই জুন-জুলাই নি পার্লামেন্ট সেসান অ মিঃ কলিও সা' খা হা-নি যারা এক শ' জনা নি এক শ' জনা তংনাই বরক সে তাবুক শতকরা ২৯ জনা অ সগীইলাহা, অমতাই হাই নজীর পৃথিবীনি ইতিহাস' কাঁরাই হীনাই ব নিজে মা সাখা এবং মান গীনাও Deputy Speaker Sir. অটল বিহারী বাজপেয়ী বব' ত্রিপুরানি সম্পর্কে অ ককন সাখা থে অরনি অ যেভাবে ফাতার নি বরক হা বরীমানি এবং অরনি অ তংনাইরগন সংখ্যা কমিরাই রীমানি বনি বাং ত্রিপুরানি ইতিহাস একটা কলংক কীলাইলাহা, তীকসীমাই সিলজাকমাহাই আঁংখা হীনাই ব সাখা মানগীনাও Deputy Speaker Sir, আঁও তেইব সানা নাইঅ যে বিজু পট্টনায়ক ব সাখা। what would happen to the local population, land is shared by all, future oportunities shared by all business is shared by all, future oportunities shared by all," "কাজেই দিল্লী Parliament পর্যন্ত তিনি ককলাম সালাই মানি চীও নুগ। চীও নুগ যে

ত্রিপুরানি অবস্থা'ন দিল্লী বুচিয়া আঁংয়া, নিশ্চয়ই বুচিই তংগ। মান গৌনাঙ Deputy Speaker, Sir, চৌঙ অবনিঅ সংখ্যা কীবাং চৌঙ ন রাজত্ব খৌলাই ফাইমানি অংচু চিনি যারা উপজাতি হীনজাকনাইরগ, বরগছে তোংলুক শতকরা ২৯ ভাগ। তাবুক তেইব কমিই থাংখা, বছর বছয় তেইব কমিউ তংগ, এবং খেতরগ সাগনি ইয়াকনি কেপেলেই তংগ এবং ব্যবসা বাণিজ্য হীনদি, সরকারী অফিস আদালত হীনদি, আর' চিনি বরক কীসে-লীরীইখা। অমহাইখে যারা শতকরা ১০০ জনা তংনাইরগসে বরব নিসে তাবুক অস্তিত্ব তদে তংনাই কে লিয়া আনতৌই অবস্থাঅ সে সগীই সিঅ। আবনি ইতিহাস যদি সতনীই ন'হালাহা হীনাখেলাই চৌঙ নুগ' তাবুক অরনিঅ য'রা বামফ্রন্ট শাসক হীনীই তংনাই রগ, বরক নি যে বখরক আংগীই তংনাইরগ বরকন সবচেয়ে বনি বাং দায়ী। পুইলা পুইলা চৌঙ নুগ কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরানি বাং ওবান সকয়া আংয়া গোবিন্দভল্লব পন্থ-নব সাখা ফাতার নি বরকরগ হাবখা হীনখে অরনি ট্রাইবেলরগ থৌই পাই নাই। State Reform Commissionব হীনখা অবন' আসাম বাই যুক্তখৌলাই রীসিনাই আর' 6th Scheduledনি একটা শক্ত আইন তংগ। অথচ প্রত্যেকবার ন অরনি যে বামফ্রন্টনি নেতারগ বরক আফুরু বাধা রীঅ বরকন আফুরু রিফুজি পুনর্বাসন চাই' হীনীই ফাতারনি বরকনি বাং আন্দোলন খৌলাইঅ।

অরনিঅ চিনি যে বখরক তংনাই মানগীনাঙ মুখ্যমন্ত্রী ব আ দিনরগ' অনশন তংগ, অথচ যখন আনি অরনি রাইমা শর্মানি বররক তিসাজাক তংবাইঅ অর তৌই সিন্দ্রাই নি বররক তিসাজাক তংবাই অ যখন বরক উদবাস্তু আং তংবাই অ আফুরু এক ঘন্টা নি বাং ফান' অনশন তংয়া। আবন' রোধ খৌলাই নানি আন্দোলন খৌলাইয়া। বরক হাজার হাজার বরক তৌই মিছিল খৌলাইরীই মান' ফাতারনি বরক দানানি হীনখে আবতৌই চিনি বরকনি যেফুরু খেত কীমাঅ, হা কীমাঅ, আফুরু খে একটা বরক তৌইফান বরক মিছিল খৌলাইয়া। খৌলাইমা কীরীই, শুধু আগরতলায়া ত্রিপুরানি যেকোন জাগাসে আবতৌই মিছিল খৌলায় মা কীরীই। আগেনি Tragedy তাম ব? চিনি Tragedy আংখা, একটা ক্ষমতা নি চবা খৌলায়থানি অরনি অ চৌঙ ন সেং হাই ব্যবহার খৌলাই মানি, একটা Weapon হাইখে ব্যবহার খৌলাইমানি, অস্ত্রহাইখে সে ব্যবহার খৌলাই জাকবাইসিঅ লেখা কীরীই পড়া কীরীই বররকণ আমতৌইখে যারা নিজিনি সাগনি হামারি নাইনানি রীংয়া, বরকন থৌইনানি দিগিসে বেংগীই তৌলাংসিঅ। মানগীনাঙ Deputy Speaker Sir, তিনি এই মাত্র চিবীই বিছি বিছিংগ চৌঙ তীমা নুগ? লক্ষ লক্ষ রাং সীবাইয়ীই পুনর্বাসন রীজাকথা, তেইব হাময়া আংখা। এইসব কলোনীঅ কোন বরক থাংদে মান? এইসব কলোনীঅ একটা স্কুল কীরাই, একটা চিকিৎসা নি ব্যবস্থা কীরীই, তৌই নীংজাকনাই ব্যবস্থা কীরীই, লামা কীরীই, আর, সাব থাংনাই? এবং যে জাগাঅ বরক কলোনী খৌলাই রীমানি আর মাই বীতাং তাংসা দে থাইরীই মান? অরনিঅ কোন Irrigation নি ব্যবস্থা কীরীই, কাজেই বরক বেবাগন জাবিরি জাবীরা খাঅই থাং বাইখা। হীনখে এরপর নাহাদি যারা ক্ষেত গীনাঙ বরকনি খেইও থুং পাই রীই খেত নাই পাইজাক বাইখা। কাজেই চিবীরীই নিসি বিসিরংগ বুজাগাঅ চিনি বররক আগে চিবিরীই বিসি সীকাংনি তাবুক বুজাগা

অ সগ ফাইখা? মান গীনাও Deputy Speaker Sir, হাইনি বাংএ ওই হনুমন্ত কমিশন, Debar Comission রগ বরক Report খীলাইখা। অর' ত্রিপুরানি ট্রাইব্যাল রগ ন মৌথাং নানি হীনখেলাই অর ত্রিপুরা অ একটা 6th Scheduled Provission মা চালকনাই হীনীই। অরনিঅ তেমন কোন আন্দোলন ঔংয়া। কংগ্রেসরগ নাইয়া বুচিংা। কিন্তু অরনি যারা বামফ্রন্ট তংনাইরগ. Tribal নি কাহাম নাইঅ হীনীই সাই তংনাইরগ বরকনে আন্দোলন দা খীলাই খা বা? খীলাইখা কিসা মিসা, কিন্তু Not Determined Struggle. Not Determined Struggle growth খীলাইখা ফাতারনি বরক ন দানানি বাগীই বরক খীই থাং তংখীং হাই হীনীই বীখা চংগীই বাচামানি হাইখে, চিনিবরকনo' খেত কচংরীয়া, চিনি বরকনo সংখ্যা কম খীলীই রীয়া, চিনি বরক নo রাইমা শর্ম্মা নি তিসারীয়া তীই সিদ্রাই তিসারীয়া, অবতীই হীনীই সীমাই তাংগীই অংথরমানি কোন দল কীরীই, তাবক যে সপ্তম তপশীল হীনীই খা তুবুমানি আম বু যুব সমিতি যেহেতু একটা Determind Struggle খীলাইখা খাসে খীলাইনাই হীনীই সীমাই তাংগীই আন্দোলন খীলাইনাহা। আবনি বানীইন সপ্তম তপশীল মা তুবঅ। এবং চীও সানা নাইঅ, এই সপ্তম তপশীলনি ব্যাপারই এবং ৬ষ্ঠ তপশীলনি ব্যাপারে অরনিঅ কংগ্রেসনি যে ভূমিকা আবন' তিনি বাগমা মে নুকনে ঔংয়া, তামহিন বা. ইয়াং Central Govt. ন চীও নুগ' পুইলানি সিমি ন ব হীখা যে ফাতারনি বরকন চীও দায়া। পুইলানি সিমি ন আসাম বাই ফালীই অরনিঅ 6th Scheduled চালু খীলাইনা নাইখা। কিন্তু অরনি অ যে রাজ্যনি কংগ্রেস নেতারগ বরক সব সময় অম তীইনি বিরোধীতা খীলাই কাইঅ। তাবুক ব হাইন যেখানে ৭ম তপশীলনি বাপারতীই Voter list সীনামদি হীনীই Voter list সীনাবরীই তংগ Electionন চুবাচু বীই তংগ, অরনি অ বরক বিরোধীতা খীলাই অ। যেখানে শ্রীমতী গান্ধী যেসাই তংগ "I am interested to extend 6th Scheduled in Tripura" অথচ অরনি অ যারা কংগ্রেস আই তংনাইরগ বরক আবন' চায়া হীনীই ককসাই তংগ। মাননীয় Deupty Speaker Sir, আমি আমার মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখছি এর জন্য আমার মনে হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার বক্তব্যের গুরুত্ব দিচ্ছেন না। মান গীনাও Deputy Speaker Sir, তাবুক অরনি অ 6th Scheduled ন তীই আর যে প্রস্তাব তুবুমানি, আবনি উপর কাইমা Amendment তুবুখা মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা। আর Dominant সি। আবনি অর্থ ঔংনা অর তাই কাইসা Amendment তুবুঅই অ House অ বরকনি একটা প্রতিপত্তি নারীকনানি। এটা একই কক্। তাই কিছুয়া। কাজেই চীও নুগ বরক বীসীক জরাতীই অমনী' তীই থীংনানি নাই তং? এবং আং সাইমান যে অরনি অনেক্ ক্ষমতাসীন আদংরগ অ প্রস্তাব ন তিমানাসে খুচুংজাগয়া অমতীই অবস্থা। কাজেই মাননীয় Deputy Speaker চীও নুগীই ফাইঅ, ত্রিপুরানি বররক ব সিলাহা যে, বামফ্রন্ট হীনদি কিংবা কংগ্রেস হীনদি আববাই কোন লামা চীও মানগীলাক। চিনিথাং নানি হীনখেলাই যারা Determind Struggle খীলাইনাই কুবুই কুবুইন খীলায়নাই হীনীইনাই নাই, আব যেমন যুব সমিতি হাই ছাড়া অ দাবি ন আদায় খীলাই মানয়া আব চিনি প্রত্যেকটা ভোগীনাই বরক তলা কীলাই তংনাই বরক বুদ্বিবাই লাহা। মাননীয় Deputy Spearker Sir আং হীন' যে তিনি যুব সমিতিনি আন্দোলন তেইব তরীক

তীরক, তেইব বনি দল' বরক বাংরীক বাংরীক এবং বামফ্রন্ট কিংবা কংগ্রেস (আই) থেকে বরকনি কমিরীক কমিরীক। মাননীয় Deputy Speaker Sir, আং হীননা নাইঅ যে তিনি অরনি যে সংখ্যা সিচাই ফাইনাই-রগ অরনি অ যে খেত কীমাজাকনাইরগ, যারা অরনিঅ তিনি সবদিক থেকে মানয়া আংনাইরগ, মানথাই মানয়ারগ, বরক ন মীথাংনা হীনখেলাই অবনিঅ 6th Scheduled ছাড়া উপায় কীরীই। ইয়াফা Full pledged একটা ক্ষমতা রীয়া হীনাখলাই বরক নিজেন মীথাংনানি ব্যবস্থা খীলাই মানগীলাক। তাবকু যে ৭ম তপশীল আংমানি আবন' তাই ব থীং তংলাইখা। আবনি কোন Recruitment Rule কীরীই যে বরক নি খুশী মতে কর্মচারী নিয়োগ খীলাইঅ, চাকুরী রীলাইঅ, Deputation ন তীলাংগ। হাই অবস্থা। তাবুক পর্যন্ত অফিস Set up আংমানয়া খ এবং এই District Council তাবুক পর্য্যন্ত তামা সামং তাং তংখা আব সাধারণ বরকনি মকল কীলাইয়া থু। মাননীয় Deputy Speaker Sir, তাবুক চীং নুক তংগ এই Tribal রগ শুধুমাত্র বিগত চি বীরীই বিসিংগ বরকনি এলাকা অ হীনাখেলাই মানীই মরক কুক সিনাই, মানীই মানয়া আী খে বরকন মানয়া আংসিনাই, মাচায়া আংখে বরকন ন থীইকুক সি নাই। বরকন পুলিশনি জোর জুলুম' কীলাই কুগ সি নাই। লাইথাংনাই জুননি দাঙ্গা যেভাবে চিনি Tribal রগ বীথারজাক খা, আব ইতিহাস তদে তং কীরীই আং সাই মানয়া।

কিন্তু আর' তাবুক পর্য্যন্ত নুগ যে ক্ষমতাসীন দলনি বরক যারা আসীক কক্ সাই তংনাই রগ। বরক কাইসা কক্-ফান সামানি কীরীই চং অ জাগা হাইখে বীথারখা। অ জাগা অন্যায় যে কক্খা। মকুতীই থিকলাইনা তো দূরের কথা মৌখিক সহানুভূতি স্দুসে রীয়া। আব হাইখে আনি পাহাড়ি রগ ন সিকিরীই ফাইঅ। বরক নাইঅ বরকনি বথরক কাঅই রাজত্ব চালকনানি। রাজত্ব নি বুমুল বাই বরক হাইখে কক্-কাহাম সাই তংগ। আবনি বাং ৭ম তপশীল হীনীই সাই তংগ। আব হাইখে বরক সিকিরি সকর থীলাই তংগ। বরক নাই অনে বরকনি সাকাঅ কাযই মন্ত্রীত্ব চালক নানি। রাজত্ব খীলাইনানি। রাজত্ব নি মোহবাই বরক তিনি কক্ কাহাম কাহাম সাই তংগ। আবনি বাং বরক তাবক ৭ম তপশীল তাই ৬ষ্ঠ তপশীল হীনীই সাই তংগ। এমন অবস্থা আংলাহা হীনখে লাই যে ৭ম তপশীল রীয়াখে অর মন্ত্রিত্ব সে তিকিয়া, হাই অবস্থা যদি তিনি যুব সমিতি সৃষ্টি খীলাই মানলিয়া হীলনেলাই আসীক-খেইন আগামী ১০০ বছর পরে ফান ৭ম তপশীল ফাইয়া। অর বিধান সভাঅ ১৯৭৮ সাল' যখন চীও প্রস্তাব তুবুঅ আকুরু বরক বিরোতা খীলাই বার বার চীও তুবুখা, বরকর বিরোধীতা খীরাইখা। মাননীনাও Deputy Speaker Sir, আবনি বাং অ হাউস বাচাই কেন্দ্রীয় সরকার ন আব্---সানা মুচুংগ যে একটা তলা কীলাই তংজানাই এবং অরনি অ যারা আচাইনাই বরবরক, বরক অর তিনি টিকি নাইদে টিকিয়া বতীই অবস্থা আং তংখা বরকনি দিগি নাইদি হীনীই কেন্দ্রীয় সরকারন সানা মুচুংগু। বরকনি দায়িত্ব-তংগ, বরক ন মীথাংনানি কেন্দ্রীয় সরকারনি দায়িত্ব তংগ। যেহেতু 6th Scheduled রাজ্য সরকার মুচুংগু মুচুংয়া অম' বড় ককয়া, অর কিছু থাং ফাইয়া। বরক অমন' রীই মানয়া ঠিক ন। তবে হীনীয় মান' যদি রাজ্য সরকার নাইমানি হীন খেলাই বড় রকমের আন্দোলন খীলাই মানখামু কিন্তু

ইচ্ছা কৗরৗই বা এই চার বছর লাই থাংকান বরকনি কোন উদযোগ নুগয়া। মাননীয় Deputy Speaker Sir, আবনি বাং চৗং হৗন, ত্রিপুরানি তলা কৗলাই তংনাই বরক কেন্দ্রীয় সরকার ন তাবুক ফান বিশ্বাস খৗলাইঅ, কেন্দ্রনি ভারত সংবিধান ন মানি অ, বরক নাইঅ কুচুক কানানি মামা সৗনামনানি, দেশনি যারা কুচুগ কাই তংনাইরগ হাই কুচুগ কানানি, বাগসা খে ইয়াপিরি সেনানি, বরক ব হৗন বরকনি ভাষা বরকনি তংমুং চামুং বুইবাই বাগসা খেন খুম হাইখে কিরগরৗই তিসানা হাই। কিন্তু রাজ্য সরকারনি তংমুং চৗঙ নুগ এবং কোনদিন ST Sc. Committeeনি অরনিঅ Chairman, বান গৗনাঙ বিদ্যা দেববর্মা তংগ ব গণ্ডাছড়া অ কয়টা স্কুল নক কৗরৗই সাইমান, এবং Tribal Rest House রগ বুবুতৗই অবস্থাঅ কৗলাই তং ব কাহামখে সাইমান, আং সমস্ত Report নাই নাইখা। কাজেই মান গৗনাঙ Deputy Speaker Sir, তিনি বামফ্রন্টনি আমল'ব কাঁতাল কিছু নুগয়া, ট্রাইবেলরগনি ইয়াফাঅ একমাত্র নিজস্ব ক্ষমতা রৗই রৗখে নিজেন কিয়গরৗই তিসানানি সম্ভব। কাজেই, এই ট্রাইবেল যত কক অৗং থৗং, ত্রিপুরা যত ফান বিফল অৗং থৗং বরকনি উন্নতিনি যে দাবী, আ দাবী ন অস্বীকার খৗলাইনানি ভারত সরকার নি পক্ষে আব ককয়া। এবং ভারত সরকার ব আশা খৗলাইঅ ব পুরোপুরি দায়িত্ব তৗইন অরনি ৬ষ্ঠ তপশীলনি যে দাবী অরনি জাতি উপজাতিনি সম্মিলিত স্বার্থন নাহারৗই অরনিঅ 6th Sch. চালু খৗলাইনানি এবং থানি অ প্রস্তাব ন যারা অ নগ তংনাই আদংরগ বেবাগ ন গসিঅই তিনি সর্বসম্মতিক্রমে অ প্রস্তাব ন পাশ খৗলাইয়ানু হৗনৗই আঙ আলা খৗলাইঅ। আনি কক্ পাইরৗখা।

"ইনক্লাব জিন্দাবাদ"

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় Deputy Speaker Sir, এখানে যারা বন জঙ্গলে বসবাস করেন, হাজার হাজার বছর ধরে যারা বসবাস করে আসছেন, তারাই এখন ভূমিহীন এবং আর টিকবে কি টিকবে না এটাই এখন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এমন অবস্থা হয়েছে বলেই এধরনের প্রস্তাব তুলতে বাধ্য হয়েছি। গত জুন জুলাই এর পার্লামেন্টের অধিবেশনে মিঃ ফলিও বলেছেন, রাজ্যের শতকরা একশ ছিলেন তারাই এখন শতকরা ২৯ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের নজীর পৃথিবীতে আছে কিনা জানি না। মাননীয় Deputy Speaper Sir, অটল বিহারী বাজপেয়ীও ত্রিপুরা সম্পর্কে একথাই বলেছেন, এখানে যেভাবে বাইরের মানুষদের পশ্রয় দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয় মানুষদের সংখ্যালঘুতে পরিনত করা হয়েছে তার জন্য ত্রিপুরার ইতিহাসে একটা কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে, কালিমা মাখা হয়েছে। মাননীয় Deputy Speaker Sir, আমি আরও বলতে চাই যে বিজু পট্টনায়েক তিনি বলেছেন "What would happen to the local population, land is shared by all, business is shared by all, future oportunities shared by all, কাজেই দিল্লীর পার্লামেন্টে এ পর্য্যন্ত এনিয়ে কথাবার্তা বলতে আমরা দেখি। আমরা দেখি ত্রিপুরার অবস্থা দিল্লী বুঝছেন না, তা নয়। মাননীয় Deputy Speaker Sir, আমরা এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিলাম, আমরাই রাজত্ব করেছিলাম, অথচ যাদের আজকে উপজাতি বলা হচ্ছে তারা এখন শতকরা ২৯ ভাগ। এটা এখন আরো কমবার পথে, ধীরে ধীরে কমছে এবং এদের হাত থেকে জমি হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং ব্যবসা বানিজ্য বলুন, অফিস আদালত বলুন আমাদের উপজাতির শ্রেণীর লোক নাই বললেই চলে। এভাবে যারা

শতকরা ১০০ জন ছিলেন তাদেরই এখন অস্তিত্ব থাকবে কি থাকবে না এটাই এখন একটা বড়ো সমস্যার এসে দাঁড়িয়েছে। এর ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই, এখন বামফ্রন্ট বলে যারা আছেন যারা এই বামফ্রন্টের নেতৃত্বে আছেন বর্তমানে শাসনে যারা আছেন তারাই এর জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী। প্রথম প্রথম আমরা দেখি. কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য ভাবেননি তা নয়, গোবিন্দভল্লব পন্থ, তিনি বলেছেন বহিরাগতদের ত্রিপুরার জায়গা দিলে এখানকার মানুষকে মরতে হবে। State Reporter Commission ও বলেছিলেন এটাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে সেখাহে 6th Scheduled এর একটা শক্ত আইন রয়েছে। অথচ প্রত্যেকবারই এখানকার বামফ্রন্ট নেতারা বাধা দিয়েছেন এবং রিফিউজি পুনর্বাসন চাই বলে তারাই এখানে বহিরাগতদের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। আজকে এখানে যিনি নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি যেদিনগুলোতে অনশন করতেন, অথচ যখন এখানকার রাইমা-শর্ম্মার মানুষদের বাস্তুহারা করা হলো, তেইসিপ্রাই-এর মানুষদের উঠিয়ে দেওয়া হলো যখন তাদের উদ্‌বাস্তু করে দেয়া হলো তখন, এক ঘন্টার জন্যও অনশন করেননি, এটাকে রোধ করার কোন আন্দোলন করেননি, তারা হাজার হাজার মানুষ নিয়ে মিছিল করতে পারেন বাইরের মানুষের জন্য, কিন্তু যখন আমাদের জমি হারায়, বাস্তুভিটি হারায় তখন, একটা মানুষ নিয়েও মিছিল করেছেন এমন নজীর নেই। শুধু আগরতলা নয়, ত্রিপুরার কোন জায়গাতেই এমন মিছিল তারা করেননি। আমাদের Tragedy এখানেই। এই Tragedy হলো, এখন ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে আমাদেরকে একটা তলোয়ারের মতো একটা weapon এর মতো ব্যবহার করা হয়েছে। লেখা-পড়া নেই, যে সকল মানুষ যারা নিজেদের ভালোমন্দ পর্য্যন্ত বিচার করতে পারে না, তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাননীয় Deputy Speaker Sir, এই দীর্ঘ তিরিশ বছরে আমরা দেখতে পাই, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে, অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। এইসব কলোনীতে কোন মানুষ বাঁচতে পারে? সেখানে নাই একটা স্কুল, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাট নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, কি করে সেখানে মানুষ বাঁচতে পারে? এবং যে জায়গায় কলোনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে একটা ধানের চারা রোপন কি সম্ভব? সেখানে নেই জলসেচের ব্যবস্থা কাজেই, সবকিছুই এলো-মেলো হয়ে গেছে। তারপর দেখুন যাদের জমিজমা রয়েছে তাদেরও জমি হস্তান্তরিত হয়েছে। কাজেই প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা কোথায় ছিলাম আর এখন কোথায় এসেছি সেটা দেখুন। মাননীয় Deputy Speaker Sir, একারনেই, Hanumantaa Commission, Debar Commission, তারা Report করেছেন এখানে ত্রিপুরার উপজাতিদের বাঁচাতে হলে সেখানে 6th Scheduled এর Provision চালাতে হবে। এখানে তেমন কোন আন্দোলন হয় না। কংগ্রেসরা চায় না বলতে পারি, কিন্তু এখানে বামফ্রন্ট যারা ট্রাইবেল মঙ্গল কামনা করে বলে প্রচার করে থাকেন, তারা কেন আন্দোলন করছেন না? করেছেন অল্প স্বল্প কিন্তু Not Determined Struggle, যেরকম Determined Struggle Growth করেছিলেন বাইরের মানুষদের পূর্ণ-বাসনের জন্য, দরকার হলে মরতে হবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে সংগঠিক করা, সেই রকম আমাদের উপজাতিদেরও জমি হস্তান্তরিত হতে দেবো না, রাইমা শর্ম্মা থেকে

উচ্ছেদ করবো না, তেই সিস্রাই-থেকে উচ্ছেদ করবো না, এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে কোন দল এগিয়ে আসেন নি। এখন যে সপ্তম তপশীল নামে চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাও যেহেতু উপজাতি যুব সমিতি একটা Determinied Struggle করেছে, করবোই বলে প্রতিজ্ঞা করে আন্দোলন করেছে। এর জন্য ৭ম তপশীল আনতে বাধ্য হয়েছেন। এবং 6th Scheduled এর ব্যপারে এখানকার কংগ্রেসের ভূমিকা সেটাকে এক করে দেখলে চলবে না, কেননা, আমরা দেখি সেই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার প্রথম থেকেই বলছেন যেখানে বাইরের লোক প্রবেশ ঠিক হবেনা অথচ এখানে রাজ্যের কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রের ই সেই 6th Scheduled চালুর প্রস্তাব নাকচ করে-সব সময় তার বিরোধীতা করেছেন। এখানে যেখানে ৭ম তপশীল দিয়ে Election এর জন্য ভোটার লিষ্ট তৈরী করা হচ্ছে তখন এরা এর বিরোধীতা শুরু করে দিয়েছেন। সেখানে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন 'I am interested to extend 6th Scheduled in Tripura অথচ এখানকার Congress (I) নেতাগন সেটাকে ভুল বলে বক্তব্য রাখছেন। মাননীয় Deputy Speaker Sir, আমি আমার মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছি, এর জন্যই আমার মনে হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার বক্তব্যের গুরুত্ব দিচ্ছেন না। মাননীয় Deputy Speaker Sir, এখানে যে 6th Scheduled নিয়ে প্রস্তাব এনেছি, তার উপর মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা একটি Amendment এনেছেন। সেটা একটা Dominaut তার অর্থ হলো House এর উপর প্রতিপত্তি বজায় রাখা। এটা নতুন কিছু কথা নয়। কাজেই আমরা দেখি তারা এটাকে নিয়া কতটুকু তালবাহানা করতে চায় এবং আমি জানি যে এখানকার ক্ষমতাসীন দলের অনেক সদস্য এই প্রস্তাব উত্থাপনে ইচ্ছুক নন এমন অবস্থা। কাজেই মাননীয় Deputy Speaker Sir, আমরা দেখেছি ত্রিপুরার মানুষরাও একটু সচেতন হয়ে আসছে কংগ্রেসই হোক কিংবা বামফ্রন্টই হোক বাঁচার কোন পথ আমরা পাবো না। আমাদের বাঁচতে হলে একটা Determined Struggle করতে হবে, সত্য সত্যই করবো বলে প্রতিজ্ঞা নিয়ে যুব সমিতির মতো দল ছাড়া এদাবী কেউ আদায় করতে পারবে না, এটা প্রত্যেকটা ভুক্তভোগী মানুষ মাত্রই বুঝতে পারছেন। মাননীয় Deputy Speaker Sir, আজকে যুব সমিতির আন্দোলন ধীরে ধীরে আরো সংগঠিত হচ্ছে, সমর্থক আরো বেড়ে চলছে এবং বামফ্রন্ট কংগ্রেস আই থেকে মানুষ ধীরে ধীরে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। মাননীয় Deputy Speaker Sir, আমি বলতে চাই যারা আজকে এখানে সচেতন হতে শুরু করেছে, যারা এখানে সবদিকে বঞ্চিত হয়ে আসছে, ন্যায় পাওনা যারা পাচ্ছেন না তাদের বাঁচাতে হলে এখানে একমাত্র 6th Scheduled চালু করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই হাতে একটা full pladged ক্ষমতা না পেলে এরা নিজেদের বাঁচার পথ তৈরী করতে পারবে না। এখন যে ৭ম তপশীল তাকে নিয়েও নানা ধরনের খেলা চলছে তার কোন Recruitment Rule নেই, যে যারা খুশীমত চাকুরী দেওয়া হচ্ছে, নিয়োগ করা হচ্ছে, Deputation এ নেয়া হচ্ছে। এখনো office পর্যন্ত Set up হয়নি এবং District Council কি করছে এখনো সাধারণ মানুষের নজরে আসে নি। মাননীয় Deputy Speaker Sir, এখন আমরা দেখি এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরে, যেখানে ট্রাইবেল

সেখানেই জিনিষপত্রের দাম বাড়ে সবচেয়ে বেশী। জিনিষের অভাব হলেই এরাই বেশী ভোগে, না খেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা এদেরই বেশী। এরাই বেশী করে পুলিশের জোর জুলুমের শীকার হয়। গত জুনের দাঙ্গার সময় যেভাবে আমাদের উপজাতিদের হত্যা করা হয়েছে সেটা ইতিহাসে আছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু সেখানে আমরা উপজাতি দরদী বামফ্রন্ট এর কাছেও বলতে শুনি না যে অমুক জায়গায় এভাবে অন্যায়ভাবে খুন করা হয়েছে। চোখের জল ফেলা তো দূরের কথা, মৌখিক সহানুভূতি পর্যন্ত দেবার প্রয়োজন মনে করেন না। এভাবে পাহাড়ীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। তারা চায় এইসব মানুষের মাথায় হাত দিয়ে রাজত্ব চালাতে। রাজত্বের মুখুশ পড়ে এ ধরণের ভালো ভালো কথা বলছেন। এর জন্যই ৭ম তপশীলের কথা বলছেন। ভয়ভীতি দেখাতেন, এদের আমরা হাত দিয়ে মন্ত্রীত্ব চালাতে, মন্ত্রীত্বের মোহে এ ধরণের কথা বলছেন। আজকে যদি এমন অবস্থা তৈরী হয় যে এই ৭ম তপশীল ৬ষ্ঠ তপশীল না হলে এখানকার মন্ত্রীত্বই টিকবে কি টিকবে না এমন অবস্থা যদি উপজাতি যুব সমিতি তৈরী করতে না পারে আগামী ১০০ বছরেও ৭ম তপশীল এখানে আসবে না। এখানে বিধানসভায় ১৯৭০ সালে যখন আমরা প্রস্তাব আনি তখন এরা বিরোধীতা করেন। আমরা বার বার এনেছি বার বার বিরোধীতা করেছেন। মাননীয় Deputy Speaker Sir, এরজন্যই এই হাউসে দাঁড়িয়ে আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতে চাই যে, একটা পিছিয়ে পড়া এখানকার বাসিন্দাদের এদেরই এখন অস্তিত্ব বিলোপের অবস্থা হয়েছে, এর দিকে নজর দিন।
এটাকে দেখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের রয়েছে। যেহেতু 6th Scheduled দিতে সরকার চায় কিংবা চায় না, এটা বড় কথা নয়, এতে কিছু যায় আসে না। রাজ্য সরকার এটা দিতেও পারেন না। তবে বলা যায় রাজ্য সরকার চাইলে বড় ধরণের আন্দোলন করা সম্ভব। কিন্তু যেহেতু ইচ্ছা নেই সে কারনেই গত চার বছরেও এর কোন উদ্যোগ আমরা দেখি না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাজেই আমি আমরা বলি, ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া মানুষ এখনও কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশ্বাস করে, ভারতের সংবিধানকে শ্রদ্ধা করে. তারা চায়, দেশের অন্যান্য সকলের সঙ্গে এক সঙ্গে মিলে মিশে এগিয়ে যাবার পথ নিরুপন করতে। যারা উন্নত তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে, তারাও তাদের ভাষা, সংস্কৃতির অবস্থাকে ফুলের মতো কুড়িয়ে তুলতে চায়। কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে আমরা দেখি, এখানে এস, টি, এস, সি, কমিশনের চেয়ারম্যান মাননীয় বিদ্যা দেববর্মা আছেন; তিনি জানেন, গণ্ডাছড়া অঞ্চলে কয়টা স্কুল নেই, এবং ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস কি অবস্থায় আছে এটা তিনিও ভালো করেই জানেন, আমি সমস্ত রিপোর্ট দেখেছি। কাজেই, ট্রাইবেলদের হাতে একমাত্র নিজস্ব ক্ষমতা তুলে দিলেই তার প্রগতি সম্ভব। কাজেই এই ট্রাইবেল যতই কম হোক না কেন, ত্রিপুরা যতই ক্ষুদ্র হোক, উন্নতির যে দাবী এই দাবীকে অস্বীকার করার মতো যুক্তি ভারত সরকারের নেই। এবং আশা করি ভারত সরকারও পুরোপুরি দায়িত্ব নিজেই, এখানকার 6th Scheduled এর যে দাবী এখানকার জাতি-উপজাতির সম্মিলিত স্বার্থের দিকে নজর রেখে এখানে তা চালু করেন এবং আমার এ প্রস্তাবকে এখানে যে সকল সদস্যগণ আছেন সবাই গ্রহণ করবেন এবং আজকে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করবেন এ আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে অ্যামেণ্ডমেন্টটা এনেছি সেটা সম্পর্কে বলছি যে আজকে দেখা গেছে যে সারা ইস্টার্ণ জোনের মধ্যে ৬ষ্ঠ তপশীল থাকার পরেও দেখা গেল পূর্ণ অধিকার তারা পায় নি। ৬ষ্ঠ তপশীলের এমনি আইন যে গভর্ণর ইচ্ছা করলে যে কোন সময়েই সেই ৬ষ্ঠ তপশীলভুক্ত এলাকা ভেঙে দিতে পারেন। সেজন্য প্রথমেই আমি অ্যামেণ্ডমেন্ট রাখছি যে"...সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থে সাংবিধানিক ৬ষ্ঠ তপশীলের আইন মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে"।

কথাটা হলো, সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা জানি রাজ্য সভার মধ্যে কংগ্রেসের সংখ্যা গরীষ্ঠতা নেই। কিন্তু সেখানে অন্যান্য দলের সদস্যদের সাহায্য নিয়ে সংবিধান সংশোধন করে উপজাতিদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে পারেন। মাননীয় সদস্য নগেন বাবু বলেছেন ইতিহাসে নেই, তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না এটা ঠিক ঠিকভাবে করা যাবে কিনা। সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা যদি দিল্লী বুঝতে পারতো তাহলে তারা সংশোধন করেন না কেন? অফিস আদালতের ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে তিনি বলেছেন যে বামফ্রন্ট বাধা দিচ্ছে। হস্তান্তরের ব্যাপারে কোন আন্দোলন নাই। কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই হস্তান্তরের ব্যাপারে আন্দোলন করেছে। এই বিধানসভার জন্য কে করছে আন্দোলনটা? কংগ্রেস করেছে? তিনি বলেছেন এখানকার কংগ্রেস চায় না, দিল্লীর কংগ্রেস চায়। তাহলে দিল্লীর কংগ্রেস এতদিন ধরে কেন সংশোধনটা করছেন না? একই কংগ্রেসকে তিনি দুই রকম দেখছেন। আসলে কোন কংগ্রেসই চায় না। কিভাবে সংবিধান সংশোধন করতে হয় সেটা তাঁর জানা নেই। সেজন্য তিনি সেটা উল্লেখ করতে পারেন নি।

এবং উঁারা বলেছেন যে ১৯৭৮ সাল থেকে বামফ্রন্ট সরকার এই ৬ষ্ঠ তপশীলের বিরোধীতা করে আসছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সাল থেকে কেন এটার বিরোধীতা করবে? আমাদের সি, পি, এম, পার্টি যখন বিভিন্ন ফ্রন্ট নিয়ে আন্দোলন, মিটিং মিছিল করেছিল, সেই সময়ে কি উনাদের জন্ম হয়েছিল? তা তো হয়নি সেই ১৯৪৭ বা ১৯৪৯ সালে তারা তখন কোথায় ছিল, তারা কি তখন কোন রকম আন্দোলন করেছিল। সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার থেকেই আমরা সেই আন্দোলন করে আসছি, গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য। কাজেই উনারা যে কথাটা বল্লেন, আমরা ৬ষ্ঠ তপশীলের বিরোধীতা করছি, এটা আদৌ ঠিক নয়। কাজেই ১৯৮২ সালে এসে যে দলের জন্ম হয়েছে, আমি ঠিক জন্ম বলব না, তবে ওদের গাঁয়ে একটু লুম ছুল গজিয়েছে বলব, যদিও তাদের নাড়াছাড়া করবার মত তখনও ক্ষমতা হয় নি। কাজেই সে দিক থেকে আমি যে সংশোধনী প্রস্তাবটা এনেছি, তা খুবই যুক্তি যুক্ত এবং আমি আশা করব যে হাউস আমার সংশোধনী প্রস্তাব এ্যাক্সেপ্ট করবেন।

শ্রীদাউ কুমার রিয়াং--- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাবটা এই হাউসের সামনে এনেছেন, আমি সেটাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। এবং সেই সংগে সংগে আশা করব যে সরকার পক্ষের সদস্যরাও এর বিরোধীতা

না করে এটাকে সমর্থণ করবেন যাতে এই প্রস্তাবটাকে সর্ব সম্মতি ক্রমে পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো যায়। তাঁর প্রস্তাবটা হল---এই বিধান সভা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের আত্ম বিকাশের জন্য সাংবিধানিক ৬ষ্ঠ তপশীলের আইন মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠণ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে। স্যার, আজকে এটা সকলের কাছেই পরিস্কার যে ইতিহাসের অমোগ কারণে ত্রিপুরা মূল আদিবাসী যারা অর্থাত পাহাড়ীয়ারা আজকে সংখ্যায় কমে গিয়ে সংখ্যালুঘু হয়ে গিয়েছে। এটা সত্যিই ভারতের ইতিহাসে একটা নজীর বিহীন ঘটনা, এই কথা বললে কোন রকম অত্যুক্তি হবে না। আজকে যদি পশ্চিম বঙ্গের কথা তোলা যায়, তাহলে বলা যায় যে সেখানে বাঙ্গালীরাই প্রধাদ। এছাড়া মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মেগালয় অথবা হিমাচল প্রদেশ এখানে যে আদিবাসীরা আগে থেকেই বসবাস করে আসছে, তারাই এখনও প্রধান। অর্থাত ত্রিপুরা আদিবাসী যারা সেই আদিযুগ থেকে ত্রিপুরাকে শাসন করে এসেছে, ত্রিপুরার জন্য যুদ্ধ করেছে, তারা আজকে শতকরা ২৯ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসের অমোগ কারণেই এটা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে। আমরা ইতিহাসের সেই অমোগ কারণকে স্বীকার করে নিয়ে বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের বা উপজাতিদের যে সংস্কৃতি ও যে ভাষা, যে সভ্যতা, যে রীতি নীতি, সেটাকে রক্ষার জন্য ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে যে রক্ষা কবজ আছে, সেটা যাতে এখানেও যথা রীতি প্রয়োগ হতে পারে, তার জন্যই দাবী জানাচ্ছি। আবার এটাও ইতিহাসের স্বীকৃত সত্য যে এই উপজাতিদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য কোন দল বা সংগঠন এর আগে কোন দিন কোন সময়ে কোন রকম আন্দোলন করেন নি। যদিও নৃপেন বাবুর দল, দশরথ বাবুর দল গ্রামে গঞ্জে আজকাল সমস্বরে চিৎকার করে বলে বেড়াচ্ছেন যে তারা উপজাতিদের রক্ষার জন্য অনেক দিন ধরে লড়াই করে আসছেন। তাছাড়া এই দলের কোন কোন মন্ত্রী বা সদস্য আর একটু অগ্রসর হয়ে বলছেন যে তারা গত ৪০ বছর ধরে এই উপজাতিদের জন্য নানা রকম আন্দোলন এবং সংগ্রাম করে আসছেন। আমরা কিন্তু তাদের এই বক্তব্যকে কোন মতেই স্বীকার করতে পারি না। কারণ ইতিহাসই বলে দেবে যে কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের রক্ষার জন্য আন্দোলন না করে, যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে মাটিতে কমিউনিস্ট আন্দোলন গেড়ে উঠে, তার জন্যই আন্দোলন করেছিলেন এবং পাহাড়ীদের তাদের সেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরীক করতে পেরেছিলেন, যদিও এটা তারা করাতে পেরেছিলেন খুব অল্প সময়ের জন্য। কারণ সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বাঙ্গালী সমাজ অথবা অন্যান্য সমাজ ভাল করে জানতো যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা বোধ হয় কমউনিস্টকে ভালবাসতেন। কিন্তু এটা সত্যি তাদের বাঁচানোর আন্দোলনের মধ্যে পড়ে কিনা, তাতে অনেকের সন্দেহ আছে। তবে তারা যে ৪০ বছরের আন্দোলনের কথা বলছেন, তাতে আমরা দেখছি যে তার মধ্যে ৫ম তপশীলের কথা নাই, ৬ষ্ট তপশীলের কথা নাই। আমরা আরও দেখছি যে ১৯৬১ সালে ভারত সরকার ডেবর কমিশন নামে একটা কমিশন বসিয়ে ছিল ঐ আদিবাসী অথবা উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা নির্ধারণ করার জন্য। আর ডেবর কমিশন বিভিন্ন রাজ্য পরিদর্শণ করে, আদিবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে,

তাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনে সুপারিশ করেছিলেন, যে আদিবাসী বা উপজাতিদের রক্ষার জন্য ভারতীয়

সংবিধানের মধ্যে একটা রক্ষা কবজের ব্যবস্থা রাখা উচিত। আর সেই রক্ষা কবজ হল ৬ষ্ঠ তপশীল। কিন্তু সেই ৬ষ্ঠ তপশীল চালু না করে তার পরিবর্তে টি,ডি,ব্লক চালু করা হয়েছে। কাজেই দশরথবাবু অথবা নৃপেনবাবু সেই ৬ষ্ঠ তপশীলের ধারে কাছেও যাননি। তার কারণ অবশ্য আমরা জানি, কারণ ইতিহাসে হয়তো এর জন্য অন্য কোন কারণ ছিল। আজকে উপজাতি যুব সমিতি এসে ৬ষ্ঠ তপশীলের কথা বলছে। কিন্তু কমিউনিষ্ট আন্দোলনের খবর যারা রাখেন, তারা জানেন যে কমিউনিষ্টরা কোন দিনই ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন দিন কোন রকম আন্দোলন করেন নি। তারা আন্দোলন করেছিলেন, কমিউনিজমকে ত্রিপুরা রাজ্যে সম্প্রসারিত করার জন্য। কাজেই এই পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের রক্ষার জন্য আজকে যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেটা হল ৬ষ্ঠ তপশীল এবং বামফ্রন্ট সরকারও আজকে সেটাকে স্বীকার করছেন, যদিও তারা ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য এত দিন যাবত কোন আন্দোলন করেননি। তাই তো আগে যেখানে নৃপেন বাবুরা এই সব হতভাগ্য উপজাতিদের জন্য ১৭।১৮ দিন না খেয়ে অনশন করতে পারেন, এখন তারা ১ ঘন্টার জন্য অনশন করতে পারেন না বা তা করার চিন্তা করেন না। যা হউক এই নিয়ে আর বেশী কিছু দোষারোপ করব না তবে উপজাতিদের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি যুব সমিতি সব সময়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার ৫৬।৫৭ সালে এস. আর. কমিশনের রিপোর্টে ত্রিপুরাকে আসামের অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ করেছিলেন তখন যদি সেটা গ্রহণ করা হত তাহলে তখনই ৬ষ্ঠ তপশীল চালু হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কমিউনিষ্ট পার্টি এই কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে চাংগা করার জন্য এই ব্যাপারে কোনরূপ উৎসাহ দেখান নাই। ১৯৫২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার গরীব উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য তাদের সমাজকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসেন নাই। একমাত্র উপজাতি যুব সমিতিই দিধাহীন চিতে তাদের রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়েছে এর ভবিষ্যতেও আরও কঠিন আন্দোলনের প্রতি শ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। এবং আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে সমর্থন করেছেন এবং এর দ্বারা সমগ্র বিধান সভার ইচ্ছার কথাই প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই এই বিধান সভার তথ্য সমগ্র ত্রিপুরার ইচ্ছার কথাটা দিল্লীর সরকার অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে সচেষ্ট হবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীজিতেন্দ্র সরকার।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজোলিউশান এনেছেন তার সংশোধনীও এখানে মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা এনেছেন—এই সংশোধনী সহ আমি এই প্রস্তাবের সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানাতে গিয়ে এটাই বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য যা করা দরকার—অর্থাৎ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য এটা অত্যন্ত দরকার। এবং আজ বামফ্রন্ট সরকার যা করেছেন তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে এটাই বলতে হচ্ছে যে ৬ষ্ঠ তপশীলের

কথা এখানে বলা হয়েছে সেটা বামফ্রন্ট সরকার দিতে পারেনা এটা দেওয়ার ক্ষমতা আছে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে আইন পরিবর্ত্তন করে এখানে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করতে পারেন এটা রাজ্য সরকারের আওতায় নয়। এই রিজোলিউশান এনে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এবং দ্রাউ কুমার রিয়াং বলেছেন যে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীর ইচ্ছা আছে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য্যের মত নাই এবং ত্রিপুরার কমিউনিষ্টরা এই জন্য কোন সময় আন্দোলন করে নাই। কিন্তু আমি জানি যে যখন আমি ছোট ছিলাম এবং রাজনীতির সংগে জড়িত হই নাই তখনও দেখেছি যে ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট এবং বাংগালী অংশের মানুষ ত্রিপুরাতে এই জন্য আন্দোলন চালিয়েছিল। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য শ্রীমতী গান্ধী ভারতবর্ষে ১৭ বছর রাজত্ব করেছেন---মাঝে আড়াই বছর তিনি গদীতে ছিলেন না---এই সময়ের মধ্যে তো উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের সংগে শ্রীমতী গান্ধীর অনেকবার দেখা হয়েছে কিন্তু এই ৬ষ্ঠ তপশীলের অনুমোদন শ্রীমতী গান্ধী কেন দেন নাই। এটাতো অশোক ভট্টাচার্য্যের ব্যাপার নয়। কাজেই শ্রীমতী গান্ধী ভাল আর অশোক ভট্টাচার্য্য খারাপ লোক এই কথা ঠিক নয়। আমরা জানি যে কিছুদিন আগে দিল্লীতে যে সম্মেলন হয়েছে তাতে অশোক বাবু এই কথা বলেছেন যে উপজাতিদের কল্যাণের জন্যই ত্রিপুরার কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারছেন না। আবার উপজাতি যুব সমিতির নেতারা বলেছেন যে যদি কংগ্রেস (ই) নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতো তাহলে আমরা জিততে পারতাম---শ্রীমতী গান্ধীর অন্ধ ভক্ত শ্যামাচরণ বাবু, নগেন বাবু এবং দ্রাউ বাবুরা যে আশীর্বাদ নিয়ে এসেছেন সেটা তারা ভুলতে পারছেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে তারা ৬ষ্ঠ তপশীল দাবী করছেন কিন্তু এই ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের সামগ্রিক কল্যাণ করা যাবে না। ধনতান্ত্রিক কাঠা-মোর অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এই ৬ষ্ঠ তপশীলের সাথে সাথে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। এই জেলা পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ৮০র জুনের দাংগায় যে আগুন ত্রিপুরায় জ্বলে উঠেছিল সেই আগুন আজও নেভেনি।

স্যার, কিছুদিন আগে আমি গণ্ডাছড়ায় গিয়েছিলাম সেখানে শুনলাম যে সেখানকার কালাবাড়ীতে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা বন্দুক নিয়ে ট্রেনিং দিচ্ছে। সেখান থেকে একটি রাস্তা দিয়ে আমি অমরপুর আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু সেখানকার লোকেরা আমাকে বাধা দিয়ে বলল যে না আপনি ওখান দিয়ে যাবেন না উই রাস্তা দিয়ে গেলে আপনার জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না আমরা উই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করি না। সেখানকার যারা জেলে আছে বন্দুক দেখিয়ে তাদের জাল নিয়ে যায়। কাজেই শুধু ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করলেই হবে যদি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে তাহলে শুধু রিজোলিউশান এনে উপজাতিদের কোন কল্যাণ করা যাবে না। আজকে ভারতবর্ষের কোন জাতিই একা একা চলতে পারে না।

তাহলে বৃহত্তর উপজাতি গোষ্ঠী যারা পেছনে পরা মানুষ যারা শ্রমিক কৃষক তাদেরকে রক্ষা করতে হলে এখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাই আমি অনুরোধ করছি মাননীয় বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের কাছে যে আপনারা এখানে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া তৈরী করুন, বন্দুক কাঁধ থেকে নামান। যারা শোষিত-বঞ্চিত পিছিয়ে পরা মানুষ তাদেরকে সাহায্য করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে উন্নয়নমূলক কাজ হাতে

নিয়েছেন এ রাজ্যের মানুষকে যে সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন তার সহযোগিতা করুন। এই বলে এখানে যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে সংশোধিত আকারে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ--মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ঃ--মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। প্রস্তাবটি হল---এই বিধানসভা রাজ্যের পিছিয়ে পরা উপজাতিদের আত্ম-বিকাশের জন্য সাংবিধানিক ৬ষ্ঠ তপশীলের আইন মোতাবেক স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে। এই ৬ষ্ঠ তপশীল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ ৩৪ বৎসর স্বাধীনতার পরেও বিভেদ করে উপজাতি তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো, সংস্কৃতি, ভাষা সবদকি থেকে পেছনে পড়ে আছে। তাদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য এই ৬ষ্ঠ তপশীল অত্যন্ত জরুরী দরকার। কাজেই আমি আশা করব এখানে যারা শাসক দলে আছেন তারা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করবেন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার উপজাতিদের সামগ্রিক কল্যাণের কথা স্মরণে রেখে এখানে ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের জন্য ব্যবস্থা নেন। কারণ আমরা জানি কতকগুলি রাষ্ট্র রয়েছে, তার কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রও রয়েছে যেখানে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করা হয়েছে। যেমন রাশিয়ায়। তাহলে এখানে যারা নিজেদেরকে মার্কসবাদী মনে করেন তারা কেন আজকে ৬ষ্ঠ তপশীল থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন ? তাদের উচিত ছিল এ দাবীকে মেনে নেওয়া। তাদের উচিত ছিল আমাদের সঙ্গে একমত হওয়ার। কারণ যারা এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে বাঞ্চাল করার জন্য চেষ্টা করছে তাদের টনক নড়তো। আজকে যে দল ত্রিপুরার শাসনে আছে যে দল নিজেকে এই বলে প্রকাশ করে যে তারা পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করছে তাহলে আজকে তারা কেন পিছিয়ে পড়ে আছে? তাই আমি তাদেরকে আহবান জানাই যে আপনারাও আসুন এবং আমাদের আন্দোলনে সামিল হউন, আমাদের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করুন। তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারও মনে করবে যে এই আন্দোলনকে দমন করা যাবে না। আমরা শুধু বিরোধীতা করার জন্যই এটা এখানে পেশ করি নি। সমগ্র ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে আমরা এটাকে এখানে পেশ করেছি। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে যে প্রস্তব এনেছেন হাউস সেটাকে সমর্থন করবেন এবং সেই সংগে সংগে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করবেন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ--মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন এবং মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা যে সংশোধনী প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেটাকে আমি সংশোধনী আকারে সমর্থন করছি। এই প্রস্তাব গত বিধানসভায়ও উত্থাপিত হয়েছিল এবং সেই সময় আমরা দেখেছি এই বিধানসভা ৬ষ্ঠ তপশীলের পক্ষে ছিল। আবার হঠাৎ করে মাননীয় সদস্য কেন এই প্রস্তাব

এখানে উত্থাপন করেছেন জানি না। আমার মনে হয় হদ্রাতে উপজাতি যুব সমিতির যে সম্মেলন হয়েছে সেই সম্মেলনে তারা দেখেছে যে জনসাধারণের বিশ্বাস তারা হারিয়েছে। সেই সম্মেলনে জনসাধারণের বিশেষ করে উপজাতি জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা পূরণ করার নামে যে আন্দোলন সংঘঠিত হয়েছে সেই আন্দোলনকে বিপথে পরিচালনা করার ফলে জনসাধারণ তাঁদের প্রতি আস্থা হারিয়েছেন। সেই আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আবার তাঁরা উপজাতি যুব সমিতি উপজাতিদের জন্য সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাঁরা লড়াই করছেন এটাই বুঝাতে চাইছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রস্তাবক তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বলতে চেষ্টা করেছেন যে, এই রাজ্যের মধ্যে উপজাতিদের জন্য তাঁদের রক্ষার জন্য তাদের রক্ষা কবচ আদায় করার জন্য এখানকার বামফ্রন্ট, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং গণমুক্তি পরিষদ কোন আন্দোলন করেন নি। মাননীয় সদস্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৫৭ সালে যখন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশ তথা পাকিস্তান থেকে যেভাবে উদ্বাস্তু আগমন হচ্ছে এই আগমন এইভাবে চলতে থাকলে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের এবং উদ্বাস্তুদের জন্য কোন জায়গা থাকবে না। ত্রিপুরার উদ্বাস্তু সংখ্যা জনসংখ্যা থেকে অনেক বেশী হয়ে গেছে। তখন তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ বলেছিলেন, ত্রিপুরার উদ্বাস্তু আগমন শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আর উদ্বাস্তু গ্রহণ করা ত্রিপুরার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ঃ--- ইতিহাসে বয়স লাগে না)।

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি কিছু করে নি, গণমুক্তি পরিষদ কিছুই করে নি একথা তিনি কি করে বলতে পারলেন। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী তিনি এ রাজ্যের মধ্যে নেতা এবং সর্ব রকমের লড়াই যা হয়েছিল তাতে তিনি প্রথম সারিতে থেকেই সংগ্রাম করেছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এই যদি ঘটনা হয়, তাহলে তাঁদের মুখে আমরা এই কথা কেন শুনি? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই হচ্ছে ঘটনা। আমার দলের ঘটনা বলতে চাই না। ওরা আজকে যে মুখে দরদী সাজছেন এবং আজকে ৬ষ্ঠ তহশীলের জন্য লড়াই করছেন আমরাও লড়াই করছি, আগেও করেছি এখনও করছি এবং ভবিষ্যতেও করব। যতদিন পর্যন্ত না কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার মধ্যে না হচ্ছে ততদিন এই লড়াই চালিয়ে যাব। ওঁরা যাই বলুন না কেন। তিনি আবার বললেন, বামফ্রন্ট সরকার কিছু কিছু করছে। আবার বললেন, এখানকার কংগ্রেসীরা করছেন না কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য ভাবছেন, চিন্তা করছেন। শুধু এখানকার কংগ্রেসীদের জন্য করতে পারছেন না। কাজেই এখানকার কংগ্রেসীদের মন ভুলানোর জন্য প্রেম ভিক্ষার জন্য কি সেদিন কংগ্রেস ভবনের সামনে ত্রিপুরা নারী সুন্দর বাহিনী অনশন করেছিলেন। এত করেও, এত প্রেম দিয়েও মন গলানো যায়নি। তাঁদের আমি বলতে চাই, ১৯৮০ সালে তৈদু সম্মেলনে বিদেশী বিতারণের নাম করে যে দাঙ্গা করেছিলেন আজকে হদ্রা সম্মেলনে তার সুর শুনা যাচ্ছে। এই করে তাঁরা উপজাতিদের অগ্রগতির পথ সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে না। ওঁরা মুখে দরদ দেখাচ্ছে। মাননীয় সদস্য রতিমোহন যা বলেছেন, তা শুনে মনে হচ্ছে, অনেক দিন পরে যেন শুনছি "একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে"।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ঃ— ভূতের মুখে রাম নাম)।

আমি মাননীয় সদস্যদের বলব, আসুন আপনারা সহযোগিতা করুন এই দাবী আদায় করার জন্য। আপনাদের সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন আছে। আসুন ৬ লক্ষ উপজাতির জন্য আমরা আন্দোলন করব। লড়াই করব ৬ষ্ঠ তপশীল আনব। মাননীয় নগেন বাবু বলেছেন, ৬ষ্ঠ তপশীল হচ্ছে ত্রিপুরার উপজাতিদের একমাত্র রক্ষা কবচ। কিন্তু আমরা তা মনে করি না। এটা দিয়েই হবে না। এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন যদি আমরা আনতে পারি, তাহলে ৬ষ্ঠ তপশীল উপজাতিদের কিছু করতে পারবে না। কাজেই এই সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করা উচিত। কেন্দ্র ভাল এখানকার কংগ্রেসীরা খারাপ এই কথায় কেহ ভুলে না, আন্দোলন করে না। আপনারা উপজাতিদের বুঝাতে চেষ্টা করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব, এই আন্দোলন করতে গেলে একটা পরিবেশ আমাদের থাকা দরকার। এখানে শান্তি শৃঙ্খলা থাকা দরকার। কাজেই শান্তি শৃঙ্খলার জন্য মাননীয় সদস্যের একটা গ্রুপ আজকে বনে জঙ্গলে বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুন করছে, রাহজানি করছে, নারী সন্ত্রাস করছে।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ঃ— এটা আপনারা করছেন)।

একথা বললে চলবে না। হদ্রাই সম্মেলনে আপনারা বিজয় রাংখলকে তিনদিন খাইয়েছেন। আবার বলছেন, আপনাদের দল। এটা উপজাতিদের রক্ষার পথ নয়। এই পথ সর্বনাশের পথ। এই পথে আপনারা টাকা আদায় করতে পারেন কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই উপজাতি আন্দোলনের নামে মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও তাদের কার্য্য কলাপ কোন মানুষ বিশ্বাস করে না। মুখে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য দেখালেও তারা বন্দুক নিয়ে খুন, রাহাজানি এবং নারী সন্ত্রাস যে ভাবে চালাচ্ছেন তা গণতন্ত্রের প্রতি এবং সংবিধানের প্রতি আনুগত্য থাকলে করা সম্ভব হতো না। আপনারা আপনাদের লোকদের বলুন বন্দুক ছুড়ে ফেলতে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি রক্ষার জন্য আসুন একসাথে লড়াই করি, আন্দোলন করি। তাঁরা তাঁদের হদ্রা সম্মেলনে উপজাতিদের এত কথা বলেছেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের "এ্যাসমা ন্যাসা" ইত্যাদির কথা তাঁদের কন্ঠে কিন্তু শুনা যায় নি। নগেনবাবু এখানে ৬ষ্ঠ তপশীলের আহবান করেছেন কিন্তু তখন কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি, কিংবা দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির উপরও একটি কথাও বলেন নি।

আপনারা এই দিল্লীর সংগে প্রেম প্রীতি করে আজকে রক্ষা পাবেন? এই মানুষদের আপনারা রক্ষা করতে পারবেন? না পারবেন না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার আমি এই সংশোধিত আকারে যে প্রস্তাবটা এসেছে সেটাকে সমর্থন করছি এবং এই প্রস্তাবের সপক্ষে দাবী আদায়ের জন্য লড়াই করতে গিয়ে আমাদের এখানকার শান্তি শৃঙ্খলা ও গণতন্ত্রকে যেমন রক্ষা করব এবং অপরদিকে যার বন্দুক হাতে জংগলে ঘুরে খুন জখম ইত্যাদি করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে তাদেরকে নিরত করবেন এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- আমি মাননীয় উপজাতি কল্যান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশীল ত্রিপুরায় চালু করার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সেটাকে

বিরোধীতা করার কোন প্রশ্নই উঠে না। কারন আমরাই এই ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার জন্য সংগ্রামের প্রথম সারিতে ছিলাম, প্রথম শ্লোগান আমরাই তুলি, এবং বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর সর্বসম্মতিক্রমে এই বিধান সভায় ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার জন্য সংবিধান সংশোধন করে তা ত্রিপুরায় চালু করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কাজেই এই প্রস্তাবের মধ্যে নগেন্দ্রবাবুর নূতন কোন আবিস্কার নেই। তবে নগেন্দ্রবাবুর এই প্রস্তাবকে আরও কমপ্রেহেনসিভ করার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা একটা সংশোধীন এনেছেন। এই সংশোধনীটি গৃহীত হলে সংশোধনী আকারে প্রস্তাবটি যা দাঁড়াবে আমি তাকে সমর্থন জানাব। মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের তিন জনের বক্তব্যই আমি শুনেছি। তিন জনের বক্তব্য থেকেই এটাই স্পষ্ট যে, ওরা প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা বিভ্রান্ত ত্রিপুরা আন্দোলনের যে তথ্য প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা বিকৃত করা হয় সেই বিকৃত তথ্যের শিকারে পরিনত হয়ে আছেন এখনও। সেখান থেকে তারা সমূহের পাত্র। তা'দের এই বক্তাব্যগুলি সম্পর্কে আমি বলছি শেকস্পীয়ারের ফাইন মাষ্টার স্পীচ্ একটা কথা আছে। ম্যাকবেথ্ বইতে লেখা আছে সবটা আমি বলছি না, অনেকখানি বলার পর বলছে -"ইট ইজ এ টেল টোল্ড বাই এ্যান ইডিয়ট অব সাউণ্ড থিউরি বাট সিগানফায়িং নাথিং। তেমনি ভাবে উনা'দের বক্তব্যে উপজাতিদের জন্য অনেক দরদপূর্ণ কথা সবই আছে, কিন্তু সবই হ'চ্ছে ফাঁকা আওয়াজ, মেকী। সেই জিনিষটার প্রতিই আমি দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। উনারা যে সমস্ত বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে আমি দু-চারটি কথা এখানে উল্লেখ করব। প্রথমে নগেন্দ্রবাবু বলেছেন যে - ত্রিপুরা রাজ্য

সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিদের সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ার মূলে দায়ী হচ্ছেন এখন যারা সরকারে বসে আছেন সেইসব নেতারা। এটা হচ্ছে ইতিহাসকে বিকৃত করা বা ইতিহাসকে বিকৃতভাবে দেখা। তার প্রমাণ করতেই উনারা বলেছেন যে, এক কালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেছিলেন যে ত্রিপুরায় আর লোক ধারণের জায়গা নেই। তারা বলেছেন এখন যারা সরকারে আছেন, তারা তখনকার বিরোধী দলের নেতা হিসাবে এই উদ্বাস্তু আগমণের বিরোদ্ধে লড়াই করেন নি। কাজেই ওরাই হচ্ছে দায়ী। ত্রিপুরা রাজ্যের তথা ভারতবর্ষের মানুষ সবাই জানে, এবং তাদেরও এটা জানা উচিৎ যে, ভারতবর্ষকে বিভক্ত করেছে কংগ্রেসী নেতারাই যে কংগ্রেসী নেতাদের প্রতি তাদের অকুন্ঠ বিশ্বাস আছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের অতিরিক্ত লোক আসার পর তাদের অন্য কোন স্থানে পুনর্বাসন না করার জন্য দায়ী তখনকার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু সেই কেন্দ্রীয় সরকারকে তারা দায়ী করছে না, বলছে নৃপেন বাবু কেন অনশন করেন নি এই উদ্বাস্তু বিতাড়নের জন্য। চমৎকার কথা। তারজন্যই আমি বলছি যে, ইট ইজ এ টেল টোল্ড বাই এ্যান ইডিয়ট। মুখের দ্বারা তৈরী একটা গল্প। তারপর উনারা বলেছেন চার বৎসর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের যে অবস্থা ছিল, এই চার বৎসরে উপজাতিদের অবস্থা আরও বেশী খারাপ হয়েছে। আমি তাদের প্রতি কথারই জবাব পরে দেব। এই হচ্ছে এদের ত্রিপুরা রাজ্যকে বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গী। চার বৎসর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল ছিল না। চার বৎসর আগে দুর্ভিক্ষে প্রতি বৎসরই অনাহারে মানুষ মারা যেত. চার বৎসর আগে গ্রামে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এই চার বৎসরে পানীয় জলের ব্যবস্থা যদিও প্রচুর হয় নি, তবুও প্রচুর জায়গায়

আমরা সে ব্যবস্থা করেছি। এটা আমরা নগেন্দ্র বাবুদের চামড়া দিয়ে উপলব্দি করব না, ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষের মতামতকে মূল্য দিয়েই এই বামফ্রন্ট সরকার চলে। দেবর কমিশনের কথা তারা বলেছেন। কিন্তু দেবর কমিশন কি বলছেন তা তাদের পরিস্কার জানা নেই। ১৯৬১ ইং সালে দেবর কমিশন গঠনের সংগে সংগে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে এবং এম, পি, হিসাবে এবং আমাদের বর্তমান মাননীয় স্পীকারও আছেন, আমাদের একটা টীম এই দেবর কমিশনের নিকট যা সুপারিশ করেছিলাম, সেই দাবীটাই হুবুহু দেবর কমিশন এখানে বলেছেন---এ ল্যাণ্ড টু বী সেট এ সাইড এক্সক্লুসিভলী ফর ট্রাইবেল হোয়ার দেয়ার ইজ এ প্রিপণ্ডারান্স অব দ্য ট্রাইবেল পপুলেশান। এ্যাক্‌চ্যাকটলী এই শব্দটাই আমি ব্যবহার করেছিলাম এবং ১৯৬০ ইং সালে দেবর কমিশনের কাছে প্রথম আমরাই এই সুপারিশ উত্থাপন করি। তবে দেবর কমিশন সেটাকে না নিয়ে তিনি বলেছেন সাম সর্ট অব রিজিওন্যাল অটোনমী'অথবা অলটারনেটিভলী ট্রাইবেল ডি, ব্লক। কিন্তু এই টি, ডি, ব্লক আমরা কোনদিনই সমর্থন করি নি। কাজেই দেবর কমিশন পথ প্রদর্শক নয়। আমরা যা চেয়েছিলাম তার খানিকটা স্বীকৃতি দিয়েছে, এর বেশী নয়। কাজেই ইতিহাস যদি পড়েন, তাহলে ইতিহাসের বক্তব্যই বলবেন। ইতিহাসকে ডিসটরটেড করার কোন অধিকার আপনাদের নাই। ডিসটরটেড যদি কেউ করে তাহলে ইতিহাস তার কথা বলবে। আরেকটা কথা উনি বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় নেতারা রাজ্যে সিকথ সিডুয়েল চালু করার পক্ষে। কিন্তু রাজ্যের কংগ্রেসী নেতারা এবং বামফ্রন্ট সরকার এই সিকথ সিডুয়েল চালু করার বিরোধীতা করেছেন বা কোন চেষ্টা করেন নি। উনাদের এই বক্তব্যে পুরা ঠিক না। কেন্দ্রীয় নেতারা কোনদিনই ত্রিপুরা রাজ্যে সিকথ সিডুয়েল চালু করার পক্ষে ছিল না। এই নিয়ে পার্লামেন্টে ১৯৫২ ইং সাল থেকে ১৯৭৬ ইং সাল পর্য্যন্ত বারে বারে প্রস্তাব আমি উত্থাপন করেছি, কিন্তু কোন সময়েই কেন্দ্রীয় নেতারা এর পক্ষে কোন বক্তব্য রাখেননি। পার্লামেন্টের প্রসিডিংস-এ কোন রেকর্ড নগেন্দ্র বাবুরা দেখাতে পারবেন না। তারপর তারা বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনেক ভাল কাজই করতে চেয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এটাও চেয়েছিলেন যে—ত্রিপুরাকে আসামের সংগে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করেছিলেন।

ইতিহাস এই কথা বলে যে আসামের সঙ্গে নেফা, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড এই রাজ্যগুলি আসামের সঙ্গে যুক্তছিল এবং তখন তাদের ৬ষ্ঠ তপশীল ছিল না কিন্তু সেই রাজ্যগুলো একে একে আসাম থেকে বেরিয়ে আসে এবং ৬ষ্ঠ তপশীল আদায় করে নেয়। ত্রিপুরা রাজ্য আসামের সঙ্গে যেতে পারছে না বলে নগেন বাবুরা নতুন করে বায়না ধরছেন কিন্তু এটা ঠিক নয়, তাই আমি বলছি ত্রিপুরা আসামের অন্তর্ভুক্ত হলে ৬ষ্ঠ তপশীল হয়ে যেত এ কথা ঠিক নয়। উদাহরনস্বরূপ আমি বলতে পারি উত্তর কাছাড়ে কয়েক লক্ষ বড়ো উপজাতি আছেন যারা কিছুদিন আগে উদয়াচল প্রদেশ গঠনের জন্য আন্দোলন করে গুলি খেয়েছেন। ১৯৭৫-৭৬ সালে সেখানে তো ৬ষ্ঠ তপশীল হয়নি। যদিও তারা আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এবং এখনও আসাম রাজ্যের ভেতরেই আছেন। কাজেই আসামের সঙ্গে যুক্ত হলে ত্রিপুরা রাজ্যেও ৬ষ্ঠ তপশীল হয়ে যাবে, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আশা করেন না। এবং আমরাও আশা করি না যে নগেন বাবুরা মনেপ্রাণে এটা চাইছেন। একথা তাদের জানা দরকার, ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন রাজ্য আছে

যেখানে রাজ্য সরকার নিজেদের প্রচেষ্টায়, নিজেদের উদ্যোগে সীমাবদ্ধক্ষমতার মধ্য দিয়ে স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধিকার দেওয়া হয়েছে? নগেন বাবুরা বলুন তো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ট্রাইবেলদের জন্য কোথায় স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধিকার দিয়েছেন? নগেন বাবুরা আশা রাখেন। অবশ্য আশা রাখাটা ভাল। দিল্লীর নেতারা আমাদের এই ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবীকে অনুধাবন করতে পারবেন। যদি আমরা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাশ করি নগেন বাবুদের সেই আশা। কিন্তু ইহা তাদের মোহ। দিল্লী অনুধাবন করবেন না, তাদের টনক নড়বে না। ইহাই বাস্তব তবে এটা ঠিক ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষ যদি যুক্তভাবে এই আন্দোলনে অগ্রসর হতে পারেন, শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষ যদি এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন তাহলে শ্রীমতী গান্ধীর টনক নড়বে। ছাগ নিধন বন্ধ করার জন্য ছাগ শিশু যদি রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করে বলে, মানুষরা ছাগ মাংস খেয়ে ফেলছে তাহলেও ছাগ নিধন বন্ধ হবে না, কারণ মহারাজা নিজেও প্রতিদিন ছাগ মাংস খান। কাজেই রাজার কাছে পাঠা বলির বিরুদ্ধে বলে কোন লাভ হবে না। তাই বলি, ইন্দিরার কাছে নালিশ নয়, তার নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এই ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে উপজাতিরা ৬ষ্ঠ তপশীল পাচ্ছে না ত্রিপুরা রাজ্যে, উপজাতিদের আজকে উন্নতি হচ্ছে না, তাদের আত্মবিকাশের পথ সুগম হচ্ছে না, তাদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর সুযোগ হচ্ছে না, আজকে সমস্তপথই তাদের জন্য অন্তরায় হয়ে পড়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী আপনার বক্তব্য তাড়াতাড়ি শেষ করুন কারণ আজকে আমাদের হাতে আর বেশী সময় নেই।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---তার কারণ নগেনবাবুদের বুঝা উচিত। এটা হচ্ছে পুজিবাদের দৃষ্টিভঙ্গী। ধনিক শ্রেণী এবং পুজিবাদি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে চালু আছে সেখানে উপজাতি বলুন আর অউপজাতিই বলুন, গরীব মানুষই বলুন এবং লক্ষ লক্ষ বেকারদের কথাই বলুন সবই হচ্ছে পুজিবাদিদের অনুকূলে একটা রিজার্ভ বাহিনী, সেটা হচ্ছে শ্রমজীবি মানুষের উপর [illegible]ন করার একটা পথ। বেকারদের অসহায় মানুষে পরিণত করতে পারলেই পুজিবাদকে বিকাশের পথে সুবিধা হয়, শোষনের সুবিধা হয় এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে। কাজেই এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি সংশোধিত আকারে। এটা বুঝতে হবে যে আমরা ৬ষ্ঠ তপশীল চাই, স্বশাসিত জেলা পরিষদের আরও অগ্রগতি করতে চাই এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হতে হবে উদার। সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সাহায্য নিয়ে এই দাবী আদায় করতে হবে। শুধু উপজাতিদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বশাসিত জেলা পরিষদ আসে নি। স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য পাহাড়ী, বাঙ্গালী লক্ষ লক্ষ মানুষ একসঙ্গে দাড়িয়ে ছিলেন তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ হয়েছে। এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের কাজকর্ম আরও সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর করবার প্রয়োজন আছে তাই এটাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ৬ষ্ঠ তপশীল যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হয় এবং চালু করার সাথে সাথে সংবিধান যাতে সংশোধিত হয় তারজন্য এই হাউসে সংশোধিতসহ যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

কক-বরক

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মান গীনাঙ ডেপুটী স্পীকার স্যার, তিনি আনি প্রস্তাব' ত্রিপুরা বাই আসাম অন্তর্ভুক্ত আঁংনা সম্পর্কে যে কক কাসামানি আবন' আঙ ছানা নাই-অ। আসাম' অন্তর্ভুক্ত আঁংমানি আব এই কারণে ওয়ানা জাগ যে আরনি অন্তর্ভুক্ত আঁংখা হীনখে Constitution নি মতে যেমন---খাসিয়া. মিজোরাম ছুংরগ ১৯৫১ সাল' 6th Scheduled মানখা, এই যে, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড বরগা-ব হাইন মানখা। আবরগ-ব' 6th Scheduled চালু আঁংখা। আর তিনি ১৯৮২ সাল তাবুক পর্য্যন্ত চাঁঙ আবন' তায় আচুগীয় মা-তংখ। তাই শুধু আব' ছিমিয়া আর' 6th Scheduled চালু খীলাই মান ট্রাইবেল কীবাংনি কিছানি কক কাসালিয়া। তাবুক চাঁঙ হাই আন্দোলন খীলাই কারিনাই হীনখেলাই আরনি যে Non-Tribal তংমানি বরগনি আর' সমর্থন কীরীই। আনি ট্রাইবেল শতকরা ৮০ জনা-ন' ৬ষ্ঠ তপশীল নাই-অ। তাই বিশ জনা নাইয়া। আবতীই অবস্থা ফান' কিন্তু Non-Tribal-ছে সংখ্যা কীবাং কুক। কাজেই বিনি সমর্থন ছাড়া খীলাই মানয়া। কিন্তু মীজোরাম, নাগাল্যাণ্ড' আবতীই পরিস্থিতি কীরীই, আবন' সবচেয়ে অভিশপ্ত অবস্থা চাঁঙ শতকরা ৯৯জনা সমর্থন খীলাই তংফান' তিনি ৬ষ্ঠ তপশীল রীই মানয়া। তিনি আবনি বাগীই চাঁঙ উন্নতি খীলাই মানয়া। কিন্তু নাগা, মীজো' সে ব্যবস্থা কীরীই। আবকা আলগা রাজ্য আঁংগীই থাংকা হীনীই তাম'বা? আর' ফাতারনি বরগ হাবীয় মানলিয়া। আগি-ন' বরগ Constitution-অ 6th Scheduled মানীয় থাংলাহা। সত্যি সত্যি বরগ আসাম বিছিংগ তংগীয় আ কক-ন' ছে ছাঅ যে, 6th Scheduled রীখেলাই তিনিনি হাই অসহায় অবস্থা আহাই অরনি' চাঁঙ-ন' সংখ্যা কীবাঙ তংনামো। এবং অরনি উন্নতি–ব' আঁংখামো এই যে, তেইছা ছে চিনি উপর' ছে প্রেসার। আব তিনি নাগা বাই চিনি অরনি Development তুলনা খীলাইনানি কীরীই। অর' শতকরা ৬০ জনা বরকনি বরক অফিসার ৯০ পার্সেন্ট খেত বরগনি ইয়াফাঅ হয়তো চাঁং বিজিনেস রীংয়া বা কমফান' আঁংগীই মান'। কাজেই সমস্যা কীরীই হীনীই আঙ হীনয়া। কিন্তু অমহাইখেই আর একেবারে সংখ্যা কম আঁংগীই জাগাজমি কীমাতই এবং অফিস আদালত সমস্ত বুইনি ইয়াফা। আহাই এই Assembly অ-ছে নাহারীই নাইদি। আগি ৬০ জননি বিছিংগ ১৯ জন তংমানি, তাবুক ১৭ জনা। এর মধ্যে কমিইছে থাংরীনীক। আবছে তিনি অরনি নাগা, মীজো আহাই সংগ্রাম খীলাই নাই-গ্রাদি। এর পরেছে বিনি আত্মনিয়ন্ত্রননি অধিকার অর' বিধান সভাছে আত্মনিয়ন্ত্রন খীলায় মানখামো। বনি বাগীই District Council ছাননানি নাংনাই। অরনি তিনি মেঘালয় ৬ষ্ঠ তপশীলনি দরকারদা তং? তিনি নাগাল্যাণ্ড ৬ষ্ঠ তপশীলনি দরকার দা তং? ১৯৫৩ সাল বরগনি ৬ষ্ঠ তপশীলনি দরকার। আর ১৯৮২ সাল যে Development অমতীই ইতিহাসনি আগগীয় থাংমানি কক। কাজেই বিকৃত ব্যাখ্যা রীওই যারা চেষ্টা খীলাই তংগ। চিনি বরগ-ন রীনানি হীনীয় আঙ অবশ্য ছামানি ককয়া।

কাজেই আঙ মনে খীলাই অ যে ও আহাইখে চিনি বরক-রগন মেথেবীয় নারাগীই মানয়া। ইতিহাস-ন যারা বিকৃত খীলাই অন্য লামা তীলাংনা নাই নাই বরগ কোন দিন তীলাঙগীই মানয়া। যেসীক ফান সংখ্যা কীবাঙ আঁংদি, যেছাক ফান সংখ্যা কীবাঙ আঁংদি, যেছীক ফান বনি ইয়াফা পুলিশ ক্ষমতা বাংদি, কিন্তু ইতিহাস-নি লামান কোনদিন আব সঠিকখেই বনি ইচ্ছামতে ছওই তীলাংগীই মানয়া। ব নিজে নিজে লামাতীই

হিমনাই। কাজেই আঙ হীন যে, তাবুক পর্য্যন্ত যে অবস্থা তংমানি আবনি অবস্থা ফান অন্ততঃ এই উপজাতি রগনি আত্মনিয়ন্ত্রননি অধিকার রীনানি বান্তা। যেটা চীঙ ১৯৫৩ সাল খাসিয়া ছংরগ বিভিন্ন আইন গ্রনয়ন খীলাই তংমানি ও জিনিস-ন তিনি ফান রীদি। শুধু আবন বার বার মন্ত্রীরগ ছীতই মা তংখা যে অরনি ওয়ানছা ছাড়া মানয়া। অরনি Non-Tribal-নি সমর্থন ছাড়া মানষা হীনীই ছাতই মা তংখা।

কাজেই ব-নছে মা নাছিং লাইগাছিনাই। কাজেই মানগীনাঙ ডেপুটি স্পীকার স্যার,---এই যে অসহায় অবস্থা-ন' তিনি চীঙ সবচেয়ে বেশী আবনি বাগীই চীঙ মা কিরিঅ। কাজেই এই অবস্থা দিল্লী সরকার বুচিই নাথীং এবং বুচিনানি দরকার তংগ। এবং পার্লামেন্ট-ব' যে সমস্ত কক তংগ' আঙ নুগমানি। আঙ আশা খীলাই-অ আব' দিল্লীনি নেতৃবৃন্দ এবং মানগীনাঙ মন্ত্রীরগ এবং চীঙ বরগ-ন' ছানানি ককয়া। তিনি এই প্রস্তাব শুধু রহরখা হীনখে ছিরিং ছিরিং তংনানি আবয়া চীঙব আন্দোলন মা খীলাইনাই। তিনি বামফ্রন্ট সরকার-ছংরগ আহাই বুখুগ বাই ছিমি ছাঅই আবতীইখেই পেপার movement-বাই চীঙ বিশ্বাস খীলাইয়া। চীঙ কুবুকুবুই-ন' বীখা-বাই নাই অ। চীঙ আবন' আন্দোলন খীলাই মা কারিনাই এবং বেছীক ফান' বামফ্রন্ট অথবা তাই অন্যান্য যে কোন দল বিরোধীতা খীলাই থা, চিনি অ দাবী-ন' মীথাগীই নারাগীই মানয়া। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার ব-অমন' বুচিনানি দরকার। একটা reasonable demand ব-ন,' একটা reasonable ground যে দাবী আবন' Negleet খীলাইখা হীনখেই নিশ্চয় আবনি প্রতিক্রিয়া হাময়া অীংনাই, আব' দিল্লী সরকার বুচিঅই মান'। উপযুক্ত ফলাফল বনি ব্যবস্থা নাওয়ানী হীনীই আঙ আশা খীলাই-অ। আবন কক তাঙ অর-ন' নাই-রীখ।। এবং আশা খীলাই-অ যে মত-ন' আবন অ প্রস্তাব-ন গছিই নারাইয়ানী হীনীই।

ইনকিলাপ জিন্দাবাদ।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই বিধান সভায় আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে যে আলোচনা হয়েছিল সেটাকে নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই। আসামের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির চিন্তা কেন উঠেছিল? সেখানে অন্তর্ভুক্তির ফলেই সংবিধানের মতে খাসিয়া, মীজোরাম, ইত্যাদি ১৯৫০ সালে ৬ষ্ঠ তপশীল পেয়েছে। যে মীজোরাম, নাগাল্যাণ্ড এই সব কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলও ৬ষ্ঠ তপশীল পেয়েছে। আজকে আমাদের ১৯৮২ সালেও ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সেখানে তারা ৬ষ্ঠ তপশীল সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্যই পেয়েছে এবং তখন সেখানে যে সিকস্থ সিডিউল চালু হয়েছিল সে সময় কোন ট্রাইবেলের প্রশ্ন ছিল না। আর এখন যে আমরা আন্দোলন করছি এতে এখানকার যে সব নন-ট্রাইবেল আছে তাদের কোন সমর্থন নেই। ট্রাইবেলদের শতকরা ৮০ জন ৬ষ্ঠ তপশীল চায় আর বাকী ২০ জন চাচ্ছে না। এই রকম অবস্থা হলেও কিন্তু নন-ট্রাইবেলের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারবে না। কিন্তু মীজোরাম, নাগাল্যাণ্ডে এইসব পরিস্থিতি নেই। আমরা শতকরা ৯৯ জন সমর্থন করলেও আজকে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করতে পারবো না। আজকে তার জন্যই আমাদের উপজাতিরা

উন্নতি করতে পারছে না। কিন্তু নাগাল্যাণ্ডে, মীজোরামে সেরকম অবস্থা নেই। এইসব অঞ্চল আলাদা হয়ে গেলেও কি হবে ? সেখানে বাইরের লোক আর প্রবেশ করতে পাচ্ছে না। আগেই তারা কনষ্টিটিউশানের মতে সিক্‌স্থ্‌ সিডিউল পেয়ে গেছে। সত্যি সত্যি আসামের মত সিক্‌স্থ্‌ সিডিউল চালু হলে আজকের মত এত অসহায় অবস্থায় আমরা পরতাম না। আমরাও এই ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকতাম এবং রাজ্যে আরো উন্নতি হত। এই যে আমাদের উপরে আরও চাপ পড়ছে। আজকে নাগাদের সঙ্গে আমাদের এ রাজ্যের উন্নতির তুলনা চলে না। এখানে তাদের শতকরা ৬০ জন অফিসার, শতকরা ৯০ ভাগ জমি তাদের হাতে। হয়তো আমরা ব্যবসা বানিজ্য জানি না, তারজন্য ব্যবসায়ীদের সংখ্যা কম হতে পারে। কাজেই সমস্যা নেই এই কথা আমি বলছি না। এ রাজ্যে আমরা একেবারে সংখ্যা লঘু হয়ে জায়গা জমিও হস্তান্তর হয়েছে এবং অফিস আদালতও তাদের হাতে। এই বিধান সভায় দেখুন ৬০ জনের মধ্যে ১৯ জন ছিল তাও বর্তমানে মাত্র ১৭ জন আছেন। এর মধ্যে কমেও যেতে পারে। আজকে নাগা, মিজোরামের মত সংগ্রাম করলে তার পরেই প্রশ্ন আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার। সবাই ইচ্ছা করলে এই বিধান সভা আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার প্রতিষ্ঠ। করতে পারত। তারজন্য ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের জন্য যদি দাবী করতে হয়। সেখানে আজ মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ডে কি দরকার ছিল তাদের ষষ্ঠ তপশীলের ? আর আমাদের ত্রিপুরাতে ১৯৮২ সালেও ষষ্ঠ তপশীলের দরকার নেই। এটা হচ্ছে ইতিহাসের ঘটনা এবং তার অগ্রসর হয়ে যাওয়ার কথা। কাজেই যারা এইরূপ বিকৃতি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তদের উপর আস্থা রাখা যায় না, এটা শুধু আমার কথা নয়। কাজেই আনি মনে করি, এভাবে আমাদেরকে ধরে রাখা যাবে না। যারা ইতিহাসকে বিকৃত করেন তারা অনা রাস্তায় আমাদের নিয়ে যেতে চেষ্টা করতে পারেন, তারা কোন দিন তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। যতই সংখ্যা বেশী হোক না কেন, যতই তাদের হাতে পুলিশের ক্ষমতা থাকুক না কেন, ইতিহাসের গতিপথকে কোন দিন তারা নিজেদের পথে নিয়ে যেতে পারবে না। সে নিজে নিজের রাস্তা দিয়েই চলবে। কাজেই আমি বলব যে, এখন পর্য্যন্ত যে অবস্থাতে আছে তার অবস্থা অন্তত এই উপজাতিদের জন্য আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার দেওয়া দরকার। যেটা ১৯৫৩ সালে খাসিয়াদেরকে যেভাবে আইন প্রনয়ন করে দিয়েছিল ঠিক সেই ভাবে আমাদেরকে দিন। এটাকে নিয়ে মন্ত্রীদেরও বার বার বলতে হয়েছে যে এখানের বাঙালীর সমর্থন ছাড়া ষষ্ঠ তপশীল চালু করা সম্ভব হবে না। কাজেই তাদের মতে এখনও অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার,—এই যে আমাদের উপজাতিদের যে অবস্থা তার জন্যই আমাদের ষষ্ঠ তপশীলের প্রয়োজন। কাজেই আমাদের এই দিল্লী সরকার তথা প্রধান মন্ত্রী এ ব্যাপারে অবগত হোক এবং বুঝাবার দরকারও আছে। এবং পার্লামেন্টে যে সমস্ত কথা আছে সেটা আমি দেখেছি। আমি আশা করব সেটা দিল্লীর নেতৃবৃন্দ এবং মাননীয় মন্ত্রীগণ সবাই অবগত আছেন। আজকে শুধু প্রস্তাবকে পাঠিয়ে চুপ করে থাকলে হবে না। আমাদেরকেও সংগ্রাম করতে হবে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার শুধু মুখে বললে হবে না, এরক ভাবে পেপার মোভমেন্ট আমরা বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না। আমরা সত্যি সত্যিই মনে প্রাণেই চাই। এটাকে আমরা আন্দোলন করেই আদায় করব এবং এই আন্দোলনকে বামফ্রন্ট অথবা আরো অন্যান্য দল বিরোধীতা করুক

না কেন আমাদের এই আন্দোলনকে কেন্দ্র রুখতে পারবে না। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারও এটাকে বুঝে নেয়া দরকার। একটা রিজনেবল, রিজনেবল গ্রাউণ্ড যে দাবী সেটাকে নেগলেট করলে নিশ্চয় তার প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। এটা দিল্লী সরকার ভাল করেই জানেন। তারা একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন এবং হাউসের যারা রয়েছেন তারাও এটাকে সমর্থন জানাবেন, এই আশা রেখে আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক রিজলিউশানটির উপর আনীত সংশোধিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ--- In the second line of the Resolution the words "আত্মবিকাশের জন্য be sub-stituted by the words "সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থে" and in the 3rd line the words "গঠন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে" be substituted by the words "গঠনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য।"

প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিভাবে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার : —এখন আমি মূল প্রস্তাবটি সংশোধনের আকারে ভোটে দিচ্ছি ঃ--- সংশোধিত আকারে রিজলিউশানটি হলো—"এই বিধানসভা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া উপ-জাতিদের সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থে সাংবিধানিক ৬ষ্ঠ তপশীলের আইন মোতাবেক স্ব-শাসিত জেলাপরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।"

প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো ঃ---প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউ-শান'। আমি মাননীয় সদস্য সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভায় উৎথাপন করতে।

শ্রীমানিক সরকার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজলিউশানটি উৎথাপন করছি। রিজলিউশানটি হলো ঃ--- Tripura Legislative Assembly requests the Central Government to introduce suitable Contrally Sponsord scheme fully financed by central Government to provide jobs for the educated un-empleyed of Tripura. মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আজকে প্রস্তাবটি এই হাউসের সামনে যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে উপস্থিত করেছি তার জন্য আমি ২-১টি অবস্থার কথা এখানে অবতারনা করতে চাই। প্রথমতঃ ত্রিপুরাতে শতকরা ৮২ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। অথচ এই ত্রিপুরাতে কংগ্রেস দল যখন একটানা ৩০ বৎসর 'শাসন করেছে তখন দেখা গেছে ত্রিপুরাতে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজারের মত ছিল। ১৯৭৮ এর জানুয়ারী মাস থেকে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। তখন থেকে শুরু করে

এই ৪ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে এখানে যে হিসাব আমরা জানি তাতে দেখা যায় ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা ৭০ হাজারের মত হবে। একটা জিনিস এখানে পরিষ্কার হয়েছে কংগ্রেস সরকার তার শাসন-কালে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কোন বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গী ছিলনা। এই বেকার সমস্যা শুধু আমাদের রাজ্যের সমস্যা নয়, আমাদের দেশের জাতীয় সমস্যা হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ঃ---মাননীয় সদস্য আজ হাতে সময় নাই। আপনি আগামী সোমবার আপনার বক্তব্য রাখবার সময় পাবেন। আগামী সুতরাং সভা আগামী সোমবার ২২শে মার্চ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE---"A"

Admitted Starred Question No. 40.

By :--- Shri Nagendra Jamatia. M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Depart-ment be pleased to state -

(১) তেলিয়ামুড়া--অম্পি রাস্তায় মিনি বাস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

(২) না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

(১) পরিকল্পনা আছে।

(২) এ প্রশ্ন আসে না।

ANNEXURE---"B"

Admitted Starred Question No. 5

By Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister incharge of the A. H. Deptt. be pleased to State :--

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গান্ধীগ্রাম সরকারী পলট্রী ফার্মে ডিম ও মাংস বিক্রি বাবত অনেক টাকা বকেয়া আছে?

২। সত্য হলে, বকেয়া টাকার পরিমান কত? এবং

৩। কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে কত টাকা পাওনা আছে? (পৃথক পৃথক হিসাব)।

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য

২। বকেয়া টাকার পরিমান মোট ৬,৫৮৬.২২ পয়সা।

৩। এই সকল ব্যাক্তিদের নামের তালিকা এই সঙ্গে সংযোজিত রহিল।

ANEXURE

STATEMENT SHOUING THE UN-RECOVERED AMOUNT ON ACCOUNT OF CREDIT SALE MADE UPTO 31ST MARCH, 1981 IN RESPECT OF POULTRY PRODUCES.

Sl. No.	Name of the Credit holder.	Amount.
1.	Sri S. L. Sing, Ex. Chief Minister, Tripura	Rs. 1,132 66
2.	Late R. K. DebBarma, Ex. D.C. Tripura	Rs. 433.60
3.	Raj Bhavan, Tripura	Rs. 464.25
4.	Sri K. Kipzon, I. A. S.	Rs. 256.50
5.	Sri K. C. Das, Ex. Minister	Rs. 239.76
6.	Under Secretary, S. A. Department	Rs. 210 20
7.	Sri B. N. Raman, Ex. Chief Secretary	Rs. 154 32
8.	Sri K. P. Dutta, Ex. Director, Education	Rs. 195.34
9	Sri Tapas Dey, Ex. M. L. A.	Rs. 140 63
10.	Sri Sriman Bose, Personal Secy. Spl. Secy. of Governor.	Rs. 133.40
11.	Sri Gopinath Tripura, Ex. M. L A.	Rs. 100.00
12.	Sri Kamal DebBarma, Class—IV, A. H. Deptt.	Rs. 152.64
13.	Sri Nihar Ranjan Deb Barma, Driver, A. H. Deptt.	Rs. 244.40
14.	Sri J. L. Chattaharjee, Ex. Director, Education	Rs. 66.34
15.	Sri Nepal Dey,	Rs. 55.00
16.	Sri Bhowea, S. P. (Police)	Rs. 121 15
17.	Sri H. S Roy Chowdhury, R. E. D.	Rs. 85.90
18.	Sri H. K. Ghosh, Ex. Director of Manpower	Rs. 91.00
19.	Sri Lala N. K. Dey, Ex. Spl. Secretary to the Governor	Rs. 84.53
20.	Sri Rati Ranjan Deb Barma, Class—IV. A. H. Deptt.	Rs. 40.87
21.	Sri Debendra Kishore Chowdhury, Ex. Finance Minister	Rs. 40.75
22.	Sri C. Majumder.	Rs. 52 50

Sl. No.	Name of the Credit holder	Amount
1	2	3
23.	Sri Naresh Chandra Chanda.	Rs. 33.10
24.	Sri B. N. Barua, I. A. S. Dev. Commissioner	Rs. 32.63
25.	Sri Santi Sarkar, Ex. Director of Publicity	Rs. 41.65
26.	Sri A. P. Ghosh, Accountant General.	Rs. 41.63
27.	Sri I. P. Gupta, Ex. Chief Secretary.	Rs. 64.73
28.	Sri Mansur Ali, Ex. Minister	Rs. 33 00
28.	Sri S. C. Kar,	Rs. 54.25
29.	Sri S. R. Upadhaya, Dairy Supervisor	Rs. 64.30
30.	Sri Bijoy Ratan Roy, Vety, Field Asstt, A. H. Deptt.	Rs. 58.96
31.	Sri Suresh Ch. Das, Class—IV, Expires.	Rs. 44.00
32.	Sri M. Roy Mukherjee,	Rs. 49.95
33.	Sri Sugrib Kanti Adhikery, Class—IV, Dairy Officer	Rs. 32.00
34.	Sri Hem Ch. Chakraborty, Class—ICOP Officer	Rs. 23.75
35.	Sri K. V. Ratnam, I. A. S.	Rs. 22.10
36.	Sri S. K. Das Purkayasta, Finance Officer.	Rs. 31.50
38.	Sri Anukul Das, Stock-man, A. H. Deptt.	Rs. 24.26
39.	Sri P. C. Das, Ex-Minister	Rs. 11.90
40.	Sri Lalmonan Bhowmik	Rs. 15.00
41.	Dy. Director of I.C.D.P. Dairy Dev	Rs. 18.55
42.	Sri. Premananda Nath, Ex-Director of Manpower	Rs. 16.13
43.	Sri Amulya Deb Barma, Vety. Comp.	Rs. 16.00
44.	Mr. S. M. Sen.	Rs. 10.00
45.	Mr. D. L. Roy, P.A. to Finance Secy.	Rs. 14.00
46.	Mr. B. Roy	Rs. 25.00
47.	Sri Ranjit Majumder, Poultry Stockman	Rs. 22.00
48.	Sri Dinesh Sarma, State Poultry Farm.	Rs. 19.51
49.	Sri R. N. Ganguli, Ex-Dy. Director of Agri.	Rs. 28.00
50.	Sri Narayan Das, Driver, A. H Deptt.	Rs. 31.00
51.	B. B. Roy	Rs. 17.50
52.	Mr. Das, P. A. to Chief Secy.	Rs. 35.50
53.	Sri Jagat Deb Barma, Peon, A. H. Deptt.	Rs. 11.80
54.	Sri Lalu Chowhan, Class--IV, A, H. Deptt.	Rs. 18.00

S. No.	Name of the Credit holder.	Amount
55.	Sri Haricharan Chowdhury, Ex-Minister.	Rs. 20.00
56.	Sri Ramesh Debnath, Contractor	Rs. 18.00
57.	Sri N. R. Podder, Poultry Supervisor	Rs. 26.46
58.	Sri Karan, V.A.S , A. H. Deptt.	Rs. 16.75
59.	Sri S. K. Ghosh. Chairman T. P. S. C.	Rs. 24.38
60.	Sri N. P. Nawani, Ex-Secy A. H.	Rs. 12.10
61.	Mr. K. Banerjee, Spl, Secy. to Governor.	Rs. 21.50
62.	Sri Prafulla Deb Barma, A.S.I.	Rs. 15.25
63.	Sri Sankar Narayan, I. A.S.	Rs. 12.00
64.	Sri J. D. Philomendes, Ex-Secy.	Rs. 29.10
65.	Sri Manik Debnath, Driver	Rs. 12.50
66.	Sri Amar Deb, Head Clerk.	Rs. 29.58
67.	Sri Sadhan Paul, Mobile Staff, A.H. Deptt.	Rs. 10.00
68,	Sri Harendralal	Rs. 20.00
69.	Sri Aditya Deb Barma	Rs. 3.75
70.	Sri Amulya Deb	Rs. 6.25
71.	Sri Hiran Deb Barma	Rs. 7.50
72.	Sri Amar Singh, Ex-Addl. Chief Secy.	Rs. 6.20
73.	Mr. Damodaran, IAS	Rs. 6.25
74.	Mr. Das Biswas, IAS	Rs. 8.13
75.	Sri Sudhangshu Paul, Vaccinator, A.H. Deptt.	Rs. 7.50
76,	Sri Sachin Banerjee, Ex-Steno, D.C.	Rs 8.25
77!	Sri Dhiren Gupta, Head Clerk, A.H. Deptt.	Rs. 8.00
78.	Sri Madhu Deb Barma, Vety. Comp.	Rs. 2.60
79.	Sri Mihir Gupta, Ex Education Minister	Rs. 8.90
80.	Sri M. M. Das.	Rs. 6.00
81.	Sri Ganga Das, Uuder Secy.	Rs. 8.00
82	Sri Jatish Das, Mobile staff.	Rs. 8.50
83.	Mr. H. L. Roy.	Rs 7.50
84.	Smti. Basana Chakraborty, Ex-Minister	Rs. 0.50
85.	Sri. S. Paul, Supervisor	Rs. 8.75
86.	Sri Nikunja Rudrapaul, Call-IV	Rs. 7·50
87.	Sri Raman, Ex-Director of Health Services.	Rs. 2.10

S. No.	Name of the Credit holder.	Amount
88.	Sri Nalini Ranjan Dey, Head Clerk	Rs. 1.63
89.	Sri Daiamai Debnath, Contracter	Rs. 4.00
90.	Sri Thakur Krishna Debbarma	Rs. 60.00
91.	Sri K. M. Bose, P. A. to Ex-Chief Minister	Rs. 36 02
92.	Late R. Dutta, Ahditor	Rs. 12.00
93.	Mr. A. K. Das	Rs. 21.60
94.	Mr. Amulya Dhar	Rs. 13.52
95.	Sri Ledu Deb Barma, Class-IV	Rs. 10.00
96.	Sri Jagat Bahadur, Driver to DC	Rs. 8.00
97.	Sri Gopal Roy, Head Clerk, A. H. Deptt.	Rs. 10.00
98.	Sri Bishu Singh, Vety, Field Asst.	Rs. 8.00
99.	Sri K. D. Mennon	Rs. 87.30
100.	Sri Abdul Latif, Ex-Minister	Rs. 20.25
101.	Mr. P. Deb, C/O S. P. Dasgupta	Rs. 5.00
102.	Mr. Bhari	Rs. 5.40
103.	Mr. Hemchandra Roy	Rs. 11.63
104.	D. M. Collector, West	Rs. 141.10
105.	Mr. J. L. Roy	Rs. 5.40
106.	Dy. Collector, Circut House	Rs. 63.75
107.	Mr. M. L. Roy	Rs. 21.15
108.	Sri Jadu prasanna Beattacherjce, Ex-M. L. A.	Rs. 19.00
109.	Sri Jiranjib Nag, Driver	Rs. 15.30
110.	Sri K. C. Das, Ex-Minister	Rs. 7.50
111.	Sri P. K. Das, Ex-Chief Minister	Rs. 57.60
112.	Sri M. L. Das	Rs. 4.80
113.	Sri S. Banerjee	Rs. 3.00

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday, the 22nd March, 1982.

The House met in the Assembly Houes (Ujjayanta Palace), Agartala at 11 A. M. on Monday, the 22nd March, 1982.

PRESENT.

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 10 (ten) Ministers, the Deputy Speaker and 40 Members.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER.

Members are informed that Un-Starred Question No. 1 as appeared in the list of Question of the day (22-3-82) will be treated as Admitted Starred Question No. 211 as appeared against the name of Shri Badal Chowdhury, M. L. A.

QUESTIONS AND ANSWERS.

মি: স্পীকার :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার ও শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী কেশব মজুমদার :—ষ্টারড্ কোয়েশ্চান নং ২।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী :—কোয়েশ্চান ২।

প্রশ্ন

১। যোজনাখাতে ১৯৮২-৮৩ সনে ত্রিপুরার জন্য মাথাপিছু কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ কত ?

১৯৮২-৮৩ ইং সনে ত্রিপুরায় মাথাপিছু পরিকল্পনার বরাদ্দ ২৪৪ টাকা (দুইশত চুয়াল্লিশ টাকা)

২ নং প্রশ্ন :—এই সাহায্যের পরিমান ১৯৭৮-৭৯, ১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮১, ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে কত ছিল ?

উত্তর :—উক্ত বৎসর সমূহে মাথাপিছু পরিকল্পনার বরাদ্দ নিম্নরূপ :—

১৯৭৮-৭৯ :	১২৪ টাকা,
১৯৭৯-৮০ :	১৪৮ টাকা,
১৯৮০-৮১ :	১৯৩ টাকা,
১৯৮১-৮২ :	২১১ টাকা,

৩ নং প্রশ্ন :—ভারতবর্ষে ১৯৮২-৮৩ সনের যোজনাখাতে কোন রাজ্যে মাথাপিছু বরাদ্দের কি পরিমান তাহা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি ?

উত্তর :—১৯৮২-৮৩ ইং সনে রাজ্য সমূহের মধ্যে মাথাপিছু যোজনা বরাদ্দের পরিমান এখনও অবগত হওয়া যায় নি।

শ্রী মতিলাল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার ১৯৮২-৮৩ সালের পরিকল্পনা খাতে কত টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কত বরাদ্দ করেছেন, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং এ ছাড়া এন, ই, সি ও কেন্দ্রীয় বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য কিছু বরাদ্দ রয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম ৭৩ কোটি টাকা, গ্রুপ পর্য্যায়ে আলোচনায় ৫২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা সুপারিশ করেছিল, কিন্তু আমরা পেয়েছি ৫০ কোটি টাকা।

শ্রী মতিলাল সরকার :—স্যার, রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা খাতে যা চেয়েছিলেন এবং সেখানে যে কম বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার উন্নয়ন মূলক কাজে কি ধরণের প্রভাব পড়বে এবং সেইটার মোকাবিলা সরকার কিভাবে করবেন, এইটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এইটাতো মোকাবিলা করার কোন পথ নাই, আমরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের যে পরিকল্পনা করেছিলাম সেটা খুবই ব্যহত হবে। এমন কি কোন কোন খাতে আমাদের যে চলতি কাজ আছে সেই কাজের আমরা সম্পূর্ণ করতে পারব কিনা সন্দেহ আছে। যেমন এই যে শহর অঞ্চলে আমরা জল ইত্যাদি সরবরাহ করছি, এই সব কাজের জন্য খুবইকম বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তা ছাড়া অন্যান্য খাতেও যে সমস্ত পরিকল্পনা আমরা নিয়েছিলাম উন্নয়নমূলক ভাবে, তাতেও কিছুটা কাটছাট করতে হচ্ছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, রাজ্য সরকার যে বরাদ্দ চেয়েছিলেন, সেটা নিশ্চয়ই কতগুলি কার্যাক্রমের ভিত্তিতে চেয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে পত্র পত্রিকায় আমরা দেখছি যে অন্যান্য রাজ্য যেমন মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমানে বাড়ানো হচ্ছে। অথচ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকার যেটা চেয়েছিলেন তার মধ্যে কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে মানে একটা পিছিয়ে পরা রাজ্যকে উন্নত করতে যা দরকার, সেইটাই কেন্দ্রীয় সরকার দিলেন। তা কোন পরিকল্পনার ভিত্তিতে তিনি এইটা দিয়েছেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এই রাজ্যের পরিকল্পনার টাকা আমরা ক্ষমতায় আসার আগে খুবই কম আসত, এইটা একটা কারণ এই জন্য যে, এই অঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে যে পরিমাণ টাকা আসে, তার চেয়ে অনেক কম টাকা এখানে আসে। দ্বিতীয়তঃ যে সব রাজ্যের কথা বলছেন তারা নিজস্ব উদ্যোগে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু এই সুযোগটা আমাদের নাই এবং এইটা ঠিক যে আমাদের বরাদ্দ যেটা ছিল গত বছর, তার চেয়ে কিছু বেশী টাকা আমাদের খরচ করতে হয়েছে, সম্ভবত এই কারণে পরিকল্পনার পূরো টাকাটা পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। মানে পূরো টাকাটা পাওয়ার পক্ষে তারা বাধা হিসাবে কাজ করেছে।

শ্রী গোপাল দাস :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন তাতে আমরা দেখেছি যে মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমান ১৯৭৮-৭৯, ১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮১, ১৯৮১-৮২ এ যা ছিল, ১৯৮২-৮৩ তে তা বেড়ে ২৪৩ টাকা হয়েছে। তা ৭৩ করে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান বেড়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, সাধারণ ভাবে গডপডতা যদি বলেন তাহলে নিশ্চই মান বেড়েছে। তবে কোন মানুষের কাছে কত টাকা গিয়েছে এবং কি ভাবে তা প্রতিফলিত হয়েছে তার তথ্য এখানে নেই।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, এইটা একটা ভিত্তি কিনা যে, যেখানে একটা রাজ্য নিজস্ব কোন সম্পদ সৃষ্টি করতে পারেন বা সংগ্রহ করতে পারেন, তার জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বাড়ে। আর ত্রিপুরা রাজ্যে কোন সম্পদ সৃষ্টি হতে পারছে না বা হচ্ছে না এই রকম একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকারের টেনে তোলার ক্ষেত্রে সংবিধানিক একটা রাইট আছে তো। আমরা অর্থ সংগ্রহ করতে পারছি না বলেই কি আমাদের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ যা আছে তা কমে গেল। এই সম্পর্কে কি রাজ্য সরকার কিছু বলেছেন কেন্দ্রকে এবং তাতেকেন্দ্র কি বলেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কয়েকটি স্পেশাল ক্যাটাগরিজ ষ্ট্যাট আছে এবং সে স্পেশাল ক্যাটাগরিজ ষ্টাটের মধ্যে আমাদের ষ্টাটও পড়ে তাই আমরা যোজনাতে সে হিসাবে পুরো টাকাটা অনুদান হিসাবে চেয়েছিলাম এবং এটা পাওয়ার জন্য যেসব প্রচেষ্টা দরকার সে সব রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন স্তরে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার মাথা পিছু যে সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করেন তা কিসের ভিত্তিতে করেন। নাগাল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ত্রিপুরার চাইতে অনেক কম। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের লোক সংখ্যা (সেনসাস অনুসারে) ২০ লক্ষ ৬০ হাজার অথচ এখানে সাহায্যের পরিমাণ এত স্বল্প যেখানে ত্রিপুরার চাইতে অল্প লোকসংখ্যা থাকা সত্বেও নাগাল্যাণ্ড ৫০ লক্ষ টাকা বেশী পেল। কিসের ভিত্তিতে এই সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মাহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের আমি বলেছি যে পরিকল্পনার টাকা নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুর আগে থেকেই বেশী পেয়ে আসছে। আবার ওখানকার আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির জন্য যেসমস্ত ফোর্স সেখানে রয়েছে তারজন্য একটা বিরাট অংকের টাকা তাদের খরচ করতে হয়। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বাজেটের মধ্যে ঐ টাকাটা ধরে দিয়েছেন। সেজন্য সেসব রাজ্যের বরাদ্ধ বেশী হয়েছে। এই বরাদ্ধ জনসখ্যা হিসাবে মাথাপিছু হয়নি। এই বরাদ্ধেরভিত্তি হচ্ছে উন্নয়নমূলক কাজগুলিতে কোথায় কি ধরণের টাকা ধরা হয়েছে এবং তারজন্য কি বরাদ্ধ করা যায় সেটা সামগিক বরাদ্ধের মধ্য থেকে করা হয়। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি অবিচার করেছেন যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা প্ল্যানিং কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারকে সেজন্য বার বার লিখেছি এবং বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। মাননয়ী সদস্যদের অবগতির জন্য আমরা কোন্ কোন্ খাতে কি পরিমাণ অর্থ চেয়েছিলাম তা তুলে ধরছি। ১৯৮২-৮৩ সালে মাইনর ইরিগেশনের জন্য আমরা চেয়েছিলাম ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা সেখানে বরাদ্ধ হয়েছে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, এনিমেল হাজবেন্ড্রির জন্য ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা, সেখানে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ফরেষ্টের জন্য ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ধর হাজার টাকা, সেখানে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করেছেন। শিক্ষা ইত্যাদির খাতে আরও ড্রষ্টিকেলি টাকাটা ওরা কমিয়ে দিয়েছে।

মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এডুকেশনের জন্য আমরা চেয়েছিলাম ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা সেখানে দেওয়া হয়েছে ৪ কোটি টাকা। এভাবে বিভিন্ন বরাদ্দের মধ্যে আমাদের টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারফলে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হয়েছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১৯৮২-৮৩ সালের যোজনায় মাথাপিছু ২৪৪ টাকা করে খরচ করা হবে বলে ধরা হয়েছে তাতে ১৯৮২-৮৩ সালে কোথাও আয় হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এরকম কোন হিসাব সরকারের কাছে থাকেনা।

শ্রীগোপাল দাস :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মাথা পিছু বরাদ্দ নাকি আগের চেয়ে বেড়েছে তা মাথাপিছু কত বেড়েছে তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগে দিয়েছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এই রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ নাকি অত্যন্ত কম তাহলে যেসমস্ত রাজ্যে সুযোগ অত্যন্ত বেশী সেসমস্ত রাজ্যের কর্মচারীদের বেতনের রেইট আমাদের রাজ্যের কর্মচারীদের তুলনায় কি রকম আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অঞ্চলের যেসব রাজ্য নিজস্ব অর্থ সংগ্রহ করতে পারেনা তারাও অনেকে তাদের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এখনও দিতে পারিনি। তাই অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমাদের রাজ্যের কর্মচারীদের বেশী বেতন দেওয়া হচ্ছে এটা ঠিক নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, কেন্দ্র থেকে যে টাকা আমাদের এই রাজ্যে এসেছে, তুলনায় আমাদের রাজ্যে কি রকম নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টি করা যাবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখেছেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমরা কি সম্পদ সৃষ্টি করতে পারব তা মাননীয় সদস্যদের কাছে এই হাউজে আমি রেখেছি। এখন তারা সেটা বিচার করে দেখতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কয়টি ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে ?

২। ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় বামফ্রন্ট সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

৩। গৃহীত ব্যবস্থাগুরি কার্য্যকরী করা হচ্ছে কি ভাবে ?

উত্তর

১। রাজ্যের প্রধানতঃ : তিনটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে যথা :— মুষ্‌লিম, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে মনিপুরী এবং হিন্দী ভাষাভাষী সম্প্রদায়ও রয়েছে। এ ছাড়া উপজাতিদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ভাষা প্রচলিত আছে।

২. সরকার সর্বধর্ম্মকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। প্রত্যেক নাগরিক যাতে স্বঃ স্বঃ ধর্মীয় বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখতে এবং ধর্মীয় আচরন নিবিঘ্নে পালন করতে পারেন, সরকার সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। এই সরকার সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিভেদের বিরোধী।

মুসলিম সম্প্রদায়ের ওয়াকফ্‌ সম্পত্তির দেখাশুনা ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য ওয়াকফ্‌ বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং এই বোর্ড নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এছাডা মাদ্রাসা ও মক্‌তবের পরিচালনার জন্য সরকারী সাহায্য বাড়ানো। মুসলিম ছাত্রদের আগরতলায় থাকার সুবিধার জন্য একটি হোষ্টেল স্থাপন করা হয়েছে।

ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার উপজাতিদের কক্‌বরকভাষাকে সরকারী কার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা সমুহের মধ্যে একটি ভাষা হিসাবে সম মর্য্যাদা দান করেছেন। কক্‌বরক ভাষায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা দানের জন্য কয়েকটি বই সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে ও বিনামুল্যে পুস্তক বিতরন করাচ্ছে। কক্‌বরক ভাষায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের জন্য কতকগুলি স্কুলে কক্‌বরক শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। আকাশবানীর আগরতলা কেন্দ্র থেকে কক্‌বরক ভাষায় একটি সাময়িক পত্রিকা "ত্রিপুরা কক্‌তুন" নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

সরকার আকাশবানীর আগরতলা কেন্দ্রকে মনিপুরী ভাষায় সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রচার করার জন্য অনুরোধ করেছেন। প্রচলিত দুইটি মনিপুরী ভাষায় সরকার থেকে দুইটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। যেমন ত্রিপুরা চে (মিতৈ) এবং ত্রিপুরা চে (বিষ্ণুপ্রিয়া)।

ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বঃ স্বঃ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারে এবং কালের সঙ্গে তাল রেখে উন্নতি বিধান করতে পারে তারজন্য সরকার থেকে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

(৩) তিন নম্বর প্রশ্নের উর্ত্তর (২) নং প্রশ্নের উত্তরেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মাপ্রিমেটারী স্যার, যে সমস্ত সংখ্যালঘু ভাষা এই রাজ্যে রয়েছে সেগুলির মাধ্যমে সাহিত্য বা পত্রপত্রিকা ইত্যাদির জন্য যদি কোন উদ্যোগ বেসরকারীভাবে

নেওয়া হয় তবে সে সমস্ত বেসরকারী উদ্যোগকে সরকারী সাহায্য দেওয়ার কোন বিধান সরকারের আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন বেসরকারী উদ্যোগ যদি সরকারী সাহায্য চান তবে সেক্ষেত্রে বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা : মাননীয় স্পীকার স্যার, সংখ্যালঘুদের মধ্যে মুসলিম, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান এই তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান এই রাজ্যে আছেন। তাদের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য পাচ্ছেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার এই ধরনের কিছু কিছু রিপোর্ট রয়েছে। তবে তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং : মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ককবরক ভাষায় বেসরকারীভাবে কেউ যদি এই ভাষার উন্নতি করতে চান তবে সরকার থেকে তাকে সাহায্য দেওয়া হবে। কিন্তু আমার জানা আছে যে, মাননীয় শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যখন "ডুম্বুর" নামে একটি পত্রিকা বাহির করে সরকারের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন সেক্ষেত্রে তাকে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কি ধরনের সাহায্য চেয়েছেন তা জানা নেই। তবে নগেন বাবু কেন যে কোন লেখক বা শিল্পী সরকারের কাছে যদি এই ধরনের সাহায্য চান তবে সরকার নিশ্চয়ই তা বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : স্যার, এই ব্যাপারে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি এপ্লিকেশন করেছিলাম এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ও স্বীকার করেছিলেন যে এই ব্যাপারে সরকারী সাহায্য পাওয়া দরকার কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়নি এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? (মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে এই রকম সাহায্য দেবার জন্য নাকি কোন আইন সরকারের নেই)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এই ধরনের অনেক বেসরকারী উদ্যোগ রয়েছে যারা এখনও সরকারী সাহায্য পাননি। তবে তারা যাতে সরকারী সাহায্য পেতে পারেন তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রী কেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দেখা গেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচারকরা আরব দুনিয়া থেকে অর্থ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সুযোগ নিয়ে অনেক হিন্দুদের মুসলমান করছেন, এই ধরনের কোন প্রচেষ্টা এই রাজ্যে হচ্ছে কি না তা মাননীয় মহোদয় জানাবেন কি, এবংএর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার আমি আগেই বলেছি যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই ধরনের অর্থ নৈতিক সুযোগ নিতে পারে কিন্তু এই ধরনের কোন তথ্য সরকারের কাছে না থাকায় আমি বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারছিনা। তবে এই সম্পর্কে সরকার নজর রাখছেন।

এই ধর্মান্তরন করার বিরুদ্ধে সরকার কোন আইন করতে প্রস্তুত নয়। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও অনুরোধ এসেছিল কিন্তু আমরা তা মানতে পারিনি কারণ ধর্ম যার যেমন ইচ্ছা পালন করতে পারেন তাতে আমাদের কোন বাঁধা নেই। তবে অর্থ নৈতিক সুযোগ নিয়ে যদি কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধর্মান্তরনের কাজে লিপ্ত হয় এবং উস্কানী মুলক কাজ করে তবে সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। কারণ আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিচ্ছিন্নবাদীরা এই ধরনের ধর্মান্তকরনের কাজ করে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে দিতে চাইছে। সুতরাং এই ধরনের যাতে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্রিয়া এখানে হতে না পারে তার জন্য সরকার নজর রাখছেন।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কক্‌বরক ভাষার উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকার পুথি প্রকাশ করা হচ্ছে এবং আকাশবানীতেও বিভিন্ন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু দেখা গেছে যে আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্র থেকে যে কক্‌বরক্ ভাষায় সংবাদ প্রকাশ করা হয় সে কক্‌বরক্ ভাষা শহরে যারা মুস্টিমেয় লোক বাস করেন তাদেব ভাষা না গ্রামে যারা শতকরা ৯৫ জন লোক বাস করেন তাদের ভাষা আকাশবানীতে যে কক্‌বরক্ ভাষায় সংবাদ পরিবেশন করা হয় তার মধ্যে এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয় যে গ্রামাঞ্চলের যে শতকরা ৯৫ জন উপজাতি বাস করেন তারা তার কিছুই বুঝতে পারেন না। আবার আগে আকাশবানীতে চাকমা ভাষায় গান প্রচার করা হত এখন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আকাশবানী কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করেন। সুতরাং এই ধরনের কক্‌বরক্ ভাষা প্রচারে যদি ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তবে কক্‌বরক্ ভাষায় যারা জ্ঞানী তারা যেন কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। আর আমাদের সরকার ত এর প্রতিবাদ বার বার করছেন।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে খ্রীষ্টান মিশনারীদের গির্জায় গিয়ে আই, বি'র লোকেরা গিয়ে মিশনারীদের কাজ তদারকি করছেন তাদের নানা রকমভাবে নাজেহাল করছেন,

২। খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মকাজে বাঁধা দিচ্ছেন, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, একটা ঘটনার কথা আমার জানা আছে। যে একজন উগ্রপন্থী নাম পাল্টিয়ে তিনি এখানে মিশনারি স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। তার নামে পুলিশের ওয়ারেন্ট ছিল। এবং তিনি সেখানে গ্রেপ্তার হন তার নামে গুরুতর অভিযোগ আছে।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং :—স্যার, আমার (১) নং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াংকে অনুরোধ করব যে তারা নিশ্চয়ই মিশনারীদের পবিত্র স্থানে অপরাধীদের লুকিয়ে রেখে সেখানকার পবিত্র স্থানকে কলুসিত করবেন না। শুধু মিশনারী কেন যে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যদি এই ধরনের অপরাধীদের বা অপরাধ মূলক কার্য্যে যুক্ত থাকেন তবে তাদের পক্ষে তাদের পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। আনন্দমার্গীদেরও আমরা দেখেছি তারা তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বোমা এবং নানা ধরনের অস্ত্র সস্ত্র মজুত রাখেন এবং নানা ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—আমরা দেখেছি এই ধরনের কাজ কিছু কিছু ধর্মের আড়ালে করবার চেষ্টা করা হয়। আমি অনুরোধ করব তাঁরা যেন এইসব কাজের জন্য তাদের পবিত্র স্থানকে ব্যবহার করতে না দেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—প্রশ্ন নং ২১১।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২১১।

প্রশ্ন

১। আদালতের ইনজাংশানের জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কতজন সরকারী কর্মচারীর বদলীর আদেশ স্থগিত হয়ে আছে ; (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২। এই সমস্ত স্থগিতাদেশের জন্য সরকারের কাজের কি কি অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ;

৩। সরকার এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করছেন কি ?

উত্তর

১।
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে
৩।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী খগেন দাস।

শ্রী খগেন দাস :—প্রশ্ন নং ২২।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২২।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ সালে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় হোমগার্ডের সংখ্যা কত ছিল ;

২। এই হোম গার্ডদের চাকুরীর কোন সর্ত ছিল কি ;

৩। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে ১৯৮১—৮২ সাল পর্য্যন্ত মোট কতজন হোম গার্ডকে বিভিন্ন দপ্তরে স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর

১।
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩।

মিঃ স্পীকার স্যার :—শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—প্রশ্ন নং ২৭।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সালের ১লা মার্চ হইতে ১৯৮২ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত এ যাবত কত জন সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং

২। অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীর শূণ্য পদে এ যাবত কতজনকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে ;

৩। সরকারী কর্মচারী অবসর নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট কতটি শূণ্যপদ পূরণ করা সম্ভব হয়নি ?

উত্তর

১।
২। | তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩।

মি: স্পীকার :—শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ :—প্রশ্ন নং ৬১।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৬১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত ২০.১২.৮১ ইং ধর্মনগর মহকুমার সারসপুরের লাবন্য দাসকে মোহন বিবি গ্রামে করা বা খুন করা হইয়াছে ;

২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। পুলিশী তদন্তে প্রকাশ যে লাবণ্য দাসকে খুন করা হয়েছে।

২। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তদন্ত চলছে।

শ্রী উমেশ নাথ :—এই লাবণ্য দাসের পরিবারকে কোনরকম সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা বা দেওয়ার কোন চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— এখনও কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে তার পরিবার যদি সাহায্যের জন্য আবেদন করেন নিশ্চয়ই সরকার সেটা বিবেচনা করে দেখবেন। এই সম্পর্কে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সি, আই, ডি, তদন্ত চলছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর কতজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হচ্ছে না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

মি: স্পীকার— শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার— প্রশ্ন নং ৮৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৮৭।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৬ এর ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৭৭ এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট আর্মড পুলিশ (টি, এ, পি,) এবং ত্রিপুরা পুলিশ (টি, পি,) এর সংখ্যা কত ছিল

এবং ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এদের সংখ্যা কত ;

২) রাজ্যে নতুন কোন পুলিশ ব্যাটেলিয়ান খোলার কোন পরিকল্পনা বা প্রস্তাব রাজ্য সরকারের আছে কি ,

৩) থেকে থাকলে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেছে কি ?

উত্তর

১) ১-১-৭৬ হইতে ৩১-১২-৭৭ পর্যন্ত

টি, এ, পি, মোট—২৭৭৬ জন।

টি, পি, মোট—২৩৭৪ জন।

৩১-১২-৮১ইং পর্যন্ত

টি, এ, পি, মোট—৩৪৩৪ জন।

টি, পি, মোট—২৯৩৬ জন।

২) ও ৩) আমরা আর একটা পুলিশ ব্যাটেলিয়ানের গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সেই আবেদন মঞ্জুর করেন নি।

শ্রীমানিক সরকার—রাজ্য সরকার নূতন একটা ব্যাটেলিয়ান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে নিশ্চয় তার তথ্য রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাব বাতিল করার পরিপ্রেক্ষিতে কি যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তা আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— প্রথমত: তারা আর্থিক সঙ্গতির কথা বলেছিলেন। আমরা এই রকম যুক্তিও দেখিয়েছিলাম যে ইণ্ডিয়ান রিজার্ভ ফোর্স এর মত একটা ফোর্স গঠন করতে হলেও আমরা তাতেও রাজি হয়েছিলাম, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতেও রাজী হন নি। পরবর্তী সময়ে আমরা আসাম রাইফেলসের মতো একটা ত্রিপুরা ইউনিট গঠন করার জন্যও আমরা একটা প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতেও তার অনুমোদন দেন নি। গতকালও আমরা পুলিশ অফিসারদের দিয়ে যে একটা বৈঠক করেছিলাম, তাতেও একটা নূতন ব্যাটেলিয়ান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়, কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় তিন দিক থেকে বাংলাদেশ রয়েছে এবং তার সংগে আমাদের সীমান্ত এলাকাটাও বেশ বড়। তাছাড়া বি, এস, এফের দুইটি ইউনিটের মধ্যেও আমাদের টি, পির একটা করে ইউনিট রাখতে হয়, তাছাড়া বর্ডার ক্রাইম্‌স কন্‌ট্রোল করা খুবই কঠিন। বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজন বোধে আমরা সিকিউরিটি ফোর্স গঠন করেছি এবং বিভিন্ন থানাগুলিতে আমাদের যে সিকিউরিটি ফোর্স আছে, তাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কাজেই সেই দিক থেকেও আমাদের এখানকার জন্য আর একটা ব্যাটেলিয়ান গঠন করা খুবই জাষ্টিফাইড। কিন্তু দু:খের বিষয় যে কেন্দ্রীয় সরকার এর কাছ থেকে আমরা তার অনুমোদন পাচ্ছি না।

মি: স্পীকার— শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া— প্রশ্ন নং ৯৬।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী— স্যার, প্রশ্ন নং ৯৬।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত জুনের দাঙ্গার সময় রাজ্যের বিভিন্ন জেলখানায় বিচারাধীন আসামীদের উপর দৈহিক নির্য্যাতন চালানো হয়েছিল ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

১। সত্য হইলে ঐসব নির্য্যাতনকারী জেল পুলিশদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি ?

১নং প্রশ্নর উত্তরে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলখানায় গত জুনের দাঙ্গায় কতজন আসামী নির্য্যাতীত হয়েছিলেন মাননীয় মন্ত্রী মশাই তার কোন তদন্ত করেছিলেন কি ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :—জেলখানায় বন্দিদের প্রতি যাতে কোন রকমের আনুমানিক ব্যবহার না করা হয়, তার জন্য সরকার থেকে আগে থেকেই নির্দেশ দেওয়া আছে। তবে, যদি সেই রকম কোন স্পেসিফিক চার্জ থাকে, সেটা মননীয় সদস্য আমাদেরকে জানালে আমরা তার তদন্ত করে দেখব ।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— স্যার, এখানে প্রশ্নটা ছিল জেলাখানায় কোন অসামীর উপর নির্যাতন হয়েছিল কিনা; মাননীয় মন্ত্রী মশাই তার তদন্ত করে দেখেছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই রকম একটা কেসে তদন্ত হয়েছিল যেটা জেল কাস্টডিতে থাকার সময় হাসপাতালে যেতে হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে তার মৃত্যুও হয় কিন্তু তদন্তের পর দেখা গিয়েছে জেলখানায় থাকার ফলেতার মৃত্যু ঘটে নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া :— স্যার, মাননীয় জেল মন্ত্রী মহোদয় যখন জেলখানা ভিজিটে গিয়েছিলেন, তখন আমি ব্যক্তিগত ভাবে মন্ত্রী মহোদয়কে প্রিয়লাল জমাতিয়ার নামে একজন আসামীর উপর অত্যাচারের ফলে তার কোমর ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনার কথা বলেছিলাম। এবং মন্ত্রী মহোদয়, আমার কাছ থেকে বিষয়টা শুনে বলেছিলেন যে তিনি ঘটনাটা তদন্ত করে দেখবেন ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :— আমি আপনার থেকে ঘটনাটা জেনে জেল অথরিটিকে দিয়ে আসামীকে আমার সামনে এনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তার প্রতি জেলেখানায় যে অত্যাচার হয়েছে বলে বলা হচ্ছে, সেটা ঠিক কিনা ? সে আমাকে বলেছে যে না এই রকম কোন ঘটান ঘটেনি. সে নিজেই অসুস্থ্য ছিল।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :— রেনুপদ দেববর্মাকে জেলখানায় মেরে ফেলা হয়েছিল, এটা কি অনুসন্ধান করে দেখেছিলেন ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :— হ্যা, এটাও তদন্ত করে দেখা হয়েছে এবং তদন্তে জানা গেছে যে তাকে জেলখানায় মারা হয় নি বরং স্বাভাবিক অসুস্থতার জন্যই তার মৃত্যু হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মশাইর কি জানা আছে যে ঐ সময় যে সব উপজাতি যুব সমতির সদস্যদের আসামী হিসাবে জেলেখানায় রাখা হয়েছিল,' তাদের একবার

সকাল বেলায় লোহার রড, ব্যাটন, তীর অথবা জ্বলন্ত সিগেরেট তাদের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে, তাদের উপর অত্যাচার করা হত, তারপর তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত। এভাবে দিনে তিন বার করে তাদের উপর অত্যাচার করা হত। মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই সমস্ত ঘটনার তদন্ত করে দেখেছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— দাঙ্গার পর আমি নিজে আগরতলা জেল, অমরপুর জেল এবং খোয়াই জেলেখানাগুলি পরিদর্শন করেছি এবং সেখানে আমি উপজাতি কয়েদীদের উপর জেলকর্তৃপক্ষের কোন মার-পিট বা অত্যাচার হয়েছে কিনা, তা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু কোন কয়েদীই আমার কাছে সেই রকম অভিযোগ করেনি। এমন সেই সময়ে উপজাতি যুব সমিতির যে সব সদস্য ছিল, তারাও আমার কাছে বলেন নি যে তাদের উপর জেল কর্তৃপক্ষের কোন রকম দুর্ব্যবহার হয়েছে। সেখানে আসামীদের মধ্যে কেউ কেউ ছাত্র সংগঠেনর নেতাও ছিল, এমন কি তাদের তেলিয়ামুড়া এলাকার একজন বিশিষ্ট নেতাও ছিল তাদের সঙ্গে আমার কথাবর্ত্তা হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও অভিযোগ করেন নি যে তাদের উপর মার পিট করা হয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি যে উপজাতি যুব সমিতির যে সদস্য তখন আসামী হিসাবে জেলখানায় ছিলেন, তারা দলবদ্ধভাবে অন্য কয়েদীদের উপর মার পিট এবং অমানুষিক অত্যাচার করেছিল এবং তাদেরকে ভয় দেখিয়েছিল যে তারা যদি উপজাতি যুব সমিতিকে সমর্থন না করে, তাহলে তাদের উপর জেলের ভিতরেই আরও অত্যাচার চালানো হবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— জেল কর্তৃপক্ষের কাছে এই রকম ঘটনার কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তবু আমরা জেল কর্তৃপক্ষকে বলে দিয়েছি যে এই রকম ঘটনা কয়েদীদের যেন আলাদা করে রাখা হয় যাতে করে এক দল কয়েদী যাতে অন্য আর এক দল কয়েদীর উপর এভাবে অত্যাচার না করতে পারে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—১৯৮০ সালের দাঙ্গার পরবর্ত্তী মুহুর্তে মাননীয় মন্ত্রী মশাই যখন তোতাবাড়ী এবং শিলঘাটি পরিদর্শনে যান, তখন প্রায় ১২ জন উপজাতির লোক তার মধ্যে একজন ৭০ বছরের বৃদ্ধ ছিলেন, তারা জেলখানায় তাদের উপর কি রকম অত্যাচার করা হয়েছিল, তা তারা মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে শুনিয়েছেন। তাই আমার বড় লজ্জা হচ্ছে যে মাননীয় মন্ত্রী মশাইর এসব জানাশুনা থাকা সত্ত্বেও অসত্য বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এসব কথা এ্যাক্সপাঞ্জ হয়ে যাবে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—স্যার, এ্যাক্সপাঞ্জ যে করবেন, তার জন্য তো কারণ দেখাবেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার. আমার একটা বিবৃতিও অসত্য নয়। বরং উনারা যে সব অভিযোগ করেছেন, সেগুলির একটিও ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কোন দিনই আমার কাছে আসেনি। আমি বলব যে ১৯৮০ সালের ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর, তখন তারা এই রকম কোন অভিযোগ করেন নি। কিন্তু আজকে যে অভিযোগ করেছেন, তার কারণ হল, সামনে নির্বাচন কাজেই নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবেই, তারা এখন এগুলি করছেন। এর মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে, আমি মনে করিনা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী সুমন্ত কুমার দাস।

শ্রী সুমন্ত কুমার দাস—কোয়েশ্চান নং ১০০

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নং—১০০

প্রশ্ন

১। ৮১-৮২ সনে রাজ্যের অপরাধমূলক কাজ কর্মের জন্য সরকারী পরিচালনায় কত সংখ্যক মোকদ্দমা রুজু করা হয়েছিল ?

২। তার মধ্যে কত সংখ্যক মোকদ্দমার রায় দান শেষ হয়েছে ?

৩। এর মধ্যে কত সংখ্যক মোকদ্দমা সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে ?

উত্তর

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায় নাই। তবে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, এটা ষ্টার্ড কোয়েশ্চান—এগুলির জবাব চাওয়া হয়েছে এইগুলির কেন জবাব দেওয়া হবে না (ইন্টারাপশান) কোয়েশ্চান সেগুলির কেন উত্তর দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, যে প্রশ্ন সারা ত্রিপুরাকে ভিত্তি করে তার তথ্য সংগ্রহের প্রশ্ন আছে সেটা অল্প সময়ে হয়ে উঠছে না। নানা অসুবিধা আছে—আমি স্বীকার করছি আমাদের আগেই সংগ্রহ করা উচিত ছিল দপ্তরের দুর্বলতার জন্য এইগুলি হচ্ছে না। আমি আশা করি ভবিষ্যতে এই রকম ঘটনা হবে না যাতে এই হাউসের কাছে এই সব তথ্য সময় মত সংগ্রহ করে সঠিক তথ্য পেশ করা যায়।

মিঃ স্পীকার—শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস, শ্রী মানিক সরকার ও শ্রী রাম কুমার দেববর্মা ব্র্যাকেটেড।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস—কোয়েশ্চান নং ১১০

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নং ১১০

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে খরায় আমন ও রবি ও বোরো ফসলের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। এই ক্ষতিপূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কোন আর্থিক সাহায্য করেছেন কি,

৩। খরা মোকাবিলার জন্য রাজ্য সরকার কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন ;

৪। এ ব্যপারে রাজ্য সরকারের এ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে ;

৫। উক্ত খরার ফলে যে সমস্ত জুম চাষীরা চাষাবাদের ক্ষতি হয়েছে ঐ সমস্ত জুমিয়া পরিবারকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এবং জুম চাষ করার জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

১। বর্ত্তমান বছরের খরায় অনুমানিক ৫৬ হাজার ৮ শত ৬২ মে: টন আমন চাউল ক্ষতি হইয়াছে। তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমা	ক্ষতির পরিমাণ চাউল হিসাবে (মে: টন)
১। ধর্মনগর	৭,৯২৯
২। কৈলাসহর—	৫,৯০০
৩। কমলপুর—	৩,৪৮২
৪। খোয়াই—	৩,৩৬৬
৫। সোনামুড়া—	৪,২৬৪
৬। সদর—	১৪,৪৭৯
৭। উদয়পুর—	৪,১১৭
৮। অমরপুর—	২,১২৩
৯। বিলোনিয়া—	৯,৭০০
১০। সাব্রুম—	১১,৪৯৬
মোট—	৫৬,৮৬২

রবি এবং বোরো ফসলের ক্ষতি সম্পর্কে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

২। না তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট খরার ক্ষতিপূরণের জন্য রাজ্য সরকার একটি প্রতি-বেদন পাঠিয়েছেন।

৩। ফুল আসার প্রারম্ভে আমন ধান খরায় আক্রান্ত হয়। কাজেই যেখানে সম্ভব যেখানে চালু সেচ প্রকল্পগুলি হইতে সেচের জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

খরার প্রতিক্রিয়া রবি ফসলের উপর কমানোর জন্য এবং কৃষকদের রবি ফসল চাষে উৎসাহিত করার জন্য সরকার কর্তৃক যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

সমস্ত চালু সেচ প্রকল্পগুলি হইতে নিয়মিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা।

যত বেশী সংখ্যক সম্ভব মৌসুমী বাঁধ দ্বারা বিভিন্ন ছড়া ইত্যাদিতে জল সঞ্চিত করে সেচের ব্যবস্থা করা এবং সম্ভব পর স্থানে অধিক জমি সেচের আওতায় আনা।

পরিবহন ব্যয় ১০০ ভাগ ভর্ত্তুকী ছাড়াও ক্রয় মূল্যের শতকরা ৩৩/০ ভাগ ভর্ত্তুকীতে বিভিন্ন সার কৃষকদের মধ্যে বিক্রির ব্যবস্থা।

পরিবহন ব্যয় ১০০ ভাগ ভর্ত্তুকী ছাড়াও বিক্রয় মূল্যের উপর কে, জি, প্রতি ০.১৫ পয়সা ভর্ত্তুকীতে কৃষকদের ৩৯৩ মে: টন আলুর বীজ সরবরাহ।

২৯৭ মে: টন গম বীজ বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা ২৫ ভাগ ভর্ত্তুকীতে কৃষকদের সরবরাহ।

৪০ মেঃট্রিক টন বোরো ধানের বীজ বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা ২৫ ভাগ ভর্তুকীতে কৃষকদের সরবরাহ।

সেচযুক্ত এলাকায় সরকারী খরচে কৃষকদের জমিতে গমের প্রদর্শনী চাষের মাধমে কৃষকগণকে উন্নত প্রথায় গম চাষ সমন্ধে উৎসাহিত করা।

সরকারী খরচে উপজাতি ও তপশীল শ্রেনীভুক্ত কৃষকদের জমিতে প্রতি ব্লকে ১০০ করে বোরো ধানের প্রদর্শনী চাষের মাধ্যমে উন্নত বোরো ধান চাষ সম্বন্ধে উৎসাহিত করা।

বোরো ধানের রোগ ও পোকার আক্রমন প্রতিহত করিতে দানা জাতীয় কীট নাশক ঔষধের ৪০ হাজার সংখ্যক "মিনিকিট" বিনা মূল্যে কৃষকদের বিতরণের মাধ্যমে ধানে পোকার আক্রমন প্রতিহত করিতে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

সরকারী খরচে তপশীলী শ্রেনীভুক্ত কৃষকদের জমিতে প্রতি ব্লকে ২০টি করে আলুর প্রদর্শনী চাষের মাধ্যমে উন্নত প্রথায় আলু চাষ সম্বন্ধে উৎসাহিত করা।

সরকারী খরচে প্রতি মহকুমায় ৫০ জন উপজাতি কৃষকদের জমিতে আলুর প্রদর্শনী চাষের মাধ্যমে উপজাতি কৃষকদের উন্নত প্রথায় আলু চাষে উৎসাহিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রবি ও বরো ফসলের চাষে কৃষকদের সাহায্যের জন্য ব্লক স্তরে, জিলাস্তরে এবং রাজ্যস্তরে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন "তদারকি কমিটি" গঠনের মাধ্যমে চালু সেচ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে নিয়মিত জল সরবরাহ ও নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহ, প্রয়োজন মত ডিজেল সরবরাহ কৃষকদের সময় মত প্রয়োজনীয় বীজ, সার, ইত্যাদি যোগানের ব্যবস্থা।

ইহা ছাড়াও খরায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জুমিয়াদের জন্য বিশেষ সাহায্যের নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এ-আর ১১ জাতের ধানের প্রতিটি ৪ কেজি হিসাবে ১২৫০টি "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরন।

প্রতিটি ৫০০ গ্রাম হারে ১০ হাজারটি মেস্তা পাটের "মিনিকিট" বিনামুল্যে উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিতরন।

প্রতিটি ৫০০ গ্রাম হারে ১০ হাজারটি তুলা বীজের "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনামুল্যে বিতরন।

প্রতিটি ১ কেজি হারে ১০ হাজারটি তিল বীজের "মিনিকিট উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনামুল্যে বিতরন।

প্রতিটি ১২৫ কেজি হারে ৮ হাজারটি উন্নত জাতের ভূট্টা বীজের "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরন।

প্রতিটি ১ কেজি হারে ৫০০টি মাসকলাই বীজের "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরন।

প্রতিটি ৫ কেজি হারে আদা বীজের ২ হাজারটি "মিনিকিট উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরন।

প্রতিটি ৫ কেজি হারে হরিদ্রা বীজের ২ হাজারটি "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনামুল্যে বিতরন।

প্রতিটি ৫ কেজি হারে মুখি কচু বীজের ২ হাজারটি "মিনিকিট উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরন।

যেখানে সম্ভব সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয় ও মৃত্তিকা সংরক্ষন প্রকল্পের কাজ।

৪। খরচ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ হইতেছে।

৫। উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের জন্য কৃষি বিভাগ হইতে গৃহীত ব্যবস্থাদি।

জুম চাষীগন যাহাতে অনাহার জনিত পরিস্থিতে না পড়েন সেইজন্য যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে ভূমি সংরক্ষন প্রকল্পে কাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও জুম চাষের সুবিধার জন্য নিম্ন ব্যবস্থাদিও নেওয়া হইয়াছে।

১। এ-আর-১১ জাতের ধানের প্রতিটি ৪ কেজি হিসাবে ১২৫০টি "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরন।

২। প্রতিটি ৫০০ গ্রাম হারে ১০ হাজারটি মেস্তা পাট বীজের "মিমিকিট" বিনা মুল্যে উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিতরন।

৩। প্রতিটি ৫০০ গ্রাম হারে ১০ হাজারটি তুলা বীজের "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরন।

৪। প্রতিটি ১ কেজি হারে ১০ হাজারটি তিল বীজের "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরন।

৫। প্রতিটি ১.২৫ কেজি হারে ৮ হাজারটি উন্নত জাতের ভুট্টা বীজের "মিনিফিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরন।

৬। প্রতিটি ১ কেজি হারে ৫০০টি কালজিরা বীজের "মিনিফিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরন।

৭। প্রতিটি ৫ কেজি হারে আদা বীজের ২ হাজারটি "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরন।

৮। প্রতিটি ৫ কেজি হারে হরিদ্রা বীজের ২ হাজারটি "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরন।

৯। প্রতিটি ৫ কেজি হারে মুখি কচু বীজের ২ হাজারটি "মিনিকিট" উপজাতি জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে বিনা মুল্যে বিতরন।

১০। দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে যেখানে সম্ভব সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয় ও মৃত্তিকা সংরক্ষন প্রকল্পের কাজ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমোহন লাল চাকমা।

শ্রীমোহন লাল চাকমা :—কোয়েশ্চান নং ১১২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নং ১১২।

প্রশ্ন

১। স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে ১৯৮১ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ ইং এর ২৮ শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কত অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে?

উত্তর

১। স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে ১৯৮১ সনের জানুয়ারী হইতে ৩১ অক্টোবর ১৯৮১ পর্য্যন্ত অর্থের পরিমান নিম্নরূপ :—

মোট সংগ্রহ	নীট সংগ্রহ
টাকা ৪,৯৭,৮০,০০০/-	টাকা ১,৩৬,৩৯,০০০/-

প্রশ্ন

২। উক্ত সংগৃহীত অর্থ কোথায় জমা রাখা হয়?

উত্তর

২। উক্ত অর্থ স্থানীয় বিভিন্ন পোষ্ট অফিসে জমা রাখা হয়।

প্রশ্ন

৩। সরকার কি অবগত আছেন যে উক্ত অর্থ জমা রাখার ব্যাপারে পোষ্ট অফিসে তালবাহানা করা হইতেছে?

উত্তর

৩। এই ব্যাপারে সরকারের কাছে কোন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ নাই।

প্রশ্ন

৪। অবগত থাকিলে সরকার এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করবেন কি?

উত্তর

৪। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—"A"

RULING OF THE SPEAKER

Mr. Speaker :—It has been observed that sometimes ministers replied to the Questions stating materials under collections or they sought time for answering of the questions on account of absence of reply with them. These questions are generally termed as postponed questions. Rulings were issued

by my predecessor evolving method of reply to the postponed questions. According to those Ruling the postponed questions were due for reply in the House after 15 days from the date on which the Minister sought postponement of the questions. It has been experienced that sittings of this House do not prolong for 15 days and as such those questions cannot be replied on the floor of the House. On the other hand in the next Session some of those postponed questions though due for reply might have lost its merit and become obsolute. In view of this I have decided in supersession of the rulings in this respect given on 13th December, 1964 and 17th December, 1975 that replies to the postponed questions should be furnished by the Ministers on the floor of the House after 15 days of the postponement on the appropriate date, if the Session prolongs for 15 days or more. But if the sittings of the House do not prolong for 15 days for the date of postponement of the questions, the Department should send replies to those questions to the Assembly Secretariat within 15 days from the date of postponement of the questions. The Secretary of the Assembly Secretariat will forward the reply to those questions to all the Members of the House. The concerned Ministers in the next Session will lay a copy of the such replies given to postponed questions on the Table of the House. This observation is applicable both in respect of starred and Un-started questions.

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে বিষয়বস্তু হল ভারতের প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গান্ধীবাদী জাতীয় নেতা আচার্য্য জে, বি, কৃপালণীর স্মৃতি চারণ।

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গান্ধীবাদী জাতীয় নেতা আচার্য্য জে, বি, কৃপালণী আজ লোকান্তরিত। গত ১৯শে মার্চ অপরাহ্নে আমেদাবাদের সিভিল হাসপাতালে শ্বাসকষ্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৯৪ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেছেন। জন্ম অধুনা পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ইতিহাস ও অর্থনীতিতে এম,এ, পাশ করার পর ১৯১২ সালে তিনি বিহারের মজঃফরপুরে অধ্যাপনা কাজে যোগ দেন। সে সময় থেকেই তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯১৭ সালে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯১৯ সালে পণ্ডিত মদনমোহনমোলব্যের আহ্বানে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলে তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দিয়ে সে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। সে সময়ে তিনি গুজরাট বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন। তখন থেকেই তিনি আচার্য্য বলে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। জরুরী অবস্থার সময়ে তিনি জয় প্রকাশ নারায়ণের সাথে যোগ দিয়ে দেশে কংগ্রেসের বিকল্প সংগঠন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীকে ডাক দিয়েছিলেন। আচার্য্য কৃপালণী ছিলেন এক স্পষ্ট বক্তা, গান্ধীবাদী, স্বাধীনতা সংগ্রামী। এই সভা প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

আমি ২ (দুই) মিনিট দণ্ডায়মান অবস্থায় নীরবতা পালনের জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব। (তারপর দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে উনার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জানানো হয়।)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কর্য্যসূচী হল রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি রেফারেন্স পিরিয়ডের উপর আলোচনার জন্য মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের গত ১৯.৩.৮২ তারিখে পেয়েছি এবং নোটিশটি পরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি সেটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস' অটোনোমাস' ডিষ্ট্রিক কাউনসিলকে কি কি ক্ষমতা রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে হস্তান্তর করেছেন। এবং সেইসব ক্ষমতার ব্যবহারে কাউনসিলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে। আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে ত্রিপুরা ট্রাইবেল ডিষ্ট্রিক্ট অটোনোমাস কাউনসিলকে কি কি ক্ষমতা রাজ্য সরকার হস্তান্তর করছেন এবং সেই সব ক্ষমতার ব্যাপারে কাউন্সিল এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিগত ৩.১.১৯৮২ইং তারিখ থেকে কাজ শুরু করছেন। পরিষদের সভাপতি এবং সহ-সভাপতি গত ১৮.১.৮২ইং নির্ব্বাচিত হয়েছেন এবং সভাপতি ১২.২.৮২ইং পরিষদ পরিচালনার জন্য ৫ জন কার্যকরী সদস্যকে মনোনীত করছেন। পরিষদ ইতিমধ্যে নিজস্ব কার্য্যালয় স্থাপন করে নিম্নলিখিত অফিসারের সাহায্যে কাজ শুরু করেছেন।

১) মুখ্য নির্ব্বাহী কার্যকারক।
২) নির্ব্বাহী কার্য্যকারক (অর্থ)
৩) নির্ব্বাহী কার্য্যকারক (প্রশাসন)

এছাড়া নিম্নলিখিত পদগুলি বর্তমানে খালি আছে তবে অতি সত্বর পূরণ করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

১) উপ মুখ্য নির্ব্বাহী কার্যকারক।
২) নির্ব্বাহী কার্য্যকারক (উন্নয়ন)।

উপরে উক্ত পরিষদের উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কাজকর্ম সুষ্টভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত পদগুলি সৃষ্টি করা হবে।

১) প্রধান কার্য্যকারক—কৃষি।
২) প্রধান কার্য্যকারক—শিক্ষা।
৩) প্রধান ,, —বন।
৪) প্রধান ,, —কারিগরি।
৫) প্রধান ,, —ভূমি।

ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের আইনানুযায়ী পরিষদের মুখ্য কার্য্যাবলী নিম্নরূপ :

রিজার্ভ ফরেষ্ট বহির্ভূক্ত ভূমির বণ্টন ব্যবস্থা, রিজার্ভ ব্যতীত অন্যান্য বনাঞ্চল সংরক্ষণ, কৃষি কাজের জন্য খাল ও অন্যান্য জলাধারের ব্যবহার, জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ, গঠন ও পরিচালন ইত্যাদি

জন স্বাস্থ্য, স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, বাজার, খোঁয়াড়, গোদারা, মৎস্যচাষ, রাস্তা, সড়ক পরিবহন (জাতীয় সড়ক ছাড়া), জলপথ ইত্যাদি স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবেন। এছাড়া পরিষদের সম্মতি ক্রমে রাজ্য সরকার পরিষদকে কৃষি, পশু পালন, সমষ্টি উন্নয়ন, সমবায় সমিতি, সমাজ কল্যাণ, বনায়ন অথবা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে দায়িত্ব দিতে পারেন।

পরিষদ এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে কার্য্যকরী সমন্বয় সাধারণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

১। পরিষদ এলাকায় গ্রাম পর্যায়ে যে সব গাঁও সভা ও গাঁও পঞ্চায়েৎ বিদ্যমান আছে সে সব সংস্থাগুলি ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের আইনানুযায়ী পরিষদের তত্ত্বাবধানে গ্রাম স্তরে কাজ করবেন।

২। যে সমস্ত গাঁওসভা এখন আংশিক পরিষদ এলাকায় ও অংশ বিশেষ পরিষদের বাইরে অবস্থিত সে সব গাঁও সভাগুলির পুনর্বিন্যাসের জন্য পঞ্চায়েৎ দপ্তর যথাযথ ব্যবস্থা করবেন।

৩। যে সব ব্লকের অংশ পরিষদ এলাকার মধ্যে আছে সে সব অঞ্চল নিয়ে পৃথক সাব ব্লক করা হবে এবং ঐ সব সাবব্লক এলাকায় গাঁও প্রধান, পরিষদ সদস্য ও বিধান সভা সদস্যকে নিয়ে সাবব্লক কমিটি গঠন করা হবে। ঐ অঞ্চলে বিধায়ক সাব ব্লক কমিটির সভাপতি হবেন।

৪। সাব-প্ল্যান এলাকাকে এমন ভাবে পুনর্গঠিত করা হবে যাতে পরিষদ এলাকার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হয়। এর জন্য যথাযথ পুনর্বিন্যাস করা হবে।

৫। জরীপ ও ভূমি বন্দোবস্তের কাজ সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রয়োজন বোধে পরিষদের পরামর্শক্রমে সম্পাদন করবেন।

৬। ভূমি বণ্টনের কাজ জরিপ ও বন্দোবস্তের কাজ থেকে আলাদা করা হবে। সমস্ত বন্দোবস্তের কাজ কেবল পরিষদের অনুমতিক্রমে করা হবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী বন্দো-বস্তের প্রস্তাব পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তহশীল মারফত সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের নিকট পাঠানো হবে। মহকুমা শাসক জেলা পরিষদের নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন এবং জেলা পরিষদের অনুমতি পাওয়ার পরই বন্দোবস্তের চূড়ান্ত আদেশ দিবেন। বন্দোবস্তের প্রস্তাব পরীক্ষার জন্য দুই অথবা তিন জন এলাকা ভিত্তিক সদস্য নিয়ে সাব-কমিটি গঠন করা হবে।

৭। সরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা কর্পোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি বন্দোবস্ত ও পরিষদের অনুমোদনক্রমে করা হবে।

৮। বর্গাদারদের নথীভুক্তকরণ, ভূমি সত্ব সংশোধন এবং নথিকরণ করার ব্যাপারে রাজস্ব দপ্তর বিধি প্রণয়নক্রমে তা অনুমোদনের জন্য পরিষদের নিকট প্রেরণ করবেন।

৯। উপজাতিদের ভূমি পুনরুত্থাপনের জন্য বর্ত্তমান যে আইন প্রচলিত আছে তা চালু থাকবে। পরিষদ ক্ষেত্র বিশেষে ভূমি পুনরুদ্ধারের বিষয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে পারবেন।

১০। পরিষদ এলাকায় উপজাতি জমি অ-উপজাতিকে এবং অ-উপজাতির জমি উপজাতিকে হস্তান্তর করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে পরিষদের মতামত গ্রহণ করা হবে।

১১। জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে প্রস্তাব পঞ্চায়েৎ ভিত্তিক জুমিয়া কমিটির মাধ্যমে সাব-ব্লক কমিটির কাছে পাঠানো হবে। অতঃপর তা মহকুমা শাসকের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিষদের কাছে পাঠাতে হবে।

১২। রিজার্ভ ফরেষ্ট পুনর্ব্বাসন এবং ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশান কর্পোরেশান ও জুমিয়া রিহ্বিবিলিটিশান কর্পোরেশন কর্তৃক রাবার প্ল্যান্টেশানের মাধ্যমে যে পুনর্বাসন দেওয়া হবে তার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিষদের কাছে পাঠান হবে।

এছাড়া পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ক্ষেত্র বিশেষে রাজ্য সরকার সুষ্ঠু কার্য্য পরিচালনার জন্যে আইনানুযায়ী পরিষদকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার ব্যবস্থা করবেন।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :—আমি শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হচ্ছে :—

"গত ৪ঠা মার্চ ধর্মনগর মহকুমা শাসক শ্রীবি. কে. বলের বাসভবনে কতিপয় কর্মচারী কর্তৃক হামলা সম্পর্কে"

আমি প্রস্তাবটির গুরুত্ব বুঝে প্রস্তাবটি উৎথাপনে সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোয়েকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আমি এ সম্পর্কে ৩০ তারিখে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৩০শে মার্চ এ বিষয়ে হাউসে বিবৃতি দেবেন। আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

"গত ৩রা মার্চ খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত সাহিছড়ায় দুষ্কৃত ডাকাত কর্তৃক বিপিন মুণ্ডাকে হত্যা ও গবাদি পশু সহ ধন সম্পদ লুট সম্পর্কে"

আমি প্রস্তাবটির গুরুত্ব বুঝতে পেরে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মত দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি এ সম্পর্কে ২৪শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী এ সম্পর্কে ২৪শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেবেন। আজ আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিন্‌হা। প্রস্তাবটির বিষয় বস্তু হলো :—

"কমলপুর সিঙ্গিশাক পাড়াতে কূপ খননরত

শ্রমিক শৈলেন্দ্র দেবনাথকে উগ্রপন্থী দ্বারা বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে নৃশংস ভাবে হত্যা করা এবং ওই দিনেই অপর দুই ব্যক্তি সুনীল দাস ও রাধাজয় হালামকে অপহরণ করা সম্পর্কে"

আমি প্রস্তাবটির গুরুত্ব বুঝে উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আমি এ সম্পর্কে ২৫শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৫শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৭ই মার্চ আগরতলা লেইক চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকায় দুলাল সাহা নামে জনৈক যুবকের খুন হওয়া সম্পর্কে"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ১৭ই মার্চ, ১৯৮২ ইং আগরতলা লেইক চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকায় দুলাল সাহা নামে জনৈক যুবকের খুন হওয়া সম্পর্কে"

গত ১৭, ৩. ৮২ ইং রাত্রি প্রায় ৭টা ৩৫মিঃ হইতে ৭-৪৫ মিঃ এ প্রগতি রোডের দুলাল সাহা পিতা শ্রীইন্দ্রজিৎ সাহা প্রগতি রোডের দিব্যেন্দু দেব ওরফে ঝুণ্টু পিতা মুকুন্দ দেব এর সঙ্গে শিশু উদ্যান হইতে বাড়ী ফিরছিলেন। তাহারা যখন রাজবাড়ীর উত্তর পশ্চিম কোন হইতে প্রগতি রোড পর্য্যন্ত সংযোগকারী রাস্তায় শ্রীনীলকান্ত দেবের বাড়ীর নিকট আসেন। তখন কিছু দুষ্কৃতকারী তাহাদিগকে আক্রমণ করে। দুষ্কৃতকারীগণ দিব্যেন্দু দেবের ডান কাঁধে আঘাত করে এবং তিনি আহত হন। দিব্যেন্দু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিকে দৌড়াইয়া পলাইয়া যায়। দুষ্কৃতকারীগণ দুলাল সাহার মাথায়, বুকে এবং পেটে ধারালো দা এবং ছোরা দ্বারা আঘাত করিয়া মারাত্মক ভাবে আহত করে। দুলাল সাহা অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া যান। ঘটনার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বৃষ্টি হওয়ার দরুন রাস্তায় কোন আলো ছিলনা এবং লোক চলাচলও কম ছিল। ঘটনার ৫।৬ মিঃ পর লেইক চৌমুহনীর যজ্ঞেশ্বর সিংহ রায় এবং ভাটি অভয় নগরের বিধান দে দুলাল সাহাকে অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে দুলাল সাহাকে ভি, এম, হাসপাতালে নিয়ে যান। তখন সময় প্রায় রাত্রি আট ঘটিকা। ভি. এম. হাসপাতালের ডাক্তার তাহাকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করেন। ডাক্তারের নিকট হইতে সংবাদ জানিয়া এবং দিব্যেন্দুদের অভিযোগমূলে পশ্চিম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩৪ (৩) ৮২ নথীভুক্ত করা হয় ও তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করা হয়।

দিব্যেন্দুর অভিযোগমূলে শ্রীশ্যামল দেবের বাড়ীতে তল্লাসী চালানো হয় কিন্তু সে পলাতক আছে। পুলিশ সন্দেহক্রমে (১) গণেশ পাল (২) সাধন দেব (৩) বাপি দেব (৪) কেবল দেব নামে চার ব্যক্তিকে গত ১৭.৩.৮২ ও ১৮.৩.৮২ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিগণ এখন পুলিশ হেপাজতে আছে। এলাকাটি এখন শান্ত আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে এবং পলাতক শ্যামল দেবকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আসামী বলে যাদেরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাদেরকে এখনও আইডেনটিফিকেশান দেওয়া হয় নি এবং গ্রেপ্তার করার সময় যে সমস্ত বিধি নিয়ম আছে, সে গুলিও পালন করা হয় নি। এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এ রকম তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আইডেনটিফিকেশানের আগেই তাদেরকে বিধি লংঘন করে কড়া পাহারা হয় সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : —মি: স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমি এখন কোন তথ্য দিতে পারছি না।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, ১৯৮২ ইং তারিখে বিধান সভা অধিবেশনে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় যে উদ্বোধনী ভাষণ রেখেছিলেন এবং হাউস সেই ভাষনের উপর একটি ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব পাশ করিয়েছিলেন গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৮২ইং তারিখে। সেই প্রেরীত ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব-এর হাউস কর্তৃক পাশ করা প্রতিলিপি প্রত্যুত্তরে মাননীয় রাজ্যপাল আমাকে এবং হাউসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তা আমি আপনাদেরকে পাঠ করে শুনাচ্ছি—

Dear Mr. Speaker,

I thank you for your letter No. 7 (15-2)-LA/82 of February 16, 1982 informing me of the Motion of Thanks passed by the Tripura Legislative Assembly, on the 15th February, 1982, in regard to my Address to the House on the 12th February, 1982. I take this opportunity of sending you and the Assembly my best wishes.

With regards.

Yours sincerely,
Sd/- S.M.H. Burney.

Shri Subhanwa Deb Barma,
Speaker,
Tripura Legislative Assembly,
Agartala.

মিঃ স্পীকার :—এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে "১৯৮১-১৯৮২ ইং সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের বক্তৃতা অতিরিক্ত ব্যায়বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখবেন। আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি উভয় দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয়কে বক্তৃতা আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

. শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা ১০।১৫ দিন আগে একটা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড পাশ করিয়েছিলাম, অংকের পরিমাণ প্রায় ১৬ কোটি টাকা। আবার ১০।১৫ দিন পরেই আরেকটা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড এখানে পেশ করা হয়েছে, টাকার অংক প্রায় ৭৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। এই ডিমাণ্ডতো তখনই পাশ করিয়ে নেওয়া যেতো। এই ১০।১৫ দিন পরে এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডটিকে পাশ করানোর মধ্যে কোন যুক্তি আমি দেখতে পারছি না, শুধু একটা ছাড়া। সেটা হচ্ছে দপ্তর হিসাব নিকাশ ঠিক মত সরকারকে সরবরাহ করতে পারছে না বা সরকারী দপ্তরগুলিতে হিসাব নিকাশ রাখার ইরেগুলারিটির জন্য পেশ করতে পারেন নি। দপ্তর যদি ঠিক মত কাজ করত তাহলে তখনই আজকের এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলি পাশ করিয়ে নেওয়া যেতো। তাহলে এমন কি ঘটনা ঘটেছে যে মাত্র ১০-১৫ দিন পরেই কয়েক লক্ষ টাকার দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট পেশ করা হল। সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর নিকট এটাই অনুরোধ রাখব যে একবারেই যেন সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলি হাউসে প্লেস করা হয় এবং সে দিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং যে কথা বলেছেন তা ঠিক নয়। দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড উপস্থিত করার সময় আমি বলেছি যে কিছু ইকুইপমেন্টস কিনার জন্য আমাদের মোটা টাকার দরকার, তার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে। এটা হচ্ছে মূল কথা। আর অন্যগুলি খুবই মার্জিনাল। গভর্ণমেন্ট একটা চলতি জিনিষ। আমরা যে সমস্ত ব্যয়বরাদ্দ চাই সেগুলি ঠিক মতই খরচ করি। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে অবহিত। পরিকল্পনার টাকা আমার খুবই সার্থকভাবে খরচ করতে পেরেছি, সে সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই। আমি আশা করব মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকে হাউসে যে ২য় সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে সেটা অনুমোদন করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

১৯৮১-৮২ইং সালের সাপ্লিমেন্টারী ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ। আজকের কার্য্যসূচীতে সাপ্লিমেন্টারী ব্যয়বরাদ্দের দাবী সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী

মহোদয়দের নাম দেওয়া হয়েছে। সাপ্লিমেণ্টারী ব্যয়বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাব সমূহ সভার কার্য্যসূচীর সংগে সদস্যগণের কাছে দেওয়া হয়েছে। ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব সমূহ হাউসে উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে, আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের বক্তৃতা সাপ্লিমেণ্টারী ব্যয়বরাদ্দেব দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। যেহেতু ডিমাণ্ডগুলির উপর কোন ছাটাই প্রস্তাব নাই তাই প্রথমে ডিমাণ্ড-গুলির উপর পর্য্যায়ক্রমে আলোচনা হবে যেহেতু ডিমাণ্ডগুলির উপর কেউ আলোচনা করবেন না, তাই আমি ডিমাণ্ডগুলি একে একে ভোটে দিয়ে দিচ্ছি।

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1981-1982

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 5,000 be granted the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 2 (Major Head 231—Council of Ministers Rs. 5,000).

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 30,00,000 be granted to defary the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 of Demand No. 11 (Major Head 260—Fire Protection and control Rs. 30,00,000).

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 5,000 be granted to defary the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 22 (Major Head. 288—Social Security and Welfare Rs. 5,000).

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 14,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No, 48, (Major Head 766—Loans to Govt. Servants Rs. 14,000),

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Education Minster that a further sum not exceeding Rs. 5,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No, 16 (Major Head 277—Education Rs. 5.00.000).

(It was put to voice vote and passed),

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department that a further sum not exceeding Rs. 13,81,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respct of Demand No. 14 (Major Head 259-Public Works Rs. 10.88.000 Major Head 277—Education Rs 2.43 000 and Major Head 312—Fish eries Rs. 50,000).

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in charge of the Co-operative Department that a further sum not exceeding Rs. 9,00,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 40 (Major Head 698—Loans to Co-Operative Societies Rs. 9,00,000).

was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in charge of the Health & Family Welfare Department that a furthor sum not exceeding Rs. 16,41,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 18 (Major Head 280—Medical Rs. 16,41,033).

(It was put to voice vote and passed).

মি: স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি যে, আজ বেলা ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত ১৯৮২-৮৩ সালের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা হবে। মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার বাবু কি এখন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন সেটা একটা আয়-ব্যয়ের হিসাব মাত্র। এই বাজেটের দ্বারা বেকার ও অবহেলিত জুমিয়া সম্প্রদায় খুব বেশী একটা আশার আলোক পাবে বলে আমরা মনে করতে পারছিনা। কারণ এটা আমরা জানি গত কোয়েশ্চান আওয়ারে বলা হয়েছে ত্রিপুরার বেকারের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৮০ হাজারের মত। এই ৪ বৎসরের মধ্যে বামফ্রন্ট মাত্র ২২ হাজার বেকার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। এই বিরাট বেকার সমস্যা সমাধানের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আমরা এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাইনা। আমরা দেখেছি গত ৩৩ বৎসরে যেভাবে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই ট্র্যাডিশান বামফ্রন্টের আমলেও চলে আসছে, একচুলও নড়েনি। কেবল মাত্র কিছু কিছু টাকা ঐ খাতে বাড়ানো হয়েছে, কিছু কিছু টাকা ঐ খাতে কমানো হয়েছে, এইটাই আমরা এই বাজেটের মধ্যে দেখতে

পাই। অর্থাৎ মূলতঃ একই দৃষ্টিভঙ্গী রয়ে গেছে। আমরা জানি যে বামফ্রন্ট সরকার বলেছেন যে ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই কংগ্রেস আমলে যেখানে পরিকল্পনা খাতে ২৪ কোটি কিংবা ২৭ কোটি দেওয়া হত বামফ্রন্টের আমলে তার পরিমাণ প্রায় ৫০ কোটি টাকা। যোজনা খাতে ব্যয় করার জন্য কয়েক কোটি টাকা, সেনট্রালি স্পনসর্ডের জন্য কয়েক কোটি টাকা, এন. ই. সি-র জন্য কয়েক কোটি টাকা। সব মিলিয়ে প্রায় উনারা ৬১ কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে পেয়েছেন। উনারা যে বাৎসরিক বরাদ্দ করেছেন তার পরিমাণ প্রায় ১৬৯ কোটি টাকা। আমরা এই বাজেটের দ্বারা সবচেয়ে আশাহত ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিলের ব্যাপারে। এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে আরও উন্নত করতে হলে আরও অনেক টাকার প্রয়োজন। কিন্তু তারা তা করেনি। ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু এই ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ এখানে ধরা হয় নাই। কাজেই আমরা সেদিকে ভীষণ ভাবে আশাহত। আমরা মনে করি, ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের উপজাতি, অ-উপজাতিদের অর্থনীতির দিক দিয়ে প্রথম শর্ত হল সামগ্রিক উন্নয়ন, কাজেই সেই শর্তকে অবহেলিত করা হয়েছে। কাজেই অবহেলিত জুমিয়াদের উন্নতি হবে সেটা আমরা দেখতে পাইনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় গত ৪ বৎসরে বামফ্রন্টের কাজের অনেক ফিরিস্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে এইভাবে যদি দুর্বার গতিতে চলতে থাকে তাহলে ৮২-৮৩ সালে মানুষের আরও অনেক উপকার হবে। কিন্তু আমরা এই বাজেটে বামফ্রন্টের ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। মাঠে, জঙ্গলে, পাহাড়ে আমরা তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। আমি এখানে একটা গ্রামের নাম উল্লেখ করে বলতে পারি। যেমন উত্তর ত্রিপুরার বালানলে। আমি সেখানে এক রাত্রি কাটিয়েছিলাম। তখন সেখানকার জনগণের সংগে আমার আলাপ হয়েছে। ঐখানকার জনগণেরা বলেন, আমরা পড়েছি মহা বিপদে,আমরা যদি ব্লকের সাহায্য চাই, তারা বলে ফরেষ্টের কাছে যেতে, ফরেষ্টের কাছে গেলে তারা বলে ব্লকের কাছে যাওয়ার জন্য। এইভাবে আমাদের হয়রানি হতে হয়। সেখানকার লোকদের একটি করে গরু দেওয়া হয়েছে হালচাষ করবার জন্য। মাননীয় বনমন্ত্রী কি পারবেন একটি গরু দিয়ে হালচাষ করতে? কিন্তু তিনি বলেছেন একটি গরু দিয়েই তোমাদের হালচাষ করতে হবে। তারা জায়গার অভাবে চাষ করতে পারবেনা। তারা পরচাও পাচ্ছেনা। যার জন্য তারা হালচাষ করতে পারছেনা। গত সেশানে সরকার কৃষি খাতে, জলসেচ খাতে যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু গত সেশানে বিরোধী দলের সদস্যদের সংগে সরকার পক্ষের সদস্যরাও ইরিগেশানের ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাওয়ার দরুন কৃষকদের মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়েছে তা স্বীকার করেছেন। কোন কোন জায়গায় পাম্পসেট অচল হয়ে আছে। যার জন্যও কৃষকদের চাষ করবার কোন সুযোগই হচ্ছে না। আলু, অন্যান্য তরি-তরকারী হিমঘরের অভাবে অনেক জায়গায় পচে যাচ্ছে। যেমন বাইকুড়াতে কোন হিমঘর নেই, উদরপুরে কোন হিমঘরের ব্যবস্থা নাই। যার জন্য আলু ও অন্যান্য তরি-তরকারী পচে যাচ্ছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার বলেছিলেন কৃষকদের উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের জন্য তারা ব্যবস্থা নেবেন। যেমন কৃষিখাতে এমন অব্যবস্থা চলছে, তেমনি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও এমনি অব্যবস্থা চলছে। অবশ্য এখানে বলা

হয়েছে জি. বি. হাসপাতালে ক্যান্সার রোগীর জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জি. বি. হাসপাতাল কিছুটা সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু গ্রামে গিয়ে দেখুন, গ্রামে স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন উন্নতি হয় নাই। যেমন দরজাতে আগেও ডাক্তার ছিলনা, এখনও নাই। অন্যান্য এলাকাতেও তথৈবচ। কংগ্রেসের আমলে ম্যালেরিয়া রোগে মানুষ মারা যেত এখনও মানুষ মারা যায়। আমাদের এম, এল, এ, হোস্টেলে মশার যে উৎপাৎ তা দেখেই বুঝতে পারা যায় শহরের উপর মশার কি উপদ্রব চলছে। শহরের উপরই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে গ্রামের অবস্থা বুঝেই দেখুন। কাজেই যারা এইসব দিক দিয়ে ভুক্তভোগী তারাই এই সব জানেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেটে আমরা কোন আশার আলোক দেখতে পাইনা। এই বাজেটের মধ্যে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর গলায় নতুন সুর শুনতে পাই, তিনি বলেছেন মাস মাহিনা চাকুরী দেওয়া বাদে আরও লক্ষ লক্ষ যে জনগণ আছেন তাদের কোন উপকার করতে পারিনি। কাজেই আগামী ৮২-৮৩ সালেও এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমরা কোন দৃষ্টিভঙ্গী এর মধ্যে দেখতে পাইনা। আর একটা নুতন জিনিষ শোনা গেছে যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য তিনি প্রফেশনাল ট্যাক্স বসাবেন। তা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা বামফ্রন্ট সরকারের এই ব্যবস্থাকে কিভাবে নেবেন সেটা অবশ্য ভবিষ্যতের কথা। যাই হোক এই দিক থেকে আমি মনে করি বামফ্রন্ট সরকারের এই বাজেট ত্রিপুরার জনগণের আশা আকাঙ্খাকে পূরণ করতে পারবে না। যদিও এই বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নয়নমুলক কথা বলা হয়েছে। তারপর আসুন শিক্ষা ব্যাপারের কথায়—এই শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ করেছি যে বামফ্রন্ট সরকারের যথেষ্ট গাফিলতি রয়েছে, যেমন পাহাড়ী অঞ্চলে যে সমস্ত প্রাইমারী স্কুল আছে সেখানে আমরা দেখেছি যে, স্কুলে যদি মাষ্টার থাকেন তাহলে থাকে না স্কুল ঘরের সুষ্ঠ ব্যবস্থা, আর যদি স্কুল থাকে তাহলে থাকে না মাষ্টার মহাশয়। এই যেমন চণ্ডীপুরের কথাই যদি বলি তাহলে দেখুন, সেখানে গিয়ে আমি সেখানকার জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে স্কুলের মাষ্টার মহাশয় মাসে কয় দিন ক্লাস করান, তারা বলেছে যে মাষ্টার মহাশয় মাসে মাত্র দুই চার দিন ক্লাস করান। অবশ্য মাননীয় সদস্যগণ বলেছেন যে উগ্রপন্থী-দের ভয়েই নাকি মাষ্টার মহাশয়গণ স্কুলে যেতে পারেন না। কিন্তু আমি বলব যে তাই যদি হয়, তা হলে সেখানকার বাঙ্গালীরা সেখানে থাকে কি করে? এই ধরনের আরও অনেক জায়গা আছে, এই ব্যাপারে আর বেশী না বললেও চলবে, কারণ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানেন যে আমার এই কথাটা কতটা সত্য। অবশ্য তিনি সরকারে বসে আছেন বলেই হয়তো এইগুলিকে ধামাচাপা দিতে চাইছেন। এইসব দিক থেকে আমরা মনে করি এই বাজেট ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থ বিরোধী হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে কংগ্রেস আমলে কেন্দ্র থেকে অনেক টাকা আসছে। আর এখন এই সরকার বাজেট করে টাকা পায় না। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার আছে বলেই নাকি ওনারা টাকা কম পাচ্ছেন। আসলে কিন্তু তা নয়, আসল কথা হচ্ছে এই সরকার সমন্বয়ের সরকার, আর আমি মনে করি এই জন্যই সে কেন্দ্রের কাছে টাকা চেয়ে টাকা পায় না। কারণ আমরা দেখেছি যে, কোন কর্মচারীকে ট্রেন্সফার করতে হলে মন্ত্রী মহোদয়কে সমন্বয় কমিটির অফিসে গিয়ে ঠিক করতে হয়, তা না হলে কোন কর্মচারীকে ট্রেন্স-ফার করলে সে সমন্বয় কমিটির অফিসে গিয়ে নালিশ করে। আর সমন্বয় কমিটি তখন মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কর্মচারীটিকে ট্রেন্সফার করার কারণ জানতে চায়। বিশেষ করে আমি দেখেছি এইটা

মাষ্টারদের ক্ষেত্রেই বেশী করে দেখা যায়। তাহলেই বলতে হয় যে এই বাজেট সাধারণ মানুষের স্বার্থের জন্য হয় নি। মাননীয় সদস্যর বলেছেন যে কংগ্রেস আমলে উপজাতিরা আলু খেয়ে দিন কাটাতো, কিন্তু আমি বলব যে আজ বামফ্রন্টের রাজত্বেও উপজাতিরা আলু খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। আমি কয়েকটা সি, পি, এম প্রধানের গ্রামে গিয়ে দেখেছি যে, সেখানকার উপ-জাতিরা আলু খেয়ে এখনও দিন কাটাচ্ছে, এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি যে, যেখানে উপজাতি যুব-সমিতির প্রধান আছে সেখানে তো আর কিছু দেবেন না, কিন্তু যেখানে আপনাদের দলের প্রধান আছে সেখানের জন্য অন্তত কিছু করেন। তিনি সেখানের জন্য কতটা করেছেন আমি বলতে পারছি না, কারণ আমি দেখেছি যে সেখানকার লোক আজও আলু খেয়ে আছে। উপজাতিদের সেই সব অঞ্চলগুলিতে উন্নয়ন মূলক কোন কাজ হয় নি, কৃষির উন্নতি হচ্ছে না, জলের কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা হয় নি, রাস্তাঘাটের মেরামত করা হয় না বা তৈরী করা হচ্ছে না। তবে কিছু কাজ অবশ্য হচ্ছে যেমন--সি, পি, এম এর জমিতে দুই তিনটা পুকুর তৈরী করা হয়েছে, সি, পি, এম এর কর্মীদের জন্য গাড়ী কেনা হয়েছে, বামফ্রন্টের আমলে বাজেটের সমস্ত টাকাকে এই ভাবে মিস্ ইউজ করা হচ্ছে। তারপর এখানে তিন কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে এখন প্রশ্ন হলো যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কি করে এই ঘাটতি পূরণ করা হবে তার কোন উপায় কিন্তু দেখানো হয় নি। তবে আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে মন্ত্রী সভায় আইন করে সেল টেক্স বাড়ানো হয়েছে, তা ছাড়া আরও কিছু কিছু জিনিষের উপর কর বাড়ানো হয়েছে—আর এই কর বাড়ানো হচ্ছে ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য। আমার মনে হয় এই ভাবে কর বাড়িয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা নেওয়া বোধহয় ঠিক নয়। আর একটা কথা আমার মনে পড়ছে যে, আমরা বলেছিলাম যে, শান্তিরবাজার থেকে বিলোনীয়া পর্যন্ত, তেলিয়ামুড়া থেকে মোহনপুর পর্যন্ত, চেব্রি থেকে পেচারথল পর্যন্ত ইত্যাদি ইত্যাদি রাস্তাগুলি তৈরী করার জন্য। তা চার বছরের মধ্যে এইবার তার কিছু রাস্তা করেছেন কারণ আরতো মাত্র একটা বছর এখন কিছু কাজ না করলেতো আবার অসুবিধা হবে তাই। তারপর কংগ্রেস আমলে এরাই বিরোধীদের আসনে থেকে বলেছিলেন যে, বেকার ভাতা দিতে হবে নইলে গদি ছাড়তে হবে। আর এখন বলেছেন যে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না তো আমি কি করব। তা কেন্দ্র টাকা না দিলে যদি কিছু করতেই না পারেন তা হলে আর গদিতে বসে থাকা কেন। তারপর জেলখানার কথা যদি বলি জেলখানাতে যে কি অত্যাচার হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও তা দেখেছেন অথচ এখন এই বিধান সভাতে বলেছেন যে কিছুই হয় নি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি রিসেস্-এর পরে আমার বক্তব্য রাখবেন। সভা বেলা দুইটা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয়কে উনার অসমাপ্ত বক্তব্য আবার রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পাহাড় অঞ্চলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছে সেটা বলতে এখানে আমি চেষ্টা করছি। আমরা জানি পাহাড় অঞ্চলের

শেষ ভাগে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা রীতিমত স্কুল করেন না এবং এই স্কুল না করার বিরুদ্ধে ইন্স্পেক্টর এর কাছে নালিশ করেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়না। আবার কোন কোন প্রাথমিক স্কুলে ১টি মাত্র শিক্ষক দেওয়া হয়েছে যেখানে হয়ত ৭০।৮০ জন ছাত্র রয়েছে সেখানে ১ জন শিক্ষকের পক্ষে মিড্‌ডে মিল দেওয়া ও ক্লাস করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এমনকি অনেক শিক্ষকও বলেছেন যে মিড্‌ডে মিলের ঝামেলার জন্য স্কুল চালান মুস্কিল হয়ে পড়ে। আমরা জানি অন্তত: বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অবস্থার বিরুদ্ধে যখন আমরা সমালোচনা করি তখন ওনারা মাত্র জবাব দেন যে উগ্রপন্থীদের ভয়ে মাষ্টাররা ভয় পাচ্ছেন তাই ওনারা যেতে চাইছেন না। আরও একটা দোষ দেন যে উপজাতি যুব সমিতির নাকি উগ্রপন্থাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন এবং স্কুল ঘরপুড়ে দিচ্ছেন, দেশে গণ্ডগোল করছেন ইত্যাদি। আসল কথা হল নিজেদের দোষ স্বীকার করতে চাননা কারণ তাহলে যে সমন্বয় কমিটির উপর পড়বে। সমন্বয় কমিটির পক্ষে যে সরকার দাঁড়িয়ে আছেন তাই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও কোন ব্যবস্থা হয়না। তার কারণ হল বামফ্রন্ট সরকার যে সমন্বয় কমিটির উপর নির্ভর করে আছেন। আর এই সমন্বয় কমিটির উপর নির্ভর করে যে বামফ্রন্ট সরকার তার প্রশাসন চালাচ্ছেন। তাই এর প্রাথমিক স্কুলের ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা হচ্ছে না, তা স্কুলে [illegible] টবিল নাই, স্কুলঘর ঠিকমত মেরামত হচ্ছেনা। বামফ্রন্ট সরকারের জানা থাকা [illegible] কোন কিছু করতে পারছেন না। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ [illegible] তারা তাদের শেষ বছরে শিক্ষার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমন্বয় কমিটির লোকদেরকে ময়দানে নামিয়ে জনগণের সেবা করার কাজে নিয়োগ করবেন। নতুবা আগামী ইলেকশনে [illegible] প্রতিফল তাদের ভুগতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে একটা কথা বলেছেন যে আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যে বজায় রয়েছে শুধুমাত্র ছোটখাট কয়েকটা ঘটনা ছাড়া। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যে কতটুকু বজায় রয়েছে তা কতগুলি ঘটনার কথা উল্লেখ করলে বুঝা যাবে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পেদামারাতে একটা বিরাট ঘটনা হয়ে গেছে। সেখানে ১০০ জনের মত লোকের বাড়ী-ঘর ডাকাতরা তছনছ করেছে। অথচ মোহনপুর থানার পুলিশরা, আর, এ, সির লোকেরা, আর, আর, পির লোকেরা কিছুই জানতে পারলনা। কিন্তু পেদামারা গ্রামের লোকেরা যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা বলল যে যারা ডাকাতি করতে এসেছিল তাদের প্রত্যেকের কাছে একটি করে টর্চ ছিল যেন টর্চের মহড়া চলছিল কিন্তু তাতেও সি, আর, পির বা থানার লোকেরা কিছুই জানতে পারল না, এটা ও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তাই এখন বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে ডাকাতরা এসে এসব করছে। তাহলে আমি বলব যে বি, এস, এফ বা পুলিশের লোকেরা কি করে ? এর আগেও সেখানে অবশ্য সমানে চুরি, চামারি, খুন-খারাপি জখম ইত্যাদি হয়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্য মোহনপুর থানাতে ডাইয়েরি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছুই হচ্ছেনা। ঐ ডাকাতি এমনভাবে সেখানে হয়েছে যে পরনের কাপড় ছাড়া সেখানকার লোকদের আর কিছুই ছিলনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন যে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ আজ চলছে কিন্তু এই উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ দমনে বামফ্রন্ট সরকার এত ব্যর্থ হয়েছেন যে সেটা আর বলার কোন দরকার নাই। শুধু ওনারা দোষ দিচ্ছেন যে এটা আপনাদের যুব সমিতির লোকেরাই করছে অতএব

আপনারাই এটা দমন করুন। তাহলে যুব সমিতির লোকদের থেকে পুলিশ মন্ত্রী করে দিলে ত ভাল হত। কিন্তু ওনারা তা করবেননা কারণ ওনারাই ত এসব চালাচ্ছেন। অথচ ওনারা বলছেন যে উপজাতি যুব সমিতি কোন বিবৃতি দিচ্ছেনা এ ব্যাপারে। কাজেই এটা হচ্ছে পাশ কাটানোর একটা চেষ্টা। কাজেই আমি বামফ্রন্ট সরকারকে বলতে চাই যে এই উগ্রপন্থীদের দমনে যেন তারা সক্রিয় ভূমিকা নেন। পাহাড় অঞ্চলে যে দস্যু বৃত্তি চলছে, পাহাড়ীরা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছেন সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ভাল করেই জানেন। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আমার অনুরোধ রইল উনি যেন এটা দূর করার জন্য একটা ব্যবস্থা নেন। আমি আর আমার বক্তব্য লম্বা করতে চাইনা। আমি একটা কথাই আগে বলেছি যে এই বাজেট আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব মাত্র। এটার উপর বেকাররা কোন আশা রাখেনা, জুমিয়ারা কোন আশা রাখেনা, কৃষকরা কোন আশা রাখেনা, এমনকি পাহাড় অঞ্চলে যারা বাস করে তারাও কোন আশা রাখেনা। এখানে আরেকটি কথা কনক্লুড করতে পারি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উনি কিছুই করতে পারেননি ত্রিপুরার গরীবের অংশের মানুষের জন্য। কাজেই এই বাজেটও যে ত্রিপুরার জনগণের কতটুকু কাজে আসবে সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। কাজেই আমি বলতে চাই যে শুধু টাকা বরাদ্দ করলেই কাজ হয়না তারজন্য প্রশাসন যন্ত্রকেও ঠিকমত কাজে লাগাতে হবে। আমি যে এখানে বিরোধীতা করে বলছি তা নয়, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য বলছি যে এত ফেবারেবল কণ্ডিশান পাওয়া সত্বেও বামফ্রন্ট সরকার কি শিল্প ক্ষেত্রে, কি কৃষি ক্ষেত্রে, কি শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই অগ্রসর হতে পারছি না, এটা তাদের ব্যর্থতা। আমি তাদের অনুরোধ করছি যে তারা যাতে ঠিক পথে চলে সফলতা আনার চেষ্টা করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, নোটিশে দেখছি যে সর্ট ডিস্‌কাসন্‌এর পরে হবে জেনারেল ডিসকাসন্‌। কিন্তু স্পীকার রুলিং দিয়েছিলেন যে আজ বিকেল চারটার পরে সর্ট ডিসকাসন শুরু হবে? তাহলে কি চারটাই সর্ট ডিস্‌কাসন হবে?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: —হ্যাঁ, বিকেল চারটায় সর্ট ডিসকাসন্‌ হবে। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীকে বাজেটের উপর উনার বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় যে ১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করছি।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেট পেশ করতে গিয়ে যে সমস্যাগুলি তুলে ধরেছেন আমি সেই সমস্যাগুলির প্রতি সভার মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

একটা দেশের চারিদিকে ঘিরে যখন যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে,—আমরা দেখতে পাচ্ছি কি পাকিস্তানে, কি বাংলাদেশে চারিদিকে যেখানে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, চারিদিকে যেখানে যুদ্ধের এক পরিস্থিতি বিরাজ করছে সেখানে শাসকগোষ্টি দেশের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য ঝাপিয়ে পড়েছে ঠিক সেই অবস্থায় এই ভারতবর্ষের ভিতরে একটা রাজ্যে একটা গণতান্ত্রিক এবং জনপ্রিয় সরকার কিভাবে কতটুকু কাজ করতে পারেন তা আমাদের গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে।

স্যার, আমাদের অর্থমন্ত্রী এই বিধানসভায় যখন বাজেট পেশ করছেন তার ঠিক কয়েক দিন আগেই কেন্দ্রের পার্লামেন্টে পর পর ২টি বাজেট পেশ করা হয়েছে—একটি রেল বাজেট এবং আরেকটি জেনারেল বাজেট। এবং সেই বাজেটে সারা দেশের পরিস্থিতিকে, সারা দেশের অর্থনীতিকে ধনতন্ত্রের দিকে ঠেলে দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরো গভীর সংকটের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে সেখানে আমাদের এই বাজেটে তারা যে বরাদ্দ করেছেন তার হিসাব নিকাশ করা ঠিকভাবে সম্ভব নয়।

১৩০০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করে সেই ১৩০০ কোটি টাকা দেশের দরিদ্র জনগণের উপর, শ্রমিক কৃষকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পোষ্টালের চার্জ বাড়িয়ে রেলের ভাড়া এবং মাল পরিবহনের মাশুল পর পর দুদু বার করে বাড়ানো হয়েছে—একবার বাজেট পেশের আগে আবার বাজেট পেশ করবার সময়ে। এইভাবে কেন্দ্রের ধনতান্ত্রিক সরকার দেশের উৎপাদক যথা কৃষক, শ্রমিক, কলকারখানার শ্রমিকদের উপর—সরকারই যেখানে স্বীকার করেন যে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন সেখানে সেই দরিদ্র জনগণের উপর বাজেটের ঘাটতি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন।

আর আমরা দেখছি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার বিগত চার বছর ধরে কেন্দ্রের সকল প্রকার বাধা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র মেহনতী মানুষের স্বার্থে, দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি করবার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাঁর জনকল্যাণমুখী এই বাজেটগুলির মধ্য দিয়ে। তাঁদের সীমিত ক্ষমতাকে দরিদ্র জনগণের স্বার্থে লাগাচ্ছেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ্য মহোদয়, এই ১৩০০ কোটি টাকা যে ঘাটতি বাজেট ধরা হয়েছে সে টাকার পরিমান আরো বেড়ে যাবে বলে সারা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট অর্থবিদগণ মনে করেন। কারণ গত ৩ বছর ধরে দেখা গেছে যে সরকার বাজেটে যে ঘাটতি দেখান তার অনেকগুণ বেড়ে যায় বৎসরের শেষ সময়ে। তাই অর্থবিদগণ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এইবারের বাজেটে যে ১৩০০ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে তার পরিমাণ বেড়ে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি অতি দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে। এই মুদ্রাস্ফীতিকে কোন অবস্থাতেই রোধ করা সম্ভব হচ্ছেনা। সমস্ত ভারতবর্ষে এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিষপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সারা ভারতবর্ষে এক ভয়ানক অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। এইরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার বিগত চার বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের দরিদ্র জনগণের—২০ লক্ষ মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্যে নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার বাজেট পেশ করছেন। আজকে আমরা দেখছি ত্রিপুরার সর্বত্র জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কি টিলা জমিতেও জলসেচের ব্যবস্থা করে কৃষির উপযোগী করে তোলার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কি করে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় সে জন্য এই সরকার ভূমিকা নিচ্ছেন। মানুষের হাতে কি করে পুঁজি মূলধন সৃষ্টি করা যায়, জমিতে যারা নাকি উৎপাদন করে তাদের মূলধন কি করে সৃষ্টি করা যায় বিভিন্ন সংস্কার মধ্য দিয়ে, সরকার তার আয়োজন করছেন। এই বাজেটের মধ্য সেগুলি প্রতিফলিত।

পরিকল্পনার কথাও যদি বলা হয়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, প্রভৃতি পরিকল্পনায় আমরা দেখেছি গত ৩০ বছরে। কি ভাবে পরিকল্পনাকে ছেঁটে দেওয়া হয়েছিল, পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কিভাবে বার্ষিকী পরিকল্পনায় রূপান্তরিত হয়েছিল সেটা আমরা দেখেছি। এখন দেখছি পরিকল্পনা করতেই দেড় বছর দুই বছর চলে যায়। ফ্যাইনাল হয় না। কত টাকা বরাদ্দ হবে ঘন ঘন মিটিং হতে থাকে। তারপর দেখাযায় সেখানেও কাটছাঁট। ত্রিপুরার জন্য পরিকল্পনা কাটা হলো। রপ্তানি করে সমস্ত মুনাফাবাজদের রক্ষা করেছে। শিল্পপতিদের রপ্তানি মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। জনগনের একটা বিপরীত পথ তারা গ্রহণ করেছেন। সেজন্য জনগন যাতে আন্দোলন করতে না পারে তার জন্য এসমা, নাসা তৈয়ার করেছেন। এমন কি সংবিধানে এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে যে কোন এলাকায় যদি আন্দোলন হয় তখন সেটাকে দুর্গত এলাকায় বলে ঘোষণা করে চাপ দিয়ে তাদের দমন করা হয়। তারপর ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের যে ঐক্যবদ্ধ শক্তি সেই শক্তি সমস্ত আক্রমণকে মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যের সমস্ত সম্পদ এবং বাইরে থেকে সম্পদ এনে সব মিলিয়ে ত্রিপুরার জনগণকে রক্ষা করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

কিভাবে রপ্তানির মধ্যে সমস্ত ঢুকানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার নীতি গ্রহণ করেছেন যারা রপ্তানী করবে তাদের ভর্তুকী দেওয়া হবে। আমাদের ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। রেশনের চাল নায্য দামে যেটা দেওয়া হয় তার উপর নির্ভর করে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে আছে। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে ফুড ফর ওয়ার্কের ভিতর দিয়ে মানুষের সস্তা দরে কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। কেন্দ্রীয় থেকে বরাদ্দ ছিল ৭০০ কোটি টাকা ভর্তুকী এই জন্য। এই বৎসরে যে বাজেট তৈরী হয়েছে কেন্দ্রে তাতে দুই শ' কোটি টাকা কেটে ৫০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। তার প্রভাব বিভিন্ন রাজ্যে সরকারগুলির বাজেটে না পড়ে পারে না। সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে জাতীয় স্তরে কর্মসংস্থানের যে প্রকল্প সেটা সম্পূর্ন বন্ধ হয়ে যাবার পথে। এটা আমি উল্লেখ করতে চাই কি অবস্থার মধ্যে আমরা পড়েছি। ১৯৮০-৮১ সালে সারা দেশে এই জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর জন্য চাল বরাদ্দ হয়েছিল ১০,৬৪৫০, টন গম বরাদ্দ হয়েছিল ২,৮১,৬৫০ টন। এটা কমে গেল ১৯৮১-৮২ সালে। সেটা হয়ে গেলে ১,৭৩,৪৯০ টন চাল এবং ৭৫,৭৭৫ টন মাত্র। আর এ বছর মাত্র ৪০,৬০০ টন চাল, আর গম মাত্র ৬,১০০ টন। সারা ভারতবর্ষের জন্য। এইভাবে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিচ্ছেন। আর ভর্তুকীর পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে এইগুলি বন্ধ করে। যারা বেশী রপ্তানী করবেন সরকারী সাহায্য তাদের জন্য কোটি টাকা থাকবে। এমন কি বিদেশী সমস্ত সংস্থাকে যারা নাকি যৌথ করবার করবেন এবং এখান থেকে টাকা লুঠে নেবেন তাদের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের শ্রমিক কৃষককে মেরে ব্যবস্থা হবে। এই হচ্ছে সমস্ত ভারতবর্ষের কিছু কিছু চিত্র। এর পট ভূমিতে যদিরাজ্য বাজেট দেখি, সেই বাজেটের প্রতিটি জিনিসও কি দৃষ্টিভঙ্গীতে করা হয়েছে, সেটা বিপরীত দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে করা হয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে গ্রামের কৃষকদের জন্য, জুমিয়া, ভূমিহীন এবং শহরের অন্যান্য গরীব অংশের মানুষদের জন্য এবং মাইনরিটিদের জন্য।

স্যার, উন্নয়ন প্রকল্পগুলি কি কায়দায় করা হয়েছে গত ৪ বছরে আমরা দেখেছি। প্রথম পঞ্চায়েত তৈরী করা হল, পঞ্চায়েতের হাতে গ্রামে গ্রামে অধিকতর ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে সেই ক্ষমতা নিয়ে গ্রামে গ্রামে এক কর্মযজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছিল। পঞ্চায়েতের সহায্য নিয়ে সমস্ত প্রশাসন ঝাপিয়ে পড়েছিল। তাই আমরা দেখতে পাই গত সাড়ে চার বছরের মধ্যে কোন গ্রাম কোন মানুষ না খেয়ে থাকতে হয়নি। "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

"কাজের বদলে খাদ্য," কেন্দ্র এই কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পটা বন্ধ করে দিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে এই প্রকল্পে যে সমস্ত পরিমাণ টাকার দরকার, তা কমিয়ে দিলেন। তারা এই স্কীমটাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না, জনগণের জন্য এই যে স্কীম কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প এটাকে পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করতে পারলেন না। জনগণের জন্য জনগণের যে কাজ হলে পরে জনগণের উন্নতি হবে,যেটা নাকি নাকি গ্রামে সতরে গাঁও সভা বসে সিদ্ধান্ত নেবে, সেখানে কোন অফিসার বসে সিদ্ধান্ত নেবেন না, সেই জনগণের যে কাজ সেই কাজও তারা জনগণকে করতে দেবেন না। অর্থাৎ কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পকে তারা ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, আজকে তো তারা সেটাকে বন্ধই করে দিলেন। কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার গ্রামের মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য এস, আর, পি বলে আর একটা নূতন প্রকল্প চালু করলেন। গত বছর এক ধরে এই এস, আর, পির মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গ্রামে কর্ম সংস্থান চলছে। এটা কি সয়েল কন্‌জার্ভেশনের কাজ, কি ছোট ছোট ইরিগেশনের কাজ, কি অনাবাদী জমিগুলিকে আবাদী করে তোলার কাজ, অথবা রাস্তাঘাট প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজ, এমন কি পঞ্চায়েতের কাজ যেগুলি, যেমন পুকুর কাটার কাজ গ্রামে গ্রামে চলছে এবং তার দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যার ফলে গ্রামের মানুষের শুধু জলের অভাবই মিটছে তা নয়, তাদের পানীয় জলের অভাবেও এর ফলে কমে আসছে। আর পুকুর কাটার ফলে মাছের চাষ করে, অনেকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থাও হচ্ছে। তারপরে সয়েল কনর্জাভেশনের মাধমে আমরা দেখি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত টীলা জমি আছে, সেগুলিতে জুমিয়ার বা অন্যান্য অংশের মানুষ অথবা ভূমিহীন, যারা চিরদিন ধরে একটু টিলা জমির এলটমেণ্টের জন্য লড়াই করে আসছে বা দাবী করে আসছে, বামফ্রণ্ট সরকার এসে গত ৪ বছরের মধ্যেই সে গুলিকে আবাদী জমিতে রূপান্তরিত করে তাদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে দিয়েছে, ফলে দেখা যাচ্ছে যে এ'সব জুমিয়া বা ভূমিহীনরা তাদের সারা পরিরের বছরের খোরকী না, হক অন্ত বছরের ২/৩ মাসের খোরাকীর ব্যবস্থা করতে পারছে। অর্থাৎ রাজ্য সরকার এক দিক দিয়ে একটা স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করছে যার মাধ্যমে গ্রামের লোকদের কর্ম সংস্থানের একটা ব্যবস্থা হতে পারে। আর এটাই তো আমরা চাই। ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষ এটা চায়। আর চায় বলেই ত্রিপুরা রাজ্যের বিরাট সংখ্যক মানুষের সমর্থণ আমাদের বামফ্রণ্ট সরকারের পিছনে রয়েছে।আবার বামফ্রণ্ট সরকারও তার মধ্যে ক্ষমতা বসে নেই, গ্রামের ১০ জন মিলে যে কাজটা করলে পর সত্যি গ্রামের উন্নতি হতে পারে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেই কাজ করিয়ে গ্রামের মধ্যে একটা স্থায়ী সম্পদের সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। স্যার, আগে ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে বাজার বলতে বিশেষ কিছু ছিল না, কৃষককে তার কৃষি পন্য বিক্রি করার জন্য ১৫

২০ মাইল রাস্তা যেতে হত, ফলে সে বাধ্য হয়ে অত্যন্ত কম দামে তার কৃষি পন্যগুলি ঐ মহাজনদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে গত ৪ বছরের মধ্যে শত শত বাজারের সৃষ্টি করেছে ঐ ফুড ফর ওয়ার্কে মাধ্যমে। আনেকগুলি রাস্তা তৈয়ারী করেছে যার ফলে দূর দুরান্ত থেকেও কৃষক তাদের কৃষি পণ্য নিয়ে সহজে বাজারে আসা যাওয়া করতে পারে। আর সেই সব বাজার করেই সরকার ক্ষান্ত হয় নি, তার প্রয়োজনীয় কনট্রাকাসন করে, কিম্বাশেড ইত্যাদি তৈরী করে দিয়েছেন। কিন্তু ৪ বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কল্পনা করতে পারে নি যে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র এই ধরনের বাজার গড়ে উঠবে। আগে ত্রিপুরা রাজ্যের এক জাগায় হয়তো চালের কে, জি, ছিল ১ টাকা আবার অন্য জায়গায় ছিল কে, জি, ৫ টাকা। কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সেই অবস্থায় নাই। এমন সব জায়গাতে কম বেশী চালের দাম একই রয়েছে। অর্থাত রাস্তাঘাট এবং বাজার ইত্যাদির সুবিধা থাকাতে কৃষকের কৃষি পন্য সর্বত্র সম ভাবে ডিষ্ট্রিবিউশান হচ্ছে, এবং তারা সকলে প্রায় সম পরিমাণ দাম পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ রাজ্যের যে উন্নতি হচ্ছে, তার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টার করছে। সরকারের নানা রকম উন্নয়নের ফলাফল আজকে তাদের কাছে বেশী করে পৌচ্ছে এবং তারা সেগুলি পুরাপুরী ভোগ করছে। স্যার, শুধু মাত্র এটুকু নয়, আজকে শিক্ষা,কি ব্যাপক হারে ত্রিপুরা শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। সারা রাজ্যে এত বেশী হাই স্কুল, এত বেশী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং এত বেশী প্রাইমারী স্কুল আগে ছিল না। আগেও তো এই রাজ্যে সরকার ছিল? সারা দিন ছোট ছোট ছেলেরা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে গরু নিয়ে মাটে বা পাহাড়ে যেত, তাদের মা-বাপদের সাহায্য করার জন্য। কারণ তখন এমন এক সময় ছিল, তাদের সেটা না করে উপায় ছিল না। কারণ তখন তাদের যে বাঁচার মতো তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। এমন অবস্থায় তারাই বা স্কুলে আসে কি করে? কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্কুলে মিড-ডে চালু করা হয়েছে। এই মিডডে মিল চালু করার ফলে ঐ সব ছেলেদের অন্তত: এক দিনের না হউক এক বেলা বাঁচার ব্যবস্থা হয়েছে। এটা বিভিন্ন গ্রামে যে সমস্ত প্রাইমী স্কুল আছে, সেখানে চালু রয়েছে। তাতে করে স্কুলগুলিতে ব্যাপক হারে ছাত্রের সংখ্যা বেড়েছে। এর জন্য আমরা আরও টাকা চাই, আর বেশী করে শিক্ষার জন্য সুযোগ সুবিধা করে দিতে হবে। প্রয়োজনের স্কুলগুলিতে ফার্ণিচারের যোগান দিতে হবে, মিডডে মিলের বরাদ্দও আরও বেশী করে বাড়ানো দরকার। কাজেই আমাদের আরও বেশী পরিমাণ টাকার দরকার। কিন্তু তাদের জন্য যে বরাদ্দ এখন আছে, এটাও প্রয়োজনের তুলনায় ব্যাপক নয়। কেন্দ্র এজন্য বরাদ্দ দিচ্ছেন না, উল্টো এটা কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার চাইছেন, শত অসুবিধা হলেও এই মিডডে মিলটাকে চালু রাখতে, এবং সরকার তার আর্থিক সংগতির মধ্যে যতটা সম্ভব এই প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। তারপর উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে আমি আর একটা দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হল উপজাতিদের জন্য অটোনমাস ডিষ্ট্রিকট, কাউন্সিল, আমরা দাবী জানাচ্ছি যে ত্রিপুরাতে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু কর, কিন্তু কেন্দ্র সেইটা চাইছে না। কিন্তু রাজ্য সরকার তার নিজস্ব ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে আজকে এই রাজ্যে একটা অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন করেছে। উপজাতি অংশের জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশের জনপ্রতিনিধিদের হাতে সেই ক্ষমতা আজকে

তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধু মাত্র ক্ষমতা তুলে দিলে তো চলবে না, সেটার মাধ্যমে উপজাতিদের যে উন্নয়নের প্রশ্ন, তার জন্য তো টাকা চাই, কিন্তু কেন্দ্র টাকা দিতে চায় না। কৈ আরও অনেকগুলি রাজ্যে রাজ্যে আছে, যেগুলি কংগ্রেস শাসিত রাজ্য, সেই রাজ্যগুলিতে আজকে উপজাতিদের কি অবস্থা ? উপজাতিদের জন্য সেখানে কি কোন উন্নয়ন মূলক কাজ হচ্ছে না। বরং বলব সেই সব রাজ্যে উপজাতিদের উপর নানা ভাবে উৎপীড়ন চলছে, হরিজনদের উপর তো অত্যাচারের সীমনা নাই, সেখানে গ্রামের পর গ্রাম হরিজনদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। হরিজন মা বোনদের উপর পর্যন্ত অত্যাচার করা হচ্ছে। তাদের জন্য বাজেটে যে বরাদ্দ তাকে, সেটা অন্যেরা খেয়ে ফেলছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা সরকার সেই উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সিডিউল্ড কাষ্টদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য আলাদা আলাদা বরাদ্দ রেখেছে, যাতে তাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে কিন্তু আমি বলতে চাই যে এই দায়িত্ব শুধু মাত্র রাজ্য সরকারেরই নয়। এটা কেন্দ্রীয় সরকারেরও দায়িত্ব। কাজেই কেন্দ্রকে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আরও সাহায্য করতে হবে। আমরা বামফ্রন্ট সকার থেকে সেই সাহায্য পাওয়ার জন্য নিশ্চয় কেন্দ্রের কাজে দাবী জানাবে। কারণ এই বাজেটের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণকে অধিকতর কল্যাণের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সত্যি এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সত্যিকারের কল্যাণে আসবে, এই আশা রেখে এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—শ্রীমতিলাল সরকার

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননী মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে ৮২-৮৩ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। স্যার, আমরা জানি আমাদের দেশে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চলছে তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুষ্টিমেয়ের হাতে সম্পদ তুলে দেয়া। সেই মুষ্টিমেয়ের হাতে সম্পদ তুলে দেওয়ার জন্য যত রকম ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করাই হচ্ছে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল লক্ষ্য। সেই জন্য আমরা আশা করছি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ক'টি বছর পর যেভাবে কর বৃদ্ধি চলছে তাতে আমরা লক্ষ্য করছি যে প্রত্যক্ষ করের বোঝা তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা এখন প্রায় শতকরা ৫/৬ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে দ্রব্যমূল্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর অন্য দিকে পরোক্ষ করের বোঝা বেড়ে যাচ্ছে এবং সেটা এখন শতকরা ৯৪/৯৫ পার্সেন্ট এসে দাঁড়িয়েছে। এটা হয়েছে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ধনতান্ত্রিক দৃষ্টি ভংগীর ফলে। স্যার, ১৯৮০ সালের জুন মাসের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪ বার রেলওয়ের করের বোঝা বাড়ান হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের অধিবেশনের আগেও রেলওয়ের কর বাড়িয়েছে আবার সংসদের অধিবেশনের সময়েও করের বোঝা বাড়িয়েছে। এবং শুধু এটাই নয় আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে আগে কিছু কিছু ছাড় দেওয়া হত—সেখানেও আমরা লক্ষ্য করছি যে আগে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের ভাড়া লাগত না তাদের ছাড় ছিল এখন সেটাকে কমিয়ে ৫ বছরের ক্ষেত্রে ৩ বছর করা হয়েছে। এমনি ভাবে

যতটুকু সুযোগ সুবিধা ছিল সেগুলিকেও ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হচ্ছে। এবং দেশের দরিদ্র জনগনের উপর অর্থনৈতিক বোঝা দিনের পর দিন বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্যার, আমরা দেখছি যে ডিজেল, কেরসিন, সার প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভর্ত্তুকী কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর রাজ্য সরকার যথাসম্ভব ভর্ত্তুকি দিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতির উপর ভর্ত্তুকী দিয়ে গরীব কৃষকদের সাহায্য করা হচ্ছে।

এবং সেজন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন। সেজন্য ত্রিপুরার গরীব মানুষরে স্বার্থ রক্ষার জন্য যে বাজেট পেশ করা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে যে দৃষ্টি ভংগীর যে পার্থক্য রয়েছে তার ফলে উপজাতি যুব সমিতি বঞ্চিত হয়ে কংগ্রেস (আই) বাজেটকে সমর্থন করে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিষয়ে ভর্ত্তুকী দিচ্ছেন দেশের বড়লোকদের আর আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ভর্ত্তুকী দিচ্ছেন ছোট কৃষকদের সাহায্য করার জন্য ভর্ত্তুকী দিচ্ছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যখন দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিশ্রুতি যখন কোনটাই টিকছেনা তখন তিনি মানুষের কথা বলার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করছেন আমরা দেখছি যে ভারতবর্ষের মানুষ যখন ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সংগঠিত হচ্ছে তখন সাধারণ মানুষের উপর অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তখন কেন্দ্রীয় সরকার মিসা— যে মিসা প্রয়োগ করা হবেনা বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ যখন সংগ্রামী মনোভাব দেখাচ্ছেন তখন কেন্দ্রীয় সরকার ঐ বুর্জোয়া জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নাসা প্রভৃতি কালা কানুন প্রয়োগ করছেন। শুধু কি তাই কংগ্রেস (আই) শাসিত রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন ভাবে দমন পীড়ন করা হচ্ছে— শ্রমিকদের উপর, আর যারা তপশীল জাতি এবং উপজাতি তাদের উপর বিভিন্ন ভাবে দমন পীড়ন করা হচ্ছে। আর এখানে বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের বিভিন্ন দাবিগুলি সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নিয়ে তাদের শিক্ষা, তাদের চাকরীর কোটা পূরনের ক্ষেত্রে তাদের যে কোটা সেটা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আজকে আমি অবাক হই যে দ্রাউ বাবুরা বামফ্রন্ট সরকারের সেই সব চেষ্টাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছেন। ভারতবর্ষের কংগ্রেস (আই) শাসিত কোন রাজ্যেই সংরক্ষণের নীতি পুরাপুরি মানা হচ্ছে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি যে আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য আসামে আইন শৃঙ্খলা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। সেখানে আজকে দাঙ্গা এবং বিদেশী বিতারণের নামে আন্দোলন চলছে এবং সেখানে আজকে সন্ত্রাস চলছে। আমাদের রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাটি আসামের উপর দিয়ে চলাচল করছে। সেজন্য ত্রিপুরার মানুষকে বিভিন্ন ভাবে অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। কংগ্রেস (আই) রাজ্যগুলিতে আজকে সন্ত্রাস এবং দাঙ্গা চলছে। এমন কি দিল্লীতেও সব সময় ডাকাতি হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে সেখানে কংগ্রেস (আই)র নেতাদের সেই সব ডাকাতির জন্য গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা কি দেখছি? লক্ষ করছি উপজাতী যুব সমিতির যারা সমর্থক, যারা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনে হেরে গেছেন তারা এখন আরও মরিয়া

হয়ে উঠেছেন। তারা বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে বন্দরে ডাকাতি করছে, খুন রাহাজানি করছে। এই সীমান্ত এলাকায় আমরা চারিদিক থেকে বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু সেখানে বাংলাদেশে যেহেতু আমাদের মত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেখানে নেই, সেখানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সক্রিয় সেইজন্য তারা আমাদের এখানের উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে এবং মিশে আমাদের রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমস্যা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। তাই উপজাতী যুব সমিতির মাননীয় সদস্যদেরকে আমি অনুরোধ করছি এই রাজ্যের মধ্যে পাহাড়ে বন্দরে খুন, ডাকাতি থেকে বিরত থাকুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কি শিক্ষা, কি জলসেচ সমস্ত দপ্তরে বামফ্রন্ট সরকারের চার বছরের কাজের সঙ্গে যদি বিগত কংগ্রেস সরকারের ৩০ বছরের কাজের তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে বামফ্রন্টের দিকেই পাল্লা ভারি হবে। এই বামফ্রন্ট সরকার গত চার বছরে ২৩ হাজার লোক কে চাকুরী দিয়েছে। ১৩ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে যেটা বিগত কংগ্রেস সরকার ৩০ বছরেও করতে পারে নি। কংগ্রেসের আমলে কালাধলা বলে একটা প্রবাদ আছে, সেখানে একটা পড়তা ছিল, একটা চাকুরী পেতে হলে হাজার হাজার টাকা ঘোষ দিতে হত। কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে ২৩ হাজার লোকের চাকুরী হয়েছে, সেখানে একটা দৃষ্টান্ত নাই যে কাউকে ঘোষ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানের প্রশাসন কংগ্রেসী রাজত্বের একটা ধার করা প্রশাসন। কাজেই সেই প্রশাসন যন্ত্র কোন অবস্থাতেই নির্মল হতে পারে না, এটা হয়তো ধারণাও করা যায় না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দুর্নিতী অনেকটা দমন করা সম্ভব হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের রাজ্যের বরাদ্দ ছাঁটাই করছেন এবং বলছেন যে রাজ্যের মধ্যে সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। ৩০ বছর ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ছিল। সেই ৩০ বছরের মধ্যে শিল্প ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে বা অন্য কোন ক্ষেত্রে তার স্থায়ী কোন সম্পদ সৃষ্টি করতে পারেন নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার প্রতিটি পঞ্চায়েতকে সেখানে ক্ষমতা দিয়েছে এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বাজার উন্নয়ন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আয় বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করেছেন। সেখানে মানুষ যাতে ঋণ পেতে পারে তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। রাবার চাষ, সামাজিক বনায়ন, মুর্গির চাষ এবং চাষের মধ্যে দিয়ে সম্পদ বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছেন। শিল্পের ক্ষেত্রে, এই বামফ্রন্ট সরকার জুট মিলে উৎপাদন বৃদ্ধি সুরু করেছে এবং বামফ্রন্ট সরকার চেয়েছিল কাগজ কলের মাধ্যমে এখানে সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আবার তাতে অনীহা। এইখানে রেল সম্প্রসারণ না হওয়ার ফলে শিল্পজাত দ্রব্য উপযুক্ত বাজার পাচ্ছে না। সেই জন্য রেল লাইন ত্রিপুরার একটা জরুরী দাবী কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন অছিলায় সেটা মানছেন না। বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে সেখানে রেলের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে কি চুক্তি হয়েছে? চুক্তি হয়েছে যে যেখানে রেল সম্প্রসারণ করলে লাভ হবে না সেখানে রেল সম্প্রসারণ হবে না। কিন্তু রেলের সম্প্রসারন না হওয়ার জন্য এখানে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এখন লালের ভয়ে আতংকিত। আমরা এখানে কর্মচারীদেরকে ধর্মঘটের অধিকার দিয়েছি, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ এখানে আনদোলন করছে। কিন্তু উপজাতী যুব সমিতি দেখছি সমন্বয় কমিটির বিরুদ্ধে লেগে আছে। আজকে সমন্বয় কমিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নিতীর বিরুদ্ধে এখানে সংগ্রাম করে

আসছে। কিন্তু আমরা বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীতে বাধা সৃষ্টি করছেন। সেই ক্ষেত্রে সমন্বয় কমিটি বামফ্রন্ট কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই কর্মসূচী রূপায়নে সরকারকে সাহায্য করছে।

বামফ্রন্ট সরকারের কাজ কর্মকে যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া যায় তার জন্য ত্রিপুরা কর্মচারী সমিতির সহায়তায় হাত নিয়ে কাজ করছেন। যেহেতু বিগত নির্ব্বাচনে যারা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতির ইতিহাস থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছেন তারা রাজনীতির মঞ্চে হাবুডুবু খাচ্ছেন কাজে কাজেই তাঁরা এসব কাজ সহ্য করতে পারছেন না। বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারী-দের ধর্ম্মঘটের অধিকার দিচ্ছেন। কিন্তু অপর দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কেন্দ্রীয় সরকার বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করতে না পেরে আজকে দিশেহারা হয়ে নানা অগণতান্ত্রিক কালা কানুন সৃষ্টি করছেন। শুধু কি তাই, আজকে নির্ব্বাচন করতে ইন্দিরা কংগ্রেস ভয় পাচ্ছে। আমরা দেখেছি, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস অংশ নেয় নি। অবশ্য ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতিকে সাহায্য করার জন্যই নির্ব্বাচন বয়কট। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি, পশ্চিমবাংলার সরকার যখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আর একটা নিবাচন করতে আগ্রহী তখন তাঁরা ভুয়া ভোটার তালিকার অভিযোগ তুলে নির্ব্বাচন থেকে সরে যেতে পথ খুঁজছেন। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় যখন বাম শক্তি এগিয়ে যাচ্ছে যেমন আসামে আমরা দেখেছি বাম শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও সেখানে তাঁদের সরকার গড়ার সুযোগ দেওয়া হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের দাবী নস্যাৎ করে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার একটি একটি করে অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এরই পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি সংখ্যালঘু সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্পীকারের কাষ্টিং ভোট এবং আরো কত রকমের কৌশল করে সেখানে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। একটা সংখ্যালঘু সরকারের টিকিয়ে রাখা কি গণতন্ত্র? আমি বলতে চাই, গণতন্ত্রকে হত্যা করার যে অপচেষ্টা চলছে তার বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করেছি, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে নূতন করে মানুষের জন্য অন্ধ ভাতা, বার্দ্ধক্য ভাতা, পঙ্গু ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব উন্নয়নমূলক কাজ যে সব সোসাল ওয়েল ফেয়ার দপ্তর করছে তখন এই সব দপ্তর অকেজো অবস্থায় বসে থাকত। আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাদের কাজ দিয়ে সেইখানে নূতন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। আমি এই কথা বলতে চাই, বিশালগড় ব্লকে আমরা দেখেছি, উপজাতি যুব সমিতির গাঁও প্রধানকে বার্দ্ধক্য ভাতার জন্য বার বার বলা সত্ত্বেও নাম পাঠায় নি। কারণ, বৃদ্ধরা উপজাতি যুব সমিতি করবে না কাজেই তাদের নাম পাঠিয়ে দরকার নেই। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার অন্ধদের, বৃদ্ধদের ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে আর একটি জিনিসের কথা বলতে চাই, এন. আর. পি. এবং এস. আর. পি. কাজের কথা। আগে ছিল ফুড ফর ওয়ার্ক। যা গ্রামের মধ্যে উন্নয়ন-মুলক কাজের ব্যাপক প্রসার করা হয়েছিল এবং অনাহারে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু ইন্দিরা সরকার ক্ষমতায় এসে হঠাৎ করে তার নাম পাল্টে দিয়ে করলেন এন. আর. পি.। অর্থাৎ জাতীয় কর্ম বিনিয়োগ প্রকল্প। নামটিই যা গালভরা। কাজের কাজ কিছুই নয়। অবশ্য নামই পরিবর্তন শুধু করেন নি সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষ যাতে কাজ করতে না পারে সেটাও পাকাপোক্ত ভাবে করছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী হিসাব দিয়ে বলেছেন ১৯৮০-৮১

সালে যেখানে ১০ লক্ষ টন ছিল বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে ৪০,০০০ টন করা হয়েছে। কাজেই এ থেকে ত্রিপুরা কত পাবে তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যাতে এরই মধ্যে সামাল দিতে পারে তার জন্য এস. আর. পি. নামে কাজ সৃষ্টি করছে গ্রামের মানুষকে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। বিগত ৪ বছরে ত্রিপুরার অগ্রগতি দেখে রাজ্যে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার কায়েম করার একটি শ্লোগান উঠেছে। এই ভূমিকা এই বাজেটের উপর আরো বেশী প্রকট হবে বলে আশা করছি। এই বলেই বক্তব্য শেষ করছি।

॥ ইনক্লাব জিন্দাবাদ ॥

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন সেই বাজেট অত্যন্ত সাধারণ মানুষের, গ্রামের গরীব মানুষের কথা ভেবেই রচনা করা হয়েছে এটা আমি লক্ষ্য করেছি। আমি আরো লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংস্থান রাখা হয়েছে তা খুবই প্রয়োজনীয় সংস্থান এগুলি মুখ্যমন্ত্রী বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন। আমরা সারা ভারতবর্ষের পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছি এবং তাতে বুঝতে পারছি, অর্থনীতির যে বিপর্যয়কর অবস্থা তা থেকে ত্রিপুরাও বাদ যায় নি। ত্রিপুরায় এই অর্থনীতির বিপর্যয় রোধ করা যাবে এই কল্পনাও অবাস্তব। কারণ যেখানে শোষণ সারা ভারতবর্ষে চলছে, সেখানে কেন্দ্রীয় বাজেট রচনা করার সময় শোষণের ভিত্তিকে আরো সুদৃঢ় করে তোলা হয় সেখানে রাজ্য বাজেট শোষণ থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া যাবে সেই কল্পনা করা চলে না। আর্থিক যে ব্যবস্থা গুলি আছে সেগুলির মধ্যে কতদূর সাধারণ মানুষের কাজ করা যেতে পারে তার নির্ণয় করেই রাজ্য বাজেট করা হয়েছে। আমরা দেখি যে, কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে যখন দমনমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি নিচ্ছেন, যা বাজেট ভাষণে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় অর্থনীতিকে আরো দুর্ব্বলতর করে তুলে দেওয়া এবং সম্পূর্ণ বিপর্যয় সাধারণ মানুষের মাথায় ফেলে দেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে ত্রিপুরার অর্থনীতিতে আরো বিপর্যয় হয়ে গেছে। আজকে ত ভারতবর্ষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। কখনো অতি বৃষ্টি কখনো অনাবৃষ্টি। এই অতি বৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টির দরুন বজেট বরাদ্দ এদিক সেদিক হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষ এখনও তার থেকে মুক্ত হয় নি। এই অবস্থায় কৃষকের ফসলকে যাতে সুনিশ্চিত করা যেতে পারে সেই ধরণের ব্যবস্থাও নেওয়া হয় নি।

এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্য তা করতে পারবে সে কথা ভাবা যায় না। কিন্তু সুযোগ যদি থাকে তাহলে সে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যাতে কাজ করা যায় সে দিকে বামফ্রন্ট সরকার লক্ষ্য রাখছেন এবং তা আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করছি। বামফ্রন্ট সরকার সেচপ্রকল্প সম্প্রসারণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন। ফলে গ্রামের গরীব জনসাধারণ কিছুটা উপকৃত হয়েছেন এবং ফসল ঘরে তোলার কাজে তারা কিছুটা শক্তি নিয়োগ করতে পারছেনা যদিও আমরা জানি যে এই সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে করা যায় নি। আমরা দেখেছি বিগত বছর গুলিতে বন্যা গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যেতো, সেচের কোন ব্যবস্থা বিগত দিনগুলিতে ছিল না বলেই চলে। যে সাময়িক বাঁধ দেওয়া হত সেগুলিও কোন কার্য্যকরী ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকারে

আসার পর এই সমস্ত সমস্যা গুলির অনেক সমাধান করছে। যদিও আমরা জানি যে ত্রিপুরার বাজেট দিয়ে সম্পূর্ণ ত্রিপুরাকে সেচের আওতায় আনা বা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক বড় বড় প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বাজেটে রাখা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে আমাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদিগকে প্রয়োজন মত অর্থ বরাদ্দ করে না বা আমাদের যে দাবী সে দাবীকেও কেন্দ্রীয় সরকার ছেটে দেন। ফলে যে কোন প্রকল্পই আমরা গ্রহণ করিনা কেন সেগুলি কোন-মতেই সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে পারি না অর্থাভাবে। স্যার, বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে চিকিৎসা বিষয়ে যে অব্যবস্থা ছিল, তা থেকে এক উল্লেখ যোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আজকে চিকিৎসালয়গুলিকে সুষ্ঠ ভাবে চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন, জেলা হাসপাতালগুলিকে উন্নতির স্তরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহকুমা হাসপাতালগুলির প্রতি আরও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কার্যত তা হচ্ছে না। শয্যা সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ছিল, সেগুলি রোগীর তুলনায় অপ্রতুল। কোথাও এক্সরে মেসিন নাই, এক্সরে মেসিন থাকলে সেগুলি চলে না, কোথাও এক্সরে প্লেট নাই। মুমূর্ষ রোগীকে মাটিতে ফেলে রাখতে হয়, সঠিক ভাবে রোগীকে ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করা হয় না। কোথাও রেফ্রি-জারেটের ব্যবস্থা পর্যন্ত নাই বা থাকলেও সেগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। কুকুরে বা শিয়ালে কামড়ালে যে ইনজেকশান দেওয়া হয় সেগুলিকে রেফ্রিজারেটারে রাখতে হয়। কিন্তু রেফ্রিজারেটারের অভাবে সেগুলিকে সঠিক ভাবে রাখা যাচ্ছে না। অর্থের অপ্রতুলতার জন্যই এ সমস্ত কাজ গুলি করা যাচ্ছে না। আবার কোথাও ব্যবস্থার জন্যও বাজেটের টাকা খরচ করা যাচ্ছে না। বাজেট প্রনয়ণ করে, বাজেটে টাকা ধরাই বড় কথা নয়, সে টাকা যাতে সঠিক ভাবে এবং সুষ্ঠ ভাবে রূপায়িত হয় সে দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। স্যার, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরার শিক্ষাক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে সেটাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। শিক্ষক প্রচুর পরিমাণে নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগে যে নীতিগুলি গ্রহণ হয়েছে সিনিয়ারিটি কাম নাড়ি, তার প্রতিই বেশীর ভাগ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। যদিও অনেক স্কুলে শিক্ষক অপ্রতুল রয়েগেছে, সেই অপ্রতুলতা কাটানোর জন্য বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ভিত্তি ঘোষণা করেছিলেন সেই ভিত্তিকেই অবলম্বন করে আরও শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা করছেন। অনেক স্কুলে ঘরবাড়ী ছিল না, সেই সমস্ত স্কুলে ঘর বাড়ী তৈয়ার করা হয়েছে, ছাত্র ভর্তির হার বেড়েছে বহুলাংশে। স্যার, প্রতি বৎসরই ছাত্র ভর্তির একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিত যেমন, প্রাথমিক স্তর, ক্লাস সিক্স, মাধ্যমিক স্তর এবং ১২ ক্লাসের স্তরে। ধর্মনগর সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখেছি ক্লাস সিক্সে ভর্তির একটা বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। তখন হেড মাষ্টার বা হেড মিষ্ট্রেস কোন কোন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদিগকে গুঁজে দেন। আমি গুঁজে দেওয়াই বলব। কারণ ছাত্র সংখ্যার তুলনায় তাদের বসার স্থান সংকুলান অপর্যাপ্ত। এই সমস্যা থেকে উত্তরণ হতে গেলে আরও রুম বাড়াতে হবে, সেই রুম এক্সটেনশান করতে গেলে যে পরিমাণ আর্থিক সংস্থান প্রয়োজন তা থেকে আমরা পিছিয়ে পড়ে আছি। স্যার, আমরা দেখেছি বিভিন্ন স্কুলকে আপগ্রেড করা হচ্ছে। কিন্তু তাতেও সমস্যার ঠিক মতন সমাধান হচ্ছে না। সমস্যাগুলি পুরোপুরী মাত্রার

রয়ে যাচ্ছে। স্যার, খেলা ধুলার প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মহকুমায় প্রতিটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যাতে খেলা ধুলার সুযোগ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্যার, উত্তর ত্রিপুরায় কৈলাসহরে সুপারইনটেনডেন্ট অব ফিজিক্যাল এডুকেশন-এর একটা অফিস ধর্মনগরে ছিল সেটাকে কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ করে দেওয়া হল। ফলে ছাত্রছাত্রীরা ফিজিক্যাল এডুকেশানের মাধ্যমে খেলা ধুলার যে সুযোগ পেত সে সুযোগটা তারা আর পাচ্ছে না আগের মত। এমন ধরণের ব্যবস্থা আমরা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি। আমরা দেখেছি যে সমস্ত অফিসাররা এই কাজগুলি দেখা শুনা করেন তারা সঠিক ভাবে প্রতিটি স্থানে অবস্থা ভাল ভাবে বিবেচনা করে সেই সব কাজগুলি করবেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যখন কিছু গোলমাল দেখা দেয় তখন আমরা দেখি যে সেই অঞ্চলের অগ্রগতি বা উন্নয়ন নানাভাবে ব্যহত হয়ে পড়ে। এটা অত্যন্ত সত্যি কথা যে অফিসারেরা সরকারের যে নীতি, সে নীতি অনুযায়ী কাজ গুলি রূপায়নের চেষ্টা করেন তাহলে কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তা তারা করেন না। আমি দেখেছি লীগেল এইড গরীবদের দেওয়ার কথা। আমি ধর্মনগরের অবস্থা সম্পর্কে বলছি। সেখানে লীগেল এইডের একটা কমিটি আছে। সেই কমিটি যে সমস্ত গরীব মানুষ সাহায্য প্রার্থনা করে দরখাস্ত করেছিলেন, তাদের সাহায্য দানের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে দেখা গেল যে কোন এক অজ্ঞাত কারণে এস. ডি. ও সাহেব সেগুলিকে আটকিয়ে দিলেন। এক পয়সাও কাউকে দেন নি। তিনি বললেন যে রুলসের মধ্যে নানা রকমের গোলমাল রয়ে গেছে। তিনি টাকা দিতে পারবেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে লীগেল এইড কমিটি যে সমস্ত গরীবদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে সাহায্য দানের সুপারিশ করেছিলেন, সে টাকা তাদের হাতে গিয়ে পৌছাচ্ছে না। এই ধরণের অব্যবস্থা যদি কোথাও থাকে তাহলে একদিকে যেমন সে টাকা খরচ করা যাবে না, তেমনি যাদের জন্য এই অর্থের সংস্থান সেই গরীব লোকের সাহায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। স্যার, দমন পীড়ন চালিয়ে সাধারণ মানুষকে খুব বেশীদিন দাবিয়ে রাখা যাবে না, যায়ও না। আমরা দেখেছি কোন কোন অফিসারদের মধ্যে এই ধরণের মনোভাব এখনও সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান। কারণ এই বিধান সভায় আমি এই কথা উল্লেখ করতে চাই এই জন্য যে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দেখুন ধর্মনগরে কি হয়েছে। সেখানে শিক্ষক কর্মচারী এমন কি স্থানীয় বিধায়কদের বিরুদ্ধে এক ডজন মামলা ঝুলছে। আমি বলছি কে অপরাধী তার সুষ্ঠ তদন্ত করা হোক। সেই জন্য নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কে অপরাধী, কে নিরপরাধী নির্ণয়ের আগে ইচ্ছামতন দমন মূলক ব্যবস্থা চালিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই একটা সুষ্ঠ আবহাওয়া বজায় রাখা যায় না। সুষ্ঠ আবহাওয়া বজায় রাখতে হলে যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন বলেই আমি মনে করি।

আমরা এইটুকু চাই যে, বামফ্রন্ট সরকার যে কাজগুলি রূপায়িত করতে চান এবং যে অর্থের সংস্থান বিভিন্ন ক্ষেত্রে করতে চান সেই সংস্থান অনুযায়ী কাজগুলি যেন সঠিকভাবে রূপায়িত হয়। কারণ কাজগুলি যদি সঠিকভাবে রূপায়িত না হয় এবং অর্থের সংস্থান করতে যদি বিলম্বিত হয় তাহলে সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ এবং দুর্ভাগ্রস্ত হবে সাধারন মানুষ। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বামফ্রন্ট সরকার মেনে নিতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় সরকার যে দুর্নীতি

চালিয়ে যেতে চাইছেন আমরা সেটা কমানোর জন্য এই সব ব্যবস্থা করছি। আমরা দেখেছি গ্রামীন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিশ্চয়ই গ্রহন করেছেন। গ্রামীন সংস্কৃতিকে উন্নতি করার জন্য লোকরঞ্জন শাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন লোকরঞ্জন শাখাগুলি তৈরী করে এই শাখাগুলিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং রেডিও-র মাধ্যমে প্রচারের মধ্য দিয়ে আত্ম বিকাশের যে পথ সেই পথকে আমরা প্রশস্ত করে দিয়েছি। আমরা লক্ষ্য করেছি অগ্রগতিমূলক এবং উন্নতিমূলক বিভিন্ন কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য তাদের যে প্রয়াস সেই প্রয়াসকে সমর্থন করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার লক্ষনীয় ভাবে ত্রিপুরার নিপীড়িত, অবহেলিত, শোষিত এবং লাঞ্ছিত জনগনের পাশে দাড়াবার চেষ্টা করছেন। মানুষ যাতে সুস্থ এবং স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য ও বামফ্রন্ট সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সমস্ত দিক বিবেচনা করেই বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮২-৮৩ সালের বাজেট রচনা করেছেন। বাজেটের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, যে সমস্ত অর্থের সংস্থান চাওয়া হয়েছে এবং উন্নতির স্বার্থে যেগুলি চাওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজগুলি সম্পন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। শহরের মধ্যে ওয়াটার সাপ্লাই আছে। কিন্তু অনেক গ্রামে জলের জন্য ভীষণ অসুবিধা ভোগ করতে হয় কাজেই গ্রামীন জলসরবাহের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাগুলি দূর করবার জন্য গ্রামীন জলসরবরাহ রূপায়নের ক্ষেত্রে লক্ষনীয় ভূমিকা গ্রহন করা হয়েছে এই জিনিষগুলি আমরা লক্ষ্য করছি। তবে মনে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে আরও দ্রুত এবং বলিষ্ঠ উদ্যোগ নেবার প্রয়োজন আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই কারনে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, ধর্মনগর শহরে ওয়াটার সাপ্লাই যেটা ডিপ-টিউব ওয়েল থেকে তৈরী করা হয়েছে এটার সঠিক পরম-আয়ু কত দিন আমরা বলতে পারি না কারন ৪।৫ মাস পরও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যাতে ধর্মনগর শহরে জুরী নদীকে সোর্স করে ওয়াটার সপ্লাইকে তরান্বিত করা যায় তার জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কাছে লেখাপড়া করা হচ্ছে কিন্তু কাজ খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। যদি ডিপটিউব ওয়েলের উপর নির্ভর করা যায় তাহলে খুব বেশী দিন এই ওয়াটার সাপ্লাই চালু রাখা যাবে না। যে সমস্ত গ্রামে ধর্মনগরের মতো ওয়াটার সপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে সেই সব শহরগুলির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করার প্রয়োজন আছে। তার ফলে বিভিন্ন শহরে জলের অসুবিধা দূর করা সম্ভব হবে। বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীন জলসরবরাহের অসুবিধার কথা ভেবেই যেসব অসুবিধাগুলি আছে সেগুলি দূর কি করে করা যায় তার জন্যই বিভিন্ন ব্যবস্থা গহন করছেন। এই বাজেটের মধ্যে পে কমিশনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য নূতন বেতন বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে পে কমিশনের গঠন করা হয়েছে সেটা এখন সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পে-কমিশনের রায় দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থের সংস্থান চাওয়া হয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের পে-কমিশন অনুযায়ী বেতন এবং কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মতো ডি. এ দিতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন হবে সেটা আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের যে আর্থিক অবস্থা তার দ্বারা সংকুলান করা সম্ভব নয়। এখন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এই প্রশ্নের কোন ইতিবাচক উত্তর আসে নি। এই সমস্ত দায়-দায়িত্বের কথা বাজেটর মধ্যেও উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এইগুলি তারা এখন খতিয়ে দেখছেন এবং নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী স্তরে তাঁরা সেটা জনসাধারনের

সামনে তুলে ধরবেন কিন্তু যে কথা এই বাজেটের মধ্যে উল্লেখ আছে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের জন্যই নয়, সারা ভারতবর্ষে যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মতো ক্ষুদ্র রাজ্য আছে সে সমস্ত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকেই সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা দেখেছি সাধারণ মানুষ কিভাবে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষগুলির জন্য অসুবিধা ভোগ করছেন কারন জিনিষপত্রের দাম কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বাড়িয়ে চলছেন সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বহন করা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। তাই যাতে ভর্ত্তুকি দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য জিনিষগুলি সাধারণ মানুষ পেতে পারে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ভর্ত্তুকি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা লক্ষ্য করছি সেই জায়গায় আজকে পরোক্ষ কর বাড়িয়ে দিয়ে প্রত্যক্ষ কর কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এই সঙ্গে আমরা এটাও লক্ষ্য করছি যে এই পরোক্ষ কর বাড়ানের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যাতে আন্দোলন করতে না পারেন তার জন্য এন.এস.এ., নাসা ইত্যাদির সাধারন মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাধারন মানুষ এইরূপ অস্ত্রের ব্যবহার আগেও দেখেছেন। কিন্তু সাধারন মানুষ এই অস্ত্রের জন্য ভয় করেন না তার প্রমানও ভারতবর্ষের মানুষ রাখতে পেরেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এটা জানেন যে বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে বামফ্রন্ট সরকার পাশে এসে দাড়াবেন এবং সাধারণ মানুষের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বামফ্রন্ট সরকারও দাবী আদায়ের জন্য চেষ্টা করে যাবেন। এই বাজেট ভাষনের মধ্যে আমরা দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত দিক বিবেচনা করেই এই বাজেট রচনা করেছেন এবং ভারতবর্ষের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষন করে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বাজেট রচনা করেছেন। এই বাজেটে গরীব মানুষের কিছুটা উপকার হবে ঠিকই, কিছুটা আশার আলো দেখতে পাবেন ঠিক কিন্তু শোষণ থেকে সম্পূর্ণভাবে তারা মুক্তি পাবে না। আমরা দেখি মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যসূচক ব্যাপারে যে পরিবর্ত্তন কেন্দ্রীয় সরকার এনেছেন তাতে ত্রিপুরার মানুষ জর্জরিত হবে। ত্রিপুরার সেই জর্জরিত মানুষ কিছুটা আলোর একটা সূক্ষ্ম রেশমাত্র পেতে পারেন বামফ্রন্টের এই বাজেটের মধ্যে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাবে না। কারণ রাজ্য সরকারের ক্ষমতা সীমিত। ভারতবর্ষের অর্থনীতির ব্যবস্থা দেখেই ত্রিপুরা সরকার কাজ করে চলেছে। কিছুটা সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন ত্রিপুরার মানুষ। এই বাজেটে ত্রিপুরার জনগণ সামনে এগিয়ে চলার একটা পথ পেতে পাবেন। ত্রিপুরার জনগন তার প্রাপ্য অর্থ, তার প্রাপ্য দাবী আদায় করার একটা পথ পেয়েছেন, এই ইঙ্গিতটা এই বাজেটের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই অধিবেশনে যে ৮২-৮৩ সনের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এই বাজেট বামফ্রন্ট সরকারের ৫ বৎসর কার্যকালের শেষ বাজেট প্রণয়ন। এই পর্যন্ত আমরা ৬টা

বাজেট করেছি। এই ৪ বৎসরের বাজেটগুলিতে ত্রিপুরায় যে-কি অগ্রগতি হয়েছে সেটাও এই বাজেট বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেছেন। এই অগ্রগতিকে ব্যাহত করার জন্য অনেক প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা তা পারে নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েও তা উন্নয়নমূলক কাজকে বাস্তবায়িত করেছেন। এই বাজেট বক্তৃতায় তার প্রতিফলন ঘটেছে। যদিও বিরোধী দলের সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং এই বাজেটকে গতানুগতিক বাজেট বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন এই বাজেট গরীব মানুষের কোন উপকার করতে পারবে না। এই বাজেট ভাষনে যে জিনিষটার প্রতিফলন ঘটেছে, ত্রিপুরার জনগণ সেটা ঠিকই বুঝে নেবে আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্টের অগ্রগতিমূলক কাজে কিভাবে চারিদিক থেকে বাধা এসেছিল। যখন বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন থেকেই এই সরকার তার অগ্রগতিমূলক আরম্ভ করছে। খুব সম্ভবতঃ ৭৮ এর প্রথম সপ্তাহে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তখন থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল যে চক্রগুলি আছে, অর্থাৎ গত ৩০ বৎসর ধরে যারা শাসন করে আসছিল, তারা ভেবেছিল, এতদিন ধরে তারা যে জনগণকে অন্ধকার রেখেছিল তারা আর আলোর দেখা পাবে না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের সমস্ত প্রয়াসকে, তাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরার জনগণ আজ আশার আলো দেখতে পেয়েছে, তারা আজ প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখোস চিনতে পেরেছে। ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন করার পর যখন তারা জনগণের কল্যাণমূলক কাজগুলি তারা হাতে নিল, তখন উপর মহল পর্যন্ত অর্থাৎ ঐ কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কারণ তাদের এতদিনকার অপকর্মগুলি ত্রিপুরার জনগণের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে। কাজেই এই কাজকে বাধা দেবার জন্য দিল্লীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এখানকার প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে পরামর্শ দিয়েছিল, বামফ্রন্টের কল্যাণমূলক কাজকর্মকে ব্যহত করার জন্য অনেক বাধার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে বামফ্রন্ট সরকার তার কল্যাণমুখী কাজগুলি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তা আমরা এই বাজেটের মধ্যে পরিষ্কার দেখতে পাই। প্রতিক্রিয়াশীল চক্ররা চেয়েছিল এখানে রাষ্ট্রপতি শাসনের জারী করার যদি একটা ব্যবস্থা করা যায় তাহলে পরে আবার তারা গদীতে আসতে পারবে। যার ফলস্বরূপ জুনের দাঙ্গা। কিন্তু না, ত্রিপুরার জনগণ তা দেয় নি। ত্রিপুরার জনগণ বুঝতে পেরেছে কে এই দাঙ্গার জন্য দায়ী? এই রকম অসংখ্য অসংখ্য রকমের বাধা অতিক্রম করে বামফ্রন্ট সরকার তার জনকল্যাণমুখী কাজগুলি করে চলেছে। বর্ত্তমান এই বাজেট ঐ প্রতিক্রিয়াশীলদের হটানোর বাজেট। এই বাজেট উপজাতি যুবসমিতিকে হটানোর বাজেট। কারণ এই বাজেটের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল চক্ররা একমত হতে পারে না। কারণ এখানে জনগণের কাছ থেকে শোষণ করার কোন দিক নেই। কাজেই এই বাজেটে কোন দিক দিয়েই গতানুগতিক নয়। এই বাজেটের দ্বারা জনগণ শোষণের হাত থেকে কিছুটা মুক্তি পাবে। ঐ প্রতিক্রিয়াশীল চক্ররা ৩০ বৎসর ধরে শোষণ নীতি চালিয়েও তারা ক্ষান্ত হতে চায় না। কিন্তু জনগণ ৩০ বৎসরের ঐ শোষণ তান্ত্রিক এক রাজত্ব আবার ফিরে আসুক তা চায় না। তারা চায় না এই রাজত্বটা রাক্ষসের হাতে ফিরে যাক। যে রাজ্যগুলিতে ইন্দিরা পরিচালনাধীন দলগুলি শাসন করছে, তার দিকে তাকালেই বুঝা যায় তারা কিভাবে জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যে

জনগণের উপর ১ পয়সাও ট্যাক্স চাপানো হয়নি। কাজেই এই বাজেটকে কিছুতেই গতানুগতিক বলা যায় না। এই বাজেট গরীব মানুষের পক্ষে কল্যাণকর বাজেট।

আজকে বিরোধী সদস্যদের পছন্দ হচ্ছে না আমাদের বাজেট কারণ বামফ্রন্টের বাজেটের কাছে যে তারা বার বার হেরে যাচ্ছেন। যেমন ত্রিপুরা রাজ্যে যে খরা পরিস্থিতি গেছে, তাতে বিরোধী নেতাদের একমাত্র বক্তব্য ছিল যে, ত্রিপুরা মরায় মরায় ছেয়ে যাবে, কিন্তু দেখা গেল মরায় মরায় ছেয়ে যাওয়াতো দূরের কথা, বামফ্রন্ট সরকারের পরিচালনায় দক্ষতায় ত্রিপুরার মানুষ নূতন করে জীবনের স্বাদ পেয়েছে। ওরা নূতন উদ্দিপনায় মেতে উঠেছে। আর আমার মনে হয় এই জন্যই বিরোধী নেতাদের বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট পছন্দ হয় না। বিরোধী নেতাদের বক্তব্য জুমিয়ারা না খেয়ে মারা যাচ্ছে, কিন্তু আমরা দেখছি যে তারা গত ৩০ বছরের তুলনায় গত চার বছর ধরে অনেক বেশী উন্নত ও সুষ্ঠভাবে জীবন যাপন করছে। তার পর বিরোধী নেতারা আরও বলেছেন যে, গ্রামাঞ্চলে না কি উন্নয়নমূলক কাজ কিছুই হচ্ছে না, তা আমি ওনাদের অনুরোধ করব যে আপনারা বি. ডি. সি গুলির সঙ্গে একটু যোগাযোগ করুন। কারণ গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজের পর্যবেক্ষন করেন ওরাই। আর তাহলেই বুঝতে পারবেন যে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামাঞ্চলের জন্য কি করছেন। তারপর বিরোধী নেতারা স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য এই বিধানসভাতে কত হইচই করছেন, আমাদের এই সরকার তাদের আখাঙ্কিত সেই স্বশাসিত জেলা পরিষদও গঠন করে দিয়েছেন. আমি মনে করি ভারতের ইতিহাসে এইটা একটা নজীর বিহীন ঘটনা। মানে ইতিহাসের বুকে আমরা একটা নজীর বিহীন ঘটনার সৃষ্টি করেছি। এবং এইজন্য বিরোধী সদস্যদের এই সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। অথচ তারা তা না হয়ে, বলছেন যে এই সরকার কিছুই করেন নি এবং এই সরকারের বাজেট আমাদের পছন্দ হয় নি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজকের বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে, ৫০ কোটি টাকা আমরা পেয়েছি এবং তাতে করে আমাদের তিন কোটি টাকার ঘাটতি রয়ে গেছে। আর আপনারা বলছেন যে, এই বাজেট এই তিন কোটি টাকার ঘাটতি পূরনের কোন উপায় দেখানো হয় নি। তার মানে আপনারা কি চান যে, মুখ্যমন্ত্রী বলুক যে আমি কর বৃদ্ধি করে গরীব জনগণের কাজ থেকে টাকা নিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করব। আর তাহলেই কি আপনারা বলবেন যে, এই বাজেট প্রগতিশীল বাজেট হয়েছে। আপনারা কি জানেন যে, ১৯৭৪-৭৫ এ এই বিধান সভায় একবার সুখময় বাবু আপনাদের মনের এই কথাটাই বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে খাজনা বাড়িয়ে ত্রিপুরার জনগণের কাছ থেকে আমরা এক কোটি টাকার ঘাটতি পূরণ করে নিয়েছি। আর আপনার ত্রিপুরার সমস্ত জনগণের মনের সেই কথাটি কি জানেন যে, কি কষ্ট করে সেদিন তাদেরকে এই বাড়তি খাজনা দিতে হয়েছিল ? আপনারা কি জানেন যে, কংগ্রেস আমলে জুম করার অপরাধে দেববর্মা মহিলাদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছিল, আর আজ তাদের দিকে চেয়ে দেখুন তারা বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারা কি ভাবে উপকৃত হয়েছে। আপনারা কি জানেন না যে আপনাদের মনোনীত ইন্দিরা সরকার জম্পুই হীলকে মিজোরামের সঙ্গে উপদ্রুত এলাকা হিসাবে ঘোষনা করতে চেয়েছিলেন, আর আমাদের এই সরকার তা করতে দেন নি, এসব কিছুই কি আপনাদের

চোখে পড়ে না। আপনারা কি চোখে চশমা লাগিয়ে আছেন। তার পর বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা কি আপনাদের চোখে পড়ে নি। ৬৯ সাল থেকে যে জমি ফেরত দেওয়ার কথা ছিল, এই বিধান সভায় বসে এই বামফ্রন্ট সরকার তা করেছেন, তা আপনারা-ওতো সুখময় কমিটিতে ছিলেন, বলুন দেখি তখন কত জমি কত জনকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল। আর আমার সরকারে এসে ১৬০০ জনকে জমি ফেরত দিয়েছি এবং ৯৫৯ জনকে পূণর্বাসন দিয়েছি। তারপর ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার অলিগলিতে প্রচুর রাস্তাঘাট তৈরী করে দিয়েছেন জনগণের সুবিধার্থে। আপনারাই বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার চার বছরে ৩০ হাজার চাকুরী দিয়েছেন। তাহলে আপনারাই বলুন যে বামফ্রন্ট সরকারের এই চাকুরী দেওয়াটা কি কম হয়েছে এবং কংগ্রেস সরকার ৩০ বছরে কয় জনের চাকুরী দিয়েছিল ? আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব তুলনামূলকভাবে এর হিসাবটা একটু করে নিতে, আর তাহলে বুঝবেন যে ত্রিপুরার বুকে বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব কতখানি। এত কিছু পরেও আপনারা বলছেন যে, এই বাজেট আপনাদের পছন্দ হয় নি এবং ত্রিপুরার গরীব জনগণের স্বার্থে এই বাজেট কোন কাজ করবে না। আসলে কি হয়েছে জানেন, বামফ্রন্ট সরকারের উন্নত ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের ফলে আজকে আপনারা আর জনগণের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। আর তারই জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কোন কিছুই আপনাদের পছন্দ হচ্ছে না। তা বামফ্রন্ট সরকার কি করছে তা চিন্তা করেইতো দিন কাটাচ্ছেন, কিন্তু ইন্দিরা সরকার কি করছে তা তো কই চিন্তা করছেন না ? গরীব জনগণের ঘাড়ে চাপানো এসমা, নাসা এগুলির কথাতো কথ আপনারা একবারও চিন্তা করছেন না। তা ছাড়া আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যটা একটা দ্বীপের মত জায়গায় অবস্থিত, এর তিন দিকেই রয়েছে পাকিস্থান, যার ফলে জিনিষ-পত্রের আমদানি রপ্তানির হাজার রকমের অসুবিধা, আর এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই বামফ্রন্ট সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে। তারপর কিছু দিন যাবত উগ্রপন্থীদের অত্যাচার ত্রিপুরার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আপনারাওতো এই কথাটা বলছেন কিন্তু বলুন দেখি কারা উগ্রপন্থী, কাদের অত্যাচারে আজ ত্রিপুরার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। উগ্রপন্থী নামে পরিচিত হওয়ার পরে তাকে দল থেকে সরিয়ে দিয়ে, ওরা আমার দলের লোক নয়, এই কথা বলেই আপনারা কি ভেবেছেন যে ত্রিপুরার জনগণের কাছ থেকে রেহাই পাবেন। এখনও সময় আছে নিজেদেরকে সংশোধিত করুন। তাহলেই আবার জনগণের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন। নিজেদের চরিত্রের সংশোধনের মাধ্যমে একটা সুনির্দিষ্ট লাইনে আসুন এবং বামফ্রন্ট সরকারের এই বাজেটকে সমর্থন করুন, এই অনুরোধ রেখে এবং এই বাজেটকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সর্ট ডিস্‌কাশন অন মেটারস্‌ অব্‌ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—সর্ট ডিস্‌কাশন অন্‌ মেটারস্‌ আর্জেন্ট পাবলিক ইম্‌পর্টেন্স"। আজকে কার্য্যসূচীতে একটি "সর্ট ডিস্‌কাশন নোটিশ" আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রাম কুমার দেববর্মা মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়নের সময়ে যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, তাদের পূর্ণর্বাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ত্রুটি সম্পর্কে"। আমি এখন মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করব উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

কক্-বরক

শ্রী রাম কুমার দেববর্মা :--মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে প্রস্তাব পেশ করেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

প্রস্তাবটি হল "ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়নের সময়ে যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তাদের পুনর্ব্বাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ত্রুটি সম্পর্কে"।

ডম্বুর জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনা করার পূর্বে থেকেই কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস সরকার রাইমা শর্মার যারা খাস দখলকারী জাতি উপজাতি অনেকেই জমি বন্দোবস্ত পায়নি। যে ডম্বুর জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনানি ছাকাংনি ছিমি ন' বাইমা শর্মানি পাহাড়ী ও বাঙালী যারা খাস দখল খীলাইওই তঙনাই-রগনি কংগ্রেস সরকার বন্দোবস্ত রীলিয়া। আবনি ফলে বরগ বন্দোবস্ত নাইওই অনেক বরগ গণ-দরখাস্ত খীলাইখা। কিন্তু যে কংগ্রেস সরকায় আব ডম্বুর জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা বাধ রীনানি ছাকাং বরগ আরম্ভ খীলাইখা বরগ ন উঠ্‌ক রীনানি বাগীই যে বাধ রীমানি সাথে সাথে বরগ-ন' ৯(নয়) নম্বর নোটিশ রীওই উঠ্‌ক রীনা ফুরু সি, আর. পি, পুলিশ তীয়াই অন্যায় অত্যাচার খীলাইমানি বরগনি উপর', আব' বুখুকবাই মানীই রগ কারিই মানয়া ছিনি-ন' বরগ ন' নক ছীবাইওই ছাওই প্রকাশ খীলাইনানি সম্ভবয়া। কারন এরকম অবস্থা নক বিছিং নি তুখুং রগ তান খীলাই নগরগ সগাই এই অবস্থায় বরগঅনেক বিভ্রান্ত অীংনানি কীলাইখা আর'। আ সময় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অমরপুর বিভাগীয় কমিটি এবং কৃষক সভা, গণমুক্তি পরিষদ, গণতান্ত্রিক নারী সমিতি, কৃষক সভা পাহাড়ী বাঙালী মিলিত ভাবে চাঙ আবনি হইতে বরগনি জোর জুলুম হইতে জনসাধারন-ন' রক্ষা খীলাইনানি বাগাই চাঙ আন্দোলন খীলাইখা, এবং অমরপুর গণ অবস্থান চাঙ খীলাইখা। এবং আব' বরগনি পুনর্বাসন মানানি, ব-ন সুযোগ মানানি বাগীই। কিন্তু কংগ্রেস সরকার বরগ ন পুনর্ব্বাসন রীলিয়া, আবনি ফলে বরগ তাবুক ফান' পুমর্ব্বাসন_মানছকয়া যে অনেক বাঙালী তাবুক ব এই যে রাজনগর' থাংগীই কিফিলওই থাংকা এবং আর' জলায়া -অ-ব তংগ। এবং আর' ত্রিপুরী, মগ, রিয়াং, চাকমা এবং বাঙালী সম্প্রদায় তাবুক ব অনেক জাগায় জাগায় যেমন জগবন্ধু পাড়া, রহস্যবাড়ী, রাইমা, জলায়া এবং করবুক, আ জাগারগ' তাবুক জানি জা অবস্থায় তংগ'। এবং বরগনি অবস্থা যুব হাময়া। বরগ আবতাইখে তংনা কীলাই অ। এবং বরগনি বাগীই কোন সুযোগ সুবিধা তিনি যে চিনি বামফ্রন্ট সরকার তাবুক ফান' বরগ ন সু বন্দোবস্ত খোলাই রীনানি সম্ভব অীংয়া থ। এবং চিনি তেইব পরিকল্পনা খীলাইনানি দরকার, রাঙনি অনেক দরকার। আ রাঙ যদি-ন কীরীই হানখে চাঙ আব রগন তেইব বাচি রীনানি সু ব্যবস্থা খীলাই মানয়া। যে আন্দোলননি ফলে বরগ যেখানে যেখানে পুনর্ব্বাসন রীমানি তাবুক ব বরগ-ন বাচিরীনা সম্ভব কীরীই থ। বরগ-ন, বাচি রীনা সম্ভব। হানখে চিনি তেইব বাজেট বাংরীনা নাংগানা আনি ধারণা। কারণ যে উন্নতি খীলাইনানি হানাই থাংকা হানখে অনেক জাগা অ-ন চাঙ বরগনি উপকার খীলাইনানি নাংনাই। কারণ আয়' বাঁধ থেমানি ফলে তাবুক তাম' অীংখা আর? রাঙ বিশেষ করে দরকার ছামানি-ন, যে

রহস্যবাড়ী হইতে গণ্ডাছড়া নাই নানি তাই ছাড়া কিছু কারাই। পাহাড়নি যে রাস্তা খালাই-ওই যে থাংকা হানখে রহস্যবাড়ী হইতে রতন নগর। রতন নগর হইতে দলপতি খালাইওই কাইনানি লামা খালাই রীয়াছা পর্যন্ত যে বরগনি আরনি রহস্যবাড়ীনি বরকগনি বিপদ য়াকা-পয়া। তার কারণ আংখা তাই-তাই থাংনানি হানখেই যে রু, হানখেইবা মহাজন রগনি, যে ব্যক্তিগত মালিকানানি বরগ ইচ্ছা খালাইওই খেবা চালক থা। ইচ্ছা খালাইয়াখেবা চালক-লিয়া। যদি ন সরকার হইতে আ লামা আংয়া ছাক ছাকাং ন যদি ন বরগ ন' রুংনি ব্যবস্থা চিনি সরকার পক্ষ হইতে যাতায়াত খালাইনামি রায়া হানখে আরনি বরক রগ তেইব দুর্ভোগ অ'নাই। এবং অমরপুর সাব-ডিভিশন' আর' অমর-পুর ফাইওই যোগাযোগ খালাইনানি সরকারনি কোন' রু, কারাই। রুং লি বুবাগ্রা রগ ইচ্ছামতে খেই রুং, মান'। রুং, বুবাগ্রা রগ ইচ্ছাখেই ফাইয়া খেই মানয়া। যদি একটা রুং, রিজাভ' খালাইনানি থাংকা হানখে ৫০ থেকে ৬০ টাকা, নাংগা, এবং এরকম অবস্থা-ন' য়াকাক না বাগাই অনুরোধ খালাই এবং ডম্বুর জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনানি আলোচনা, নারাগাই আনি কক্ অরন' পাইরাখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রী রাম কুমার দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করেই আমি ডম্বুর জল বিদ্যুত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি। প্রস্তাবটি হল— "ডম্বুর জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তাদের পুনর্বাসন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে" ডম্বুর জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনা করার পূর্বে থেকেই কংগ্রেস সরকার রাইমা শর্মার যারা খাস দখল কারী জাতি উপজাতিদের মধ্যে অনেকেই বন্দোবস্ত পায়নি। ডম্বুর জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনার আগের থেকেই রাইমা শর্মার পাহাড়ী এবং বাঙালী যারা খাস জমি দখল করে রয়েছে তাদেরকে কংগ্রেস সরকার বন্দোবস্ত দিলে না। তার জন্য তারা বন্দোবস্ত পাবার জন্য গন দরখাস্ত করেছেন। কংগ্রেস সরকার সেখানে জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনা বাঁধ না দেয়ার আগেই তাদেরকে উচ্ছেদ করা শুরু করেন। তাদেরকে হটিয়ে দেয়ার জন্য যে বাঁধ তৈরীর সাথে সাথেই তাদেরকে ৯ (নয়) নম্বর নোটিশ দেওয়া হয় এবং উচ্ছেদ করার সময় পুলিশ, সি, আর, পি, তাদেরকে অন্যায় অত্যাচার যেভাবে করেছিল সেটাকে ভাষায় প্রকাশ করার মত সম্ভব নয়। কারণ, এরকম অবস্থা তাদেরকে উচ্ছেদ করার আগে তাদের ঘরের চাল, ছন, বাঁশ সব কিছু ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তার জন্য তারা বিভ্রান্ত হতে হয়েছে, সে সময়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি, অমরপুর বিভাগীয় কমিটি এবং কৃষক সভা, গণমুক্তি পরিষদ, গণতান্ত্রিক নারী সমিতি, কৃষক সভা এবং পাহাড়ী বাঙালী সবাই মিলে তাদের পুনর্ব্বাসনের দাবীতে এবং জোর জুলুমের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি। আমরা অমরপুরেও গণ অবস্থান করেছি। তার কারণ যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদের পুনর্ব্বাসন পাবার জন্য কংগ্রেস সরকার কিছু করেননি। সেই কারণেই তারা এখনও পুনর্ব্বাসন পাচ্ছেনা। অনেক বাঙালী পরিবার এখনও রাজ নগরে ফিরে গিয়েছে এবং জলায়াতেও রয়েছে, এবং সেখানে ত্রিপুরী, মগ, রিয়াং, চাকমা, বাঙালী সম্প্রদায় এখনও অনেক জাগায় জাগায় রয়েছে। যেমন :—জগবন্ধু পাড়া রইস্যাবাড়ী, রাইমা,

জলায়াতে ও করবুক, ঐ সমস্ত জায়গায় যে যেভাবে পাবে বসবাস করছে। এবং তাদের অবস্থা খুব খারাপ। তারা ঐ সমস্ত জায়গায় কালাতিপাত করছে। তাদের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা আজকে যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষেও করে দিতে সম্ভব হচ্ছে না। তাদের জন্য আমাদের আরও পরিকল্পনা নেয়া দরকার এবং টাকারও দরকার যদি টাকা না থাকে তাহলে যারা এভাবে অসহায় অবস্থায় রয়েছেন তারেরকে বাঁচাতে সম্ভব হবেনা। কংগ্রেস যাদেরকে পুনর্ব্বাসন দিয়েছিল তাদেরকে বাঁচাতে সম্ভব হবেনা। তাদেরকে বাঁচাতে হলে আমাদের আরো বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এটা আমার ধারনা। কারণ আমরা উন্নতি করতে গেলে তাদেরকে আগে বাঁচাতে হবে। কারণ সেখানে বাঁধ দেয়ার ফলে এখন কি হয়েছে? টাকার বিশেষ দরকার, কারণ সেখানে রইস্যাবাড়ী হইতে গণ্ডাছড়া যাতায়াত করতে হলে নৌকা দিয়ে করতে হয়। যদি নৌকা না যায় তাহলে রতন নগর দিয়ে ঘুরে যেতে হয় এবং রতন নগর হইতে ফলবতি হয়ে আসতে হয়। এ রাস্তা না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সমস্ত এলাকার লোকেরা বিপদমুক্ত হতে পারবেনা কারণ জল পথে যেতে হলে নৌকার দরকার হয় এবং নৌকা গুলিও মহাজন দেয়। যদি তারা ইচ্ছে করে নৌকা না চালায় তাহলে ঐ সমস্ত এলাকার লোকেরা যাতায়াত করতে পারেনা। এবং মাঝে মাঝে মাঝিরা ইচ্ছে হলে চালায়, ইচ্ছে না হলে চালায়না। সেই সমস্ত রাস্তা তৈরী না হওয়া পর্য্যন্ত যদি সরকার তাদেরকে নৌকার ব্যবস্থা করে যাতায়াত করার সুবিধা করে না দেয় তাহলে ঐ অঞ্চলের জনসাধারনের আরো দুর্ভোগ হবে। অমরপুর সাবডিভিসনে, অমরপুর শহরে এসে যোগাযোগ করার সরকারের কোন নৌকা নেই। মালিকরা ইচ্ছে করলে নৌকা চালায়। তাদের ইচ্ছে না হলে নৌকা পাওয়া যায় না। একটা নৌকা রিজার্ভ করতে হলে ৫০ থেকে ৬০ টাকা দিতে হয়। এরকম অবস্থাকে দূরী করনের অনুরোধ রেখে এবং ডম্বুর জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনার উপর আলোচনা করেই আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

ইনকিলাব জিন্দবাদ

স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরামকুমার দেববর্মা এখানে যে আলোচনা এনেছেন আমি সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, ডম্বুর হাই প্রজেক্ট করতে গিয়ে রাইমা শর্মা এলাকার বাসিন্দাদের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে তা কংগ্রেস রাজত্বের কালো অধ্যায় বলা চলে। সেই দিন এই অত্যাচরিত মানুষের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকা। আমি তখন কলেজে পড়তাম। আমি তখন দেখেছি দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করেছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি যারা আজকে ক্ষমতাসীন তারা একদিন এই রাজপ্রাসাদের বিধান সভায় ঘোরতর প্রতিবাদ করেছিলন এবং আজকের যিনি শিক্ষামন্ত্রী তিনিও সেদিন দিল্লীর পার্লামেণ্টে কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ করেছিলেন তারফলে সারা ভারবর্ষের মানুষ এই রাইমাশর্মার জনগনের উপর কংগ্রেসী সরকার এর জঘন্যতম অত্যাচারের কথা জানতে পেরেছিলেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, সেদিন আমরা দেখেছি, এক শ্রেণীর মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দকে বাড়াতে গিয়ে আরেক শ্রেণীর মানুষকে তার বাচার অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেদিন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং এই হাউসে প্রচণ্ড প্রতিবাদ উঠেছিল। এই হাউসের প্রচণ্ড প্রতিবাদ উঠেছিল। এই হাউসের প্রসিডিংস এ তা এখনো আছে। আমি নিজেও পরবর্তীকালে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। আমি দেখেছি তখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগীকে ঘর থেকে সি, আর, পি, দিয়ে টেনে বের করে দেওয়া হয়। তাদের এতটুকু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। আমরা আরো দেখেছি বহু সন্তান সম্ভবা মাকে জোর করে ঘর থেকে টেনে বের করে দেওরা হয়েছে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, শিয়াল কুকুরের মত এই সকল মানুষকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্তান সম্ভবা মাদের অনেকেই তখন এই অত্যাচার সহ্য করতে পরেন নি। ফলে তাদের মৃত্যু মুখে পতিত হতে হয়েছে। তাদের সন্তানদেরও মৃত্যু হয়েছে। সেদিন কিছু লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য রাইমা শর্মা উপত্যকার সাধারণ সরল মানুষের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছিল তার তুলনা ইতিহাসে মেলা ভার। এই জঘন্যতম অত্যাচারের প্রতিবাদের সারা ত্রিপুরার মানুষ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেদিন আজকে যারা বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ তারা সাধারণ মানুষের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা ক্ষমতায় এলে এই রাইমাশর্মার উচ্ছেদপ্রাপ্ত বাস্তুচ্যুত লোকেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ সংগ্রামের মাধ্যমে এই বামফ্রন্ট সরকারকে অনেক আশা করে ক্ষমতায় বসিয়ে ছিলেন।

কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, সেদিন ত্রিপুরার মানুষ আজকে যারা ক্ষমতায় আছেন, —আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ক্ষমতায় এসেছেন, তাদেরকে বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিগত চার বছরে সেই সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস (আই) দলের বিরুদ্ধে চেচামেচি ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন নিন তারা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে গেছেন সেই বাস্তুচ্যুত জনগণকে। তাদের সকল সমস্যাগুলিকে বামফ্রন্ট সরকার অবহেলা করে গেছেন। আমার মনে হয় তাদের মধ্যে সঠিক ইনফরমেশানের অভাব ছিল। কারণ যারা একদিন এই সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের বাঁচার অধিকারকে ফিরিয়ে দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দীর্ঘ চার বছর ধরে তা আর তারা পূর্ণ করতে পারন নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে তারা নতুন বাজার এবং শান্তির বাজারে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তারা যেন তা স্মরণ করেন। এবং তাদের প্রতিশ্রুতিমত বাস্তুচ্যুত সধারণ মানুষের পুনর্বাসনের কাজ এগিয়ে আসেন।

কারণ আমি সেদিন দেখেছি যে এই হতভাগ্য মানুষগুলি পাহাড়ী বাঙালী যেখানে তাদের বাচার জন্য লড়াই করেছিল, তাদের অমানুষিকভাবে পুলিশ যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির হিসাবে হটিয়ে দিয়েছিল। তাদের জীবিকার উপায় কেড়ে নেওয়া হলো এবং সর্বস্বান্ত করে দেওয়া হলো। তাদের তখন এই অবস্থার শিকার কেন হতে হয়েছিল ? কারণ তারা ছিল সি পি, এম,। সেজন্য সেদিন সুখময় সেনগুপ্ত তাদের উপর নিপীড়ণ চালাতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। আমি দেখেছি কিভাবে শিশুরা দুধের অভাবে ধুকছিল এবং কিভাবে খাদ্যের অভাবে দিনের পর দিন একটি একটি করে শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেছিল। সেদিন আমি অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে

নির্দেশ দিয়েছিলাম যে যেখানে গোদাম ভর্ত্তি খাদ্য রয়েছে সেখানে তারা কেন অনাহারে মরবে, তোমরা গোদাম লুঠ কর এবং সেই কংগ্রেসী এম, এল, এ, অনন্তহরি জমাতিয়া আগরতলা ফেরার পথে ঘেরাও হন এবং সেদিন মাননীয় মুখমন্ত্রীর অনুরোধে অনন্তহরি জমাতিয়া নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। সেদিন মানুষের অগাধ বিশ্বাস ছিল এখানকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি। আমি যখন একনাগাড়ে আন্দোলন করতে থাকি সেদিন বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ পেছন থেকে আমাকে প্রেরণা দিয়েছিলেন এবং আমার আশা ছিল এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে সেই পরিত্যাক্ত এলাকায় টিলা ভূমিতে যারা ক্ষুধার সংগে লড়াই করছে তাদের ভাগ্য নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনবেন। এই চার বছর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আমরা দেখেছি এতদিন যারা বিধানসভায় গম্বুজ প্রকম্পিত করেছেন, পার্লামেন্ট প্রকম্পিত করেছেন তাদের সেই আন্দোলনকে চালানোর জন্য, সেই আন্দোলনের আন্তরিকতা ছিল না। এটা ছিল একটা পলিটিক্যাল কৌশল। যারা এতদিন ওদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আজকে তারা ক্ষমতার শিখরে বসে তাদের কথা ভাববার প্রয়োজন মনে করছেন না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই আলোচনা মাননীয় সদস্য রামকুমার দেববর্মা এনেছেন। এটা ভাল কথা। কিন্তু এর আগে আমি এই আলোচনা এনেছিলাম। সেদিন এই হাউস এই আলোচনার সুযোগ দেননি। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমি ধন্যবাদ জান দৈনিক সংবাদকে যে যখন বাম ফ্রন্টের আমলেও এইরকম চলছে তখন তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ রেখেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খুব চেঁচামেচি করছেন। কিন্তু এমন একটা দিনের কথা উল্লেখ করতে পারেরেন না যে তারা একদিন তাদের সমস্যার কথা আলোচনা করেছেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম যে আজকে যারা টিলাতে রয়েছে তাদের ইরিগেশনের ব্যবস্থা নেই, রাস্তা নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। সেই ডেজার্টের মধ্যে কিভাবে থাকবে? আমি বলেলিাম যে তাদের আবার ডুম্বুর এলাকায় ফিরিয়ে দিন। সেখানে যে সমতলভূমি আছে সেখানে ইরিগেশান করা যায়। যে ডুম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্টের জন্য তারা সর্বশান্ত হয়েছে সেখান থেকে তাদের জন্য ইরিগেশনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক, মৎস্য চাষের সুযোগ করে দেওয়া হোক। ইলেকট্রিসিটি দিয়ে পাম্পিং সেট বসিয়ে কৃষি কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক যাতে তাদের জীবিকা অর্জন করে তাদের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টটুকু মেটাতে পারে।

সেদিন সুখময় সেনগুপ্তের মত তিনিও আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেদিন সুখময় বাবুর সংগে দেখা করার জন্য ৭ দিন সেক্রেটারীয়েটে ঘুরেছি। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সেই ভূমিকা নিয়েছেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সাধারণ মানুষ আজ বামফ্রন্টের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই যেভাবে জনসাধারণ সুখময় সেনগুপ্তকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ঠিক সেইভাবেই মানুষ বামফ্রন্টকেও প্রত্যাখান করবে এবং সেটা পরবর্ত্তী ভোটের ফলাফলেই দেখতে পাবেন।

কিছুদিন আগে এই হাউসে যখন আমি বেসরকারী প্রস্তাব এনেছিলাম এই বিষয়ের উপর তখন সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তারপর দৈনিক সংবাদে যখন সেটা খবর ছাপিয়ে দিল তখন ডিরেক্টর পাঠিয়ে এস, আর, পি কিছু টাকা দিয়ে আসে। মাননীয় স্পীকার, স্যার,

এটা একটা রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী। কাজেই সাধারণ মানুষ দাবী জানাচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে, নতুবা সাধারণ মানুষের কাছে তার প্রতিক্রিয়া কেস করতে হবে এবং সেনগুপ্ত সরকারের মত সাধারণ মানুষের বিচারালয়ে আপনাদের দাঁড়াতে হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য একটা সত্য কথা এতদিন পরে বললেন যে রাইমা শর্মার মানুষের উপর যে আক্রমণটা ঘটেছিল সেটা কংগ্রেসী সরকার ঘটিয়েছিলেন। হায় সুন্দরী, হায় দিল্লী, দিল্লী আমার, সুন্দরী আমার। বড় চমৎকার। ইতিহাস থেকে সাক্ষ্য ওরা নিতে চাননা। বুঝেও বুঝতে চাননা। শুনেও শুনতে চান না। রাইমা শর্মার মানুষের উপর অত্যাচার হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ এবং তার প্রতিনিধিরা গণ অবস্থানে যখন তখন সেখানে একটা মা ঘর থেকে তাড়া খেয়ে চিলর্ডেন পার্কে বাচ্চা প্রসব করে। আজকে আমরা যারা ভুক্তভোগী, আমাদের মনে পড়ে সেটা।

এই জিনিষটা তারা মনে মনে, প্রাণে প্রাণে বুঝেছিলেন আর তার জন্যই আমরা দেখলাম ঐ কংগ্রেসী রাজত্বে শ্রীরবি রাংখল, এম, এল, এ ছিলেন, তাকে হারিয়ে দিয়ে শ্রীপাথী ত্রিপুরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। আমার মনে আছে যে শ্রীপাথী ত্রিপুরা প্রায় ৩,২০ ভোটে রবি রাংখলকে হারিয়ে ছিলেন। কাজেই বলছিলাম যে রাইমা শর্মার মানুষ সেদিন ঠিক মতই বুঝেছিলেন যে গণ আন্দোলন এবং গণ সংগ্রাম এর মাধ্যমে তাদেরকে এই রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু তারা সেটা বুঝেও বুঝেন না বা ইতিহাসের শিক্ষা থেকেও তারা সেটা শিখতে চায় না। এই জিনিষটা আজকের তাদের শিক্ষা করা দরকার। আজকে রাধানগর এলাকায় যে সব তপশীলি জাতিদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাদের ১০৫০ টাকার স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল যে তাদের সেখানে নিতে গিয়ে ট্রাকের ভাড়া দিতেই সব ফুরিয়ে গেল। এটা তো ঐ নগেনবাবু আর সুখময় বাবুদের আমলেই সেটা করা হয়েছিল। রাইমা শর্মার মানুষকে তারা ঐ রাধানগর, করবুক, মাছমারা, পেছারথল, এই সব বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিল। আজকে যাদেরকে রাধানগরে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, আমরা দেখছি যে সেখানকার অনাবাদী জমিগুলি আবাদী করতে হলে সয়েল কন্‌জারভেশন করার দরকার এবং এই সরকার ক্ষমতায় এসে সেই এলাকায় যে সমস্ত অনাবাদী জমি ছিল, সেইগুলিকে আবাদী করে তবে পুনর্বাসন প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে দিয়েছে, ফলে আজকে তারা সেখানে কিছু ফসল ফলিয়ে নিজেদের জীবন ধারণ করতে সমর্থ হয়েছে। আগে যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, তাদের অনেকে আজকে নেই, হয়তো কেউ কেউ মারা গিয়াছেন, কিন্তু আর যারা বাকী আছেন, তাদের মধ্যেও অনেকেই আবার রাইমা শর্মাতে ফিরে গিয়েছে। রাইমা শর্মাতেও তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া যেত এবং সেই এলাকার মধ্যে পুনর্বাসন দেওয়া হলে নিশ্চয়ই আজকে সেখানে যে জলাধারের সৃষ্টি হয়েছে, এবং সেই জলাশয়ে যে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা রয়েছে, তার মাধ্যমেও তাদের অনেকেই জীবিকা করতে পারত। এই রকম স্কীম যদি আগে থেকেই নেওয়া যেত, নিশ্চয়ই তাদেরকে ঐখানেই পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হত, অন্য জায়গায় তাদেরকে নিয়ে

যাওয়ার কোন প্রয়োজনই হত না। কাজেই আমি আশা করতে পারি, যে ভবিষ্যতে ওদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার নেবেন, আমি সেজন্য সরকারের কাছে আবেদন রাখছি।

কিন্তু নগেন বাবুদের লোকেরা পুনর্ব্বাসন দিয়েছে, তাতে সত্যি ঐ উচ্ছেদকৃত লোকদের সত্যিকারের কোন পুনর্ব্বাসনই হতে পারে না। আজকের দিনে যে ভাবে চতুর্দিকে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, তাহা সমাজের সকল অংশের মানুষকে চিন্তিত করে তুলছে। কাজেই কাউকে যদি অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন দিতে হয়, তাহলে তারা যাতে চিরদিনের মত ঠিক ভাবে পুনর্ব্বাসিত হতে পারে, তার সুষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, আর তা নাহলে, তাদের সত্যিকারের পুনর্বাসন হতে পারে না। সেখানে কেউ আন্দোলন করলেও সেটা করা সম্ভব নয়। কাজেই নগেনবাবুরা যাদেরকে বিশ্বাস করে, তাদের দিয়ে যে কিছুই করা সম্ভব নয়, তার বেশ কয়েকটা উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরেছি, কাজেই আমি আশা করব যে এর থেকে তাদের চেতনার কিছুটা বিকাশ ঘটবে। তাই আমি বলব যে মাননীয় সদস্য রামকুমার দেববর্মা এখানে যে আলোচনাটা এনেছেন, তা অত্যন্ত সময়পোযোগী, এবং তাঁর কর্ত্তব্য বোধ থেকেই এই আলোচনাটা এখানে এসেছে, সেজন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাই। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— স্যার, মাননীয় সদস্য রামকুমার দেববর্মা এই হাউসের সামনে যে আলোচনাটা এনেছেন, তা খুবই সময় উপযোগী। কিন্তু এর জন্য কৃতিত্বটা আমাদের নগেন বাবুরই পাওয়া উচিত ছিল। বামফ্রন্ট সরকার যেহেতু নগেনবাবুর আনীত প্রস্তাবকে তাদের বিরোধীতাই বলে মনে করেন, যেহেতু তাদের পার্টির সদস্য রামকুমার বাবুকে দিয়ে নগেনবাবুর প্রস্তাবের অবিকল একটা আলোচনা এখানে এনেছেন এবং তারা সকলেই সেটাকে সমর্থন করছেন। যা হউক রামবাবুকেও যে এজন্য একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সেজন্য আনন্দিত। কিন্তু দুঃখের কথা নগেনবাবু যখন অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিষয়টার উপর আলোচনা করছিলেন, তখন আমরা লক্ষ্য করেছি যে সরকার পক্ষের সদস্যরা এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাটা করছেন। স্যার, এখানে আমার একটা কথা মনে পড়ছে, একটা উক্তি আছে—গাঙ পার হলে মাঝি হারাম। আজকে যারা সরকারে আছেন, তারাই একদিন ঐ উচ্ছেদকৃত হতভাগাদের নিয়ে একদিন আন্দোলন করছিলেন। আজকে অবশ্য তারাই সরকারে এসেছেন, কিন্তু সেদিন কার হতভাগাদের কথা তারা ভুলে গিয়েছেন। কারণ আমরা দেখি যে ১৯৬৯সালে বামফ্রন্ট সরকার বড় বড় শ্লোগান দিতো, ঐতিহাসিক শ্লোগান দিতো, তখন তাদের শ্লোগানই ছিল ধ্বংশ কর, ধ্বংশ কর, আর তাদের ঐ ধ্বংশ কর শ্লোগানের জন্য মোহনী ত্রিপুরা পুলিশের গুলিতে মারা যান। তারা সরকারে আসার আগে ত্রিপুরা রাজ্যের জুমিয়া আর পাহাড়িয়াদের জন্য কতই না কান্না কেঁদেছিল। এখন সেই কান্নার অশ্রুজল তাদের শুকিয়ে গেছে। আজকে জুমিয়াদের জুম চাষ সংকোচিত হতে চলেছে। কি বিধান সভায়, কি লোক সভায় সেই উপজাতিদের জন্য কি না দরদ ছিল, আজ সেই দরদে ভাটা পড়েছে। সেই সব কথা যখন নগেন বাবু তার বক্তব্যের মধ্যে বলতে ছিলেন, তখন সরকার পক্ষের সদস্যরা হাসি ঠাট্টা মস্কারী করছেন। তারা হয়তো মনে করছেন যে সরকারে এসে তারা মানুষের ভাগ্যদেবতা হয়ে গিয়েছেন, কাজেই তাদের আর ঐ হতভাগ্য মানুষগুলির জন্য চিন্তা করার ফুরসত নাই। কারণ আজকে

তাদের আজকে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আজকে সরকারের কাছে যে তাদের অনেক দাবী, সে দাবীগুলি পূরণ করতে হলে, সরকারকে যে বাস্তবতার কথা স্বীকার করে নিতে হবে, সেটা করতে এই সরকার আজকে আপারগ। কারণ রাইমা শর্মাতে আমরা দেখেছি যে সরকার পক্ষের সদস্য রাম কুমার বাবু জাতি উপ-জাতিদের মিলিত ভোট পেয়ে জিতে এসেছেন, কিন্তু অন্য দিকে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির কেণ্ডিডেট একমাত্র উপজাতিদেরই ৫ হাজারের বেশী ভোট পেয়েছেন। তাই হয়তো তারা দেখছেন যে তাদের হয়তো আর প্রয়োজন হবে না। যা হউক আমি সেই দিকে যাচ্ছি না, কারণ আমি যে সব হতভাগ্যদের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাদের উন্নতি হওয়ার দরকার বা সত্যি তাদের উন্নতির জন্য কিছু করা দরকার। তবে আমার কথা হল, যে যা বলুক না কেন, সরকারই তাদের উন্নতি করতে পারে এবং সরকারের কার্য্যকলাপের দ্বারাই তাদের উন্নতি হওয়া সম্ভব। কারণ তাদের উন্নতির জন্য যদি কোন পরিকল্পনা করতে হয় এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হয়, তাহলে সরকার সেজন্য টাকা বরাদ্দ করবেন এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নেবেন। সরকার সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য যদি কিছু করতে পারে, তাহলে তাদের উন্নতির জন্যই কিছু করবেন না কেন? সরকার যদি তাদের জন্য কিছু না করেন তাহলে এটা সারা ত্রিপুরার কলঙ্ক বিশেষ ভাবে বামফ্রণ্টের কলঙ্ক। যেমন কংগ্রেস সরকার উদের উচ্ছেদ করেছেন তেমনি বামফ্রণ্ট সরকারও তাদের প্রতি অবহেলা করে নিজেদের মাথায় সেই কলঙ্কের বোঝা তুলে নিয়েছেন। ইহা ইতিহাসে লেখা থাকবে। এবং লোকে বলবে যে বামফ্রণ্ট সরকার পলিটিকেল কারনে এদের সুষ্ঠ পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করেন নাই। যাই হউক ডম্বুর পরিকল্পনার জন্য যে সব পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য সরকার পরিকল্পনা নেবেন এবং তাদের উন্নতির অনেক চেষ্টা করবেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রী দশরথ দেব।

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডম্বুরে পরিকল্পনার জন্য যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের পুনর্ব্বাসনের বিভিন্ন ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং মাননীয় সদস্য রাম কুমার দেববর্মা এই দাবী রেখেছেন সেইজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এই আলোচনায় যারা অংশ গ্রহন করেছেন তারা বলেছেন যে এই পরিকল্পনার জন্য কয়েক হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং তাদের ঠিক ঠিক ভাবে পুনর্বাসন হয় নাই। এটা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের জাতীয় সমস্যা হিসাবে রয়েছে এবং সরকারী হিসাব থেকে দেখা যায় এই ডম্বুর জলাধার নির্মানের ফলে ১৩১২টি অ-উপজাতি পরিবার উচ্ছেদ হন এবং ১১৫৮টি পুনর্বাসন দেওয়া হয়। তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য ৩৯৫০ টাকা পরিবার পিছু দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া প্রতি পরিবার পিছু দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমি অমরপুর মহকুমায়, কর্মছড়া প্রভৃতি এলাকায় দেওয়া হয়েছিল। তাদের যে সব জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তার বেশীর ভাগ জমিই ছিল টিলা জমি এবং সেই সব জায়গায় জলের সুবিধা ছিল না সেজন্য সেটাকে কোন অবস্থাতেই সুষ্ঠু পুনর্বাসন বলা চলে না। বামফ্রণ্ট সরকার এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখেছে যে গত ৬.১১.৮০ ইং,

তারিখ বামফ্রন্ট সরকার এদের ব্যাপারে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং সেই নূতন স্কীম অনুযায়ী সাধারণ ভাবে ডুম্বুরের ফলে যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তাদের প্রতিটি পরিবারকে ৬৫১০ টাকা করে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবং যারা ৩৭৫০ টাকা আগে পেয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সেই টাকা বাদ দিয়ে বাকী টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং যাদের ঠিক ঠিক ভাবে পুনর্বাসন হয় নাই—কিছু কিছু পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল। তারা বিভিন্ন জায়গায় চলে গিয়েছে তাদের হদিশ পাওয়া যায় নাই। সেইজন্য সরকার তাদের কথা চিন্তা করে নতুন করে দরখাস্ত আহ্বান করেছেন যে যারা এখনও সুষ্ঠু পুনর্বাসন পান নাই তারা যেন দরখাস্ত করেন। আমরা এটা পত্রিকায় দিয়েছি, রেডিওতে প্রচার করেছি যে বিভিন্ন মহকুমার বি.ডি.ও. অথবা এস.ডি ওর. নিকট যেন তারা দরখাস্ত পেশ করেন এবং সরকার সেই দরখাস্ত মূলে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। হয়তো তাদের ঠিক ঠিক ভাল জমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে না কারণ ত্রিপুরায় ভাল জমির পরিমাণ খুবই কম। কাজেই কৃষি ও বন বিভাগের অফিসারদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে যাতে তাদের অন্যান্য ভাবে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় এবং সেই সেই ভাল সরকার পরিকনল্পা গ্রহণ করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ পর্য্যন্ত ৬৫৫টি দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছে সেই দরখাস্তগুলি এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সেগুলি তদন্ত করার জন্য পাঠানো হয়েছে যাতে তাদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া যায়। তাছাড়া রিহেবিলিটেশান প্ল্যান্টেশান কর্পোরেশান-এর রাবার বাগানের মাধ্যমে জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের স্কীম আছে। সেখানেও তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এখানে মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং বলেছেন অবশ্য তিনি বিদ্রূপ করেই বলেছেন যে রাবারের রস ছাড়া এদের পুনর্ব্বাসন হবে না। এতে অপরাধের কিছু নাই—ত্রিপুরার মাটি রাবার চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। সেখানে ট্রাইবেল হউক আর নন-ট্রাইবেলই হউক সেখানে পুনর্ব্বাসনের মধ্যে দিয়ে যদি তাদের বাঁচার সংস্থান হয় তাতে নিন্দার কিছুই নাই। রাবার চাষ সম্পর্কে ত্রিপুরার কৃষকদের ইন্টারেষ্ট গ্রো করেছে। এছাড়া অমরপুর এবং ডম্বুর নগর ব্লকে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য যথাক্রমে ৩০ হাজার টাকা ও ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে যাতে এই উচ্ছেদ প্রাপ্ত বেকারদের অন্তত ইতিমধ্যে কিছু কিছু কাজের সংস্থান করা যায় এবং সেজন্য টাকা অলরেডি প্লেস করা হয়েছে। যাতে সরকারী পর্যায়ে এই পরিবারগুলির সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে পারেন।

আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এই সম্পর্কে আরও বেশী যত্ন করে নেব যাতে তাদের সুষ্ঠ পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা হয়। এখন ত্রিপুরা রাজ্যে নাল জমির পরিমাণ খুব কম, ভাল ফসলের জমি দেওয়া যাবে না। কারণ ভাল জমি আর নাই। টীলা ও নাল জমি মিলিয়ে নিতে হবে। রাইমাশর্মাতে যাদেরকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে ইরিগেশন, ইলেট্রিক কারপেনটার সুযোগ সুবিধা দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করে সেখানে জনসাধারণকে উন্নত ধরণের চাষবাসের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হবে। নগেন্দ্রবাবু যে কথা বলেছেন যে বাঙলাদেশ থেকে আগত উদ্‌বাস্তুদেরকে ট্রাইবেল উদ্‌বাস্তু তাদেরকে এখান থেকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে সেই উদ্‌বাস্তুদের কথা বলা হয় নাই। এখানে ডম্বুর জল বিদ্যুত কেন্দ্র করতে গিয়ে যারা

উদ্বাস্তু হয়েছেন তাদের কথা এখানে আলোচনা করছি। দ্রাউবাবুরা আবার বলেছেন যে সেখানে যদি আবার নির্বাচন হয় তাহলে না কি তারা জিতে যাবে। কিন্তু আমরা তিন বার একটা নির্বাচন করেছি। বিধান সভার উপনির্বাচনে এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন হয়। সেখানেই ত প্রমাণিত হল জনগণ কার পক্ষে? উপজাতি যুব সমিতি সেখানে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে চেয়েছেন, ওরা অপারেশনও করেছেন দাঙ্গা করেছেন। এখানে আলোচ্য বিষয়ের বাহিরে গিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। তিনবার তিনটা ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। ওরা ঘুমিয়ে আছেন। কাজেই আমি এই আলোচনায় এই কথা বলতে চাই যে রাইমাশর্মায় যারা এই জলবিদ্যুত প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের এই সরকার খুব সচেতন আছে।

মি: স্পীকার :— এই সভার কাজ আগামীকাল ২৩শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতুবি রইল।

Admitted Starred Question No. 3.

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Planning Coordination Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাঙ্ক আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং তাদের প্রতিনিধি রাজ্য ঘুড়ে গেছে?

২। যদি সত্য হয় তাহলে কোন্ কোন্ বিষয়ে সহায়তার জন্য রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা হয়েছে?

৩। আলোচনা ফলপ্রসূ হলে কবে নাগাদ তাদের সাহায্যে রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে?

উত্তর

১। বিশ্ব ব্যাঙ্কের একজন প্রতিনিধি ১৯৭৫ইং সনের প্রথম দিকে কাগজকল প্রকল্পে সাহায্য বিষয়ে অনুধাবনের জন্য ত্রিপুরা পরিদর্শন করেছিলেন।

২। শুধু কাগজকল প্রকল্পে অর্থিক সাহায্যদানের ব্যাপারে অফিসার পর্যায়ে আলোচনা হয়েছিল।

৩। উক্ত সাহায্যের ব্যাপারটি তারপর আর অগ্রসর হয়নি।

Assembly Starred Question No. 24 (Admitted No. 15)

By—Shri Badal Choudhuri

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার জম্পুই পাহাড় অঞ্চলকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কোন প্রস্তাব দিয়েছেন কি;

২। জম্পুই পাহাড়কে অন্তভূক্ত করে বৃহত্তর মিজোরাম গঠনের প্রস্তাব রাজ্য সরকারের জানা আছে কি ;

৩। ত্রিপুরা ও মিজোরাম সীমান্তে নিরপত্তার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। হঁ্যা মহাশয় ।

২। না মহাশয়।

৩। জম্পুই পাহাড়ে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা চৌকিগুলি সতর্ক রহিয়াছে। ঐ অঞ্চলে গোয়েন্দা দপ্তরের কাজকর্মও শক্তিশালী করা হইয়াছে ।

Assembly Starred Question No. 38 (Admitted No. 19)
By—Shri Khagen Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ সালে ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মোট কয়টা ডাকাতি ও গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে ?

উত্তর

২। মোট ডাকাতির ঘটনা—৫৬টি ।
মোট গরু চুরির ঘটনা—২০২টি ।

Admitted Starred Question No. 39.
By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট কতজন কন্টিজেন্ট কর্মচারী ছিল।

২। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে মোট কতজন কন্টিজেন্ট কর্মচারীকে স্থায়ী নিয়োগ পদেকরা হয়েছে ?

উত্তর

১। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

২।

Admitted Starred Question No. 46.

By—Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গত ১১-২-৮২ইং কদমতলা অঞ্চলের বহু গরীব কৃষকের, ধর্মনগর বাজার থেকে খরিদ করা গরু ধর্মনগর শহরের কিছু উত্তরে মেইন রোডের উপর আটক করিয়া বি. এস. এফ ক্রেতাদের অকথ্য মার পিট্ করে এবং তাহাদের ঘড়ি, কাপড় চোপর—গরু বাছুর সব নিয়ে যায়।

২। যদি সত্য হয়, তবে এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। না মহাশয় ১১-২-৮২ইং তারিখে এখন কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No. 55.

By—Shri Kamini Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াইছড়া বাজারে আরো একটি আউট পোষ্ট করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

২। যদি থাকে তবে উক্ত পরিকল্পনাটি করে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। না মহাশয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 91.

By—Shri Manik Sarkar.

প্রশ্ন

(১) এক্স পলিটিক্যাল সাফারার পেন্সন দেওয়ার জন্য ১৯৭৮ এর জানুয়ারী থেকে ১৯৮১র ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কতজনের নাম রাজ্য থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে?

(২) এদের মধ্যে কতজন পেন্সন পাচ্ছেন?

(৩) যদি প্রস্তাবিত তালিকায় যদি কেউ পেন্সন পাওয়া থেকে বাদ পড়ে থাকেন তাহলে তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে কি?

উত্তর

(১) ১৯৭৮ এর জানুয়ারী থেকে ১৯৮১র ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ৫৮ জন পলিটিক্যাল সাফারার পেন্সান দেওয়ার জন্য ভারতসরকারের নিকট প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে।

(২) তন্মধ্যে মোট ২৩ জনকে ভারতসরকার পেন্সন মঞ্জুর করিয়াছেন।

(৩) ১৫ জনের পেন্সনের প্রস্তাব ভারতসরকার নাকচ করিয়াছেন, কারণ তাহারা স্বাধীনতার জন্য তাহাদের ত্যাগ সম্পর্কে গ্রহণ যোগ্য প্রমাণ পত্র দাখিল করেন নাই। নাকচ করার প্রস্তাবগুলি রাজ্য কমিটির কাছে পাঠানো হইয়াছে, তাহাদের মতামতের জন্য। কমিটির মতামত পাওয়া মাত্র প্রস্তাবগুলি আবার ভারত সরকারের পুনর্বিবেচনার জন্য পাটানো হইবে। ২০ জনের পেন্সনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ভারত সরকারের বিবেচনাধীন ২০টি প্রস্তাবের মঞ্জুরী তরান্বিত করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাগিদ দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 101.
By—Shri Nagandra Jamatia.

Will the Hon'ble-Minister in-charge of the Jail Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বিভিন্ন জেলখানায় মোট কতজন জেল পুলিশ আছেন ; এবং
২) তারমধ্যে উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কতজন ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলখানায় বিভিন্ন পদে নিয়োজিত কারারক্ষীর মোট সংখ্যা—২৬৫ জন।
২) তন্মধ্যে ৬৫ জন উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত।

Admitted Starred Question No. 103
By—Shri Nagendra Jamatia, M.L A.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Administrative Reforms Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের জন্য নূতন সার্ভিস কনডাক্ট রুলস তৈরী করেছেন ?

২। সত্য হইলে, কবে থেকে উক্ত রুলসটি কার্য্যকর করা হবে ?

উত্তর

১। "হ্যাঁ"

২। ১লা এপ্রিল ১৯৮২ ইং সন হইতে উক্ত রুলসটি কার্য্যকর হবে।

Admitted Starred Question No. 121
By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ৪।১১।৮১ ইং তারিখে তৈদু ফলের বাগানের ৫ (পাঁচ) জন শ্রমিক ছাঁটাই হইয়াছে ?

২। যদি সত্য হয় ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্ব্বাসনের জন্য সরকার কি সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

১। হ্যাঁ
২। প্রত্যেককে পুনরায় কাজে নিযুক্ত করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 127
By—Shri Drao Kumar Reang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইমারজেন্সী একসেস্ সম্পর্কিত গঠিত শ্রী ডি, পি চট্টোপাধ্যায় কমিশন বাবৎ সর্ব্বমোট কত টাকা খরচ হয়েছিল, এবং

২। উক্ত কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী কতজনের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। শ্রী ডি, পি, চট্টোপাধ্যায় কমিশন (ইমারজেন্সী একসেস্) বাবৎ সর্ব্বমোট ৮৯,৩৯০·০৫ টাকা খরচ হয়েছিল।

২। উক্ত কমিশনের প্রতিবেদন রিপোর্ট) অনুযায়ী কার কার বিরুদ্ধে কি কি ধরনের আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তার জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে। এই উদ্দেশ্যে সরকার একটি কমিটি গঠন করেছেন। উক্ত কমিটি রিপোর্ট দেওয়ার পর সরকার বিচার বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

Admitted Starred Question No. 128.
By—Shri Drao Kumar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার দুর্নীতি তদন্তের উদ্দেশ্যে গঠিত বর্মন কমিশন বাবত মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছিল ; এবং

২। উক্ত কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী কতজনের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। বর্মন কমিশন বাবত মোট ১,৮৭,৬৭৭,৭৪ টাকা ব্যয় হয়েছিল।

২। উক্ত কমিশনের প্রতিবেদন (রিপোর্ট) অনুযায়ী কার কার বিরুদ্ধে কি কি ধরনের আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তার জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে। এই উদ্দেশ্যে সরকার একটি কমিটি গঠন করেছেন। উক্ত কমিটি রিপোর্ট দেওয়ার পর সরকার বিচার বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace) Agartala on Tuesday, the 23rd March, 1982 at 11-00 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, the Chief Minister, 10 (ten) Ministers, the Deputy Speaker and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার—আজকের কার্য্য সূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রী কেশব মজুমদার।

Shri Keshab Majumdar—Question No. 4

Shri Brajagopal Roy—Admitted Question No. 4

QUESTION

1. How many families are there in Amtali P. L. Camp.
2. What steps have been taken by the Left Front Government so far to rehabilitate the inmates of the said camp ;
3. How many families have already been rehabilitated ?

ANSWER

1. There are 210 families comprising in Amtali P. L. Camp as on 11. 3. 82.
2. Govt. has decided to rehabilitate the families by advancing loan/grant and accordingly the families have been offered to apply for loan/grant.
3. None

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ক্যাম্পে যারা রয়েছে তাদের পুনর্বাসন দিতে কত সময় লাগবে ?

শ্রীব্রজগোপাল রায়—এদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে আমরা কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ফাইল প্রসেস করা হয়েছে। আমরা ৭৮টি পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়ে দেব এর মধ্যে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফাইল ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কনকারেন্সের জন্য পাঠানো হয়েছে।

শ্রী কেশব মজুমদার—এর আগে আমরা দেখেছিলাম, এই পি, এল, ক্যাম্পের আবাসিক কোন পরিবারের ছেলে কিংবা মেয়ে যদি পাশ করে থাকেন, তাহলে তাদের চাকুরী দেওয়া হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই এ রকম কোন চাকুরী দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীব্রজগোপাল রায়—হ্যাঁ, যারা পাশ করা আছেন তাদের মধ্যে অনেককে এরই মধ্যে চাকুরী দেওরা হয়েছে এবং অন্যগুলি বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং—হোয়েন পি, এল, ক্যাম্প ওয়াজ এস্‌টাবলিশ্‌ড?

শ্রী ব্রজগোপাল রায়—ইট ইজ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং—ইট ইজ রিলেভেন্ট টু দেট কোয়েশ্চান।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী ২ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন অ্যাডভান্স লোন দিয়ে কিংবা বিভিন্ন ধরনের সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসন করা হবে। এ যাবৎ কোন অ্যাডভান্স লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি এবং দিলে কত দেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীব্রজগোপাল রায়ঃ---স্যার, এটার দু'টি দিক আছে। পি, এল, ক্যাম্পে থাকার জন্য সরকারী নিয়মে যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা তা নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে। তাদের পুর্নবাসন দেওয়ার জন্য এখনও প্রসেস্ করা হচ্ছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মাঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই পি, এল, ক্যাম্পের অধিবাসীগণ কত বছর ধরে আছে এবং কত বছর পর্য্যন্ত তাদের ক্যাম্পের মধ্যে রাখার নিয়ম সরকারের আছে?

শ্রীব্রজগোপল রায়ঃ---স্যার, পি, এল, ক্যাম্প পার্মানেন্ট নয়। কাজেই এই সম্পর্কে আমরা যত দিন পর্যন্ত তাদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন-এর ব্যবস্থা না করতে পারব ততদিন পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে। এ ছাড়া আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে কোন বছর থেকে আছেন। ১৯৬৪ ইং সন-থেকে বিভিন্ন সময়ে এই পি, এল, ক্যাম্পে আছেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মাঃ---এই যে ২১০ পরিবার পি, এল, ক্যাম্প আছে এর মধ্যে মাধ্যমিক বা হায়ার সেকেণ্ডারী কিংবা গ্রেজুয়েশান নিয়েছে এই রকম কোন ছেলে মেয়ে আছে কিনা? থাকলে তাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীব্রজগোপাল রায়ঃ---এই রকম যে সব ছেলে মেয়ে পাশ করেছেন তাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি সংখ্যাও বলতে পারি। পি, এল, পরিবার ভুক্ত ১৫ জনকে এবং নন পি, এল, পরিবার ভুক্ত ৭ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তীঃ---এই পি, এল, ক্যাম্প পরিচালনা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করছেন কি?

শ্রীব্রজগোপাল রায়ঃ---কেন্দ্রীয় সরকার পি, এল, ক্যাম্পের ব্যাপারে নিয়ম মাফিক অনুদান দিচ্ছেন তাঁরা পুনর্বাসনের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করছেন তা দিতে সম্মত আছেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---এই পি, এল, ক্যাম্পে কারা থাকে ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ—যাদের দেখা শুনা করার কেউ নেই তারা থাকেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবদল চৌধুরী ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---অ্যাডমিটেড প্রশ্ন ১৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য এখনও অনেক প্রাইমারী স্কুলকে কক্ বরক্ স্কুল ঘোষণা করার পর ও কোন কক্ বরক্ শিক্ষক নিয়োগ ও কক্ বরক্ ভাষার বই সরবরাহ করা হয় নি।

২। ইহা কি সত্য কক্ বরক্ ভাষায় যে সমস্ত বই রচিত হয়েছে তা বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে,

৩। কক্ বরক্ ভাষা বিকাশের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। না।

২। যেহেতু এই প্রথম কক্ বরক ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচিত হইয়াছে সেই জন্য কোন কোন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষে কিছুটা অসুবিধা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

৩। কক্ বরক্ ভাষা বিকাশের জন্য রাজ্য সরকার-এর শিক্ষা বিভাগ নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ঃ---

উত্তর

ক) কক্ বরক ভাষা উন্নয়ন সম্পর্কিত ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠন করা হয়েছে।

(খ) কক্ বরক্ ভাষায় বিভিন্ন বই প্রকাশ, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কক্ বরক ভাষার ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকারের অধীনে ট্রাইবেল লেঙ্গুয়েজ সেল খোলা হইয়াছে।

(গ) কক্ বরক ভাষার লিখিত রূপ দানের জন্য উচ্চারন ভিত্তিক কক্ বরক্ বর্ণমালাকে ব্যবহার করে চারখানি পাঠ্য পুস্তক ও একখানা শিক্ষক সহায়িকা প্রকাশ করা হইয়াছে।

(ঘ) উচ্চতর শ্রেনীগুলির জন্য পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের জন্য যথা বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

(ঙ) কক্ বরক্ ভাষার ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য গবেষণামূলক কার্য্যসূচী গ্রহনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে সরকার কিছু কিছু স্কুলে রোমান হরফে কক্-বরক্ শিক্ষা চালু করেছেন, বা চেষ্টা করছেন তাতে কক্-বরক্

ভাষীদের কক্-বরক্ ভাষায় লেখাপড়া শিখতে অসুবিধা হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মদোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, কোন লিপিতে কক্-বরক ভাষা হবে সেই সম্পর্কে একটা অংশের মধ্যে বিতর্ক আছে। তবে এখন মোটামোটি ভাবে বাংলা ভাষাতেই কক্-বরক লেখা হচ্ছে এবং বাংলা হরফেই কক্ বরক বিপুল সংখ্যক মানুষের নিকট থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে। কক্-বরক এখনও আমরা অনেক স্কুলে চালু করতে পারি নি, কারন উপযুক্ত শিক্ষক আমরা দিতে পারছি না অর্থের অভাবে। তবে যেখানে যেখানে কক্-বরক ভাষা চালু হয়েছে, সেই সব জায়গায় বাংলা লিপিতেই কক্-বরক ভাষা শিখানো হচ্ছে। তাতে কোন বিরোধীতার খবর আমরা এখনও পাই নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিভিন্ন স্কুলে কক্-বরকের বই দেওয়া হচ্ছে। প্রাইমারী স্কুলগুলিতে কক্-বরক -এর সিলেবাস তৈরী করা আছে কিনা এবং সেই সিলেবাস অনুযায়ী বই পাঠানো হয় কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—সিলেবাস ছাড়া বই রচনা করা হয় না। যে যে স্কুলে কক্-বরকের শিক্ষক দেওয়া হয়েছে সেই সব স্কুলে সিলেবাস অনুযায়ী বই পাঠানো হচ্ছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের অনেক জায়গায় এমন স্কুল আছে যেখানে শতকরা একশত জন ছাত্রই উপজাতি। সেই সব স্কুলকে কক্-বরক্ ভাষী স্কুল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে সরকার চিন্তা করছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মদোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এ ব্যাপারে আমাদের একটা স্কীম আছে। যেহেতু প্রাইমারী স্কুলগুলি স্বশাসিত জেলা পরিষদের হাতে শীঘ্রই হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, কাজেই স্বশাসিত জেলা পরিষদই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সিলেবাস তৈরী করা আছে। এই সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাশ থ্রী অথবা ফোর-এর জন্য কি কি বই পাঠানো হচ্ছে এবং এই সমস্ত পুস্তক অনুযায়ী স্কুলগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ---এটা সেপারেট প্রশ্ন। এ সম্পর্কে আপনি আলাদা প্রশ্ন করবেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা যে, দশদা কাঞ্চনপুর স্কুলগুলিতে সব রিয়াং ছাত্রছাত্রীরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কক্‌বরক ভাষায় লেখাপড়া করতে অসুবিধা হচ্ছে, আমরা রোমান হরফ চাই। আর সারা রাজ্যে কতটা কক্ বরক স্কুল চালু হয়েছে এবং আরও কত কক্ বরক স্কুল খোলা হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---সারা রাজ্যে কতটা কক্ বরক স্কুল চালু হয়েছে সে সম্পর্কে আরেকটা প্রশ্ন আছে। তবে ৪২৬টি স্কুলে কক্ বরক ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা

হয়েছে এবং শিক্ষকও সেখানে দেওয়া হয়েছে। আর রিয়াং ছেলেমেয়েরা কক্‌বরক ভাষায় লেখাপড়া করতে অসুবিধা হচ্ছে, তারা রোমান হরফে লেখাপড়া করতে চায় এই তথ্য সরকারের জানা নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ--- কোয়েশ্চান নং ২১ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- কোয়েশ্চান নং ২১ স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় মোট কয়টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

২) ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে ১৯৮১-৮২ সাল পর্য্যন্ত মোট কতজন ছাত্রছাত্রী এই কেন্দ্রগুলি থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন? (বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) ত্রিপুরায় মোট ২৬১৫টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র আছে।

২) মোট শিক্ষালাভ করছে ৪৯,৩৮৫ জন।

১৯৭৮-৭৯ ইং সালে	১৩,০১০ জন।
১৯৭৯-৮০ ইং সালে	১৮,৯২৫ জন।
১৯৮০-৮১ ইং সালে	১৭,৪৫০ জন।
মোট---	৪৯,৩৮৫ জন।

১৯৮১-৮২ ইং সালের পরীক্ষা এখনও হয় নি। কাজেই এই সালের তথ্য এখন দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে অনেক শিক্ষক আছেন যারা ক্লাস করেন না বাইরে ঘোরাফেরা করেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কেউ ক্লাস করেন না এরকম তথ্য আমার জানা নেই। মাননীয় সদস্যদের স্পেসিফিক স্থানের নাম করলে তদন্ত করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ীতে, শিক্ষক শ্রীসুকুমার মালাকার তিনি একটি ছেলের দাঁত ভেঙ্গে পুলিশকে ধরা না দিয়ে প্রায় দেড় মাস আত্মগোপন করেছিলেন, তখনও তিনি বেতন নিয়েছেন। তারপর বসাক একটি মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছেন, এ ব্যাপারেও তার বিরুদ্ধে মামলা ঝুলছে। তিনি নকশালী করছেন, গুণ্ডামী করছেন যখন যা খুশি তাই করছেন, তারপরও তিনি বেতন পাচ্ছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এই তথ্য আমার জানা নাই। তবে কেউ যদি অভিযোগ করেন তাহলে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বামফ্রন্ট সরকারে আসার আগে এই রাজ্যে কয়টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আপাততঃ আমার হাতে নেই।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে সংখ্যা দিয়েছেন এটা কি পরীক্ষা পাশের ভিত্তিতে নাকি পরীক্ষকদের রিপোর্টের ভিত্তিতে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---বছরের শেষে ডিসেম্বর মাসে প্রত্যেক স্কুলই একটা রিপোর্ট দেয়। সেই লিটারেসী শিক্ষায় যদি কেউ নিজের নাম লিখতে পারে, ছাপার অক্ষরের জ্ঞান যদি তার থাকে তাহলে তাকে পাশ বলে ধরে নেওয়া হয়। সেই ভিত্তিতেই স্কুলগুলি থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই এখানে বলা হচ্ছে

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে সেটা সত্যি নাকি গোলমালে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- রিপোর্ট যখন আসে এবং যতক্ষন পর্যন্ত সেই রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ না হচ্ছে ততক্ষন এটাকে আমরা সত্যি বলে ধরে নেব। দ্রাউবাবু যদি কোন তথ্য এখানে উপস্থিত করতে পারেন তাহলে আমি দেখব।

শ্রীনকুল দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, এই সমস্ত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে লেখাপড়া এবং অক্ষরজ্ঞান ছাড়া হাতের কাজ বা অন্য কোন কাজে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে কি যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে এই রকম কোন ব্যবস্থা নেই কারন যিনি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে পড়ান তিনি মাসে মাত্র ৫০ টাকা করে পান। লেখাপড়া ছাড়া অন্য বিষয়ে ট্রেনিং দিতে হলে ট্রেইন্ড শিক্ষকের প্রয়োজন হবে এবং ট্রেইন্ড শিক্ষকের বেতনও প্রচুর দিতে হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেক বয়স্ক লোক এখন নাম লিখতে পারছে ও পড়তে পারছে কিন্তু যারা শিক্ষকতা করছেন তাদের অনেকের বসার জায়গা নেই। আমি জানি তার জন্য একটা কন্টিজেন্সি ফাণ্ড আছে কিন্তু ৬ মাস পরে সেই টাকা ফেরৎ যায়। এইগুলি দুর করার ব্যবস্থা করা হবে কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- এটা তো সরকারের পক্ষে করা হবে না কারন বয়স্কদের শিক্ষা দেবার জন্য ভলেনটিয়ার সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে। এখানে ঘর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারী আইন কলেজ ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার জন্য সরকারী ভাবে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার নিমিত্ত একটি প্রস্তাব ভারত সরকারের নিকট করা হইয়াছে। আগরতলায় একটি সান্ধ্য আইন কলেজ স্থাপনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হইয়াছে।

প্রশ্ন

২। উক্ত উদ্যোগগুলোর ফলাফল কি ?

উত্তর

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথক আইন কলেজ ভবন ব্যতীত এবং দিনের বেলায় ক্লাস ভিন্ন অন্য সময়ে ক্লাস নেওয়ার ব্যপারে সম্মত না থাকায় এই প্রস্তাব এখনও বাস্তবায়িত করা যায় নাই। যোজনা পর্ষদ এখনও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সম্মতি দেন নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৭৮ সালে বাজেট ভাষনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন যে, এই বছরে একটা সান্ধ্য আইন কলেজ এখানে খোলা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সেই ১৯৭৮ সালের উদ্যোগ কেন এখনও সফল হচ্ছে না ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—তার কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, আইন কলেজ করতে হলে কেন্দ্রের অনুমতি লাগে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি লাগে এবং এই বছর আমরা আইন কলেজের জন্য প্রাথমিকভাবে কাজ করার জন্য ৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি পার্টটাইম শিক্ষকের দ্বারা কলেজ চলতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সেপারেট বিল্ডিং চাই। তৃতীয়তঃ রাত্রে কলেজ করতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজী নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই কলেজের ব্যয় বহন করা আমাদের মতো ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বিভিন্ন কতৃপক্ষ থেকে তার জন্য অনুমতি নেওয়া হয় এবং দেখা যাচ্ছে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সান্ধ্য কলেজের জন্য অনুমতি দিচ্ছেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই অবস্থার পারিপ্রেক্ষিতে দিনের বেলায় আইন কলেজ খোলার কোন পরিকল্পনা নেবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় সদস্য আমার প্রশ্নের একটা অংশ বুজেছেন আর একটা অংশ বুজেন নি। শুধু দিনের বেলায় কলেজের প্রশ্ন নয়। এই কলেজ চালু করতে গেলে পার-টাইম লোক দ্বারা চলবে না। তার জন্য হাই কোয়ালিফাইড লোকের দরকার যেমন ব্যারিষ্টার এবং উচ্চ শিক্ষিত লোকের দরকার হবে হোল-টাইম শিক্ষক নিযুক্ত করতে, তার জন্য আমাদের প্রচুর টাকা-পয়সা লাগবে কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয় আমি আগেই বলেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া রাজ্যেও আইন কলেজ চালু আছে অনেক দিন আগে থেকেই কিন্তু আমাদের রাজ্যে কেন করা সম্ভব হচ্ছে না ?

শ্রীদশরথদেব ঃ---অন্য রাজ্যে অনেক আগেই হয়েছে। আমাদের পূর্বে যারা ছিলেন তাঁরা যদি করে যেতেন তা হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও আইন কলেজ চালু থাকতো।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সালের ১লা মার্চ হইতে ১৯৮২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে উপজাতি পুনর্ব্বাসনের জন্য কয়টি নূতন "উপজাতি কলোনী" স্থাপন করা হইয়াছে, এবং

২। এই সমস্ত "উপজাতি কলোনীগুলিতে" কত উপজাতি পরিবারের পুনর্ব্বাসন সম্ভব, হইয়াছে ?

উত্তর

১। প্রশ্নোলিখিত সময়ের মধ্যে কোন "উপজাতি কলোনী" স্থাপন করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না। তবে ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ১৪৭টি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে মোট ৪৬২৮ জন উপজাতি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। বৎসর ভিত্তিক পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত মোট পরিবারের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

জুমিয়া পুনর্ব্বাসত সর্ম্পকীয় বিবরণী

পুনর্ব্বাসন প্রদান বর্ষ	গ্রামের সংখ্যা	পুনর্ব্বাসত প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা
১	২	৩
১৯৭৮-৭৯ ইং	৪৯	১৯১১
১৯৭৯-৮০ ইং	৭৩	১৭৬৬
১৯৮০-৮১ ইং	১৮	৫৮৮
১৯৮১-৮২ ইং	৭	৩৬৩
	১৪৭	৪৬২৮

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কলোনীগুলিতে রাস্তাঘাটের সুবিধা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---আমি আগেই বলেছি তাদের গ্রামের কাছাকাছি দেওয়া হয়েছে। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই এই সমস্ত গ্রামে যখন রাস্তাঘাট তৈরী হচ্ছে তখন তারাও সেই সুযোগ পাবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

প্রশ্ন

১। অটোনোমাস ডিস্ট্রিকট কাউন্সিলের বাহিরে যে সমস্ত ট্রাইবেল রিজার্ভ অঞ্চল আছে তাহা রিজার্ভমুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। 'ট্রাইবেল রিজার্ভ' বলে কোন অঞ্চল নাই। তবে সেকেণ্ড সিডিউল্ড এরিয়া নির্দ্ধারিত আছে।

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত মুক্ত করা হবে, এবং	২। প্রশ্ন উঠে না। সেকেণ্ড সিডিউলড মুক্ত করার কোন প্রশ্নই উঠে না।
৩। যদি রিজার্ভ মুক্ত করা না হয় তবে অঞ্চলের অধিবাসীরা আর কি কি সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে পাবে?	৩। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৫

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোয়েশ্চান নং ৪৫

প্রশ্ন

১। অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের বাহিরে যে সমস্ত ট্রাইবেল রিজার্ভ অঞ্চল আছে তাহা রিজার্ভ মুক্তকরার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত করা হবে; এবং

৩। যদি রিজার্ভ মুক্ত করা না হয় তবে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা আর কি কি সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে পাবে?

উত্তর

১। 'ট্রাইবেল রিজার্ভ' বলে কোন অঞ্চল নাই। তবে সেকেণ্ড সিডিউল্ড এরিয়া নির্ধারিত আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না। সেকেণ্ডসিডিউল্ড এলাকামুক্ত করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীউমেশ নাথ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সেকেণ্ড সিডিউল্ড এরিয়া সারা রাজ্যে কতটুকু আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এটা গেজেট নোটিফিকেশানে আছে। মাননীয় সদস্য ঐখান থেকে দেখে নেবেন।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এমন অনেক এলাকা আছে, যেমন রাধানগর সেখানে কোন ট্রাইবেল নাই, কিন্তু ঐ এলাকাটি সেকেণ্ড সিডিউল্ড ভুক্ত হয়েছে। যার ফলে জমির মালিক জমি বেচাকেনা করতে পারছে না।

শ্রীদশরথ দেব ঃ সেকেণ্ড সিডিউল্ড এরিয়াগুলি একটা ভিত্তি করে করা হয়। তবে এমনও দেখা গেছে এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে কোন ট্রাইবেল নাই সেই এলাকা সেকেণ্ড সিডিউলভুক্ত এলাকা হিসাবে পড়েছে, আর যেখানে ট্রাইবেল আছে সেই এরিয়াটি সেকেণ্ড শিডিউল্ড-ভুক্ত এরিয়ায় পড়ে নাই। এরকম হতে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী ফৈজুর রহমান

শ্রী ফৈজুর রহমান ঃ--- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৯

শ্রী দশরথ দেব ঃ— কোয়েশ্চান নং ৬৯

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি অনাথ আশ্রম আছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। আশ্রমগুলিতে বর্তমানে আবাসিকের সংখ্যা কত ?

৩। যারা অনাথ আশ্রমে ভর্ত্তি হয়েছে তাদের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কি ?

৪। আগামী আর্থিক বৎসরে নূতন অনাথ আশ্রম খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৫। থাকিলে সারা রাজ্যে কতগুলি খোলা হবে ?

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় অনাথ শিশুদের জন্য মোট ৬ (ছয়) টি আশ্রম আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। সদর মহকুমা-৩টি, ২। উদয়পুর-১টি, ৩। বিলোনীয়া-১টি, ৪। ধর্মনগর-১টি।

২। উক্ত ৬টি অনাথ আশ্রমে বর্ত্তমান আবাসিকের সংখ্যা ২৭০ জন।

৩। হ্যাঁ।

৪। হ্যাঁ।

৫। ১টি অনাথ আশ্রম খোলার পরিকল্পনা আছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত আরও ১০টি দুঃস্থ শিশুদের আবাসিক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় প্রকল্প অনুসারে স্থাপিত হইয়াছে। তণ্মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্ত্তৃক স্থাপিত। বাকী ১০টির মধ্যে ২টি আগরতলা পুরসভা কর্ত্তৃক এবং বাকী ৮টি মহকুমা সদরের নোটিফায়েড গুলির ব্যয়ের শতকরা ৯০ ভাগ সরকার বহন করেন। তম্মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ রাজ্য সরকার বহন করেন। উক্ত ১৪টি প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৬০০ জন শিশুর আশ্রয় ও যত্নের ব্যবস্থা আছে।

আগামী আর্থিক বৎসরে সরকারী পরিচালনায় আর ১টি অনাথ আশ্রম খোয়াই মহকুমার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে খোলার পরিকল্পনা আছে। উক্ত আশ্রমে ৫০ জন দুঃস্থ আদিবাসী বালক বালিকার আশ্রয় ও যত্নের ব্যবস্থা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

শ্রী ফেজুর রহমান ঃ--- রাজ্যের অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের জন্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য আলাদাভাবে শিক্ষক আছেন কিনা ? থাকলে কতজন আছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ--- আলাদাভাবে কোন শিক্ষক দেওয়া হয় নাই। আশে পাশে যে স্কুলগুলি আছে সেই স্কুলগুলিতে তাদের পাঠানো হয়।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যেগুলি রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত আশ্রম আছে তাদের আবাসিকদের মাথা পিছু বরাদ্দ কত এবং যেগুলি কেন্দ্রের অনুমোদনে চলে তার মাথা পিছু বরাদ্দ কত ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ--- এই হিসাবটা এক্ষুনি দিতে পারছিনা। তবে আগে মাথা পিছু বরাদ্দ ছিল ৩টা। এইবার কেবিনেট মিটিং ৫ টাকা করে ধরা হয়েছে। তবে এটা এখনও চালু হয়েছে কিনা তা ঠিক বলা যাচ্ছেনা, ডিপার্টমেন্টকে না জিজ্ঞাসা করে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খৃীষ্টান মিশনারীদের পরিচালনায় কোন আশ্রম আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ--- সরকার থেকে কোন অনুমোদন না নিয়ে তারা তা করে থাকে কাজেই এই ব্যাপারে সরকারের সংগে তার কোন যোগাযোগ নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ--শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার ঃ--অ্যাডমিটেড ষ্টারড কোয়েশ্চান নং ৭১

শ্রীদশরথ দেব ঃ--কোয়েশ্চান নং ৭১

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরায় ১৯৭৭ সনের শিক্ষাবর্ষে ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত, ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত, ৯ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত, ১১শ থেকে ১২শ শ্রেণী পর্য্যন্ত কত ছাত্রছাত্রী ছিল এবং ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে সেই সংখ্যা কত ছিল ?

খ) বিদ্যালয় স্তরে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা কতভাগ মেয়ে এবং এদের কতভাগ তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতিভুক্ত ?

গ) সাধারণ কলেজ (নন্ টেকনিক্যাল) গুলিতে ১৯৮১ ইং সনের শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ?

ঘ) কলেজ স্তরে ক্রমাগত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কলেজগুলির সুষ্ঠুভাবে স্থান সঙ্কুলানের ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

ঙ) থাকিলে তাহা কি ?

উত্তর

১। ১৯৭৭ সনের শিক্ষাবর্ষে ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ১,৯৮,১০৪ জন, ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ৪৮,৯৩৬ জন, ৯ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ১৮,৮১১ জন এবং ১১শ থেকে ১২শ শ্রেণী পর্য্যন্ত ৩,০৯২ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। ১৯৮১ইং সনের (৩১-৩-৮১ পর্য্যন্ত) সেই সংখ্যা যথাক্রমে ২,৭৩,৩৮৮, ৬৪,৩৮০, ২৭,০৮১ এবং ১০,৪১৫ জন ছিল ; কারণ ১৯৮১ সনের পুরা পরিসংখ্যান সংগৃহীত আছে।

খ)

ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হিসাব (সাময়িক ৩১-৩-৮১ ইং তারিখ)

শ্রেণী	তপশিলী জাতি বালক	তপশিলী উপজাতি বালক	মোট বালক	তপশিলী জাতি বালিকা	তপশিলী উপজাতি বালিকা	মোট বালিকা
৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত	১৬.২৬°/.	২৭.৬৩°/.	৫৭.৭০°/.	১৫°৬৮°/.	১৭.৯২°/.	৪২.৩০°/.
৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত	১০.৯৮°/.	১৫.১০°/.	৫৮.২০°/.	৮.৫৯°/.	৯.১০°/.	৪১.৮০°/.
৯ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত	১০.০৭°/.	১১.৯২°/.	৫৮.০০°/.	৫.৮২°/.	৬.৫৫°/.	৪২.০০°/.
১১শ থেকে ১২শ শ্রেণী পর্য্যন্ত	৮.৩২°/.	৫.২০°/.	৬৮.০০°/.	৪.০২°/.	২.৭৯°/.	৩২.০০°/.

গ)
ঘ) তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।
ঙ)

শ্রীনকুল দাস ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিলেন আমরা দেখতে পাই তপশিলী জাতি এবং উপজাতি স্কুলে কিংবা কলেজে যে আছে, তাদের ভর্তি হওয়ার সময় তাদের কোটা পূরনের যে রুলসগুলি আছে তা তারা মেনে চলে না। যার ফলে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি ছেলেমেয়েদের স্কুলে এবং কলেজে ভর্তি হতে খুবই কষ্ট হয়। এটার কারণটা কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ ভর্তির ব্যাপারে বাধাধরা কোন কোটা নেই, তবে চেষ্টা করা হচ্ছে সিডিউলড কাস্ট ও সিডিউলড ট্রাইব ছেলেমেয়েরা যাতে সব জায়গাতে ভর্তি হতে পারে। তবে আমার এইটা জনা নাই যে তারা ভর্তি হতে গিয়ে ফিরে এসেছে।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমোহনলাল চাকমা।

শ্রীমোহনলাল চাকমা ঃ—এডমিটেড কোশ্চেয়ন নং—১১১।

শিক্ষামন্ত্রী ঃ কোয়েশ্চান নং—১১১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৭৬ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৭৭ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কতটি বালোয়াড়ী স্কুল ছিল ?

২। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৮২ ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কতটি স্কুল (বালোয়াড়ী) প্রতিষ্ঠিত হয় ?

৩। বর্তমানে কয়টি বালোয়াড়ী স্কুলে শিক্ষক নাই ?

৪। কয়জন শিক্ষক একটি বালোয়াড়ী স্কুলে নিয়োগ করা হয় ?

৫। সব কয়টি স্কুলে গ্রামলক্ষ্মী আছে কি ?

৬। না থাকিলে কবে নাগাদ নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১৯৭৬ইং সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে ত্রিপুরা রাজ্যে ৫৫৯টি বালোয়াড়ী স্কুল ছিল এবং ১৯৭৭ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ৫৬৩টি বালোয়াড়ী স্কুল ছিল।

২। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৮২ ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আরও ৬০০টি বালোয়াড়ী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৩। বর্তমানে ১০৬টি কেন্দ্রে সমাজশিক্ষা কর্মী নাই।

৪। সাধারণতঃ একটি বালোয়াড়ী কেন্দ্রে ১ জন সমাজশিক্ষা কর্মী নিয়োগ করা হয়।

৫। না।

৬। অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান হইলে পর নতুন পদ সৃষ্টি করা এবং কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হইবে।

শ্রীমোহনলাল চাকমা ঃ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, প্রতিটি বালোয়াড়ী স্কুলে একজন করিয়া শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, কিন্তু কোন কোন বালোয়াড়ী কেন্দ্রে দেখা যায় যে, ৫, ৬ জন করিয়া শিক্ষক আছে। এই রকম তথ্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—সাধারণতঃ প্রতিটি বালোয়াড়ী শিক্ষাকেন্দ্রে একজন করিয়া শিক্ষক দেওয়া হয়। তবে ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা অনুপাতে কোথায়ও কোথায়ও বেশী আছে। তবে এইটা বন্টনের গোলমালের ফলেই হয়ে থাকে এবং এইটা আমাদের জানা আছে। এই ব্যাপারে সরকার থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে সব জায়গাতে ঠিকমত পোষ্টিং করা যায় তবে এই ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা আছে বলেই এখন পর্য্যন্ত তা করা সম্ভব হয় নি।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, এমন অনেক বালোয়াড়ী স্কুল আছে যার দরজা পর্য্যন্ত খোলা হয় না?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—হতে পারে, বর্তমানে যেখানে ১০৬টি কেন্দ্রে সমাজ শিক্ষা কর্মী নাই, কোনটাকে গ্রামলক্ষী দিয়েও চালানো হচ্ছে। কাজেই গ্রামলক্ষী নাই এই রকম স্কুল থাকতে পারে। কারণ ইতিমধ্যে আমরা ১০, ১২টা পুরানো সেন্টারকে চালু করেছি অন্য জায়গা থেকে পোষ্টিং দিয়ে।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ--- সমস্ত রকমের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেই বালোয়াড়ী স্কুলটি খোলা হয় না, এমন কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ঃ--- এমম কোন ঘটনা আমার জানা নাই, তবে মাননীয় সদস্যের জানা থাকলে তিনি রিপোর্ট করলে আমরা খুঁজে দেখব।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ--- আমি একটা বিশেষ স্কুলের কথা বলতে পারি, সেটা হলো তিলথই বেতাংগি বালোয়ারী স্কুল। সেখানে টিনের ঘর হতে শুরু করে সমস্ত রকমের সুবিধা আছে এবং সেখানে যিনি আছেন তার বাড়ী কমলপুরে। তিনি সপ্তাহে একদিন শুধু স্কুল করেন আর মাসের শেষে ঠিক মতই বেতনটা নিয়ে নেন।

শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ঃ--- এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখা হবে।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ--- মাননীয় সদস্য শ্রীসুমন্ত কুমার দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস ঃ--- কোয়েশ্চন নাম্বার ৯৩।

শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ঃ--- কোয়েশ্চান নং ৯৩।

প্রশ্ন

১। সমগ্র ত্রিপুরায় জুনিয়র বেসিক, সিনিয়র বেসিক, উচ্চ বুনিয়াদী ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষিকা আছে কি?

২। না থাকিলে আরও কত সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকার প্রয়োজন এবং ?

৩। ঐ প্রয়োজনীয় শিক্ষক শিক্ষিকার অভাব পূরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। না।

২। বিদ্যালয় স্তরে ২১০০ জন এবং মহাবিদ্যালয় স্তরে ৪২ জন।

৩। বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষকের নূতন পদ সৃষ্টি করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে এবং মহাবিদ্যালয় স্তরে কিছু পার্ট টাইম ও এড্‌হক শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে এবং টি, পি, এস সিতে রিকুজিশনও পাঠানো হবে।

শ্রীভানু লাল সাহা ঃ--- উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে বিশেষ সাবজেক্টের শিক্ষকের অভাব আছে কি ?

শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ঃ— আছে। কোন কোন বিশেষ সাবজেক্টের শিক্ষকের অভাব আছে, তাদের জন্য এডভারটাইজমেন্ট দিয়েও পাওয়া যায় না।

শ্রীভানু লাল সাহা ঃ---দেখা যায় যে শহর অঞ্চল থেকে কোন সাবজেক্ট টিচারকে সাবডিভিশনে বদলী করা হলে তিনি সেখানে যোগদান করেন না। এই ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ঃ--- এই তথ্য আমার জানা আছে। বদলী করার ফলে অনেকেই কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কাজেই এই সম্পর্কে আমার কিছু করার নাই। দ্বিতীয়ত প্রাইমারী শিক্ষকেরও অভাব আছে আমরা তার জন্য তাদেরকে ২৫ হাজার জব ফর্ম দিয়েছি, কিন্তু কোর্ট থেকে রায় দেওয়া হয়েছে যে আমরা আর প্রাইমারী শিক্ষক নিতে পারব না, যার জন্য আমরা আর শিক্ষক নিতে পারছি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---কোর্টের জন্য যাদেরকে বদলী স্থানে পাঠানো যাচ্ছে না, মানে সরকারী কর্মচারীদের নামে যে মামলা আছে, তার নিষ্পত্তি করার জন্য বিশেষ ট্রাইবোনাল গঠন করে এই মামলাগুলির নিষ্পত্তি করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় ঃ-- এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্ট্যার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৮।

শ্রীব্রজগোপাল রায়ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৮।

প্রশ্ন

১। জুন দাঙ্গার ফলে যে সমস্ত অঞ্চলে লোকজন নিরাপত্তা জনিত কারণে নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফিরে যেতে পারছে না তাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কত পরিবারকে কোন্ কোন্ জায়গায় পুনর্বাসন নেওয়া হয়েছে,

২। এখন পর্য্যন্ত কত পরিবার পুনর্বাসনের বাকী রয়েছে,

৩। পুনর্বাসন প্রাপ্ত লোকদের জন্য কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। এ পর্য্যন্ত মোট ১৭৬২ টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক বর্ণনা দেওয়া হইল ঃ---

পশ্চিম ত্রিপুরা

সদর ঃ	১। দক্ষিণ চড়িলাম	—	১৭৮টি পরিবার।
	২। পুরাথল রাজনগর	—	৭৫টি পরিবার।
	৩। দক্ষিণ চাম্পামুড়া	—	৫৩টি পরিবার।
	৪। গোকুলনগর	—	১৭৮টি পরিবার।
	৫। খাস মধুপুর	—	৬০ পরিবার।

৬। তেলারঞ্জন	—	৭০টি পরিবার।
৭। প্রভাপুর	—	৫০টি পরিবার।
৮। বংশী বাড়ী	—	১০টি পরিবার।
৯। রানীর বাজার	—	৩১টি পরিবার।
১০। কলকলিয়া	—	৫৫টি পরিবার।
১১। হরিনাখোলা	--	৪৩টি পরিবার।
১২। মোহিনীপুর	--	২৬টি পরিবার।
১৩। ফটিকছড়া	--	১১টি পরিবার।
১৪। মান্দাই	--	৫৭টি পরিবার।
দক্ষিণ ত্রিপুরা।		
অমরপুর ১। অম্পিনগর	--	১৪৮টি পরিবার।
২। তইদু	--	৩৩টি পরিবার।
৩। রামপুর	--	১৭৮টি পরিবার।
৪। রাঙ্গামাটি	--	১১টি পরিবার।
৫। রাংফাং (১)	--	৪১টি পরিবার।
রাংফাং (২)	--	৮৬টি পরিবার।
৬। বীরগঞ্জ	--	৬৯টি পরিবার।
৭। যতনবাড়ী	--	১৯টি পরিবার।
উদয়পুর ১। বারভুঁইঞা	--	১৪৭টি পরিবার।
২। রাধাকিশোরপুর ফরেষ্ট রিজার্ভ		৯টি পরিবার।
৩। পিত্রা	--	৩৯টি পরিবার।
৪। রাজনগর	--	৩৫টি পরিবার।
৫। হীরাপুর	—	৫২টি পরিবার।
		সর্বমোট ১৭৬২টি পরিবার।

২। বাকি নাই।

৩। জুনের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য যে যে সাহায্য দেওয়ার বিধান আছে সকল সাহায্যই পাইবে, তদ্‌ভিন্ন তাহাদের জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলিও নেওয়া হইয়াছে।

(১) পরিবার পিছু ১০ (দশ) গণ্ডা বাস্তুভূমি।

(২) মিনিমাম নিড্‌স প্রোগ্রামে পরিবার পিছু ৭৫০·০০ টাকা করিয়া বাস্তুভিটা উন্নয়নের জন্য নগদ টাকা।

(৩) জীবিকা ভিত্তিক প্রতিশীল্পী পরিবারকে যন্ত্রপাতি এবং আনুসাঙ্গিক জিনিষ-পত্রাদি প্রদান।

(৪) প্রতি গৃহস্থ পরিবারের জন্য বলদ। দুগ্ধবতী গাভী ক্রয়ের জন্য ১০০০·০০ টাকা অনুদান।

(৫) শিল্পী এবং ছোট ব্যবসায়ী প্রতি পরিবারকে জীবিকা ভিত্তীক ব্যাঙ্ক লোন দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া।

(৬) এন, আর, ই, পি, এবং এস, আর, ই, পি, প্রোগ্রামে লাগাতর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা।

(৭) পুনর্বসতি পরিবারগুলিকে ট্রাইসেমের বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে যথাসাধ্য অন্তর্ভুক্ত করা যাহাতে তাহাদের মেধা উন্নততর করার সুযোগ পায়।

(৮) প্রতি পুনর্বাসন কলোনীতে ফিডিং সেন্টার সহ একটি বালোয়ারী সেন্টার খোলার ব্যবস্থা।

(৯) প্রতি পুনর্বাসন কলোনীতে পানীয় জলের ব্যবস্থা।

(১০) জেলে পরিবারদের কর্মসংস্থানের জন্য যেখানে সম্ভবপর সেখানে জলাশয়ের ব্যবস্থা।

(১১) পুনর্বাসন কলোনীতে বিভিন্ন রকম গাছের চারা, হাঁস, মুরগী, শূকরের ছানা ইত্যাদির ব্যবস্থা।

শ্রীগোপাল দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, পুনর্বাসনের আর বাকী নেই, সব হয়ে গেছে কিন্তু আমার কাছে এমন তথ্য আছে যে দাঙ্গা বিধ্বস্ত এমন সব পরিবার আছে যাঁরা নিজ বাড়ী ঘরে ফিরে যেতে পারেনি আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্যাম্পেও থাকতে পারেনি তখন তারা বাধ্য হয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়ায় তাদের কোন রকম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে না এরকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। যদি কেউ এমন থাকে তাহলে পরে আমরা চিন্তা করে দেখব। তবে আমরা একটা অনুরোধ করব যারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে আছেন তারা সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করুন। আমার মনে হয় তারা কেউ সাহায্যের জন্য চাননি কারণ সাহায্য চাইলে নিশ্চয়ই তারা সাহায্য পেতেন। আমি আরও অনুরোধ করব তারা যেন তাদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পুনর্বাসন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে উদয়পুরের রাজনগরে প্রায় ৩০টি উপজাতি পরিবার আছে তারা তাদের আগের গ্রামে ফিরে যেতে পারেনি তাই তারা পিত্রার কাছাকাছি ঘরবাড়ী করে আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীব্রজগোপাল রায়—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন তা তারা কি অবস্থায় আছেন বা কি চান তা সরকারের গোচরে আনলে পরে দেখা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রায় ৪ মাস আগে একটা এপ্লিকেশান করা হয়েছিল কিন্তু এ ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত কোন কিছু হয়নি তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করলেন এটা ঠিক যে ট্রাইবেলরা অনেকে এখনও নিজ গ্রামে ফিরে আসতে পারেন নি, তারা ভয় করছেন সেজন্য তারা বিভিন্ন জায়গায় এখনও ছড়িয়ে আছেন। আমরা তাদের বলব যে তারা যেন সরকারের কাছে আবেদন করেন যে তাদের কি কি অসুবিধা আছে নিজ গ্রামে ফিরে যেতে তাহলে পরে তাদের জন্য যেসব সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করা দরকার তা নিশ্চয়ই করা হবে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ---সাপ্লিমেন্টারি স্যার, গকুলনগর কলোনীতে যেসব পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের কি খাস ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে না নিজ নিজ ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। যদি খাস ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে পরে সে খাস ভূমিতে তাদের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায়---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বেসরকারী জমি কিনে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যদি তারা নিজেরা কিনে থাকে তাহলে সরকার তাদের টাকাটা ফিরে দেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায়---মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন কাজে অর্থ ব্যয়িত হয়েছে তবে এটা একটা আলাদা প্রশ্ন দেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, কেউ যদি নিজের আগের জায়গায় না যেতে চান তাহলে সরকারের কিছু করনীয় থাকে না। কিন্তু যদি নিজ জায়গায় গিয়ে গিয়ে আবার দখল চান তাহলে পরে কিছু করনীয় থাকে। মাননীয় সদস্যরা জানেন আমরা যে টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেয়েছিলাম সে টাকাটা আমরা পাইনি আমাদের আরও ৩ কোটি টাকা বেশী খরচ হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা আরও জানেন আমাদের বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দ করা খুবই অসুবিধা। যারা কলোনীতে আছেন তারা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পরও যখন যেতে চাইছেন না তাদেরকে দেখবেন যে তারা ভূমিহীন। তারা মনে করছেন যে সেখানে গিয়ে কোন লাভ নেই। আর যারা ফিরে যেতে চান সরকার তাদের উপযুক্ত সেকুরিটির ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন। তাদেরকে ১০ গণ্ডা জমিতে বসান হচ্ছে, কৃষিতে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে এমন কি অন্যান্য পেশার ব্যবস্থা করারও চিন্তা করা হচ্ছে। তাই এখনও যারা কলোনীতে রয়েছে তাদের সমস্যাও সরকার সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করছেন।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্যগণ, কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেইগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর লিখিত উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়-দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES—'A' & 'B')

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ এখন রেফারেন্স পিরিয়ড, আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার নিকট হইতে একটি নোটিশ পাইয়াছি। সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু হইল —

"গত ১০ মার্চ, ৮২ ইং বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের বি, ডি, ও, শ্রীসুদীপ রায়কে কতিপয় কর্মচারী ঘেরাও করা সম্পর্কে।"

উপরি লিখিত বিষয়ের উপর আনীত নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উহা উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ স্যার, আমি আগামী ৩০শে মার্চ, ৮২ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩০ মার্চ, ৮২ ইং তারিখে উক্ত বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেয়েছি এবং বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উহা উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হ'ল-"গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে লক্ষ্মীছড়ার পীড়্রাই বাড়ীতে (বাইখোড়া থানা এলাকাধীন) যোগেন্দ্র রিয়াং এর বাড়ীঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ স্যার, আমি আগামী ২৬শে মার্চ, ৮২ ইং তারিখে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেব।

মী ঃ স্পীকার ঃ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৬, মার্চ, ৮২ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার এর নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমি উহার গুরুত্ব অনুসারে আমি উহা উত্থাপনের অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হইল---

"গত ১০, মার্চ, ৮২ ইং তারিখে আগরতলা সেন্ট্রাল রোড সংলগ্ন এলাকার নিমাই সিংহ নামক জনৈক যুবকের খুন হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে উক্ত বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখিতে আহবান করিতেছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়টির উপর আগামী ২৫শে মার্চ, ৮২ ইং তারিখে আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৫শে মার্চ, ৮২ ইং তারিখে তাঁর বিবৃতি দিবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহার নিকট হইতে একটি নোটিশ পাইয়াছি এবং উহা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উহা উত্থাপনের অনুমতি দিয়াছি। বিষয়টি হইল---

"গত চারদিন যাবৎ আগরতলা শহরে অনিয়মিত জল সরবরাহ সম্পর্কে।"

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী (পূর্ত বিভাগ) মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি তিনি এক্ষনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে করে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২৯শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ পূর্ত বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আগামী ২৯শে মার্চ, ৮২ ইং তারিখে তাঁর বিবৃতি দিবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমান মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ —

"১৫ মার্চ, দুপুর বেলা ১২ ঘটিকায় ধর্মনগরের ইচাই লালছড়া গ্রামের ভূমিহীন আবদুল মন্নাফের বাসগৃহটি কংগ্রেস (আই) দুর্বৃত্তদের দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, ধর্মনগর থানার অন্তর্গত ইছাই লালছড়া গ্রামের শ্রী আবদুল মন্নাফে ধর্মনগর থানায় গত ১৭,৩,৮২ ইং তারিখে এই মর্মে একটি অভিযোগ দায়ের করেন যে, গত ১৫,৩,৮২ ইং বেলা প্রায় ১২ ঘটিকায় ধর্মনগর থানার অধীন ইছাই লালছড়া গ্রামের জনৈক আবদুল সাত্তার, পিতা খাদরিচ আলি, এবং মৃত কুতুব আলির স্ত্রী মতিতেরাই বিবি পূর্বশত্রুতা বশতঃ তাহার বাড়িতে আগুন লাগায় ফলে তাহার ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র সহ ঘরটি পুড়িয়া যায়। ক্ষতির পরিমান প্রায় তিন হাজার টাকা। আগুনে পার্শ্ববর্তী তেরাই বিবির একটি ঘরও পুড়িয়া যায়। আবদুল মন্নাফের অভিযোগমূলে ধর্মনগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারামূলে মোকদ্দমা নং ৫(৩) ৮২ নথিভুক্ত করা হয়। পুলিশ ঘটনাটির অনুসন্ধান কার্য্য চালা ইতেছে। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ভেরিফিকেশান, গত ১৫ই মার্চ ৮২ ইং তারিখে দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ ভূমিহীন আবদুল মন্নাফ তখন বাড়িতে ছিলেন না, তিনি বাড়ি থেকে কিছু দূরে রাস্তার কাজ করছিলেন। সেই বাড়িতে আবদুল মন্নাফ বাস করে আসছেন। ৬ বৎসর পরে আবদুল সাত্তার ঐ বাড়ির দখল করতে কিছু স্থানীয় কংগ্রেস (আই) গুণ্ডা এবং মস্তান নিয়ে ১৫ই মার্চ বেলা ১২টায়

আবদুল মন্নাফের ঘরে আগুন লাগায়। তখন বাড়িতে আবদুল মন্নাফের মা এবং স্ত্রী ছিলেন। পরে থানায় অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও আবদুল সাত্তারকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি। এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুসন্ধান করে দেখবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আরেকটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী কামিনী দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত সৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—

"গত ৭ই মার্চ ছামনু থানা অন্তর্গত মালিধর গাঁওসভার চাকাতহা পাড়া শ্রীরমনজয় রিয়াং-এর ছেলেকে গুলি বিদ্ধ করে বহু জিনিষপত্র ও টাকা ডাকাতি করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ৭ই মার্চ মালিধর গাঁওসভার চাকাবহা পাড়ার শ্রীরমন জয় রিয়াং নামে কাহারো ছেলেকে গুলি করার কোন সংবাদ পুলিশের গোচরীভূত নাই। তবে মালিধর গাঁওসভাধীন মুক্তিরাম রিয়াং পাড়ার জনৈক শ্রীরামমনি রিয়াং এর বাড়ীতে গত ৯।৩।৮২ ইং তারিখে ডাকাতি হওয়া ও তাহার ছেলে শ্রী পবিত্র রিয়াংকে দুবৃত্তগণ কর্তৃক গুলি করার ঘটনায় পুলিশের নিকট অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে। পুলিশী রিপোর্টে প্রকাশ যে গত ০।৩ ৮২ ইং রাত্রি অনুমান ১১।১২ টার সময় ৫।৬ জন অপরিচিত দুবৃত্ত বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সহ ছামনু থানাধীন মালিধর গাঁওসভার মুক্তিরাম রিয়াং পাড়ার শ্রীরামমনি রিয়াং এর গৃহে ডাকাতি করে নগদ তিন হাজার টাকা, দুই জোড়া রূপার হার, জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়া যায়। ডাকাতরা শ্রীরামমনি রিয়াং এর পুত্র শ্রীপবিত্র রিয়াংকে গুলি করে আহত করে। আহত শ্রীপবিত্র রিয়াংকে চিকিৎসার জন্য ছামনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হইয়াছে।

শ্রীরামমনি রিয়াং এর অভিযোগক্রমে ছামনু থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭।৩৯৮ ধারায় ও অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ৩(৩)৮২ নথিভুক্ত করা হইয়াছে। পুলিশ আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে। এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

জেনারেল ডিস্কাশান অন দি বাজেট এস্টিমেটস্ ফর দি ইয়ার ১৯৮২-৮৩ ইং।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ---

"১৯৮২-৮৩ ইং আর্থিক সালের বাজেট এ্যাস্টিমেটস্ এর উপর সাধারণ আলোচনা।" আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে যেন তাদের বক্তৃতা বাজেট এস্টিমেটের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি উভয় দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৯ তারিখে এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮২-৮৩ সালে যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে বলা যায়, এই পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি বাজেট হয়েছে তারমধ্যে সবচাইতে বড় বাজেট এবং এটাও বলা বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ারপর আর একট নির্বাচনের আগে পর্যন্ত এবারকার মত শেষ বাজেট।

স্যার, বাজেটের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি যে বামফ্রন্ট সরকার সৃষ্টি হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্যে যে কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি হয়েছিল প্রথমবারের বাজেটেই তা প্রতিফলিত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা ব্যাহত হয়েছে। সেগুলির স্থিতিশীলতা আনার জন্য এই বাজেটের মধ্যে প্রভিশান রাখা হয়েছে। তার জন্য আমরা লক্ষ্য করছি যে রাজ্যের সম্পদ বাড়াবার দিকে এই বাজেট দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং বলা যায় যে ব্যয় বরাদ্দ আগামী দিনের সম্পদ বৃদ্ধি করবে। ত্রিপুরার সাধারণ কৃষকদের জন্য এই সভায় সদস্যরা যে উৎকন্ঠা প্রকাশ করেছেন, গত যে খরাটা হয়ে গেল তার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার কৃষকদের জীবনে একটা খারাপ অবস্থার সৃষ্ঠি হয়েছে। তাকে মোকাবিলা করার জন্য মধ্যবর্তীকালে যে সব ব্যবস্থা সৃষ্টি করা দরকার পড়ে সেগুলির ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। আমরা দেখছি কৃষি খাতে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার কারণ ত্রিপুরা একটা কৃষি প্রধান দেশ। তার জন্য এই খাতাটাতে খুব নজর দেওয়া হয়েছে এবং বাজেট বরাদ্দ যদি দেখি তাহলে কৃষি খাতে বরাদ্দ সর্বাধিক। এটা যুক্তিসঙ্গত। সেজন্য এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি এবং এটাকে কার্যকরী করতে পারলে ত্রিপুরার উন্নতি হবে।

কিন্তু যে কোন রাজ্যের বাজেটকেও পুরোপুরি সফল করতে হলে সেই রাজ্যে স্বাভাবিকভাবেই শান্ত পরিবেশ বজায় থাকতে হবে। যে সব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেই সব যদি বাস্তবায়িত করতে হয় তাহলে তার জন্য দরকার হয় সুষ্ঠ পরিবেশের, সুষ্ঠু আইন শৃঙ্খলার ব্যবস্থার। সেজন্য ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে যে অবস্থা আজকে---সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা--- সেটা শর্ত সাপেক্ষ মানুষ সেটা গ্রহণ করবে কি করবে না সেটা নির্ভর করবে সেই অবস্থার উপর। স্বাধীনতার পর থেকে একটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথে ভারতবর্ষকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থায় এখানে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। যার জন্য আমরা দেখি হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, সেখানে অশান্তি বাড়ছে এবং শ্রীমতী গান্ধী এইসব দেখে শুনেও কিছুই করছেন না। ভারতবর্ষের ৩৩।৩৪ বৎসর স্বাধীনতার পরেও যদি কোন জিনিষ সস্তা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে গরীব মানুষের ঘাম। তাদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে তাদের নিপীড়ণ শোষণ করা হচ্ছে। আর তাদের উপর বোঝা চাপাবার জায়গা নেই। সুতরাং এই জন্য তাদের আপশোষ হতে পারে।

সাধারণ মানুষের আরও করের বোঝা চাপাবার জায়গা কোথায়? তার জন্য হয়তো তাদের আফসোষ হতে পারে। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যাচ্ছে, যে ভারতের গ্রামাঞ্চলের মানুষকে আরও বাজেট ব্যালেন্স করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আরও বেশী বেশী সমস্যাকে ভারতের গরীব মানুষদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা

করা হচ্ছে। ফলে আইন শৃঙ্খলা নেই, এই সব প্রশ্নও সামনা সামনি এসে যায়। এই যে ত্রিপুরা রাজ্য, এটা তো ভারতের বাইরে নয়, এটাও ভারতের মধ্যেই একটি রাজ্য। কাজেই ভারতের অন্যান্য জায়গাতে যে সমস্ত কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে, তা প্রয়োগ করার ফল স্বরূপ যে উদ্ভূত ফলাফল, সেটা ত্রিপুরার রাজ্যের মধ্যেও প্রভাবিত হতে পারে। কারণ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বসবাস করেন, তারাও ঐ একই সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের ক্ষেত্রেও সেই প্রভাব পড়তে বাধ্য। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গিটাও এখানে রয়েছে, এখানেও আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন উঠতে পারে এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সেই রকম একটা ব্যবস্থার সৃষ্টি করে, যেমন আজকে আসামের কথাই ধরুন না কেন, মনিপুরের কথাই ধরুন না কেন, আমরা দেখছি যে এই সব রাজ্যে কোন একটা সুস্থির সরকার চালানো যাচ্ছে না। তেমনি আবার মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড অথবা মিজোরামের কথাও বলতে পারেন, এই সব রাজ্যেতেও আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই, সব সময়ে একটা গোলমাল লেগে আছে। এর প্রভাব যে অন্য রাজ্যে পড়বে না, তা নয়। কাজেই এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা বাজেট যত ব্যয় বরাদ্দ ধরি না কেন, তা সুষ্টভাবে রূপায়িত করা যাবে না। ঠিক সেভাবে বলা যায়, যে চারদিক থেকে একটা শোষণ শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বের শেষে আমরা যেখান থেকে শুরু করেছি, অর্থাৎ একটা মৃত অবস্থার মধ্য থেকে আমরা যে কাজটা শুরু করেছি, যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতির মধ্যে যেখানে একটা সেতু বন্ধনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে যখন কোন জাতি উপজাতিতে রেষারেষি ছিল না, একটা মৈত্রীর বন্ধন ছিল, সেখানেও একটা চক্রান্ত করে পরিকল্পনা মতো সেটা [illegible] বরবার [illegible] করা হয়েছিল ঐ জুনের দাঙ্গার মাধ্যমে। তখনই আমরা প্রথমে জাতি উপজাতির মধ্যে বিদ্বেষের একটা বহিপ্রকাশ দেখতে পেয়েছি। এটা ত্রিপুরার ইতিহাসে কোন দিনই ছিল না, বলতে গেলে একটা স্বাভাবিক অবস্থার মধ্য ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি-উপজাতি যে মৈত্রী বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আমি বলব, সেটাকে শেষ করা সম্ভব নয়। এবারেও তেলিয়ামুড়াতে টি, জে, ইউ, এসের সম্মেলন হয়ে গেল। সেই সম্মেলনে আগে যেখানে এই বিধান সভার ৪ সদস্য ছিলেন এখন অবশ্য ৩ জন রয়েছেন, অন্যজন অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়ে চলে গেছেন। তারাই সবাই সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কিনা, আমি জানি না, তবে হয়তো কিছুদিন পরে কারা কারা ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তা জানা যাবে। অথবা তাদের জায়গায় অন্য কেউ ছিলেন কিনা, তাও পরে জানা যাবে। কিন্তু এবার যে সম্মেলন হয়ে গেল, তার কারণটা কি? শুনেছি এই সম্মেলনেও নাকি সরকারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটা প্রস্তাবও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সম্মেলনের আগেই যারা টি,জে,ইউ, এসের এখানকার পাণ্ডা ছিলেন, তারা নাকি দিল্লীতে গিয়ে শ্রীমতি গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন এবং শ্রীমতি গান্ধী নাকি তাদের বলে দিয়েছেন যে তোমরা ত্রিপুরাতে ফিরে গিয়ে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল যেটা হচ্ছে তার মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে দাও, যাতে করে ত্রিপুরাতেও আসামের মত একটা অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। পত্র

পত্রিকা দেখলেই আমরা তাদের এই সব কীর্তি কলাপ বুঝতে পারি। কেন না, আমরা লক্ষ্য, করেছি টি, জে, ইউ, এসের পাণ্ডারা দিল্লী থেকে ফিরে এসে, ত্রিপুরা রাজ্যে মহারাজা কিরিট বিক্রমের স্ত্রীকে ঐ তৈদু সম্মেলনে উপস্থিত করা হল। তাই আমরা দেখি যে তৈদুই সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আর এবারকার তেলিয়ামুড়া সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তার মধ্যে কোন পার্থক্য আমরা দেখছি না। সেই বিদেশীর প্রশ্ন এবারেও উঠেছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এটা কিসের লক্ষণ? কংগ্রেস (আই) যা যা করতে চায়, যেমন অন্যান্য রাজ্যেও তারা যা করেছে, এখানেও ঐ উপজাতি যুব সমিতির মাধ্যমে তারা সেটা করতে চাইছে। আর সে জন্যই তারা কোন সম্মেলন করার আগে দিল্লীতে গিয়ে শ্রীমতি গান্ধীর পরামর্শ নিয়ে আসছেন। টি, জে, ইউ এসের সাধারণ সম্পাদক শ্যামাচরণ বাবু দিল্লীতে গিয়ে শুধু দিল্লীর সৌন্দর্য্য দেখছেন, অন্য কিছু দেখতে পারছেন না। তাই তারা বলে বেড়াচ্ছে যে আমরা উপজাতিদের জন্য যা কিছু করতে চাই, তার সংগে সংগে ত্রিপুরারাজ্যের অন্যান্য অংশের সাধারণ মানষের জন্য কিছু করতে চাই শ্যামাচরণ বাবু কি জানেন না যে গোটা ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের জন্য যে শোষণ যন্ত্র সেটা ঐ দিল্লীতে রয়েছে। এবং কিছু দিন আগেও ভারতের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর অর্জিত অধিকারকে খর্ব করার জন্য নাসা এবং মিসা প্রয়োগ করা হয়েছিল ঐ দিল্লী থেকেই। সেখানে কি তিনি সেটা দেখতে পান নি। দিল্লীতে মেয়েদের ইজ্জত বলতে কিছু নাই, সেখানে দিনে দুপুরে মেয়েরা রাস্তঘাটে বের হতে পারে না। আমরা দেখছি ভারতের রাজধানী যে দিল্লী, সেখানে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু নাই। আমরা আরও দেখেছি যে কংগ্রেসী এম, পিদের ঘরে ডাকাতদের বাসা। শ্যামাচরণ বাবু কি সেটাও লক্ষ্য করেন নি। প্রতি দিনের পত্র-পত্রিকা দেখলেই তো এই সব খবর সাধারণ লোক জানতে পারে যে কংগ্রেস (আই) শাসনাধীন রাজ্যগুলিতে ডাকাতি আর খুন হয়েই চলেছে, সেগুলি হরিজন আর গিরিজনদের নানা ভাবে অত্যাচার হচ্ছে। ডাকাতদের নামের মধ্যেই আমরা তাদের বংশগত পরিচয় পাই। কিন্তু এই যে নামগুলি, মাণ্ডওয়াল সিং, মান সিং অথবা প্রাণ সিং এরা কেউ হরিজন? এরা কেউ হরিজন নয়। অথচ শ্যামাচরণ বাবুরা সম্মেলনে বসে ট্রাইবেলদের কথা খুবই বলেন, কিন্তু এই যে হরিজনগুলি বা গিরিজনগুলি খুন হচ্ছে, তার জন্য কোন কিছুই বলছেন না। শ্যামাচরণ বাবুর এসব কথা চিন্তা করার সময় কোথায়? শ্রীমতি গান্ধীর শাড়ীর আচলের বাতাস লেগে শ্যামাচরণ বাবুর মাথা যে ঘুরে। কাজেই কংগ্রেস (আই) যে ভাবে বলতে টি, জে, ইউ, এস সেই ভাবে চলবে, এতে আর আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে, দিল্লীর ফরমান যে তাই। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের প্রতি তারা যদি এতই দরদী হবেন, তাহলে ঐ দিল্লীতে যাওয়ার কি আছে, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের জন্য তাদের কল্যাণের জন্য অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন করেছি। এই কাউন্সিলে তাদেরও তো প্রতিনিধি রয়েছে, যেমনটি রয়েছে আমাদের। কাজেই যারা কাউন্সিলে প্রতিনিধি রয়েছেন, তারাই তো অর্থ বরাদ্দ করে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের উন্নয়নের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, এর মধ্যে কোন বাধা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু তা নয়, টি, জে, ইউ, এস উপজাতিদের জন্য অনেকগুলি কমিটি করেছে, অবশ্য কাকে কাকে নিয়ে সেই সব কমিটি করা হয়েছে, তা আমরা এখনও জানতে পারিনি এবং সেই সব কমিটিগুলি উদ্দেশ্য হল যে উপজাতিদের

কাছ থেকে আরও বেশী বেশী করে টাকা আদায় কর, আরও ট্যাক্স আদায় কর, তাদের উপর নানাভাবে লুঠপাঠ কর, ডাকাতি কর, যাতে তহবিল সংগ্রহ করা যায়। এই রকম সিদ্ধান্ত তেলিয়ামুড়া সম্মেলনে দেওয়া হয়েছে। নগেন বাবুরা ঐ সুখময় বাবুদের চালে চলতে চান। আবার অন্য দিকে আছে আমরা বাঙ্গালী, তারা ঐ টি, জে, ইউ, এস আর কংগ্রেস (আই) এর মত ত্রিপুরা রাজ্যে চার দিক থেকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে চায়। তাই আমি নগেনবাবুদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে অবস্থা যদি এই না হয়, তাহলে আজকে এত খুন খারাপি হচ্ছে কেন, এত ডাকাতি হচ্ছে কেন? তারপরেও যারা বাংলাদেশ গিয়ে মিজোরাম গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে আসছেন তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ত্রিপুরার থানায় আছে---আমি তাদের জিজ্ঞাস করতে চাই মাননীয় সদস্যরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আজকে এইসব কথা বলছেন। সেইদিকে নজর দিয়ে এই বিধানসভায় তাঁরা কি একটি কথা বলছেন যে এরা উগ্রপন্থী এইসব লোকদের সংগে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ জানে কারা কারা উগ্রপন্থী। ত্রিপুরার মানুষ জানে যে বিজয় রাঙ্গখল দাংবাজ হিসাবে চিহ্নিত তার সংগেই টি, ইউ, জে, এস-এর নেতাদের সম্পর্ক। তারা কি কোনদিন বলেছেন যে, এইসব লোকেদের সংগে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর তারপর তাদের সংগে যোগ দিয়েছে ঐ কংগ্রেস (আই) ও আমরা বাঙ্গালী দল---তারা পিছন থেকে কল কাঠি নাড়ছে। আর এর সংগে আমলাতন্ত্রের একটা অংশ যোগ দিয়েছে। স্যার, আমি ছোট একটা উদাহরণ এখানে দিতে চাই---সদরের মধ্যে গুরুপদ কলোনী নামে একটা কলোনী আছে এবং সেই কলোনীতে ১৯৬টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। তারা মানুষকে কি ভাবে ক্ষেপিয়ে তুলতে চায় এই সরকারের বিরুদ্ধে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এন, ই, সি'র একটা টাকা গুরুপদ কলোনীর সেই ১৯৬টি পরিবারের জন্য ২৩ হাজার টাকা গত ৪ বছর যাবত সুপারিন্টেনডেন্ট অব এগ্রিকালচারের কাছে পড়ে আছে সেটা এগ্রিকালচারের ডিরেক্টারও জানেন---যে এই জুমিয়া পরিবারগুলিকে সাহায্য করার জন্য কিছু সার সেংশান করা হয়েছিল সেই সার কোথায়? সেই সার তাদের কাছে পৌঁছাল না। এই অবস্থা চলছে---এখন চেষ্টা হচ্ছে কি করে রাতারাতি সেই টাকাটা খরচা করা যায়। এই সব খবর গ্রামের সাধারণ মানুষ জানে আর সাধারণ মানুষ জানে বলেই আমি জানতে পেরেছি। নইলে আমার জানার কথা নয়। তারা চেষ্টা করছে কি করে সাধারণ মানুষের কাছে এই সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়---এই সবই চলছে ঐ আমলাচক্রের দ্বারা। তারা চেষ্টা করছে মানুষের মধ্যে কি ভাবে বিক্ষোভের সৃষ্টি করা যায়। আর একটা ঘটনার কথা বলছি উদয়পুর পি ডাবলিউ ডি'র একটি কাজের কথা বলছি। উদয়পুরের একটি রাস্তায় পীচের কাজ করা হয়েছিল সেই পীচের কাজ শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর দেখা গেল যে সেগুলিকে টান দিলে বিছানার চাদরের মত উঠে আসে। এতে মানুষের মধ্যে উত্তেজনায় সৃষ্টি হয় এবং আমি নিজে জানিয়েছি এবং অভিযোগ জানানোর পরেও কিছু করা হয়নি। আমি নিজে সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনীয়ারকে এই কাজ বন্ধ রাখার জন্য বলেছি। বলার পর সেই দিনই কন্ট্রাক্টারকে দিয়ে বিল সাবমিট করিয়ে সেই দিনই বিল পেমেন্ট করান হয়। তাকে বলা হয় যে তুমি আজকেই বিল সাবমিট কর পরে এই ব্যাপারে মিনিষ্টার পর্য্যন্ত জানাজানি হয়ে গেছে অসুবিধা হবে। এই সব করছে এই সব আমলাচক্র। এখনও সেই পীচের চাদর পড়ে

আছে রাস্তার ধারে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এখন উদয়পুরের দেবকীদুলাল স্টোর্স ও মটরস্ট্যাণ্ডের মধ্যের রাস্তা যে কোন সি-বি-আই দিয়ে তদন্ত করালে ধরা পড়বে। জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং এইসব বিক্ষোভ সরকারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস এই ধরণের বিক্ষোভ জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্য এইসব জিনিষ চালিয়ে যাচ্ছে। তারপর আমাদের অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় ৩য় বেটেলিয়ান খোলার জন্য বলেছেন যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চলছে সেগুলিকে যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে আমাদের ৩য় বেটেলিয়ান খুলতে হবে এবং আমাদের পুলিশি ব্যবস্থাকে আধুনীকিকরন করতে হবে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ হয়ত বলবেন যে পুলিশকে দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এর উপর আঘাত করার জন্যই এইসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, কংগ্রেস আমলে পুলিশ দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করা হত। আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণকে জিজ্ঞাস করতে চাই উনারা কি বলতে পারবেন যে গত ৪ বছরে উনাদের উপর ক'টি লাঠির বাড়ি পড়েছে। আমরা গণতান্ত্রিক শক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্যই পুলিশকে আধুনিকীকরণ করতে চাই। এবং সেইজন্য আমরা দিল্লীর নিকট টাকা চেয়েছি তারা বলেছেন যে না ত্রিপুরার জন্য আমরা ৩য় বেটেলিয়ান দিতে পারবনা। কিন্তু ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থায় বিদেশী শক্তিগুলি ও মিশনারী প্রভৃতি যেভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে তাদের মোকাবিলায় বাইরের ফোর্সের উপর নির্ভর না করে ত্রিপুরার ফোর্সের দরকার। কিন্তু সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকার বাধার সৃষ্টি করছেন এবং এর ফলে ত্রিপুরার একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই ত্রিপুরার সত্যিকারের উন্নতির জন্য দেশের মধ্যে একটা সুস্থ পরিবেশ যদি না থাকে তাহলে ত্রিপুরার উন্নতি হ'ব না। কাজেই বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের বলব যে শুধু বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা না করে যাতে ত্রিপুরার মংগল করা যায় সে জন্য এগিয়ে আসুন এই সব চক্রান্ত ছেড়ে দিন।

তার কাজ করা যায় সেই জন্য চক্রান্ত আপনারা ছেড়ে দেন এবং বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সহায়তা করুন। এই বিধান সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষের স্বার্থে আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা এই বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীকে বানচাল করার জন্য চেষ্টা না করে এই সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন এবং এই সরকারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত চক্রান্ত চলছে তা বানচাল করুন। এই বাজেটকে পুনরায় সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯.৩.৮২ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, এই বাজেট বরাদ্ধটিকে আমি সমর্থন করি। শুধু সমর্থন নয় এটাকে আমি অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই এই কারণে যে এই বাজেট গ্রামের মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং রাজ্যের শতকরা ৮৩ জন লোক দারিদ্রা সীমার নীচে বাস করে তাদের দিকে নজর রেখেই এই করবিহীন ব্যয়বরাদ্দ এই হাউসে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এটা একটা নজির বিহীন ঘটনা। অপর দিকে ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যে, যেমন তামিলনাড়ু ও বিহারে ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার পেশ করেছেন কর

বিহীন ঘটনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এবার কেন্দ্রের কংগ্রেস (ই)র তৈরী বাজেট সেখানে আমরা দেখছি ৫৫০ কোটি টাকার ট্যাক্স বসানো হয়েছে এবং এর মধ্যে ৪৭৫ কোটি টাকার ট্যাক্স কেন্দ্রের প্রাপ্য এবং ৬৫ কোটি টাকা অন্যান্য রাজ্যগুলির প্রাপ্য তন্মধ্যে ১৫৫০ কোটি টাকা ঘাটতি রয়েছে। আই, এন, এফ-র প্রভাবিত কেন্দ্রের কংগ্রেস (ই)-র বাজেট সাধারণ মানুষকে সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করবে। রাজ্য সরকার যে অর্থ চেয়েছিল এবং কেন্দ্র সেই অর্থ যদি দিত তা হলে এই রাজ্যে আরও অনেক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা যেত। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে বিদ্যুতের উপর, পরিবহনের উপর টেক্স বসানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন। কেন্দ্রের টেকসের প্রতিক্রিয়ায় তামিলনাড়ুতে ৩৮ কোটি টাকার ট্যাকস্ বসানো হয়েছে। বিহারে ঐ একই অবস্থা। গত ১৩-৩-৮২ ইং তারিখে নয়া দিল্লীতে এন, ডি, সি-এর সভা হয়ে গেল। ঐ সভায় উড়িষ্যা, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরালা, রাজস্থান ও তামিল নাড়ুর কংগ্রেস (আই) মুখ্যমন্ত্রীরা কেন্দ্রের এই বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ করে বক্তব্য রেখেছেন। আজকে যখন এ ঘটনা তখন আমরা আশ্চর্য্য হচ্ছি উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সার্টি ফিকেট দিচ্ছে। সুতরাং এই হাউস কেন্দ্রের এই বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য ধিক্কার জানাবে এবং এই আচরণ পরিত্যাগ করার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ জানাবে। কেন্দ্র যদি এই বৈষম্যমূলক আচরণ পরিত্যাগ না করেন তাহলে ত্রিপুরাবাসী এই আচরণকে বরদাস্ত করবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে দুই একটা কথা বলছি। আমাদের এখানে যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন এর মধ্যে আমরা দেখছি ৫৪টা বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা খোলা হয়েছে এবং প্রোগ্রেশ হয়ে ৩৪.১ পার্সেন্ট থেকে ৫৭ পার্সেন্ট বেড়েছে। এতে বুঝা যায় রাজ্যে ব্যাংকের সহায়তায় অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু কতকগুলি শাখা ব্যাংক যেভাবে কাজ-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে তাতে জনসাধারণ অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। যেমন গাবরদির গ্রামীন ব্যাংক গত দাংগার পরে দাংগা দুর্গত কিছু লোককে সরকার ৭৫ পার্সেন্ট সাবসিডিতে গরু কেনার ঋণ গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেখানে ৩৪৭টি উপজাতি পরিবার এবং অ-উপজাতী পরিবার ছিল ৩৫৫ মোট ৭০২টি পরিবারকে গাবরদির গ্রামীণ ব্যাংক টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গরু কেনার টাকা দিতে গিয়ে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রধানের পরামর্শে কতিপয় লোককে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং গরু মার্কিং এর জন্য দশ টাকা, ফটোর জন্য সাত টাকা এবং ইনস্যুরেনসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হয়। এই সমস্ত মানুষকে নানাভাবে হয়রানি করা হয়েছে। যার ফলে তাদেরকে ঐ গাবরদি গ্রামীণ ব্যাংক এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে দেখা করতে প্রতিবারে ১০-১৫ টাকা খরচ হচ্ছে। অন্যদিকে কংগ্রেস (আই) -এর গাও প্রধান অমূল্য সাহার নির্দেশ মত উপঢৌকন নিয়ে তার লোকদেরকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। ম্যান সিকিউরিটিতে ঋণ দেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু ম্যান সিকিউরিটির নিয়ম প্রায় ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করা হচ্ছে। অথচ ঘুষ দিলে নিয়মের প্রশ্ন উঠে না। অমূল্য সাহার ভাই উত্তম সাহা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে বিনা সিকিউরিটিতে টাকা পেয়েছে। কিন্তু বলরাম সরকারের সব কিছু থাকা সত্ত্বেও ঋণ পায় নি। এ হল ব্যাংকের কার্য্য-কলাপ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিশালগড় ব্লক এলাকায় কতগুলি ব্যাংক যেমন সেকেরকোটের গ্রামীণ ব্যাংক, অরুন্ধুতিনগর স্ট্যাট ব্যাংক, জিরাণীয়ার মোহনপুর গ্রামীন

ব্যাংক, মধুপুর স্টেট ব্যাংক এবং তেলিওামুড়ার সব ব্যাংকগুলিতে প্যাকস্ ল্যাম্পসের মাধ্যমে যে সমস্ত দরখাস্ত করা হয়েছিল এবং এফ, এফ, ডি, এ, যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল তার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছেনা। অরুন্ধুতিনগরের স্টেট ব্যাংকের ম্যানেজারের অত্যন্ত নোংড়া ব্যবহার এবং বর্ণনাতীত। দরখাস্ত সহ এফ, এফ, ডি, এর একজন পিওনকে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ঐ ম্যানেজার দরখাস্তগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং পিওন প্রতিবাদ করলে তাকে শাসানো হল এবং দরখাস্তখানা টুকরো টুকরো করে ফেলেনি, ভাগ্যি। এই যদি হয় একজন ম্যানেজারের ব্যবহার তাহলে গরীব মানুষরা যাবে কোথায় ? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকেও মাধ্যম অর্থাৎ দালালের মারফৎ কাজ হচ্ছে একজন নির্দিষ্ট লোকের হাত দিয়ে অর্থাৎ দালাল দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। সে যদি সুপারিশ করে, তাহলে লোন পাওয়া যায়। সূর্যমণিনগরের কালু সিং ও ঐ এলাকার মাধ্যম বিশালগড় কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সুপারভাইজারও একজন জাঁদরেল অফিসার। উনার কাছে ঋণের জন্য কেহ যেতে পারেন না। পুকুর সংস্কারের টাকা মঞ্জুর হওয়া সত্বেও টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এদিকে সীজন চলে যাচ্ছে। এই যদি ব্যাংকগুলির অবস্থা হয়, তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাংক দেওয়া হয়েছে তার স্বার্থরক্ষা করা আদৌ সম্ভব হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আরো ঘটনা আছে। যেমন, গাবর্দি গ্রামীন ব্যাংক। সেখানে ১৯৮০ মে মাসে গাবর্দি ল্যাম্পসের ৬৪ জন সদস্য হালের বলদ ক্রয়ের জন্য মধ্যমেয়াদী ঋণের দরখাস্ত করেছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত হদিস নেই। গ্রামীন ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজও কোন জবাব নেই। মধ্য মেয়াদী ঋণ (এম টি) ফিসারীর জন্য ১৯৮০ সনে দরখাস্ত করা হয়েছিল তারও খোঁজ নেই। গত ২২।৩।৮২ শুনেছি গ্রামীণ ব্যাংকে পাঠানো ল্যাম্পসের দরখাস্ত ফেরৎ পাঠানো হয়েছে তদন্তের জন্য দুই বছর পর। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ফিসারী ডিপার্টমেন্টের অফিসার কিরণ চন্দ্র দে আট জনের সুপারীশ পাঠিয়েছিলেন নাম্বার হচ্ছে --(F. 24(3)/FFDA/WT/81/82/053-56. এই আট জনের নাম হল---রমেশ দেববর্মা, জাসুকুমারী দেববর্মা, রূপচান দেববর্মা, শিবচন্দ্র দেববর্মা, কলিন দেববর্মা, বিমল দেববর্মা নরেন্দ্র দেববর্মা, পরেশ দাস। এইসব লোকদের নামে ঋণ মঞ্জুর হয়েছে কিন্তু ওদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের হয়রাণি করা হচ্ছে। এই যদি অবস্থা চলে ব্যাংকগুলির, তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাংক খোলা হয়েছে গ্রামের গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ হবে ভেবে তা আর হবে না। কাজ হবে কায়েমী স্বার্থের লোকদের জন্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে ল অ্যাণ্ড অর্ডার সম্পর্কে বলছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ (মেজর হেড---২৫৫) এখানে টাকা ধরা হয়েছে মং ৬,৭৩,৩০,০০০ টাকা। সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় ত্রিপুরার ল অ্যাণ্ড অর্ডার অনেক ভাল। এ কথা কেন্দ্রীয় সরকারও স্বীকার করেছেন। আমরা দেখেছি, বিহার, উত্তর প্রদেশ, আসাম এবং মিজোরামে কি চলছে। সেখানে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ চলছে বর্ণাতীত অত্যাচার চলছে সংখ্যালঘুরদের উপর। আমাদের ত্রিপুরার কিছু লোক আছেন যারা জনসাধারণের স্বার্থ চায় না, জনসাধারণের মঙ্গল চায় না, দেশের মঙ্গল চায় না। তারা আজকে পাহাড়ে এবং গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করছে আমরা দেখেছি ওদের নেতৃত্বে ডাকাতি হচ্ছে. ডাকাতি করার জন্য চিঠি দেওয়া হচ্ছে। চিঠিতেলেখা হচ্ছে, তুমি সি-পি-এম করা' বন্ধ করে টি-ইউ-জে-এস-এ যোগ দাও, নয়ত তোমাকে খুন করা হবে,

এইভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। চিঠি দেওয়া হচ্ছে চড়িলাম এলাকার ধারিয়া থলের যুগল দেববর্মাকে বামফ্রন্ট পরিত্যাগ করার জন্য নতুবা খুন করা হবে। উদয়পুরেও অনুরূপ ঘটনা ঘটছে। অমরপুরের জয়ন্ত জমাতিয়াকে যেভাবে খুন করা হয়েছে, কিল্লা এলাকার ভক্ত জমাতিয়াকেও সেভাবে খুন করা হবে বলে উপজাতি যুব সমিতির খগেন জমাতিয়া ভক্ত জমাতিয়াকে চিঠি দিয়েছে। অতএব তুমি সি-পি-এম পরিত্যাগ করো। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্রী জমাতিয়া, কেশরী জমাতিয়া, ব্রজ মহেশ্বর জমাতিয়াও উপজাতি যুব সমিতির সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে ঘরে থাকতে পারছে না। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—পয়েন্ট অব অর্ডার, এটা কি বাজেট বক্তৃতা ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা—অমরপুরেও উপজাতি যুব সমিতির তুইসামার প্রধান অনন্ত রিয়াং, ডালাকের প্রধান অভিকুমার জমাতিয়া, গেঙ্গার প্রধান নন্দলাল রিয়াং, ভীষ্ম দেববর্মা, সুরমনি কলুই, মধুসুধন কলুই, হরিদাতা জমাতিয়া, সুরন জমাতিয়া, হরেন্দ্র দেববর্মা তারা ঘরে থাকতে পারছে না উপজাতি যুব সমিতির সন্ত্রাসে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তেলিয়ামুড়া এলাকায় টাকার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আমি নামগুলি বলছি কাদের কাদের নামে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। হরিমোহন দেববর্মা-১০০ টাকা, রাজমোহন দেববর্মা-৮০০ টাকা, চন্দ্রকান্ত দেববর্মা-৫০০ টাকা, মোহান্ত দেববর্মা-৬০০ টাকা, রবি দেববর্মা-৫০০ টাকা, বিসাচন্দ্র দেববর্মা-৫০০ টাকা, গুরুচরণ দেববর্মা-৫০০ টাকা, লুবিয়া দেববর্মা-৫০০ টাকা এবং খাসিয়া মঙ্গল বাজারের ফরেস্টারকে ৫০০০ টাকা দেবার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। উপজাতি যুব সমিতি এইসব ঘৃণ্য কাজ উদ্দেশ্য-মূলকভাবে করে চলেছে। এভাবে আইন শৃংখলা নষ্ট করার চেষ্টা করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে বাজেট এই হাউসে উপস্থিত করা হয়েছে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---সভার কার্য্যসূচী বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার ঃ---আমি এখন মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য মহোদয়াকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ---মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, হাউসে ১৯৮২-৮৩ ইং সনের যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় পেশ করেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই বাজেট ত্রিপুরার শতকরা ৮৩ জন গরীব লোকের স্বার্থে প্রণয়ন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘদিনের যে দৃষ্টিভঙ্গী সে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিন্দুমাত্রও সরে দাঁড়ান নি এই বাজেটের অর্থ সংস্থানের কার্পন্য তার মধ্যেই তা প্রতিফলিত। আজকে ভারতবর্ষে যে আর্থিক সঙ্কট চলছে তারজন্য মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীই দায়ী এবং ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যকে তা আঘাত করছে তার মধ্যেও ত্রিপুরা বাদ যায় নি। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার এসেছে আজকে পঞ্চম বৎসর চলছে। এই ৫ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার যা করেছেন তা বিগত তিন দশক কংগ্রেসী শাসনে হয় নি। বিগত ত্রিশ বৎসরে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যিক অবস্থা ছিল। কংগ্রেসী শিক্ষানীতির সঙ্কীর্ণ নল বেয়ে যে শিক্ষাস্রোত প্রবাহিত

হয়েছিল তার ধাক্কায় শতকরা ৮০ জন মানুষ শিক্ষার তিমিরেই ছিল। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর রাজ্যে সে অবস্থা থেকে অনেক উত্তরণ হয়েছে। স্কুলগুলিতে শিক্ষক ছিল না বল্লেই চলে, ঘর ছিল না, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলগুলিতে স্কুলের নাম ছিল কিন্তু স্কুলের চিহ্নই ছিল না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এই সমস্ত অব্যবস্থা-গুলির দূরীকরণ করেছে তার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে। আজকে সুদূর প্রত্যান্ত অঞ্চল সমূহতে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বামফ্রন্ট সরকার একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যা এই বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত। কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। এবং ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষও এই বাজেটকে সর্বতোভাবে সমর্থন করবেন। স্যার, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে এ পর্যন্ত ২৩ হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে বিভিন্ন অফিসে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহেতে। এই বাজেটকে সমালোচনা করতে গিয়ে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা বলেছেন বাজেটের টাকা বাজেটেই থেকে যায়, সত্যিকারের কোন কাজ সেখানে হয় না। উনাদের লজ্জা থাকা উচিত। কারণ উনারা পেছনের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেন নি। বিগত দিনের সরকার যে কাজ করেছেন তার সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মকাণ্ডের তুলনা হয় না। আমরা আজকে গর্বের সহিত বলতে পারি যে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার বিগত চার বৎসরে যে জন কল্যাণমূলক কাজ করেছেন তা ভারতবর্ষে নজীরবিহীন। বামফ্রন্ট সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে যেভাবে জন কল্যাণমূলক কর্মযজ্ঞ করে যাচ্ছেন তাতে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ এই জনদরদী সরকার স্বাগত জানাচ্ছে। স্যার, আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার একটার পর একটা ট্যাক্স ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপর চাপিয়ে যাচ্ছে যে করের বোঝা করতে করতে ভারতবর্ষের জনসাধারণের একটা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার দরিদ্র জনসাধারণের কথা চিন্তা করে তাদের উপর কোন ট্যাক্স আরোপ করছেন না বরং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কি ভাবে তাদেরকে ট্যাক্স থেকে রিলিফ দেওয়া যায় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের বিধান সভার বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা তারাও জনসাধরণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এখানে এসেছেন। কিন্তু তারা বামফ্রন্ট সরকারের এই সুন্দর কর্ম প্রচেষ্টাকে বানচাল করার মধ্যে দিয়ে তারা জনসাধা-রণের বিরুদ্ধেই কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাদের কোন দোষ নাই। কারণ তারা কাদের অনুচর সেটা আমাদের দেখতে হবে। আমরা দেখেছি বিগত জুনের দাঙ্গায় তারা কি ভূমিকা নিয়েছিলেন। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার পাহাড়ী এবং বাংগালীদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছিল সেই ভ্রাতৃ-বন্ধনকে হরণ করার জন্য তারা ত্রিপুরায় একটা ভাতৃঘাতী দাঙ্গার সৃষ্টি করে। আবার তারা শান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করার জন্য জংগলে জংগলে বন্দুক নিয়ে হুমকি দিচ্ছে, খুন খারাপি করে চলেছে। আজকে তাদের এই ভূমিকা থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সেটাকে বানচাল করার জন্যই তারা চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ এই সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। বিগত ত্রিশ বৎসরে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক অব্যবস্থা ছিল। বামফ্রন্ট সরকার এসে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পারবর্তন সাধন করেছেন। গ্রামাঞ্চলের হাসপাতাল

গুলিতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং অনেক নূতন নূতন জায়গায় প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার খোলা হয়েছে এবং হচ্ছে। স্যার, বিগত দিনে কংগ্রেসী শাসনে ত্রিপুরার কৃষকদের খাজনার দায় থেকে মুক্ত হবার জন্য তাদেরকে তাদের হালের বলদ, গরু, ছাগল ইত্যাদি বিক্রি করতে হত। যার এক কানিও জমি ছিল না। তাকেও লেভি দিতে হত। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ত্রিপুরার মানুষ এই সমস্ত অত্যাচার থেকে মুক্ত। আজকে তাদেরকে খাজনার দায়ে হালের বলদ বিক্রি করতে হয় না, তাদেরকে খাজনা দিতে হয় না, লেভি দিতে হয় না। আজকে ত্রিপুরার গরীব কৃষক অত্যন্ত আনন্দিত। আজকে তাদেরকে উন্নত প্রথায় চাষাবাদের জন্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, অধিক ফলনশীল ধানের বীজ তাদেরকে সরবরাহ করা হচ্ছে. সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হয়েছে, যাতে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কংগ্রেসী শাসনের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। গ্রামে গঞ্জে লোকদেরকে কূয়ার জল খেতে হত, সেই কূয়ার জল পাহারা দেবার জন্য গ্রামের মেয়েরা রাত্রিতে ঘুমুতে পারত না। কারণ একজনের কূয়ার জল আরেক জন চুরি করে নিয়ে যেত। কিন্তু আজকে গ্রামাঞ্চল-গুলিতে অত্যন্ত ব্যাপক হারে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামে প্রতি ১০।১৫ টি পরিবার পিছু একটি করে টিউবওয়েল, ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এখন গ্রামের মধ্যে ১০।১৫ টি বাড়ীর সামনে টিউব-ওয়েল, ওয়াটার সাপ্লাই বসানো হয়েছে। ব্যাপকভাবে বসাতে না পারলেও পূর্বের তুলনায় ব্যাপকভাবেই বলা চলে। সেচ ব্যবস্থার মধ্যেও আমার লক্ষ্য করেছি যে জলের অভাবে আগে কৃষকরা জমিতে চাষ করতে পারতো না কিন্তু আজকে সেই সমস্ত জমিতে বামফ্রন্ট সরকার জল সেচের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে কৃষকরা প্রচুর পরিমানে ফসল উৎপাদন করতে পারে। এটা সত্যই প্রশংসনীয় ব্যাপার কারন আগে জলের অভাবে মাইলের পর মাইল জমি নষ্ট হয়ে যেত। ১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন সেই বাজেট আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যাতে বাজেট থেকে কাট-ছাট না করেন সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সেই বাজেট আদায় নিশ্চয়ই আমরা করবো। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বৈমাতৃসুলভ আচরনের মতো দিনের পর দিন করে যাচ্ছে কিন্তু আজকে আমরা সেখানে পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়া যেখানে কংগ্রেস শাসিত রাজ্য আছে সেখানেও আজকে আওয়াজ উঠেছে যে জিনিষপত্রের দাম দিনের পর দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে গরীব মানুষের উপর আঘাত বেড়েই চলেছে কারন নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধে চলে যাচ্ছে। সেটার জন্য আজকে ভারতবর্ষের মানুষও মোকাবিলা করবেন। সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের দীর্ঘ দিনের সংগ্রামী মানুষ আজকে পিছিয়ে যাবে না, তারাও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং এই বাজেট রূপায়নের পথে বাধা প্রাপ্ত হবে। এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আমরা মনে করিনা যে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সার্বিক উন্নতি করতে পারবেন। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মানুষকে কিছু রিলিফ দেওয়া এবং মানুষকে মানুষ হিসাবে মর্য্যাদা দেওয়া সেটা আজকে এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি এই বাজেট শতকরা ৮৩ জন মানুষের স্বার্থে যারা গ্রামের, যারা পাহাড়ের এবং যারা শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। তাই এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহা---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এই বিধান সভায় পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। মুখ্যমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে, আমাদের সীমিত ক্ষমতায় এবং সীমিত সম্পদ হাতে নিয়ে শ্রমিক শ্রেণী, গ্রামীণ জনগণ এবং বেকারের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বিশেষ কোন সাহায্য দিতে পারি না। এটা অতি সত্যি কথা বলেছেন। বার বার ৫টি বাজেট ভাষনে এসে মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন এটা বাস্তব সত্য কারন গরীব মানুষের জন্য কাজ করার যে প্রয়াস সেইভাবে প্রয়াস চালানো হচ্ছে না কারন কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের বাজেটকে দেখছেন। আমরা দেখছি দিনের পর দিন মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে তারই ফলশ্রুতি হিসেবে তার ফল ভোগ করছে আজকে গরীব মানুষরা কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চান গরীব মানুষকে রিলিফ দিতে। আমরা দেখেছি এই ৫টি বাজেটের মধ্য দিয়ে বাজেটের আকারে যে অংশ সেটা তিনগুণ বেড়েছে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর। কংগ্রেস আমলে বাজেটে যে অংক ছিল সমস্তখাতেই সেই অংকের তিনগুণ বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। এই বাজেটের মূল যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা হলো গ্রামের মানুষের জন্য কাজ সৃষ্টি করা, গ্রামের কৃষকের জন্য চাষের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া, গ্রামের দিন-মজুর তাদের জন্য কিছু একটা উদ্যোগ নেবার জন্য আমরা দেখেছি যে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে যখন কাজ চলছিল তখন শ্রীমতী গান্ধী ফুড ফর ওয়ার্কের নাম পালটিয়ে এস, আর, ই, পি চালু করেছেন। এই ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রামের মানুষ খুব উপকৃত হয়েছে। এই বাজেটের মধ্যে আগামী আর্থিক বছরে যে কাজগুলি করা হবে সেগুলি সত্য ই লক্ষনীয়। আমরা দেখেছি এস, আর, ই, পি চালুর মাধ্যমে সাধারন মানুষের কাছে তার আয়ের পথ হিসাবে একটা পথ সৃষ্টি করা হবে। গ্রামের যে শ্রমিক বাহিনী আছে তাদের হাতে বছরের কিছু দিনের কর্ম সংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া যাবে। কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে কৃষক-দের জন্য জল সেচের ব্যবস্থা করা হবে। মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ফিসারির যে লোন দেওয়া হয় সেই লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ফিসারির মাধ্যমে লোন দেওয়ার যে ব্যবস্থা করা হবে সেই টাকার সম্পূর্ণটাই শ্রমিকদের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে কারণ এই টাকা পুকুর কাটার জন্য ব্যয় করা হবে। এই স্কীমগুলি দেওয়া হবে। জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমলে ১৯১০ জন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। সেই তুলনায় বামফ্রন্ট সরকার অনেক বেশী জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিয়েছেন। ভূমিহীনদের গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কংগ্রেস সরকার প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি নির্মাণের জন্য ২৫০ টাকা করে দিয়েছেন কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার প্রত্যেক ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারকে ৭৫০ টাকা দিয়েছেন। এই ৭৫০ টাকা দিয়ে ভদ্রভাবে ঘর করা যায় না তবু আমাদের সরকার এই খাতে কিছু টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই যে টাকা বাড়ানো হয়েছে তাতে জুমিয়া সম্পূর্ণ উপকৃত না হলেও সামান্য উপকৃত. হবে এটাই আমাদের গর্বের বিষয়। কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মুল্যে পাট এবং আলু ক্রয় করা হয়ে থাকে এবং তার ফলে ক্ষুদ্র শ্রমিক চাষীরা উপকৃত হয়েছে। কারণ গ্রামের মধ্যে যে সমস্তমহাজনরা তারা চাষীদের অভাবের সুযোগ নিয়ে অত্যন্ত কম মুল্যে এই সমস্ত জিনিষ পত্র

কেনেন যার ফলে কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না তার ফলে তাদের উপবাসে দিন কাটাতে হয়। কংগ্রেস আমলে এই ছিল মহাজনদের ভূমিকা কিন্তু আমাদের সরকার গরীব মানুষকে রিলিফ দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে বামফ্রন্ট সরকার নানা ভাবে গরীব মানুষকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসছেন। বামফ্রন্ট সরকার ল্যাম্পস এবং প্যাকসের মধ্য দিয়ে গ্রামের গরীব মানুষকে সাহায্য করছেন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখছি এই বাজেটের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষ এই সরকারের প্রতি তাদের আস্থা বেড়েছে। পঞ্চায়েতের মধ্যে যে বি-ডি-সির মধ্যে যে কোন কাজ করতে গেলে কোন আমলা সেখানে ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। বামফ্রন্ট গৃহীত যে সিদ্ধান্তগুলি সেই সিদ্ধান্তগুলি যাতে বাস্তবায়িত না হয় তার জন্য তারা অনেক চেষ্টা করেছেন। এই এ সভায় কিছুক্ষন আগে আমরা শুনেছি, জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য ২৩ হাজার টাকা গুরুপদ কলোনীতে এখনও পৌঁছায়নি। এটার কারনটা কি ? আমলাতন্ত্রের গরিমসীই এর প্রধান কারন। তারা ত চাইছেই বামফ্রন্টের অগ্রগতিমূলক কাজগুলি যাতে ব্যাহত হয়। অতি সাম্প্রতিক কতগুলি ঘটনা দেখলেই আমরা বুঝতে পারি তারা কিভাবে জমগণকে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে। জনগনকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিবার জন্য তারা উস্কানী দিচ্ছে। জোলাইবাড়িতে পুলিশের গুলির ঘটনা, সি, পি, এম, কর্মীদের খুনের মধ্য দিয়ে সেখানকার মানুষকে সাধারণ পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমনমুখী করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আগরতলায় কলেজের ছাত্রকে খুন করে আগরতলার শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত করা হয়েছে। ইদানীং ধর্মনগর এবং রাজনগরে কর্মচারী-সমন্বয় কমিটিকে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার জন্য উস্কিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা চেষ্টা করছে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কর্মচারীর সমন্বয় কমিটিকে আন্দোলনমুখী করে তোলার জন্য। আগে আমরা দেখেছি পুলিশকে জনগনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হত। জনগনের আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করা হত। ঐ আন্দোলনের উপর লাঠি পেটা চালানো হত। কিন্তু এখন পুলিশকে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য, সাধারন মানুষের অন্দোলনকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তারফলে সাধারন পুলিশ কর্মচারীদের বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জেগেছে তা উপর মহলের পুলিশ কর্মচারীরা সহ্য করতে পারছেনা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্যই এখন পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি ধর্মনগরে পুলিশকে দিয়ে সমন্বয় কমিটির অফিস ঘর ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। যেখানে বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারীদের সারভিস কনডাক্ট রুলস্ বাতিল করে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিয়েছেন সেখানে সেখানকার এস, ডি পিও পুলিশের সাহায্য নিয়ে কর্মচারীর সমন্বয় কমিটির অফিস ঘর ঘেরাও রেখে কমচারীদের মধ্যে একটা প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছেন। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে বহু প্রশ্ন তোলা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষ সাহসিকতার সংগে তা মোকাবিলা করেছেন। সুতরাং এইসমস্ত প্রশ্নের চক্রান্তও মোকাবিলা করবেন। এর পাশাপাশি আমরা দেখি এই বাজেটে কোন কর চাপানো হয়নি। কিন্তু বিরোধী বেঞ্চ থেকে এই বাজেটকে সমালোচনা করা হয়েছে। তাদের গার্জিয়ান দৈনিক সংবাদও বিভিন্ন ভাবে ফলাও করে, বিভিন্ন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিধানসভার বক্তব্যগুলি বিকৃতভাবে

তুলে ধরেছেন। গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেশব মজুমদারের একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আজকের দৈনিক সংবাদের হেড লাইনটি দেখলেই বুঝা যাবে এই হেড লাইনের মধ্যেও ষড়যন্ত্রমূলক কারসাজি আছে। এই ভাবে তারা জনগনের মধ্যে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অ্যাডিটরিয়েল কলামে আছে কর্মচারীদের বেতন, কমিশনের জন্য কোন টাকা ধরা হয় নাই, সেখানে এই দিয়ে কর্মচারীদের কোন সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হবেনা। এই ভাবে কর্মচারীদের মধ্যেও অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট করেছেন আই, এম, এফ, এর নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে জনগনের উপর কর চাপানো হয়েছে। আই, এম, এফের যে শর্তগুলি সেই শর্তগুলির দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাধা। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদদের আর-টিকল আমরা পড়েছি। সেখানে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষ আই, এম, এফের রিলয়ে মধ্যে অক্টোপাশের মত জড়িয়ে আছে। সেখানে কর-চাপানো আর কোন গত্যন্তর নাই। সেখানে মজুরী বৃদ্ধি হবেনা কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। টাকার মূল্য কমবে। আর টাকার মূল্য যদি না কমাতে চান তাহলে সেটা কি হবে সুকুমার রায়ের কবিতার দুটো লাইন স্পষ্ট হয়

"অভয় দিচ্ছি শুনছনা যে,
ধরব নাকি ঠ্যাং দোটো,
গুড়িয়ে দিলে মুণ্ডুটা,
বুঝরে তখন কাণ্ডটা।

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ভারতবর্ষ আজ মাথা বিকিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রের যে বাজেট সেই বাজেট সেন্সার করা হয় আই, এম, এফের দ্বারা এবং সমস্ত কাগজপত্র এই সমস্ত সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দিতে হয়। পরবর্তী দিনে ৬০০ কোটি টাকা ঋণ দেতে হলে আই, এম, এফের ডিক্টেইট অনুযায়ী বাজেটে সমস্ত প্রোভিশান রাখতে হবে। আমরা দেখতে পাই রেলের ভাড়া ১লা জানুয়ারী যদি বাড়ে বাজেট করার পর আবার বাড়ে, পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফেব জিনিসপত্রের দাম যদি আগে বাড়ে তাহলে বাজেট করার পর আবার বাড়ে। তাই আমরা যদি কেন্দ্রের বাজেট এবং আমাদের রাজ্য সরকারের বাজেটকে সরাসরি তুলনা করি তাহলে দেখতে পাই আমাদের রাজ্য সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও অনেক অগ্রগতিমূলক কাজের ব্যবস্থা করেছেন। পরিকল্পনা মতে ৭৩ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল। এষ্টিমেইট হয়েছে ৫২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, সেখানে কমিয়ে ৫০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তাই ২ কোটি ৫৩ লক্ষ ঘাটতি হয়েছে। এই ৫০ কোটি টাকার সম্পদ সংগ্রহ করার উদ্যোগ আমাদের আছে। কিন্তু ঐ টাকা যদি পাওয়া যেত তাহলে পরে আর ঘাটতি থাকত না। এই বাজেটকে আমরা জনগণের বাজেট হিসাবে চিহ্নিত করতে চাই। সাধারণ গরীব মানুষ, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ এই বাজেটের দ্বারা আশার আলো দেখতে পাবে। কিন্তু বিরোধী দলের কাছে এই বাজেট হতাশাব্যঞ্জক। আর হতাশাব্যঞ্জক হয়েছে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার কাছে। কিন্তু তারা কি ভাবছে তাতে আমাদের কিছু আসে যায় আসেনা। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে পরিকল্পনাগুলি তা ঠিকমত করছে কিনা তা জনগনই ঠিকমত বুঝবে। জনগনই তার জবাবদিহি দিতে পারবে। এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলেছেন যে আমাদের রাজ্যে শতকরা ৮০ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। এই অবস্থায়আমাদের ৪র্থ শ্রেণীর কমচারীর উপর প্রফেশন্যাল ট্যাক্স বসাতে হয়েছে। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে যদি এই আওতা থেকে বহিভূত করা হয় তাহলে পরে পাঁচ হাজার টাকার যে শ্লেপ তা বাড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু তখন যদি তা করা হয় তাহলে পরে প্রতিক্রিয়াশীল চক্ররা বলতে পারবে যে এখানে একটি দানছত্র খোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক গৃহীত যে ব্যবস্থাগুলি টাকার অংকে চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীরর বাৎসরিক আয় পাঁচ হাজার টাকার উপরে চলে যায়। তাই চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীরা ট্যাক্সের আওতায় পড়ে। এই নিয়ে খুব অপপ্রচার হচ্ছে। বাইরে যতই অপপ্রচার চলুক কর্মচারীরা ঠিকই বুঝে নেবে। রাজ্যের ভিতরে এবং বাইরে প্রতিক্রিয়াশীল চক্ররা যে ষড়যন্ত্র চালিয়েছে বামফ্রন্টের উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যহত করার জন্য তা জনসাধারন বুঝতে পেরেছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দলের লোকেরা ষড়যন্ত্র করছে, যারা এই বিধান সভাতে আসতে পারেন নি তারাও করছেন আবার যারা এসেছেন তারাও করছেন, তারা বিধানসভার ভিতরে ও বাহিরে সক্রিয় করছেন এই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। সাধারন জনগনের মনে তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টায় উঠে পরে লেগেছেন এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত আছে কেন্দ্রের শ্রীমতি গান্ধীর সরকার ও। আর তাইতো তারা তেলিয়া মুড়ার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বিদেশী বিতাড়ীত করা হবে। এদের এই সব কাজের মূল কারণ হচ্ছে, রাজ্যের ৫ম বাজেটকে ব্যর্থ করে দেওয়া। তাইতো খরার প্রশ্নে রাজ্য যখন কেন্দ্রের কাছে সমীক্ষা দল চায় তখন কিন্তু কেন্দ্র তা দেয় না। তবে এখন শুনা যায় যে সেই সমীক্ষা দল নাকি এপ্রিলে আসবে। তার মানে হলো যখন খেতে সবুজ ধান গজাবে তখন তারা আসবে, খরার খাঁ খাঁ করা মাঠ তারা দেখতে চান না কারণ তা দেখলে যে, সেই মাঠকে সবুজ করার জন্য কেন্দ্রকে কিছু টাকা দিতে হবে। আর তাদের এই ব্যবস্থাটাই প্রমাণ করে যে, রাজ্যের বিরোধী দলের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তারাও যুক্ত আছে। আর সকলের এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই বামফ্রন্ট সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে, এর মধ্য দিয়েও এই বামফ্রন্ট সরকার এমন সব কাজ করতে পারছেন যার জন্য জন মনে আজ বিপুল সাড়া জেগেছে। কারণ তারা জানে যে এই সরকারের মাধ্যমেই তারা প্রথম গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছে, এই সরকারই তাদেরকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছে। তাই আমরা বলতে চাই যে বিরোধী সদস্য যারা আছেন তারা এই বাজেটের যত পারেন সমালোচনা করুন, কিন্তু তা করতে গিয়ে ত্রিপুরার জনগনের আশা আকাংকাকে ব্যর্থ করবেন না, তাদের আগ্রহকে নষ্ট করে দেবেন না। কারন তেলিয়ামুড়ার সম্মেলন করার সময় আপনাদের মধ্যে যে কি হতাশা এসেছে তা আমরা জানি। তাই এই বাজেটকে সমর্থন করে জনমনে কিছুটা আশার সঞ্চার করুন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা।

শ্রীশ্যামল সাহা ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১৯শে মার্চ এই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। এই বাজেট ত্রিপুরার ইতিহাসে সব চেয়ে বড় বাজেট, বামফ্রন্টের ৫ম বর্ষীয় কার্য্যকালের এইটাই হচ্ছে শেষ বাজেট। এই বাজেটে আমরা

দেখতে পাই যে ১২৯ কোটি ২৯ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, তাতে ঘাটতি রয়েছে ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। তা ঘাটতি বাজেট আজকে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই হচ্ছে না, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যেই এই ঘাটতি বাজেট হচ্ছে। তবু আমরা দেখতে পাই যে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এই ঘাটতি পূরনের জন্য কেন্দ্রের কাছে তার দাবী রেখেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে শুধু রাজ্যগুলির মধ্যেই ঘাটতি বাজেট হচ্ছে না, কিছুদিন আগে সংসদে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, তাতেও আমরা দেখেছি যে ঘাটতি আছে। সেখানে বাজেট রয়েছে ১৩৬৫ কোটি টাকা। আর তার ঘাটতি রয়েছে ৫৩৩ কোটি টাকা। শ্রীমতি গান্ধী তার এই ঘাটতি, কর বাড়ানোর মাধ্যমে পুরন করছেন, যেমন বাজেট করার আগেই রেলের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে, ডাকের মাসুল বাড়ানো হয়েছে, এইভাবে কেন্দ্র সাধারণ মানুষের ঘাড়ে তার ৫৩৩ কোটি টাকা ঘাটতির বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। আমরা সেই সঙ্গে এইটা বলতে চাই যে, তিনি প্রত্যক্ষ করের বোঝা কমিয়ে তিনি পরোক্ষ করের বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছেন, যার তাতে করে দেশের গরীব অংশের মানুষ লাঞ্চিত হবে সব চেয়ে বেশী। আর প্রত্যক্ষ করের বোঝা কমানোর মধ্য দিয়ে তিনি দেশের বড় বড় পয়সাওয়ালাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন, মানে যাদের কাছ থেকে তাকে ইলেকশানের সময় পয়সা নিতে হয়। এই হলো কেন্দ্রের বাজেট ঘাটতির পুরনের উপায়। আর তার এই পরোক্ষ বাড়ানো করের প্রভাব আমাদের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরাতেও এসে পরেছে। তবুও বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের জন্য বাজেট তৈরী করে, গরীব মানুষের বেঁচে থাকার একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি তার মধ্য দিয়ে সে তাঁর প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করার দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন। আমরা আরও বলতে চাই যে, এই বাজেটের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। কারণ আমরা দেখেছি যে দিন দিন সেখানে মুদ্রাস্ফীতি যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে করে ভারতের অর্থনীতির সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে কিছু সংখ্যক লোকের হাত দিয়ে কালো টাকাও বেড়ে চলেছে। সেই দিকে ত্রিপুরার জনগনকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেইভাবে চলতে হবে। কারণ গত ৩০ বছর ধরে যে সব বাজেট তৈরী করা হয়েছে এই ত্রিপুরার জন্য তা সবগুলিই ছিল পুঁজিপতিদের জন্য, মানে সেই বাজেট ত্রিপুরার পুঁজিপতিদেরকেই সাহায্য করেছে। আর তাতে করে ত্রিপুরার সমস্যা পাহাড় সমান হয়ে আছে, তাই আজকের এই সামান্য টাকায় ত্রিপুরার সামগ্রিক সমস্যার সমাধান হবে বলে আমার মনে হয় না। তবুও এইটা ঠিক যে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের সহযোগীতা নিয়েই ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে চলেছেন। আজ ত্রিপুরার মানুষ এইটা বিশ্বাস করেন যে তাদের জীবনের গ্যারান্টি হচ্ছে এই বামফ্রন্ট সরকার। আর তারই প্রমান রয়েছে গত দুইটা নির্বাচনে।

আমরা উপ-নির্বাচনে দেখেছি, আমরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে দেখেছি ত্রিপুরার শ্রমজীবি মানুষ কিভাবে বামফ্রন্টের সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৯৮০ সালের জুনে ত্রিপুরার তথা বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদী, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এই ত্রিপুরার শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য ত্রিপুরার বুকে দাঙ্গার সৃষ্টি করেছে। আমরা দেখেছি এই দাঙ্গার সময় ঐ সাম্রাজ্যবাদীর দালালরা, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীরা এক হয়ে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার জন্য কি চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ তাকে প্রতিহত করেছে এবং স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের

নির্বাচনে বামফ্রন্টের পক্ষে ভোট দিয়ে তাদের বলিষ্ঠ রায় ঘোষণা করেছিল এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্টের পক্ষে তাদের আস্থার কথা ব্যক্তি করেছিল। গত ৪ বছরে বামফ্রন্টের কাজকর্ম ত্রিপুরার ২০ লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ দেখেছে, ত্রিপুরার শোষিত, বঞ্চিত মানুষ দেখেছে। কংগ্রেস আমলে গ্রামের গরীব কৃষক তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে ফেলত, তাদের সম্পত্তি ক্রোক করা হত কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এসে সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত খাজনা মুকুব করেছেন। তাদেরকে আজকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের জন্য রাসায়নিক সার- কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে ভর্তুকি দিচ্ছেন। যেসব কৃষকদের হালের গরু নেই তাদের জন্য পাওয়ার টিলারের ব্যবস্থা করেছেন। বিগত ৩০ বছরে যা আমরা দেখতে পাইনি আজ বামফ্রন্টের সরকার তা দেখাচ্ছেন। বামফ্রন্ট সরকার তার ৪ বছরের কাজের মাধ্যমে কৃষকদের কিভাবে সাহায্য করেছেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভূমি সংস্কার প্রকল্পের কাজ পূর্ণ ভর্তুকি দিচ্ছেন। কৃষকদের আজকে চাষের অসুবিধা দূর করার জন্য জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোথায় গত ৩০ বছরে কংগ্রেসের আমলে ত আমরা এত কাজ দেখেছি। এই ৪ বছরে সে জল সেচের কাজ অনেক গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। যদি কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। অমরপুরে মাইনর ইরিগেশান খয়ার মোকাবিলা করতে যদিও ব্যর্থ হয়েছে তবু ও আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখছি, সরকার যেন এই আমলাতান্ত্রিকতা কাটিয়ে জনসাধারণের সাহায্যে যাহাতে এসব ডিপার্টমেন্ট কাজ করেন তার দিকে দৃষ্টি দেন। আজকে আমরা দেখছি যে কিভাবে ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ গ্রামে গঞ্জে কাজ করছে। তার আগে আমরা দেখেছি গ্রামের কৃষকদের নির্ভর করতে হত ঐ জোতদার, মহাজনদের উপর। আমরা ঐ কংগ্রেস আমলে দেখেছি জুমিয়ারা, গ্রামের কৃষকরা মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে ফসল তুলে সস্তায় তাদের হাতে ফসল তুলে দিত কিন্তু আজকে ল্যাম্পস্ এবং তাদের ন্যায্য দাম পাইয়ে দিচ্ছে। আমরা আরও দেখেছি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তাদের যখন সংকট সৃষ্টি হয় তখন তারা কি করত কিন্তু আজকে তাদের খোরাকীর ঋণ দেওয়ার প্রকল্প চালু হয়েছে। আজকে গ্রামের ক্ষুদ্র কৃষকরা, মাঝারি কৃষকরা ঐ ল্যাম্পস এবং প্যাকসের মাধ্যমে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। আমরা দেখেছি বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস আমলে যেটা সম্ভব হয়নি আজকে সেটা সম্ভব হচ্ছে। কংগ্রেস আমলে ডম্বুর বাঁধ সৃষ্টি করে অনেক পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে কিন্তু তদের কোনরূপ সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। যে গ্রামের লোকদের স্বার্থ ত্যাগের মাধ্যমে আজকে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের মধ্যে কিছু কিছু লোক আলো পাচ্ছে তাদের মধ্যে ঐ গ্রামের লোকদেরকে আলোতে আনা হয়নি। তাদেরকে দিন দিন আরও অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। আজকে গণ্ডাছড়া, রইস্যাছড়ায় প্রভৃতি অঞ্চলে বামফ্রন্টের আমলে আলোর ব্যবস্থা হয়েছে।

আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে সেখানে সেচ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, গণ্ডাছড়ার মানুষ বিগত ত্রিশ বছর চিন্তাও করতে পারি নি যে সেখানে ভাল রাস্তাঘাট হবে, পরিবহনের ব্যবস্থা হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে, আগরতলার সঙ্গে একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করেছেন। আজকে সেখানে রাস্তাঘাট হয়েছে, পরিবহন ব্যবস্থা হয়েছে, আজকে টি. আর.. টি. সি যাচ্ছে, ফলে যাতায়াতে কত সুগম করা হয়েছে এই ব্যমফ্রন্ট সরকার এর আমলে।

কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকেও আমলাতন্ত্রের গড়িমসির জন্যে অমরপুরের চেলাগাং রাস্তাটি বহু আবেদন নিবেদন করা সত্বেও ঐ রাস্তাটির সংস্কার করা হয়নি। এই রাস্তার সংস্কার করা হলে সেই চেলাগাং প্রত্যন্ত অঞ্চলেও টি. আর. টি. সি. বাস যেতে পারতো। কিন্তু আমলাতন্ত্রের গড়িমসির জন্যে তা আর হচ্ছে না। তাই আমি পাশা পাশি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি যে ঐ প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও কোন রোগীর ভাল চিকিৎসা করতে হলে গোমতীর মধ্য দিয়ে নৌকায় করে অমরপুরের হাসপাতালে আনতে হয়। সুতরাং সরকার যাতে এই রাস্তাটির সংস্কার সাধন করে টি. আর. টি. সির মাধ্যমে যাতায়াতের পথকে আরো সুগম করে দেন।

আমরা দেখেছি অতি বৃষ্টির ফলে আউস ফসল নষ্ট হয়ে গেছে আর অতি খরার ফলে আমন ফসলেরও প্রভূত পরিমাণে ক্ষতি হয়েছে। ফলে আমরা এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দামামা শুনতে পাচ্ছি। সামনে যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাস আসছে সেই মাসগুলিতে যে সংকট এর সৃষ্টি হয় তার মোকাবেলা করবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ফুড ফর ওয়ার্ক চালু করে আগে এই অবস্থার কিছুটা সামাল দিয়েছিলেন কিন্তু এবার কেন্দ্র এই ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে—ফলে সামনের মাসগুলিতে আসছে অত্যন্ত সংকটপূর্ণ সময়। মানুষ আজ তার শ্রমকে অত্যন্ত স্বল্প দামে এমন কি চার পাঁচ টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছে। তারা এইভাবে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং সেই দিনগুলির জন্য সরকারকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। সুতরাং আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন তা ত্রিপুরার বিশ লক্ষ মানুষের সমস্যার কথা চিন্তা করেই করেছেন যাতে তাদের স্বার্থ রক্ষা পায়। সুতরাং আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে এই বাজেট ত্রিপুরার বিশ লক্ষ মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বাজেট। সুতরাং আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয়—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়াকে উনার বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯শে মার্চ, ইং তারিখে এই বিধানসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার উপর আলোচনা করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটটিতে আমরা দেখছি ১৬৯, ২৯, ৬৭,০০০ টাকা সম্বলিত ঘাটতি হিসাব দেখানো হয়েছে। ২, ৩৭, ০০ ০০০ টাকা। অবশ্য এই বাজেটের মধ্যে কোন কর বসানো হয়নি এর অবশ্য অন্য একটা কারন আছে। কারনটি হলো প্রথমে কর বিহীন বাজেট পেশ করানো হলো, তারপরে কেবিনেট মিটিং বসিয়ে ইচ্ছেমত কর বসিয়ে জনগনের উপর এই ঘাটতি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলো। কাজেই এই কর বিহীন বাজেটকে আমরা কখনই সমর্থন করতে পারিনা।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে তাঁর বাজেট ভাষনে বলেছেন যে বৎসরের শেষে এই ঘাটতির পরিমাণ ১৮ কোটি টাকার মতন হবে। অথচ এই বাজেটে রাখা হয়েছে মাত্র ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে ১৯৮৩ সনের শেষ নাগাদ যখন বামফ্রন্ট সরকার (অবশ্য যদি তারা আবার ক্ষমতায় আসতে পারেন তবে) যে বাজেট পেশ করবেন তাতে দেখা যাবে এই ত্রিপুরা রাজ্যের

২০।২১ লক্ষ মানুষের জন্য ঘাটতি হবে প্রায় ২০।২১ কোটি টাকা। কাজেই দিনের পর দিন এই ঘাটতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। সুতরাং এই সরকার যদি আবার ক্ষমতায় আসেন তবে আগামী দশ বছরে আমরা দেখতে পাব যে ২০ লক্ষ মানুষের জন্য ঘাটতি বাজেট হবে ৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই সরকার ত্রিপুরাকে দেউলিয়া করে দেবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষনে বলেছেন যে রেজিষ্ট্রি করে মোট ১,৬৯০টি পরিবারকে তাদের জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বলব যে এটা ব্যাঙ্করাপ্ট সরকারের কল্পনা। হয়তো এটা ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে। আসলে এত পরিবারকে (জুমিয়া) কোন জমি ফেরত দেওয়া হয়নি। কারণ, আমরা দেখেছি উদয়পুরে ২০টি ক্ষেত্র যাদের জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে তারা ফেরত পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। এখন পর্যন্ত কেউ কেউ ফেরত পাওয়া জমি চাষ বাস করতে পারেনি। সুতরাং এটা তাদের কল্পনা। কাজেই এই যে ইউটোপিয়া বাজেট এই যে সামঞ্জস্যবিহীন বাজেট, এই বাজেটকে আমরা ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থেই সমর্থন করতে পারছি না।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই বাজেটের উপর গতকাল থেকে আলোচনা সুরু হয়েছে, সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন এই বাজেট নাকি নবদিগন্তের সুদূর প্রসারী এবং মাননীয় মাখনবাবু বলেছেন যে এটা অগ্রগতির দূত ইত্যাদি। অনেক বিশেষণে বিভূষিত করেছেন তিনি এই বাজেটকে। এই বাজেটকে তাঁরা বলেছেন কর বিহীন। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্যি যে এই বাজেট ত্রুটিপূর্ণ। এই ত্রুটিপূর্ণ বাজেট কখনও অগ্রগতির রথ হতে পারে না, অগ্রগতির দূত হতে পারে না। সুতরাং এই ত্রুটিপূর্ণ বাজেট গ্রহণ করার অর্থই হলো ২১ লক্ষ মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া, ফাঁকি দেওয়া। কাজেই এই ত্রুটিপূর্ণ বাজেটকে যাঁরা সমর্থন করবেন, তাঁরা ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষকে ফাঁকি দিচ্ছেন। এখানে দেখানো হয়েছে ১,৬৯,২০০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। ২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা যেটা ঘাটতি দেখানো হয়েছে এটা আরও বাড়তে পারে। কাজেই এটা ত্রুটিপূর্ণ। এখানে যদি অর্থমন্ত্রী থাকতেন তাহলে অবশ্য ভাল হত। উনার সাহস হবে না এই বাজেটকে একসপার্ট দিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করতে। যদি তা করা হয় তাহলে তাতে পুরোপুরি ত্রুটি পাওয়া যাবে। কাজেই এই ত্রুটিপূর্ণ বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নং ৩৯এ যেখানে ৯১,০০০ টাকা ছিল সেখানে ১৫,০০০ টাকা করা হয়েছে। এক জায়গায় আছে ৮ কোটি টাকা, সেখানে করা হয়েছে ৯ কোটি টাকা। আমরা হাউসকে চ্যালেঞ্জ করছি যদি সাহস থাকে তাহলে তদন্ত কমিটি গঠণ করে এই বাজেটকে পরীক্ষা করুন। কিন্তু আমি জানি এই সাহস আপনাদের নেই। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেড়িয়ে পড়বে। মন্ত্রী মহোদয়ের কীর্তি ধরা পড়বে। কাজেই এটা আপনাদের সাহস হবে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার আর একদিকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে তাঁরা বলছেন যে, তাঁর অনেক উন্নতি করেছেন। অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু বাস্তবের সংগে সেককোন মিল নেই। গত ১৮ তারিখ থেকে যাঁরা ১নং এম, এল, এ, হোষ্টেলে

আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে এক ঘণ্টা পরেও বিদ্যুতের সংগে দেখা নেই। কাজেই বিদ্যুতের উন্নতি হয়েছে এটা কি করে প্রমাণ হবে? গ্রামাঞ্চলে তো কথাই নেই, হামেশাই হবে। কাজেই আপনারা দেখবেন ব্যাপক উন্নতির কতটুকু বামফ্রন্ট সরকার করেছেন।

আর শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের বন্ধু মাননীয় দ্রাউ বাবু গতবার বলেছেন। কাজেই সে আলোচনায় আমি আর যাচ্ছি না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ওঁরা আইন শৃংখলার কথা বলেছেন যে আইন শৃংখলার নাকি অনেক উন্নত হয়েছে। স্মাগলিং যারা করেছেন তাদের ধরার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অশ্রু বিসর্জন করে অনেক বি, এস, এফ, এনেছিলেন। কিন্তু তারা যখন সীমান্ত পাহারা দিচ্ছিল তখন সোনামুড়া---বাংলাদেশ সীমান্তে যখন স্মাগলার ধরা পড়লো তখন দেখা গেল তারা সি, পি, এম, এর ক্যাডার, সি, পি, এম, এর গাঁও প্রধান। তখন তারা গোলমাল সুরু করে দিল। ফলে বি, এস, এফ, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

কাজেই গত একটা বছরে যেখানে একশ' এর উপর ডাকাতি সংগঠিত হয়েছে এবং ৩৫০টা গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে, তবুও তারা বলছেন আইন শৃংখলা আছে। তাঁদের চোখে এই সমস্ত পড়বে না। যারা ডাকাতি করে তারা সবাই সি, পি, এম, ক্যাডার। কাজেই তাদের ক্যাডারকে রক্ষা করার জন্য তারা এই সমস্ত কথা বলছেন।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট এনেছেন সেই বাজেটকে যাঁরা সমর্থন করবেন তাঁদের আমরা বলতে পারি যে ত্রিপুরার মানুষকে ফাঁকি দেওয়ার একটা রাস্তা খুঁজছেন। আমরা এটাও দেখেছি এই বামফ্রন্ট সরকার শাসন কার্যে কতটুকু অপটু। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড এসেছিল ১৬ কোটি টাকার উপর, এরপরেও এই বাজেট অধিবেশন গত পরশু দিন সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ড চেয়েছেন ৭৪ লক্ষ টাকার। এবারেও মোট ১৭ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। কাজেই এই বাজেট পাশ করে দিলেও যে দ্বিতীয় বার সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হবে না, তার কোন বিশ্বাস নাই। যেহেতু এই বাজেট ত্রুটিপূর্ণ সেহেতু বাস্তবের সংগে এর কোন সামঞ্জস্য নাই। অথচ বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেটের মাধ্যমে বাহবা পেতে চাইছে। কাজেই এই বাজেট টাকে আমরা মাকাল ফলের সংগে তুলনা করতে পারি, কেন না, মাকাল ফল উপর দিয়ে দেখতে খুবই সুন্দর, অথচ এর ভিতরটা খুলে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে বড় বিশ্রি। তাই বামফ্রন্ট সরকার বাজেটের মধ্যে নানা রকম সুন্দর সুন্দর কথা বলে, এটাকে একটা মাকাল ফলের মতো সুন্দর করে এই হাউসের সামনে এনেছে, অথচ পুরো বাজেট টাই ত্রুটিপূর্ণ, এর মধ্যে সাধারণ মানুষের সত্যিকারের কল্যাণ হতে পারে, তার কোন চিহ্ন নাই। কাজেই এই ত্রুটিপূর্ণ বাজেটের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের অপটুতার অনেক প্রমাণ আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই বাজেটের মধ্যে উপজাতিদের জন্য এই সরকার অনেক কিছু করেছেন বলে দাবী করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার মাধ্যমে তারা একটা বাহবা পেতে চেয়েছেন, কিন্তু তারা সেই রকম বাহবা পেতে

পারেন না, তার কয়েকটা উদাহরণ আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। সেগুলি হল, বরো ধানের বীজ উপজাতি কৃষকদের বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে বলে বলেছেন, কিন্তু আমরা যদি দেখি, তাহলে দেখব যে বরো ধানের বীজ সরবরাহ করা হবে, যখন বরোর চারা গাছ কৃষকেরা তাদের জমিতে লাগিয়ে ফেলব। অন্ততঃ সেই রকম নির্দেশই পঞ্চায়েতগুলি বা গাঁও সভাগুলিকে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এর থেকে প্রমাণ হয় যে বামফ্রন্ট সরকার মানুষের জন্য যে টাকা বাজেট বরাদ্দ করছে, সেগুলি শুধু অপব্যবহারই করবে না, বরং সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করার মতো যথেষ্ট কারণ ও আছে। তাছাড়া বামফ্রন্ট সরকার যে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, তারও একটি নজীর আমি এখানে তুলে ধরতে চাই, সেটা হল কিছুদিন আগে উদয়পুর মহকুমার কিল্লাতে ল্যাম্পসের নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেরে ফেলার একটা ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু সেখানকার জনসাধারণ এত সচেতন যে শাসকদলের ষড় যন্ত্রকে বানচাল করে দিতে তারা সমর্থ হয়েছে। ঐ এলাকার জনসাধারণ সেই কংগ্রেস আমল থেকে নানাভাবে শোষিত হয়ে আসছে, আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেই শোষণই চালাচ্ছে দেখে, অত্যন্ত অবাক বোধ করছে। কারণ তারা বুঝতে পারছে যে বামফ্রন্ট নির্বাচনের সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার সংগে তাদের বর্তমান কাজকর্ম আদৌ সঙ্গতিপূর্ন নয়। কাজেই এই সমস্ত ঘটনাগুলি থেকেই এটা প্রমাণ হয় এই বাজেটে যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তা শাসকদের ক্যাডার শ্রেণীকে পোষণ করার জন্যই, ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণে আসবে কিনা, তাতে আমাদের সন্দেহ আছে। এখানে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য কেশব বাবু তাঁর বক্তব্য রাখতে কয়েকটি নামের উল্লেখ করেছেন, যেমন ভক্ত কুনাব এবং মন্ত্রী কুমার ইত্যাদির নাম।

শ্রীকেশব মজুমদার—স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার, উনি যে নামগুলির কথা বলছেন, সেগুলি তো দূরে থাকুক, আমি অন্য কারো নাম এখানে উল্লেখ করিনি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার----মাননীয় সদস্য, আপনি কনক্লুড করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া----মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি যে উনি যে সমস্ত নামগুলির এখানে উল্লেখ করেছেন, তারাই সেই অঞ্চলে শাসক দলকে সংগঠিত করছেন এবং বিভিন্নভাবে লুঠপাঠ করতে শুরু করেছেন। অথচ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরাই নাকি এইসব কাজ করছেন। কাজেই আমি মনে করি শাসকদলের এই প্রচারে ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ লোক ভুলে যাবেনা এবং তারা শাসকদলের এইসমস্ত কাজকর্মকে কোন রকমেই সমর্থন করতে পারেনা। তাই আমি বলব এই বাজেট হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ লোককে ফাঁকি দেওয়ার বামফ্রন্ট সরকারের একটা চক্রান্ত মাত্র কাজেই আমি এই বাজেটকে কোন রকমেই সমর্থন করতে পারিনা।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার----মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত ১৯৮২-৮৩ সনের বাজেটকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। এই বাজেট যে ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণ মানুষের কল্যাণে আসবে, তাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এবং এই বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষের যে অর্থনৈতিক জীবনের বিকাশ ঘটবে,

তার উল্লেখ এই বাজেটের মধ্যেই রয়েছে। এই বাজেটের মধ্যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ করে এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া তপশীল জাতি ও উপজাতি, যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই দুর্বল, যারা শিক্ষার দিক দিয়েও পিছিয়ে পড়া এমন কি তাদের অর্থনৈতিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে, সেই অধিকার আদায়ের অঙ্গিকারই এই বাজেটেই রয়েছে। আমি বলতে পারি, ত্রিপুরা রাজ্যের অনগ্রসর তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ টাকার বরাদ্দ বাজেটের মধ্যে ধরা হয়েছে, তা বিভিন্ন কাজ কর্মের মধ্যে এই সব পিছিয়ে পড়া লোকদের উন্নয়ন সম্ভব। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি আরও বলতে পারি যে সর্ব ভারতীয় যে কংগ্রেসী সরকার বা ইন্দিরা সরকার রয়েছে তাদের ৩৪ বছরে শাসনে কোন বাজেটের মধ্যেই উপজাতি এবং তপশীলি সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য অর্থ বরাদ্দ দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু দেখি যে শুধুমাত্র ভোটের সময় হলে কংগ্রেসী সরকার এই সব অউন্নত জাতি এবং উপজাতিদের জন্য মায়া কান্না করে থাকেন এবং কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা প্রচার করে বেড়ান। কিন্তু অন্য দিকে আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার গত ৪ বছরের মধ্যে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলিকে নানাভাবে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে মৎস্য চাষের জন্য যে সব জলাশয়গুলি আছে, সেগুলিকে কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী লীজ দিয়ে মৎস্যজীবীদের সাহায্য করছে এবং সেই সব জলাশয়গুলি মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমার কৈলাশহর সাব-ডিভিশনে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে একটি মাত্র ফিসারম্যান কো-অপারেটিভ ছিল এবং তার মূলধন ছিল মাত্র ১০ হাজার টাকা। কিন্তু সেই মূলধনও সেখানকার কংগ্রেসী গাঁও প্রধান ও মাতব্বরেরা লুঠপাট করে শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর সেখানে প্রায় ১০টি কো-অপারেটিভ তৈরী করা হয়েছে এবং তাদের শেয়ার ক্যাপিটেল হচ্ছে প্রায় ২॥ লক্ষ টাকা। এছাড়া সেখানকার মৎস্যজীবীদের বিনামূল্যে নৌকা এবং জাল সরবরাহ করা হয়েছে। তার ফলে আমি অনুমান করে বলতে পারি যে প্রায় ১ হাজার মৎস্যজীবী পরিবার এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে এবং তারা অন্ততঃ দৈনিক ৭ টাকা করে উপার্জন করতে পারছে। কি শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি স্কুলে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে, কি স্টাইপেণ্ডের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া সেই সঙ্গে আমাকে এটাই বলতে হয় যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থায় শ্রীমতী গান্ধীর যে বাজেট সেই বাজেটের মধ্যেও ঘাটতি দেখান হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটতি বাজেট পেশ করে তাতে ডাইরেক্ট ট্যাক্স কমিয়ে এনে ইন-ডাইরেক্ট ট্যাক্স বসেয়ে জনগণের হাতে তুলে দিয়েছে। তারপর চলছে হরিজন নিধন-এর যজ্ঞ। এমন কি শ্রীমতী গান্ধীর বাড়ীর সামনেও দাঙ্গা চলছে। এই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর চরিত্র। আর আমাদের বামফ্রন্ট মূল লক্ষ্য হল এমন একটা শোষণবিহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা যেখানে ধনী দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদ থাকিবে না যেখানে ধনিক শ্রেণীর মানুষের নিচে হাজার হাজার মানুষ তাদের দাসত্ব করবে না। ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল সেই পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য এই কংগ্রেসেই দেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য এই দেশকে দু' টুকরা করল। ফলে হিন্দুস্থান— পাকিস্তান হল। ঐ জাতির নামে ধর্মের নামে কংগ্রেস দেশকে দুই টুকরা করে দিল।

ভারতবর্ষের মানুষ—শ্রমজীবি মানুষ, ভারতবর্ষের কৃষক যারা আশা করেছিল তারা শিক্ষার আলো পাবে তারা তাদের অর্থনৈতিক শোসন থেকে মুক্তি পাবে এই কংগ্রেসী শাসন তাদের সেই আশাকে পদদলিত করে দেশের বড় বড় জোতদার জমিদারদের শোষন ব্যবস্থাকে কায়েম করল। এবং তার ভারতবর্ষের যে সংবিধান রচিত হল তাতে তাদের বাচার অধিকার স্বীকৃত হয় নাই--তাদের শিক্ষার অধিকার তাদের জীবিকার অধিকারের কথা স্বীকৃত হয় নাই। এর ফলে আজকে দেখা যাচ্ছে দেশের সম্পদ টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া প্রভৃতি কয়েকটি ধনীর হাতে জমা হচ্ছে। তারা আজকে টাকার পাহাড় জমছে। আর সেই সঙ্গে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দলগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে আর যার ফলে আজকে দেখা যাচ্ছে হরিজন, গিরিজন নিগ্রহ। আজকে জাতীর নামে ধর্মের নামে চলছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে দাঙ্গা। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার চায় মানুষের উন্নতি চায় মানুষের অগ্রগতি চায় তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। সেজন্য আজকে বামফ্রন্ট জমির মালিকানা যদি উৎপাদকের হাতে আনা না যায় ততদিন সমা স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হতে পারেনা। সেজন্য নীচের স্তরের মানুষকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক বন্ধ থেকে মুক্ত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার করহীন বাজেট পেশ করে এটাই প্রমাণ করে দেখালেন দেশের নীচের অংশের মানুষকে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন থেকে মুক্তি দিতে চায়। আর এখানে মাননীয় সদস্য সীমান্তের গরু চুরির কথা বলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে দুই টুকরা করে কংগ্রেস যখন আন্তর্জাতিক সীমানা নির্দ্ধারণ করেন তখন দেখা গেল যে একটা বাড়ীর একটি ঘর ভারতের আর একটি ঘর পাকিস্তানের এবং বর্ত্তমান বাংলা দেশে পরেছে। আবার দেখা গেছে যে একটা পুকুরের অর্দ্ধেক ভারতের আর অর্দ্ধেক পাকিস্তনের মধ্যে পরেছে এই ধরণের চক্রান্ত ছিল। আমি বিলোনীয়াতে দেখেছি যে একটা পুকুরের অর্দ্ধেক ভারতে আর অর্দ্ধেক বাংলাদেশে পরেছে এর মূলে আছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তারা জানে এইসব সমস্যা মিটবেনা ফলে দেশে যুদ্ধ হবে তখন তারা কোন একটা পক্ষ নেবে। ঐ আমেরিকা তখন অস্ত্র বিক্রী করতে পারবে তারা মুনাফা লুঠতে পারবে এইসব চিন্তা করেই সীমান্ত সমস্যার সৃষ্টি করান হয়েছিল। তখন কিন্তু ঐসব সাম্পদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদী আমরা বাংগালী উপজাতি যুব সমিতি আরা কিন্তু একটা কথাও বলে নাই। যদি তারা রেকর্ড দেখাতে পারেন তারে বলব যে আপনারা সত্যিই দরদী। স্যার, ভারতবর্ষের আইনে আছে ৬ মাস এক স্থানে বসবাস করলে সে সেই স্থানের নাগরিক হবে। কিন্তু আজকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার ৩৪ বছর পরেও তাদের বিদেশী বলা হচ্ছে তাদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হচ্ছেনা। আর অন্য দিকে বামফ্রন্ট সরকার মানুষের সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করে যাবে এই বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে থেকেও। এই বলে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ— শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেটে বক্তব্য আমার

রাখি বিধান সভা মাঝার, সমর্থন জানাই।
৮২-৮৩ সালে সাহায্য পাবে সকলে।
বলি বিধান সভা স্থলে, শুনিবেন সবাই।
এই বাজেটও প্রথম নয় আরোত চারিবার হয়।
পূর্ণাংগ বাজেট হয় এই বিধান সভাতে।
লাভ হল না ক্ষতি হল কারো কি অজানা রইল।
দেশ বিদেশে সংবাদ গেল দেখি পত্রিকাতে।
পূর্বতন কংগ্রেস সরকার রাজ্যে আনে হাহাকার।
মৃত্যুর বসাইল বাজার, একথাকি কারো মনে নাই।
মৃত্যু রসাহল বাজার।
একথা কি কারো মনে নাই ?
শচীন সিং, সুখময়, কীর্তি কত রাজ্যময়,
লেভীর জুলুম করে, মনে রাখা চাই ॥
গরীব কৃষকের বাড়ী, পুলিশ পাঠায় গাড়ী গাড়ী
লেভীর নামেতে ছিল ডাকাতি।
মানুষের ছিল না সুখ, খাজনার দানে সম্পত্তি ক্রোক
রাজ্যে ছিল দুর্ভোগ, জনগণের করে না উন্নতি ॥
ফরেসটেতে ফরেসটার, করে কত অত্যাচার,
জুমিয়াদের জুম করে বন্ধ।
উপজাতি জনগণ, উপবাসে কতজন,
এ কাজে ত্যজিল প্রাণ বলে কপাল মন্দ।
ঘরে ঘরে বেকার সৃষ্টি, তৈরী ছিল তাহাদের সৃষ্টি
আজ দৃষ্টি বামফ্রন্ট দেখাল।
প্রায় ২৫ হাজার চাকুরী ছিল, কল কারখানা স্থাপন কৈল,
রেল সম্প্রসারণ দেখে, লোকে ধন্য ধন্য বলে।
কৃষি কত হয় উন্নতি, বলি আমি সম্প্রতি
ধান, ইক্ষু, পাট, সবজী প্রচুর বাড়িল।
সারেতে ভর্তুকী দিয়া, ফল চার বাড়াইয়া,
১৪১১ হেকটর রেকর্ড করিল ॥
গাছ আর রাবার বাগান, বছরে বছরে লাগান
গড়িয়া উঠে বনাঞ্চল।
রাস্তাঘাট সংস্কার, তৈরী হচ্ছে হাট বাজার,
নূতন রাস্তায় পড়ে উঠে গ্রামাঞ্চল ॥
করতে পশুর উন্নতি, দেশ বিদেশের নানাজাতি
পশু আনিয়া এই রাজ্য।
হাস মুরগী খামার করে, বাড়িতেছে ঘরে ঘরে
এখন চালান হয় পার্শ্ববর্তী রাজ্য।

গ্রামে গ্রামে ফিশারী, বহু লোক করে তৈরী
সরকার হইতে পোনা নিয়া।
৯০০ হেক্টর জলা হইল, এই উন্নতি কি পূর্ব ছিল,
বামফ্রন্ট সৃষ্টি কৈল দিচ্ছি হিসাব দিয়া॥
সমবায় সমিতি যত, মেম্বার আছে তিন লক্ষের মত,
সুযোগ পায় সহজ সত্তে, কঠিন কিছু নয়।
গ্রাম পঞ্চায়েত ঘরে ঘরে, নূতন কাজ সৃষ্টি করে
১২মাস গরীবের কাজ সৃষ্টি হয়॥
রাজ্যে কত হাসপাতাল, সৃষ্টি হয় বর্ত্তমান কাল
ক্যানসার হাসপাতাল বামফ্রন্ট করে।
ভূমিহীনদের ভূমি দিয়া, বর্গা রেকর্ড করাইয়া
নূতন জোয়ার এল রাজ্যের ভিতরে॥
শিক্ষাতে আনিল সুযোগ, দেখিনাত কোন যুগ
এমন যুগ সৃষ্টি হইল।
মিড্‌ডে মিল চালু করে, ছাত্র আর থাকে না ঘরে
যাইতে চায় পড়িবারে, এই যুগ,
কেমন যুগ এল॥
উচ্চ শিক্ষার হয় ব্যবস্থা, রাজ্যে আছে লোকের আস্তা
বেসরকারী কলেজ আর রইল না।
৮০ বৎসর হইলে পরে, ভাতা যায় সকলের ঘরে,
অন্ধ, আতুর, ভাতা পায়, কেউতো বাকী না॥
উপজাতী যুব সমিতি, রাখে গোপনে সম্প্রীতি
যথায় আছেন শ্রীমতি, গিয়ে দিল্লীতে।
যোগাযোগ সদা সর্বদা, বাজেটের করিতে অমর্য্যাদা
বিভিন্নভাবে দেয় বাধা, এসে বিধান সভাতে।
রাজ্যে করতে উন্নতি, বামফ্রন্টের দেখি নীতি
কি বলিব সম্প্রতি, সংক্ষেপে জানাই।
বক্তব্য হইল শেষ, কি আর বলিব বিশেষ
বাজেট সমর্থন করি, দ্বিমত আমার নাই॥

মিঃ ডিপুটী স্পীকার ঃ--- শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা ঃ---মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। বিগত কংগ্রেস আমলে দীর্ঘদিন ধরে যে বাজেট এই হাউসে পেশ হত তার থেকে এই বাজেটের পার্থক্য আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেটা ত্রিপুরার শতকরা ৮৩ জন লোকের বাজেট। বিরোধী দলের সদস্যারা বলেছেন যে তারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারেন না কারণ এই বাজেট না কি ত্রিপুরার ৫.৬ লক্ষ উপজাতীর স্বার্থে করা হয় নি। কিন্তু কংগ্রেস আমলে উপজাতীরা দীর্ঘদিন যাবত যে

অবহেলিত হয়ে আসছে সেটা তারা উপলবধি করতে পারেন। কারণ তারাও তো ভুক্তভোগী। আজ বামফ্রন্ট সরকার চার বছরের মধ্যে যা করতে পেরেছেন সেটা কংগ্রেসীরা ৩০ বছরেও করতে পারে নি। আমরা অবশ্য বলছি না যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্য স্বর্গ রাজ্য বানিয়েছি। কিন্তু এই জিনিসটা বোঝা দরকার যে উপজাতীদের দীর্ঘ দিনের যে সমস্যা সেই সমস্যাগুলি সমাধানে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তার একটা ইতিহাস তৈরী হয়েছে। আজকে জুমিয়াদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কি করবেন সেটার একটা চিত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেট বক্তব্যে তুলে ধরেছেন। বামফ্রন্ট সরকার জুমিয়া এলাকার মধ্যে কাজ করতে চাইছেন। উনারা অবশ্যই জানেন যে ১৯৭৮ সালে বহু মানুষ না খেয়ে মরেছে এবং সামান্য সাহায্যের জন্য অফিস কাছারীতে তাদেরকে ধর্ণা দিতে হত। আর এখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এখানে অভাব আছে কি না তা বুঝতে পারছে না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যা করেছেন আরও বেশী করা দরকার। এটা ঠিক। এই জুমিয়াদের মধ্যে যে অবস্থা আমরা দেখছি, জুমিয়া এলাকার মধ্যে এবং সমতল এলাকার মধ্যেও জমি জমা নাই। সেখানে নানা অসুবিধা হচ্ছে। এটা ঠিক যে খরা মোকাবিলা করার জন্য সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। কাজেই বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা এই বাজেটের যে বিরোধীতা করছেন এ ভাবে বিরোধীতা করাটা ঠিক নয়। বিরোধী গ্রুপের সদস্য এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ১০০ টা ডাকাতি হয়ে গেছে। আমি বলব এখানে তাঁরা ভুল তথ্য দিয়েছেন। শুধু মাত্র ধুমাছড়াতেই ১০০ টার বেশী পরিবারের মধ্য থেকে টি, ইউ, জে, এস, জোর করে টাকা আদায় করেছে। এই যে জোর জুলুম করে টাকা আদায় করা এটাও তো এক ধরনের ডাকাতি। সেই ডাকাতির কথা কেন তাঁরা উল্লেখ করেন নি। কাজেই, এর সংখ্যা আরো বেশী হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তা ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ মানুষের স্বর্থেই তৈরী করেছেন। আমরা দেখেছি, স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য এখানে যে টাকা রাখা হয়োছ, যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা তার বিরোধীতা করেছেন। এই কি তাঁদের উপজাতিদের জন্য দরদের নমু না? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কংগ্রেসী আমলে কি দেখেছি? দীর্ঘ ৩০ বছরের শাসনে ছামনুতে কোন দিন রাস্তা ঘাট হয় নি। এবং রাস্তা ঘাট হবে কোনদিন এমন কল্পনাও কেহ করে নি। কিন্তু আমরা আজকে দেখছি, ছৈলেংটা থেকে ধর্মনগর এবং ছামনু থেকে ধর্মনগর এই দুটি টি, আর, টি, সি, বাস যায়। প্রাইভেট গাড়ীর ভাড়া যেখানে ১০ টাকা সেখানে গভর্ণমেন্ট থেকে মাত্র ভাড়া ধার্য্য করা হয়েছে ২.৩৫ টাকা। কাজেই এই সরকার যে ভাবে কাজ করছে তা আপনারা কেন সবাই জানে। আগরতলা থেকে কাঞ্চনপুর টি, আর, টি, সি, বাস যাবে এ আমরা কোন দিন কল্পনাও করতে পারি নি। আজকে সেখানে টি, আর, টি, সি, যাচ্ছে। আজকে যদি এই বিধান সভায় কংগ্রেসীরা থাকত, তাহলে এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট আসার পর মাত্র চার বছরে যে ভাবে কাজ হয়েছে সেটা কি সম্ভব হত? ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট করা হয় শতকরা ৮২ জনের জন্য। কিন্তু কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছি, বড় বড় জমিদার, জোতদার এবং কন্ট্রাকটরের জন্য বাজেট তৈরী করা হত। আপনারা আজকে তাদের জন্য

কিছু করতে পারছেন না বলেই এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট আজকে সাবসিডি দিয়ে জুমিয়াদের, কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখছে। কিন্তু এই সাবসিডির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, আমলারা ভীষণ গাফিলতি করছেন। এতে গরীব কৃষকদের মারা যাবার উপায় হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের কাছে অনুরোধ জানাব, তাঁরা যেন এ দিকে কিছুটা দৃষ্টি রাখেন। আমলারা গড়িমশি করে এই টাকাটা দিতে চায় না। এরকম ঘটনা কয়েকটা জায়গার মধ্যে ঘটছে। গরীব মানুষদের নিয়ে যেন তারা ছিনিমিনি খেলতে না পারে সে দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি এই হাউসের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১৮ তারিখে থেকে ড্রাইভার এবং কণ্ডাকটর ইচ্ছা-কৃত ভাবে টি, আর, টি, সি, বন্ধ করে দিয়েছে এতে এলাকার লোকের খুবই অসবিধা হচ্ছে। এ দিকেও বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি অনুরোধ করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

॥ ইনক্লাব জিন্দাবাদ ॥

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :---আমি মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া----মান গীনাও সভানি বুরাগীরা, তিনি চিনি বিধান সভা নি অকীরা মান গীনাঙ অর্থমন্ত্রী তিনি যে বাজেট পেশ খীলাইমানি আব গরীবরগনি উপকারনি বাগীই হীনীই আং খা কাঅ। তবে রাং যে ফিয়া কম ঔংখা। যারা তিনি আঠারমুড়া, লংতরাই বা দেবতা মুড়া সাকাঅ যারা তংনাইরক জুমিয়ারগ তিরিশ বছর বঞ্চিত ঔংতংনাইরক ন মাতে সীনামাই তিসানানি বাং রাং কীবাং দরকার। আবনি বাং যে রাং কাইমানি অর্থমন্ত্রী নি বাজেট ন আং পুরাপুরি সমর্থন খীলাইখা। তবে চিনি বামফ্রন্ট সরকার যে লক্ষ্য তীই কর্মসূচী আবরগ ন সামুংগ চারীই মানয়া তামং ব ? কীচার বাঙ্গার' যারা আমলাতন্ত্রী একদিকে উপজাতি যুব সমিতি, আমরা বাঙ্গালী সং দাঙ্গা ফীনাং নীই গত ১৯৮০ সালনি জুন দাঙ্গা ফীনাংগ এবং দুই বছর সরকার নি কাজকর্ম তাং মানরীয়া খীলাই তনখা। উপজাতি জুমিয়া রগ-ন তাবুক পর্য্যন্ত চাং কোন ব্যবস্থা রীই মানয়া-নু। কিন্তু চিনি এই জুমিয়া গরীব রগ ন তীমখে কাহাম খীলাই তিসানাই আবনি বাগীই যতনি সহযোগিতা দরকার। আবনি বাং বাং যে মানয়া। তবে মান ফার্ন বিরোধী পার্টিরগ বিরোধীত খীলাইঅ। District Council নব বরক মানিই মানয়া। কারন District Council থ বরক কোন দপ্তর মানয়া, দপ্তর মানয়াবি রাং বরকনি হুয়াগ' কোন রাংব মানয়া। আবনি কারনে বরক অমন' মানিই মানয়া উপজাতি যুব সমিতি সংঘ। মিয়া দ্রাউকুমার সামানি বরক কীরীই জাত। বরক কীরীই জাত, চীতুন তীই আগে সি, পি, এম, সং যুব আন্দোলন খীলাইঅ লড়াই খীলাইঅ। তামংগীই চৌও লড়াই খীলাই ? চিনি উপজাতিরগনি উপর লাঞ্ছনা বঞ্চনা খীলাইখা। দিল্লী ব বরক থাং সগীই খা, লারা বসিয়া জাগা ব নিয়া।

নিজে নিজে নানা বুদুরা তুবুখা উপজাতি যুব সমিতি সং। কাইছা কাইছা রগ হুকরগ ছুগজাগ বাইথা। সৌকীমাজাক বাইখা, তাবুক পর্য্যন্ত তাংমানয়া। বলংগ মুইয়া ব কাই মানয়া, ফাতার নখার মানয়া। খা বলং ব চক মানয়া, বাজার কাইমানয়া। বলং বৌলাইরগ ব খল মানয়া. যত সেগোই নাইবাইখং সেই কারনে নির্য্যাতন সহ্য আঁং মালিয়া তৌই, সেই কারনে বাঙ্গালী লড়াই খৌলাইয়ীন তিনি চিনি পার্লামেন্ট অ N. P থাংনাইব. আইন সংশোধন খৌলাইদি হীনৗই চিরিগৌই তংগ। বরক তিনি বিরোধী পার্টি খৌলাই তংনাইরগ সংশোধন ব বুচিই মানয়া আঁংনা তংগ। বনি আইন সংশোধন তৌনাব ? বন বরক বুচি মানয়া। যে এলাকা অ বাসিন্দা রগ ন তৌই বলও আইন সং শোধন রিজার্ভ বন আইন খৌলাই নাই। বন ববুন' যে চৌংন কৌলাংনাই আহাইনে খৌলাইদি হীন চৌন M. P আবন বুচিদি। নরক বুচিয়ানি বাগৌই সে হাই কক-সাঅ। তাছাড়া কংগ্রেস নি আমল হাই তিনি বামফ্রন্ট নি আমল কেব মাচায়া কৌরৌই। বল ফান চা'খা, শন কাল ব চাখা, ওউা ব কাল বাথা, মাই কালজাকখা তাছাড়া এলাকা নি বরকন থাং লাইমে আর' Reserve এলাকা খুলসি নাই। ফান আরনি বিরোধী ষাটিনি নেতা দাকাইচ্যা কংখা, অরনি Rubber plantation নি Director তংগ, মন্ত্রী তংগ মমরদা ব তংগ। বরক থাংগৌই আলোচনা আঁংখা আকুরু তাম'সা দ্রাউবাবু' নক কৌরৌই রৌই থাইদি বরক ঠিক খৌলাই তংদি তাবুক ব খৌলাই মানয়া জাগ। কিন্তু তাছাড়া অ দ্রাউ বাবু সং বসাকা অ থাং মখেলচ খালাইয়া। তাম' মাথা আর চিনি Distric Council এলাকা অ কোন ওয়ান সা মা হাবয়া। আরনি বাং সে কেন্দ্র অ আন্দোলন খালাই-নাই। আবতাই সে সাঅ, আর, প্রস্তাব নাঅ। তবে আরনি অ খালাইথক ব কৌরৌই জুমিয়া নি ককব কৌরৌই। মুংসা প্রস্তাব নায়া বরক। বল বাল তাকল দি, খৌতৌং ব তা নাদি, জবকারনি সামর ব তা অরদি, নাইদি ? কমুনিষ্ট পার্টীর ব তিরিস বছর লড়াই খালাই সে সরকার মানদৌলা, আর বলবান তা কানদি হীনবে বা চাং আমনে থাংনাই। বনি উর্ত্তর তাবুক ফান সগকাই য়া। তাম বুচিরা দে বলবাল মা কালয়ানে তামগে বা নাই। বন চিন্তা খালাই থা ডাকাতি খালাই চাদি। তাবুক চা জাগ কাল জানি তকমা সভাঅ বরক হাইখে সতর হাজার রাং আদায় খালাইয়া তাবুকনি মাসিং গ। আনি List তুবুজাকয়া। কাইসা কাইসা নি আর' বরক দুই হাজার পর্যন্ত রাং নাথা। খিরমোহন নি আর দুই হাজার।

Deputy Speaker :--- মানয়া সদস্য Point of order, মাননীয় সদস্য piont of order দ্রাউকুমার রিয়াং---মাননীয় Deputy speaker sir মাননীয় সদস্য ব্রজমোহন জমাতিয়া বাহেনর খির আলোচনা না করে (আগণ্ট)

শ্রীব্রজমোহন ত্রিপুরা :--- আর সম্মেলন। প্রস্তাব নামনানি বাজু ত্রিপুরা আনি নগ তংগ, বন' তামনে নানা রকম অসুবিধাঅ নিকালাইনানি। ৭৮ তাং Hostel অ দুটা সময় রিং বাহারাই আন আ কক-ন সাঅ নগেন্দ্র চা বন উগ্রপন্থী রগ রুস্তুগ তংথা বনি অসুবিধা আংনালাহা। আবগই প্রস্তাব ব নাগা বরক প্রস্তাব নাপা মিছিল মৌলাইদি, আন্দোলন ফালাইদি, স্বাধীন খৌলাইদি হাইয়াথে বিষয় কৌরৌই শুধ বারফ্রন্ট সরকার ন শ্রীবাই নানি ও ঘটনা নি তংগ। তিনি পাহারী

জুমিয়া বাঁসাক তং হানাই যুবসমিতি সং তথ্য খালাইমানি এই যে দরকার ানাই পাগ দেবতামুরা, তাইভুক পাড়া বাকছাড়া গত ২১ তারিখ মিছিল আংখা। বাঁসাক রাং নাথাঅ গাঁও সভাঅ আবনি তথ্য বার আংনাই তাবুক। তার জন্য তথ্য বার থানাই ভুবনাই। জুমিয়া রগ পাটি সিষিং কানমানি কিমা রাং বেবাগ যুবসমিতিনি ডাকাতি দল শেষ থালাই তালাংবাইখা। সামুর রা মানয়া। তাবুক ক্ষান পাঁচ হাজার রাং সানাই তংগ আরনি রিয়াং মাসা আন' সারীকথা। যুব সমিতি রগ আং কিরিই তংখা হানাই পারাকঘা। আর উপজাতি যুব সমিতি শুধু উপজাতি নি স্বার্থ ধ্বংশ খালাইয়া নাইঅ যারা নেতা খালাই নাই রগ বরক ব দায়িত্ব গানাংন, সেই দায়িত্ব ন পালন খালাইদি। তিনি সমস্ত বড়মুড়া এলাকাঅ আচায়া থামানিদে। নকুয়া ? অবতাইযদি নরক হানাই তংগে আর, সাব' থাংনাই তাছাড়া কক-বরক মাষ্টার মামা আন' মায়া আর আংতাই নারমানলিয়া তামথে রাং শতকরা ৫ টাকা মারীনাই। আদিমপুর নি মাষ্টার মামা বু হাইন শতকরা ৫ টাকা সামাজাককুন। তামনে আর' তংনাই। আন Transfer খালাই তুবুদি আবতাই খালাইদা রাজনীতি থা নাই ? এ জিনিসটা আবনি মং দায়িত্ব গানাত অম বাস্তব ঘটনা। তাইসা দেশ ন সাকারাখানানি নস্ট খালাই পানি মে নরক নি চেষ্টা। তবে মোটামুটি যে অর্থ মন্ত্রী তিনি বাজেট তুবুমানি তিনি গরীব Tribal গরীবরগন সুনামনানি, আগা, তাই District Council নি দপ্তর যত একতানে সানামনাই নাইজাত আসাকনে আনি বক্তব্য পায়রুখা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের এই বিধান সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এটা গরীবদের উপকারের জন্য বলে আমি মনে করি। যারা আঠারমুড়া বড়মুড়া, দেবতামুড়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত হয়ে আসছেন তিরিশ বছর যাবৎ তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে টাকার দরকার। তার জন্য যে টাকার বাজেট ধরা হয়েছে এটাকে আমি সমর্থন করি। তবে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যেসব উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন সেগুলো কার্য্যকরী হয় না কেন? মাঝে মধ্যে যারা আমলাতন্ত্রী, একদিকে উপজাতি যুবসমিতি আমরা বাঙ্গালীর লোকেরা মাঝখানে ১৯৮০ সালে দাঙ্গা বাধিয়ে দুই বছর সরকারি কাজ কর্ম করার বলে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছে। উপজাতি জুমিয়াদের জন্য এখন পর্য্যন্ত আমরা কোন ব্যবস্থা নিতে পারিনি কিন্তু এই গরীব জুমিয়াদের কি করে ভালো পথে নিয়ে আসা যায় তার জন্য সকলের সহযোগিতা দরকার। এর জন্য যথেষ্ট টাকা আমাদের নেই। তবে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ এর বিরোধীতা করছেন, কারণ তারা District Council এ কোন দপ্তর পাননি এবং দপ্তর না পাওয়ার জন্য কোন টাকাও তারা পাননি সেই কারনেই তারা এটাকে মানতে পারছেন না উপজাতি যুব সমিতির সদস্যগণ। কত কাল দ্রাউ কুমার বলেছেন যে উপজাতিদের নিয়ে আমরা লড়াই করেছি, আমরা কেন লড়াই করি? আমাদের উপজাতিদের উপর লাঞ্চনা বঞ্চনা করা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। উপজাতি যুব

সমিতির লোকের দিল্লীতে গিয়ে নানা রকমের বুদ্ধি আমদানি করেছে। এখানে এক-একজন মানুষের ঘরবাড়ী পুড়া গেছে, ধ্বংস করা হয়েছে এখন পর্যাপ্ত তৈরী করতে পারছে না, বনের আলু বাঁশের করুল সংগ্রহের জন্য পর্য্যন্ত মানুষেরা ভয়ে বেরুতে পারছেননা বাজারে আসতে পারছেন না, সেই কারনেই লড়াই করছেন; আমাদের parliamant এর সদস্য M, P যে এখানে আইন সংশোধন করতে হবে। সেই আইন সংশোধন কি তা এরা বুঝতে পারছেন না। সেই এলাকার বাসিন্দার দের নিয়ে বন আইন তৈরী করতে হবে কোনটাকে কতটুক দিতে হবে সেটাকে বলেছেন আমাদের এম পি এসব কথা বুঝা দরকার। আপনারা বুঝতে পারছেন না বলেই এসব কথা বলছেন। তাছারা কংগ্রেসের আমলের মতো বামফ্রন্টের আমলে কেউ খেতে পায়না এমন নেই। লাকড়ি, বাঁশ, ধান বিক্রি করে মানুষ খেয়েছে তাছাড়া এলাকার মানুষদের নিয়ে সেখানে Reserve এলাকা খুলার পরিকল্পনা। আজকে আমাদের বিরোধী দলের নেতা ডাকাইছড়াতে বলেছেন এখানে Rubbr plantion এর Director মাননীয় মন্ত্রী এবং সমর দত্ত ছিলেন দ্রাউবাবু বলেছেন, মানুষ ঘর নেই এখন এখানে দিয়ে দেয়া হোক, কিন্তু বগাফাতে তারা গিয়ে সেখানেও করেছেন সেখানে প্রস্তাব নিয়েছেন District Council এলাকাতে কোন বাঙ্গালী বসবাস করতে পারবে না, তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আন্দোলন করতে হবে। তবে সেখানে জুমিয়াদের জন্য কোন কথা নেই। লাকড়ি বিক্রি করবেনা সুতাও নেবেনা; সরকারী কোন কাজই করবেনা এসব কথা বলছে। কম্যিউনিষ্ট পার্টিকেও তো ক্ষমতায় আনার জন্য ৩০ বছর লড়াই করতে হয়েছে। আমরা লাকড়ি বিক্রি না করলে বাঁচবো কি করে ? তার উত্তর এখনো তারা দিতে পারছে না। আর এটা কি বুঝতে পারছো না। ডাকাতি করো। তকমা গাঁও সভাতে তারা এভাবে ১৭ হাজার টাকা আদায় করেছে। এই শীত কালে। আমি তালিকা নিয়ে আসিনি। এক একজনের কাছে দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত আদায় করেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---মাননীয় সদস্য Point of order.

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং---মাননীয় Deputy Speakr Sir, মাননীয় সদস্য ব্রজ মোহন জমাতিয়া বাজেটের উপর আলোচনা না করে (অস্পষ্ট)

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ সেখানে সম্মেলনে প্রস্তাব এনেছেন, আমার এখানে বাজু ত্রিপুরা নামে একটা লোক থাকে তাকে নানা রকম অসুবিধায় মধ্যে ফেলে দেবার চক্রান্ত করা হচ্ছে। ১৮ তারিখ হোস্টেলে নগেন্দ্র আমাকে একথা বলেছে যে তাকে নাকি উগ্রপন্থীরা খোজ করছে। তাছাড়া এমন প্রস্তাবও নিয়েছে আন্দোলন কর, মিছিল করো, স্বাধীন করো, না হলে উপায় নেই; বামফ্রন্টকে আর ভাঙ্গা যাবে না। আজকে পাহাড়ী জুমিয়া কতজন রয়েছেন এ তথ্য বের করার জন্য যুব সমিতি দারকায় বাড়ী দেবতামুড়া; বাকাছড়া ইত্যাদিতে ২১ তারিখ মিছিল করেছে। সে সব গাঁও সভাতে কত টাকা আদায় করেছে এগুলো যাতে বেরুবে। জুমিয়ারা পাট তিল বিক্রি করে যে সামান্য টাকা পেয়েছিলো সব যুবসমিতি নিয়ে নিয়েছেন। কাজ দিতে পারছে না। এখনো পাঁচ হাজার টাকা চাওয়া হচ্ছে গত কাল আমাকে একজন একথা বলছেন। যুব সমিতিকে

আমি ভয় করছি। যুব সমিতি শুধু উপজাতিদের ধ্বংস করতে চায়। যারা নেতৃবৃন্দ তারাও দায়িত্ব চান সেই দায়িত্বকে আপনারা পালন করুন। আজকে সমস্ত বড়মুড়া অঞ্চলে না খেয়ে মরেছে এমন দেখেছেন আপনারা? তাছাড়া কক-বরক মাষ্টার একজন আমাকে বলেছে যে আমি আর যেতে পারছিনা শতকরা ৫ টাকা হারে ওদের দিতে হবে। আদিমপুরের মাষ্টার মহাশয়কেও নাকি শতকরা ৫টাকা দাবী করা হয়েছে। এটা কি করে হবে। আমাকে transfer করে দিন। এভাবে কি রাজনীতি করা হয়। এজিনিসটা আপনারা দায়িত্বচান এটা বাস্তব ঘটনা। দেশকে আরো ভেঙ্গে দেয়ার নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে মোটামুটি যে অর্থ আজকে এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন ট্রাইবেল গরীবের বাঁচার স্বার্থে এবং District Council সব দপ্তর গুলো সকলে একত্রভাবে তৈরী করার দরকার বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রী ফয়জুর রহমান ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারনে যে বামফ্রন্ট কৃষকের স্বার্থে যে সমস্ত কাজ করছেন বা করবেন সেটা কৃষকেরা কোন দিনই ভাবতে পারে নি যে সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা মুকুব করা হবে এবং টাকা পয়সা দিয়ে তার সার, বীজ, ক্ষেতের ঔষধ কিনতে হয় না। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর কৃষকদের বিনা পয়সায় সার বীজ দেওয়া হচ্ছে যাতে অধিক ফসল করা যায়। অধিক ফসল ফলানোর জন্য বামফ্রন্ট সরকার ভর্তুকীও দিচ্ছেন উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য। গত চার বছরে বামফ্রন্ট সরকার ১৪ শত ১১ হেক্টার জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করেছেন পাহাড়ী অঞ্চলে উন্নতমানের পাঁচটি প্রদর্শনী খোলা হচ্ছে। প্রতি গাঁও সভার মাধ্যমে পাম্প সেট দেওয়া হচ্ছে। গাঁও সভার মাধ্যমে ব্যপকভাবে গ্রামাঞ্চলে কাজ করা হচ্ছে। সিজন্যাল বাধ নির্ম্মান করা হচ্ছে। এস, আর, পির মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক উন্নতমানের কাজ করানো হচ্ছে এবং তার ফলে গ্রামের গরীব মানুষ উপকৃত হচ্ছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে লিফট্ ইরিগেশান স্কীম করা হচ্ছে এবং বিগত দিনে যে সমস্ত যেগুলি অচল ছিল সেগুলি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চালু করেছেন এবং কৃষকদের জমিতে পাইপ বসিয়ে দিয়ে জল সেচের ব্যবস্তা করে দিয়েছেন। বিগত দিনে কংগ্রেস আমলে যে সমস্ত জমিতে এক ফসল ধান উৎপন্ন হতো সেই সমস্ত জমিতে এখন দুফসল এবং কোন কোন জমিতে তিন ফসল করা হচ্ছে। বিগত দিনে এমন অনেক জমি ছিল যেখানে কোন চাষই করা যেত না। কিন্তু আজকে সেই সমস্ত জমিতে বামফ্রন্ট সরকার জল সেচের ব্যবস্থা করে দু ফসল কিংবা তিন ফসল উৎপন্ন করেছে সেগুলি মহাজনরা লুট করে নিতে পারছে না কারন সরকার ন্যায্য দামে সেগুলি ক্রয় করে নিচ্ছেন। এই বিধান সভায় বিরোধী গ্রুপের যারা সদস্য আছেন তারা আজকে এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না কারন তারা বাজেটের খোজ-খবর করে দেখেছেন তাদের বাড়ী গাড়ীর জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নি বরং তাঁরা দেখেছেন গরীব মানুষের স্বার্থে এই বাজেট রচনা করা হয়েছে তাই তাঁরা

এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। যদি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা গরীব জনসাধারণের উপকার করতে চাইতেন তাহলে এই জনকল্যানমূলক কাজের জন্য যে বাজেট রচনা করা হয়েছে সেটা সমর্থন করতেন কিন্তু তাঁরা গরীব মানুষের উপকার করার চেয়ে নিজেদের স্বার্থকেই বড় করে দেখেন তাই এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মননীয় সদস্য শ্রী সুমন্ত কুমার দাস।

শ্রী সুমন্ত কুমার দাস ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেট এই বিধান সভায় পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারনে যে, আমরা দেখেছি বিগত চার বছর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জন-জীবনে অর্থনৈতিক যে সমস্যা আছে সেটা বামফ্রন্ট সরকার দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। এই রকম প্রচেষ্টা বিগত গত ৩০ বছুরে কংগ্রেস রাজত্বে দেখা যায় নি তাই স্বভাবত কারনেই একটা ধন্যবাদ সমাজ ব্যব্যস্থার মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি এইবার কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট রচনা করেছেন সেই বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কর আরোপ করে মানুষের ব্যবহার্য্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উপরে যে সব কর আরোপ করা হয়েছে পরোক্ষভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে এটার প্রতিফলনও ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিফলিত হবে। এছাড়া আমরা দেখেছি যে কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট রচনা করেছেন সেই বাজেটের মধ্যে রেলের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে, বিভিন্ন সময়ে তেল জাতীয় পন্যের দাম বাড়ানো হয়েছে এবং সমস্ত রকমের সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে লোকসভায় আলোচনার অবকাশ না দিয়ে এই সমস্ত জিনিষপত্রের দাম বাড়ানো হয়েছে। তার ফলশ্রুতি সারা ভারতবর্ষের মানুষকে ভোগ করতে হবে।

আগামী ৮২-৮৩ সনের যে বাজেট পাশ করার জন্য এই হাউসে উত্থাপন করা হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত ৩০ বৎসরের তুলনায় এই বাজেট একটা বৃহত্তর আকারের বাজেট। এর আগে এত বড় বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যে পাশ করা হয়নি। এই বাজেটে যে অর্থ ধরা হয়েছে, এই অর্থ যেহেতু গরীব মানুষের স্বার্থে ব্যয় হবে, শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে ব্যয় হবে, সেইহেতু এই বাজেটকে নিঃসন্দেহে আমরা সমর্থন করতে পরি। এই রাজ্যের মন্ত্রী সভায় যারা আছেন বা বিধানসভার সদস্য হিসাবে যারা আছেন তারা তাদের নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জন-প্রতিনিধি হয়ে আসেন নি। আমরা দেখেছি সেই কর্ণাটকে, অন্ধ্রপ্রদেশে, মহারাষ্ট্রে আরও ২-৩টা রাজ্যে সিমেন্ট কেলেংকারী মামলায় জড়িত হয়ে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হল। কত বড় লজ্জার কথা। এই ধরনের কংগ্রেস (ই) পরিচালিত দলগুলি যেখানে যেখানে মন্ত্রীসভা করেছেন, সেখানে জনগণ থেকে পয়সা নিয়ে মন্ত্রীরা নিজেদের বাড়ীঘর করছেন, নিজেদের আশা আকাংখা পূরন করছেন। কিন্তু আশাপাশি আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রিসভার দিকে তাকাই, তাহলে এমন নজীর কেউ দেখাতে পারবেনা, যে জনসাধারণকে না দিয়ে, জনসাধারণকে ঠকিয়ে তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছে। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের

বামফ্রন্ট সরকারের যে বাজেট এই বাজেট যদি একটা শান্তিপূর্ন বাতাবরনের মধ্যে বাস্তবায়িত করতে পারা যায় তাহলে নিঃসন্দেহে এই বাজেটের দ্বারা জনগণের উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে। যদিও এই বাজেটকে বিরোধী দলের যারা আছেন, তারা সমর্থন করতে পারছেন না।

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে আছে, সেখানে যার কাছে ধন আছে, বা টাকা পয়সা আছে তার কাছেই আবার ধন যায় বা টাকা পয়সা যায়। গরীব জনসাধরণের কাছে যায় না। নদী জল যেমন সাগরে, সাগর থেকে মহাসাগরের দিকে গড়িয়ে যায় তেমনি ধনতান্ত্রিক এক সমাজ ব্যবস্থায় ধনও ধনীদের হাতে যায় যাতে করে আরও ধনীরা আরও ধনী হয়। কিন্তু গরীব জনসাধারণের কাছে সেই টাকা বা ধন সম্পত্তি যায়না। তাই গরীবরা দিন দিন আরও গরীব হয়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই অবস্থার পরিবর্তন করেছেন। যার ফলে ধনীদের কাছে টাকা পয়সা এখন একটু ঘুরে যায়। সরাসরি তারা ভোগ করতে পারে না। এটাই বামফ্রন্টের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। যেমন ফুডফর ওয়ার্কের যারা শ্রমিক আছেন, তারা দৈনিক ৭ টাকা করে পায়। পাওয়ার পর তারা খরচ করে ফেলে। অর্থাৎ একটু ঘুরে তাদের কাছে টাকাটা যায়। যার ফরে কায়েমী স্বার্থানেষী ঐ প্রতিক্রিয়া

শীল গোষ্ঠিরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না কারণ এই বাজেটে কোন শোষণ নীতির উল্লেখ নাই। এই বাজেটের দ্বারা ঐ স্বর্থোন্বেষী ব্যাক্তিদের কোন উপকার হবে না। তারা এখন গত ৩০ বৎসরের মত শোষণ নীতি চালাতে পারবে না। টাকা পয়সা এখন তাদের কাছে একটু ঘুরেই যাবে। একটা উপমা দিলেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একজন লোক একটি ছেলেকে ১০ পয়সা দিয়ে ১০টি বাতাসা কিনে আনার জন্য পাঠালেন। ছেলেটি ১০ পয়সা দিয়ে ১০টি বাতাসা কিনল। কেনার পর তার একটা বাতাসা খাওয়ার খুব ইচ্ছা হল। কিন্তু একটি বাতাসা খেলে পরে সেখানে ৯টি হয়ে যাবে। তখন তাকে ঐ একটি বাতাসার জন্য মালিকের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। তখন দুষ্ট ছেলেটি মনে মনে ফন্দী আটল তাকে বাতাসাও খেতে পুঁটলাটা খুলে সবগুলি বাতাসার মধ্যে একবার করে লেহনী দিতে লাগল। হবে এবং ১০টি বাতাসাই তাকে নিয়ে যেতে হবে। তখন সে বাতাসার অর্থাৎ তার বাতাসারও স্বাদ পাওয়া হল, সঙ্গে বতাসাও ঠিকমত নিয়ে গেল। এই লেহনী দেওয়া মনোভাব এখনও আছে। ঐ উপজাতি যুব সমিতির, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এর এই লেহনী দেওয়া মনোভাব রয়ে গেছে। সুতরাং বামফ্রন্ট সরকারকে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে করে গুনার বাতাসা ঠিক থাকে।

স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের হাতে যে বিরাট কাজকর্ম রয়ে গেছে সেই অগ্রগতিমূলক কাজকর্ম করতে গেলে শান্তির বাতাবরন চাই। এই চার বৎসর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি নষ্ট করার জন্য ঐ বিচ্ছিন্নতা বাদীরা, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অনেক চেষ্টা করেছে তারা চেষ্টা করেছে কি করে এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করা যায়। কি করে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করে পেছনের দরজা দিয়ে বিধান সভায় ঢুকতে পারা যায়। যার ফল স্বরূপ ঐ জুনের দাঙ্গা। সেই দাঙ্গায় ৩৬ হাজার ঘর বাড়ী নষ্ট

হয়েছে, ৩ লক্ষ শরনার্থী হয়েছে, ২১ কোটি টাকার মত জিনিষ পত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা চেয়েছিল জাতিতে জাতিতে একটা বিভেদ কি ভাবে সৃষ্টি করা যায় কিন্ত না, তারা তা পারেনি। জনগণ তা দেয়নি। পাহাড়ী বা বাঙ্গালী কাউকেই ত তারা সরাতে পারেনি। এইভাবে তারা সাংঘাতিক ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে এই ত্রিপুরার বুকে।

সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠন করার যে মূল স্রোত, সেই মূল স্রোতের দিকে যাতে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না হয় তার জন্য এই বিশৃংখলার করেছে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য ডাকাতি সম্পর্কে বলেছেন। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে ডাকাতি হচ্ছে। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ডাকাতি হচ্ছে। উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরাই এই ডাকাতি করছে, জোর করে টাকা আদায় করছেন। কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হিসাবে যাতে কেউ এখানে থাকতে না পারে। এই ধরনের ডাকাতি হচ্ছে, আর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গরু চুরি হামেশাই হচ্ছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিয়ে এই দেশের জিনিষ অন্য দেশে পাচার হচ্ছে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যে সাংঘাতিক ধরনের ডাকাতি হচ্ছে, তাতে করে কিছু লোকও গুলি খেয়ে খেয়ে মারা গেছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পাহাড়ার ব্যবস্থা জোরদার না করেন তাহলে পরে সেটা রাজ্য সরকারকে দোষ দেওয়া যায়না। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পাহাড়াদার হচ্ছে বি, এস, এফ। এই ব্যাপারে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন সীমান্তবর্তী এলাকায় পাহাড়ার ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য।

আমরা শ্রীমতি গান্ধীর কাছে বলেছি যে বর্ডার এরিয়ার জন্য আরও কিছু বি, এস, এফ পাঠানো হোক। কিন্তু তিনি তা পাঠান নি। পরে আমরা শুনলাম সেখানে নাকি পারটিশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তা কবে থেকে সে কাজ শুরু করা হবে তা কিন্তু উল্লেখ করা হয় নি। তাই আমরা এই হাউজের মধ্য হইতে তাঁর কাছে আবেদন করেছি এই কাজটা যেন তিনি তাড়াতাড়ি শুরু করেন। কারণ আমাদের ত্রিপুরার তিন দিকেই রয়েছে ঐ বাংলাদেশ, আর সেই বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী যার ফলস্বরূপ বর্ডার এরিয়ার আশেপাশে বুলেট পাওয়া যায়। আজ এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা যুদ্ধ ঘটাতে চায়, আর তারই জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে সে আজ ঘাঁটি তৈরী করেছে এবং তারা যে ব্যাংককে কনট্রোল করে, আমাদের শ্রীমতী গান্ধী আজ তাদের সেই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী যখন অর্থ নৈতিক সংকটের মধ্যে আছে তখন বিশ্বের মধ্যে একটা যুদ্ধ তারা সংগঠিত করে এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে চান। এইভাবে তারা ইজরাইল থেকে শুরু করে সমস্ত দেশগুলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং এই ভারতের মাটিতে তারা চায় আজ একটা বিশ্ব যুদ্ধকে সংগঠিত করতে। আর এই জন্যই আজ ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্য পর্য্যন্ত এই অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে। এই অবস্থার মধ্যে দাড়িয়ে ত্রিপুরার সরকারকে আজ এই

বাজেট তৈরী করতে হয়েছে এবং তাতে দেখা গেছে যে ত্রিপুরার জনগণের আশা আকাঙ্খার জলন্ত ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। মানে ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্খাকে চরিতার্থ কর.ত যে পথ ধরে চলার প্রয়োজন, ত্রিপুরা সরকারের বাজেটে সেই পথের নির্দেশ রয়েছে, আর এই জন্যই আমি এই বাজেটকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্যকে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্‌হা।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ--- অনারেবল স্পীকার, স্যার, আজকের এই বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা তিনটি বিশেষ পয়েন্টকে তুলে ধরেছেন, ওনারা বলেছেন এই বাজেট না কি হতাশাগ্রস্থ, ত্রুটি পূর্ণ ও উদ্বেগজনক বাজেট। এখন প্রশ্ন হলো এই বাজেটটা কাদের জন্য বা এই কথাগুলি কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভারতবর্ষে স্বাধীন হওয়ার পরে কয়েকটা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাতে কোটি কোটি টাকার বড় বড় বাজেট তৈরী হয়েছে, এই ত্রিপুরায়, হয়েছে এবং অন্যান্য রাজ্যেও হয়েছে। এইভাবে বার বার বড় বড় পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং দেখা গেছে তাতে মানুষ গরীব থেকে আরও গরীব হয়েছে, আর ধনীরা ধনী থেকে আরও ধনী হয়েছে। আর তারই ফলে শতকরা ৮৩ জন মানুষ আজ দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বাস করছে। আর এদিকে কোটি কোটি টাকার বাজেট করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের সাহায্য করা হয়েছে এবং তাদের হাতে উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্রটিকে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ত্রিপুরার বুকে যতগুলি বাজেট বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটার লক্ষ্য ছিল পুঁজিপতিদের দিকে, কি করে তাদের উৎপাদনকে আরও বাড়ানো যায় এবং কি করে তাদেরকে আরও বড় করে তোলা যায়। আর তা দেখে দেখেই আজ আমাদের বিরোধী সদস্যগণ ভাবছেন যে, যে সরকার ক্ষমতায় আসবে সেই বুঝি শুধু পুঁজিপতিদের কথা ভাববে। কিন্তু আজ তাদের সে ভুল ভেঙ্গে গেছে, যার জন্য আমাদের এই বাজেটকে তাদের পছন্দ হচ্ছে না। কারণ এই সরকার শুধু গরীব জনগণের কথাই চিন্তা করছে, আর এই জন্যই তার বাজেটে গরীব শ্রমিক ও কৃষকরাই আজ স্থান পেয়েছে। তা এই দিক থেকে বিচার করলে পুঁজিপতিদের জন্য এই বাজেট অবশ্যই হতাশাগ্রস্ত বাজেট হয়েছে। এই বাজেটে যখন পুঁজিপতিদের পুঁজিকে বাড়ানোর জন্য কিছু লেখা নেই তখন এই বাজেট হতাশাগ্রস্ত বাজেট হবেই। তা এই বিরোধী সদস্যরা এসেছেন পুঁজিপতিদের পক্ষ নিয়ে, তখন ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষের সঙ্গে যে ত্রিপুরার জনগণেরও অগ্রগতির প্রয়োজন আছে, এইটা তাদের কাছে আজকে হতাশাজনক। তা ছাড়া তাদেরকে স্মাগলারদের মিটিং-এ গিয়ে বলতে হবে যে, ভাই আমরাতো আপনাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী যে শুধু গরীবদের জন্যই সব কিছু করেছেন আর এই কারণেই হতাশা কথাটা তাদের মুখ দিয়ে বার বার বেড়িয়ে যাচ্ছে। এদিকে আবার ইন্দিরা গান্ধী তাদের পক্ষ নিয়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিও ও নিউজ পেপারগুলির ক্ষমতাতে কুক্ষিগত করে রেখেছেন। আর তার ফলে গরীব জনগণের অত্যাচারের সমস্ত কাহিনী চাপা পড়ে যাচ্ছে। কারণ শ্রীমতী গান্ধী তো

আজ সারা ভারতের গণতন্ত্রকে হত্যা করার কথা চিন্তা করছেন, যার প্রমাণ হচ্ছে হরিজনদের উপর তার অত্যাচারের কাহিনী। তাদের পায়ের বুটের তলায় যাতে গরীব জনগণের স্বার্থকে পিষে মারা যায় তিনি তার ব্যবস্থা করেছেন।

জুডিশিয়ারির উপর হস্তক্ষেপ করল, জুডিশিয়ারির কন্ঠ রোধ করল বিচার বিভাগ যাতে স্বাধীনভাবে বিচার করতে না পারে। সে জন্য বিচার বিভাগকে ঘায়েল করা হয়েছে। বিচার বিভাগকে পঙ্গু করার জন্য আজকে বিচারকদেরকে বদলির ভয় দেখানো হচ্ছে, মারার ভয় দেখান হচ্ছে। কাজেই আজকে আমাদের বুঝতে তার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, উদ্দেশ্য হল পুঁজিপতিদের বাঁচান। তাই আজ ভারতবর্ষের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ বিপন্ন। আজকে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্যগুলির অবস্থা কি? বড় দুঃখের কথা উত্তর প্রদেশের হাইকোর্টের জাষ্টিস আজকে ডাকাতদের হাতে খুন হয়েছেন। আর সেই জাষ্টিস স্বয়ং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরই ভাই। আজকে হাইকোর্টের একজন জাষ্টিসের যদি নিরাপত্তা না থাকে তাহলে সেখানে গরীব মানুষ হরিজনদের নিরাপত্তা কি করে থাকতে পারে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি আজকে কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্যগুলির অবস্থা কি। তাই আজ ঐ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও ডাকাতির চেষ্টা করছেন। এভাবে তারা আমাদের রাজ্যের ল এণ্ড অর্ডার সিচুয়েশানকে ডিটরিওরেইট করতে চেষ্টা করছেন। এসব যারা করছেন তারা কারা, তা আমরা অতি সহজে বুঝতে পারি, তারা হল ঐ আমরা বাঙালী, উপজাতি যুব সমিতির লোক। তাই আজ তারা বলছেন এই বাজেট ত্রুটিপূর্ণ। তারা বলেছেন এই বাজেট গ্রামের মানুষের কোন কাজে আসবে না। কিন্তু এই বাজেটে গ্রামের মানুষের জন্য বহু পরিকল্পনা আছে। যারা শোষিত, বঞ্চিত, যারা আত্মবিকাশের সুযোগ পায়নি, যারা দুর্বলতর তাদের জন্য এই বামফ্রণ্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ওরা বলছেন এই বাজেট হতাশা ব্যাঞ্জক। কিন্তু আমি বলি এই বাজেট গ্রামের মানুষের মধ্যে গণ জাগরণের ও আত্মবিকাশের সাড়া জাগাবে। তারা আজ ঐ অপ-শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। আর তার ফলে তারা ঐ শ্রেণী সংগ্রামের তোপের মুখে দাঁড়াতে পারবেনা। যারা ট্রাইবেল-দেরকে যুগে যুগে অন্ধকারে রাখতে চায় এই বাজেট তাদের কাছে অতি বিপদের বিষয়। আজকে আমার সন্দেহ হচ্ছে এই বাজেটের প্রতিটা কাজ বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে কিনা। কারণ উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা এটা দেখে আতঙ্ক বোধ করছেন তাই তারা হতে নাও দিতে পারেন। যাতে গরীব মানুষরাও আলোর স্পর্শ না পায়। তাই আজকে তারা উগ্রপন্থী বাহিনী তৈরী করেছে। তারা স্কুল ঘর হতে দিচ্ছে না, অফিস হতে দিচ্ছেনা এবং যারা অফিস করছে তাদেরকে বন্দুক ধরিয়ে ভয় দেখান হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার কুয়া খনন করে জল খাবার ব্যবস্থা করছে আর তারা তার বিরুদ্ধে কি করছে তা বলতে গেলে কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। ঐ তৈইদু, হদ্রাতে যারা ডেভেলাপমেন্টের কাজ করতে গিয়েছে তাদের খুন করেছে, তাদেরকে গোপনে গুম করেছে। গঙ্গানগরে তাই তারা করেছে। সেখানে যে ৩ জন লোক রিং ওয়েলের কাজ

করতে গিয়েছিল তাদেরকে খুন করেছে। দ্রাউ কুমার বাবুদের মত মানুষ বিশ্বাস-ঘাতকরা রিংওয়েলের জল খাবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তারা গরীব জুমিয়া, ট্রাই-বেলদের জল খাবার ব্যবস্থা হউক তা চাইছেন না। তাই তারা এই ৩ জন শ্রমিককে হত্যা করেছেন। আবার ওরা ট্রাই বলদের নাম নিয়ে এখানে এসেছে। এরা ট্রাইবেল-দের, রিয়াংদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এদের মুখেই আবার শুনি স্কুল দিতে হবে, কুয়া খনন করতে হবে, রাস্তা দিতে হবে অথচ দেখা যাচ্ছে যারা এসব কাজ করতে যাচ্ছেন তাদরকে খুন করা হচ্ছে। আজকে আপনাদের মুখোশ খুলে গেছে আর মুখ লুকোতে পারবেন না। আপনাদেরকে উপজাতিরা চিনে ফেলেছে যে আপনারা বিশ্বাসঘাতক।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিমল বাবু মনিপুরীদের জন্য কিছু করতে পারেননি বলে আজ রিয়াং হতে চলেছেন।

শ্রী বিমল সিংহা ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কয়েকদিন আগে মেচুরিয়া অঞ্চলে হালাম অধ্যুষিত গ্রামে বিগত ত্রিশ বছরে সেখানকার মানুষ, কংগ্রেসী আমলে এবং ১৮৪ জন রজোর আমলে কোনদিন কোন ভাল রাস্তাঘাট বা পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা দেখেননি কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে রাস্তাঘাট করছে, পানীয় জলের জন্য কুয়া করেছেন, ভূমিক্ষয় বন্ধ করে জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা এবং জুম চাষের প্রভূত উন্নতি করেছেন, ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন এই সকল উন্নয়নমূলক গঠনমূলক কাজের মধ্যে এই উপজাতির যুব সমিতির সমর্থকরা বাঁধার সৃষ্টি করছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখেছি সেই অঞ্চলে কুয়া খনন করতে গিয়ে শৈলেন্দ্র দেবনাথ নামে একজন শ্রমিক কুয়ার ভেতরে কাজ করেছেন তখন এই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা তাকে ধরে নিয়ে যায় নিকটবর্তী জঙ্গলে। সেখানে তারা শৈলেন্দ্র দেবনাথকে মারধোর করে এবং তার চোখ বেধে মাটিতে উপড় করে ফেলে তার গলার নালীটা উপরে নীচে কোপ দিয়ে কেটে দেয় এবং কোপ দিয়ে পেটের নাড়ী ভুড়ি বের করে দেয় ঐ উগ্রপন্থীরা তাদের নেতা দ্রাউ কুমার এর নির্দ্দেশে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় বক্তাকে প্রমাণ দিতে হবে যে আমি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং ঐ উগ্রপন্থীদের নির্দ্দেশ দিয়ে-ছিলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ---কিন্তু এটা আপনার পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না।

শ্রী বিমল সিংহ ঃ---অমি যদি প্রমান করে দিই তবে আপনাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইভাবে এই উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা নৃসংশ-ভাবে শৈলেন্দ্র দেবনাথকে খুন করেছে। তারা তাকে খুন করেছে কারণ তিনি বামফ্রন্ট সরক্যারর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে কুপ খননের কাজে ছিলেন। তিনি যাতে আর কুপ খনন করতে না পারেন তার জন্য তারা এই ব্যবস্থা নিয়েছে। তারা শুধু তাকেই খুন করেনি, এই উগ্রপন্থী উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা তারা নৃসংশভাবে খুন করেছে কমরেড কালিদাস দেববর্মাকে, কমরেড জয়ন্ত দেববর্মাকে কমরেড কৈলাস

দেববর্মাকে। তবু কিন্তু তাদের অত্যাচারের কাছে ত্রিপুরার মানুষ তাদের মাথা নত করেন নি। তার প্রমান তারা দিয়েছেন বিগত উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বচনের সময়ে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়যুক্ত করে।

সুতরাং এই বাজেট ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য বাজেট সেই বাজেট পাশ হলেও এই যারা ধনতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন, যারা পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা মরিয়া হয়েও বামফ্রন্ট সরকারের এই গনমুখী কার্য্যকলাপকে, উন্নয়নমূলক কার্য্যকলাপকে তারা বাধা দিবেন। এরজন্য তারা নৃসংশভাবে খুন-খারাবি করতেও দিধা করবেন না।

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তা সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker : I have received a notice from Shri Keshab Majumder M.L. A under Rule 172, read with the Rule 171 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, raising a question of breach of Privilege of the House and it's Members specially the Chief Minister alleging that the Editor of the "Dainik Sambad" in it's issue dated 23. 3.82 in three column caption :—

"ধর্ম্মান্তরিকরণ, আরব দুনিয়া থেকে প্রচুর অর্থ এদেশে আসছে। 'মুখ্যমন্ত্রী

The said publication has further stated that--

"আরব দুনিয়াসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে ধর্ম্মান্তরিকরণের জন্য প্রচুর অর্থ আসছে। "

I have examined the case and an opinion that the prima-facie exists in the case, under Rule 191 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. I refer the case to the Committee of Privilege for examination, investigation and report and acquaint the House thereof.

মিঃ স্পীকারঃ আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মাকে উনার বক্তব্য রাখিতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী গত ১৯শে মার্চ, ৮২ ইং তারিখে ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করছি সমর্থন করছি এই কারণে যে, এই বাজেট শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বাজেটের মত নয়। ইন্দিরা গান্ধীর বাজেট হচ্ছে পুঁজিপতিদের

সুবিধার জন্য বাজেট আর এই বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট হচ্ছে গরীব মেহনতী মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য বাজেট। এটা ত্রিপুরার গরীব মানুষের উন্নয়নের জন্য বাজেট।

তাছাড়া বিগত চার বছরে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন্য কি করেছেন তার সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের মধ্যে। তিনি ঘোষণা করেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার ইলেকসনের পূর্বে জনগনকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়ন করেছেন অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও এবং আগামী বছরেও যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন তার বাজেটের মধ্যে তা প্রশংসার যোগ্য।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি বিভিন্নক্ষেত্রে যেমন কৃষি, শিল্প, পশুপালন জলসেচের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেছেন এবং বিগত চার বছরেও এই বিভিন্ন বিভাগ প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন। আমরা দেখেছি বিভিন্ন ধরনের ফলের চারা, উন্নত ধরনের বীজ এবং স্যার, সরকার কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে গরীব কৃষকদের মধ্যে বন্টন করেছেন। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করেছেন। মাটি যাতে ধসে না যায় তার জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টন করেছেন। সয়েল কনজারবেশন করে কি ধরনের মাটিতে কি ফসল ভাল হবে তা নির্ণয় করে সেখানে সেই ধরনের ফসলের চাষ করার ব্যবস্থা করেছেন। পশু পালন দপ্তর এর মাধ্যমে গরীব জনসাধারণ যাতে গরু বাছুর ইত্যাদি পালন করতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া রয়েছে হাঁস মুরগী শুকর প্রভৃতি পালন করবার জন্য সরকার থেকে বিনা মূল্যে অথবা ভূর্তুকী দিয়ে পশুর খাবার, ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। পাহাড় অঞ্চলে উপজাতিদের যাতে দুধের অভাব না হয় তার জন্য সরকার দুগ্ধ প্রকল্প গ্রহণ করেছেন।

আমরা দেখেছি সরকার মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে পুষ্টিকর খাব্যর বৃদ্ধির উদ্যোগ বিভিন্ন পুকুর, লেইক ইত্যাদি কেটে মাছের চাষ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডুম্বুর প্রজেক্ট এর জন্য প্রয়োজনীয় মাটি কাটার পর সেখানে যে বিরাট বিরাট জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে প্রচুর পরিমাণ মাছ উৎপন্ন হইতেছে।

এছাড়া আমরা দেখেছি যে সরকার রাজ্যর আইন শৃঙ্খলা সুন্দরভাবে বজায় রেখেছেন। রাজ্যে আগে কংগ্রেস আমলে যে চুরি, ডাকাতি হত আজ তা প্রায় বন্ধ হয়েছে।

বিভিন্ন স্থানে সমবায় সমিতি স্থাপন করে সস্তায় নিত্য প্রয়োজনীয় দব্যাদির সরবরাহ করছেন সরকার। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাটি, টিলা মাটি। সমতল জমি এখানে নেই বললেই চলে। সেই টিলাতেও যাতে ভালভাবে কৃষির উপযোগী করে তুলা যায় তার জন্য সরকার নানা ধরনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। এছাড়া দেখেছি যে উপজাতিদের জন্য যে সমস্ত জমি অ-উপজাতিদের হাতে চলে গিয়েছিল তাদের জমিও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্নোত্তরের সময় বিরোধী সদস্যারা সেটা উল্লেখ করেছেন। ওরা অবশ্য স্পটে গিয়ে দেখেন নি। তাহলে দেখতেন

যে সেটা ফেরত দেওয়া হয়ে গেছে। তাছাড়া আনাচে কানাচে গত ৪ বছরের মধ্যে ত্রিপুরায় বিভিন্ন রকমের সাব-সেণ্টার, প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার বামফ্রণ্ট সরকার করেছেন এবং আগামী দিনেও এই রকমভাবে আরও তৈরী করবেন। কোন জায়গায় পাঁচ শয্যা বিশিষ্ট, কোন জায়গায় ছয় শয্যা বিশিষ্ট সেণ্টার থাকবে। এছাড়া ক্যান্সার হাসপাতাল খোলা হয়েছে।

উপজাতি উন্নয়ন কর্পোরেশনও গঠন করা হয়েছে। এটা আগেই গঠন হয়ে গেছে। এটা উপজাতিদের পুনর্বাসন এবং বাগিচা যাতে করতে পারে তার জন্য বাগিচা কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। এই বাগিচা কর্পোরেশনের মাধ্যমে বহু ধরণের বাগিচা করতে পারবেন তারা।

এছাড়া ২০টি স্কুলকে মাধ্যমিকে এবং ১২টি স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত করা হয়েছে। আরও করা হবে বলে আশা করি। তার বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা অন্ততঃ নামটা লেখাতে পড়াতে পেরেছি। খেলাধূলা সম্পর্কে যদি দেখি, চীন থেকে একটি জিমন্যাষ্ট দল এসে তাদের খেলা দেখিয়ে গিয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা যা চেয়েছিলাম- -আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের অ্যাসেম্বলীর পক্ষ থেকে আমাদের ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য আমরা টাকা চাই। নতুবা একটা সমাজ বিপ্লবের দিকে নিয়ে যেতে পারবো না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সংবিধান বিরোধী কাজ করে চলেছেন। যে সমস্ত অনুন্নত আছে সেই সমস্ত অনুন্নত প্রদেশক যদি উন্নত করতে হয় তাহলে ডাবল সাহায্য করতে হবে। কিন্তু সেটা কোথায়? আমরা যা চেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক কম টাকা দিয়েছেন। যাদের ঘরবাড়ী নেই তাদের ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য আমরা টাকা চেয়েছিলাম। কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী টাকা দেয় নি। শিল্পের জন্য, বিশেষ করে রেল গাড়ীর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ৩০ বছরে তারা রেল গাড়ী আনতে পারে নি। আমাদের বামফ্রণ্ট রেল গাড়ী আনতে পারবে বলে দাবী করছে। কাজেই এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বামফ্রণ্ট সরকার বাজেটে যে টাকা ধরেছেন সেটা ত্রিপুরা সমস্ত মানুষের জন্য রেখেছেন। এছাড়া ছোট খাট শিল্প, যেমন বাঁশ, বেত, তাঁত ইত্যাদি সমস্ত রকম শিল্পের জন্য আমাদের টাকা ধরা আছে। এছাড়া ত্রিপুরার মানুষের উন্নতির জন্য লটারীর খেলা হচ্ছে। লটারী লাভের টাকা দিয়ে উন্নয়ন করা হবে।

এছাড়া তথ্য, সংস্কৃতি এবং পর্যটন বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের যে সমস্ত জায়গায় উন্নয়মূলক কাজ হচ্ছে সেইগুলি চিত্র জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে।

পূর্ত দপ্তর থেকে অনেক রাস্তাঘাট, বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে হচ্ছে। যেখানে কোন দিন রাস্তা ঘাট ছিল না সেই সমস্ত জাগায় পর্যন্ত রাস্তা ঘাট হতে চলেছে। জম্পুই পাহাড়ে পর্যন্ত রাস্তা হতে চলেছে। এছাড়া একটা সাবডিবিশান থেকে আর একটা সাবডিভিশনে যোগাযোগের জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে। সেজন্য আমি বলব ইন্দিরা গান্ধীর

২০ দফায় মানুষকে দমনের জন্য এই বাজেট নয়। মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবার জন্যই এই বাজেট। আমার ত্রিপুরার মানুষ যাতে অনাহারে না থাকতে হয় সে জন্য এই বাজেট করা হয়েছে এবং সেই দিক থেকে এই বাজেটকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :--- এই সভা আগামী ২৪ শে মার্চ ১৯৮২ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. 12

By -- Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কতটি হাই ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক নাই ;

২। এই সমস্ত পদ পূরণ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩। কোন বে-সরকারী বিদ্যালয়কে সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করার পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের আছে কি ?

৪। যদি থাকে তাহলে কোন কোন বিদ্যালয়কে করা হবে এবং কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। (ক) হাই স্কুল মোট :-- ৮০টি (সরকারী ৭৭টি এবং বে-সরকারী ৩টি)
(খ) হাইয়ার সেকেণ্ডারী ১৬টি (সরকারী ১৪টি এবং বে-সরকার ২টি)

২। (ক) সরকারী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের নিয়োগনীতি তৈয়ারী করা হইয়াছে। কিন্তু সিনিয়রিটি লিষ্ট তৈয়ারীর কাজ এখনও সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া এই সমস্ত পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হইতেছে না। বে সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে।

(খ) সরকারী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদগুলি তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আছে। এইপদগুলি পদোন্নতিক্রমে পূরণ করার জন্য উপযুক্ত প্রার্থী না থাকায় লোকসেবা আয়োগের নিকট সরাসরি তপশিলী জাতি ও উপজাতীর প্রার্থী নিয়োগ করার জন্য লিখিত অনুরোধ করা হইয়াছে। বে-সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে।

৩। বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 24.

By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা-স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের এলাকায় মোট কয়টি প্রাথমিক, উচ্চ বুনিয়াদী ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ;

২। জেলা পরিষদ এলাকায় কোন মহা বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৩। না থাকিলে, তার কারণ ?

উত্তর

১। প্রাইমারী ৬৭৬টি, উচ্চ বুনিয়াদী ৪১টি এবং হাই স্কুল ৪২টি এবং উচ্চ মাধ্যমিক ২টি আছে।

২। এখনই নাই।

৩। আরও অধিক সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় না হইলে, মহাবিদ্যালয় চলার মত ছাত্র-সংখ্যা হইবে না।

Admitted Starred Question No. 26

By—Shri Drao Kr. Reang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, উত্তর ত্রিপুরায় কাঞ্চনপুর হাই স্কুলের উপজাতি ছাত্রাবাসে পাচকের অভাবে ইচ্ছুক ছাত্ররা ভর্তি হইতে পারিতেছেন না ;

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে উপরিউক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করিতেছেন কি ?

উত্তর

১। এটা ঠিক নয়।

২। প্রয়োজন বোধে সরকার যথাবিহিত ব্যবস্থা নেবেন।

Admitted Starred Question No. 47

By—Shri Kamini Kr. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ইদানীং কিছু কিছু সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিযুক্ত হবার পর শিক্ষক স্কুলে যোগদান করে নাই;

২। সত্য হইলে সারা ত্রিপুরায় এমন কতগুলি স্কুল আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। সেই সব শিক্ষকদের সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ,

২। ৪৪ টি। সদরে- [illegible]টি, সোনামুড়া- ৩টি, খোয়াই- ৩টি, কমলপুর-১টি; কৈলাসহর-৪টি; ধর্মনগর-৪টি, উদয়পুর-১[illegible]টি, অমরপুর -৩টি এবং বিলোনিয়া-৮টি

৩। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রস্তাব বাতিল করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 48

By—Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কয়টি হাইস্কুল বে-সরকারীভাবে চলছে;

২। শনিছড়ার জয়নগরে কোন প্রাইভেট হাই স্কুল আছে কি না,

৩। থাকিলে কবে নাগাদ এই স্কুলটিকে অধিগ্রহণ করা হইবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ৮ টি হাই স্কুল বে-সরকারীভাবে চলছে;

২। শনিছড়ার জয়নগরে কোন প্রাইভেট হাই স্কুল আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 49

By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কদমতলায় একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

২। ফুলবাড়ী, প্রত্যেক রায়, চুরাইবাড়ী, কুতি এস, বি স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করা হবে কি ?

উত্তর

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। বর্তমান বৎসরে হাইস্কুলে পরিণত করা হইবে না।

Admitted Starred Question No. 64
By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি রাইস্‌মিল আছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ;

২। রাজ্যের বিভিন্ন রাইস্‌ মিলগুলিতে যে সমস্ত মহিলারা দিন মজুরী করেন তারা দৈনিক কত মজুরী পায় সরকারের তাহা জানা আছে কিনা ?

৩। ঐ সমস্ত রাইস্‌ মিলগুলিতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের কাজের সময় সীমা ও মজুরীর হার নির্দ্ধারণ করে দিবার বিষয়ে সরকার চিন্তা করবেন কিনা ?

উত্তর

১।
২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩।

Admitted Starred Question No. 72
By—Shri Manik Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক। ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

খ। এই বিদ্যালয়গুলির উপর রাজ্য সরকারের নিয়ম বিধি প্রযোজ্য কিনা ?

গ। যদি প্রযোজ্য হয় তাহলে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত এই সকল বিদ্যালয়ে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে কি ?

উত্তর

ক। ১৯৮১ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬১ টি।

ধমনগর-১০ কৈলাশহর-৬. কমলপুর-৮, খোয়াই-২. সদর---৯, উদয়পুর-১৩, অমরপুর-৮, সাব্রুম-৪, বিলোনীয়া-১।

খ। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কেবলমাত্র ১টি বিদ্যালয়ে রাজ্য সরকারের নিয়মবিধি প্রযোজ্য।

গ। কেবলমাত্র ১টি বিদ্যালয়ে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 73.

By—Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। (ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপুরা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট সেন্টারটিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করার কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

এবং

(খ) বর্তমানে এই সেন্টারটিতে ইংরাজী, বাণিজ্য ও পলিটিক্যাল সায়েন্সের শাখা খোলার কোন প্রস্তাব কি রাজ্য সরকারের দিক থেকে আছে ?

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত ঐ উপরউক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। (ক) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৮০-৮৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট সেন্টার, আগরতলাকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নাই।

(খ) পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট সেন্টারে বাণিজ্য ও পলিটিক্যাল সায়েন্সের শাখা খোলার কোন প্রস্তাব বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 92

By—Shri Mohan Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ইন্সপেক্টর অব-স্কুল অফিসে আগুন লাগার পিছনে কোন চক্রান্ত আছে কি ?

২। উক্ত অফিসের অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়টি পাঠ্য পুস্তক এবং কত টাকা মূল্যের জিনিষপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় ?

৩। ইহা কি সত্য এ অফিসেই প্রায় ৫ (পাঁচ) হাজার পাঠ্য বই উই পোকায় নষ্ট করেছে ?

উত্তর

১।
২। } তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।
৩।

Admitted Starred Question No. 115
By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supply Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কতজন রেশনশপ ডিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সরকারের নিকট লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ;

২। সদরের নবীনগর, কৈয়াডেপা এবং দক্ষিণ চড়িলামে রেশন সপের মালিকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়ে কোন দরখাস্ত সরকারের নিকট ঐ এলাকার জনসাধারণ পেশ করেছেন কি ;

৩। পেশ করে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ;

৪। ইহা কি সত্য যে, অনেকগুলি প্যাক্স রেশনসপ খোলার জন্যে আবেদন করেও অনুমতি পাচ্ছে না ; (মহকুমা ভিত্তিক এইরূপ আবেদনের সংখ্যা কত)

৫। রেশনশপগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির জন্য সরকার আরো ব্যবস্থা নিবেন কি ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 122
By—Shri Ram Kumar Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকার বর্তমানে কতগুলি স্কুলে কক-বরক ভাষায় শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম চালু করিয়াছেন ; এবং

২। কোন্ কোন্ শ্রেণীর ও কোন্ কোন্ বিষয়ে কক-বরক ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। বর্তমানে ৪২৬টি স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কক-বরক ভাষায় মাধ্যমে পাঠ্যদানের ব্যবস্থা চালু আছে ;

২। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য কক্ বরক ভাষার সাহিত্য এবং গণিতের পাঠ্য পুস্তক রচনা করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No 124

By—Shri Ram Kumar Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর এম, পি, ব্লক এলাকাধীনে ৬৫১০ টাকা স্কীমে কত পরিবারকে পুনর্বাসন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ;

২। পুনর্বাসনের জন্য আবেদন করেছিল এমন কতটি পরিবারের দরখাস্ত এখন সরকারের নিকট জমা পড়িয়াছে ;

৩। বর্তমান আর্থিক বছরে ঐ ব্লক এলাকায় কত পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হইবে।

উত্তর

১। মোট ১৯২৫ জন জুমিয়া পরিবারকে

২। এই তথ্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে নাই ;

৩। এ পর্য্যন্ত মোট ৫১ জন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 133

By—Shri Ram Kumar Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ডুম্বুর জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে যে সমস্ত পরিবার তাদের ভূমি হইতে উচ্ছেদ হয়েছেন ঐ সব উচ্ছেদ প্রাপ্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি ;

২। যদি করে থাকেন তবে কত পরিবার এ যাবত সরকারী খরচে পুনর্বাসন প্রাপ্ত হয়েছেন ;

৩। কত পরিবার এখনো পুনর্বাসন পাননি, এবং

৪। যারা এখনো পুনর্বাসনের সুযোগ পাননি তাদের সত্বর পুনর্বাসনের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি?

উত্তর

১। করেছেন।

২। ১১৫৮ পরিবার।

৩। এইরূপ কোন পরিবার আছে কিনা তা স্থির করার জন্য রেডিও, দৈনিক পত্রিকা, বল্ক অফিস, ইনফরমেশান-সেণ্টার ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরিবারদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ৬৫৫টি দরখাস্ত সংশিষ্ট এস, ডি, ওদের নিকট তদন্ত এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাহায্য মঞ্জুরীর প্রস্তাব পাঠানোর জন্য বলা হইয়াছে।

৪। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 145
By—Shri Sumanta Das

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ৮১-৮২ ইং সনে রাজ্যে খেলাধুলার জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে;

২। গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা করার জন্য সরকার কি কি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন।

উত্তর

১। ৮১-৮২ ইং সনে রাজ্যে খেলাধুলার জন্য মোট ৬,১৮,৫৫০ টাকা এ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে খরচ হইয়াছে।

২। গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে খেলাধুলা প্রসারের জন্য প্রত্যেক গাঁওসভায় একটি করে ক্রীড়া কেন্দ্র খোলার জন্য ১৯৮২-৮৩ ইং সনে মোট ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রাখা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 150
By—Shri Nagendra Jamtia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education D, artment be pleased to sta'e :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট এবং উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এস টির সার্টিফিকেট জমা দেওয়াও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, ও

২। যদি সত্য হয় তাহলে উপরোক্ত বিধান কবে থেকে এবং কি উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে?

উত্তর

১। কেবল মাত্র বহিরাগত (এক্সটারন্যাল) পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ইহা সত্য। উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিকস্তরে এস টি সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করা হয় নাই।

২। ১৯৮২ সাল হইতে পরীক্ষার্থীদের (এক্সটারনাল) উপযুক্ততা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে নাগরিকত্ব বিষয়ক সংজ্ঞা পত্র (সার্টিফিকেট) চাওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 153.

By—Shri Gopal Chanda Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। কোন্ নীতির ভিত্তিতে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে, উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়?

সংযুক্ত 'ক' তালিকায় দেওয়া হইল।

'ক' তালিকা

নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার নীতি

১। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ছাত্রদের বাড়ী হইতে তিন মাইলের মধ্যে একটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হয়।

২। শহর বা গ্রাম যেখানে জনসংখ্যা পনের শত এবং ছাত্র সংখ্যা তিন থেকে চার শত সেখানে অবস্থিত নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়।

৩। প্রতিটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অধীনে সমতল অঞ্চলে অন্যূন বিশটি এবং পার্বত্য বা দুরাধিগম্য অঞ্চলে পনেরটি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় থাকা চাই।

৪। যাতায়াত এবং ভৌগোলিক অবস্থানের তারতম্য অনুসারে যেখানে চার কিলোমিটারের মধ্যে কোন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় নেই, সেখানে সমতল অঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা একহাজার এবং পার্বত্য বা দুর্গম অঞ্চলের অধিবাসির সংখ্যা সাত শতের হইলেই একটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হয়।

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করার নীতি

১। রাজ্যের জন বসতি, ভৌগোলিক অবস্থান এবং যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে সাত কিঃ, মিঃ, ব্যাসার্ধের মধ্যে দশ হাজার লোকের জন্য একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

২। এতদাবস্থায় ছাত্র সংখ্যা হতে হবে সমতল অঞ্চলে ৭০-৮০ এবং পার্বত্য বা দুর্গম অঞ্চলে ৪০-৫০ জন।

উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত করার নীতি

মাধ্যমিক পরীক্ষায় তুলনামূলক হারে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কৃতকার্য্য হওয়ায় এবং উচ্চতর বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি সমস্যা দেখা দেওয়ায় ভর্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্র সংখ্যার নিরীখেই উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়।

Admitted Starred Question No. 154
By—Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state.—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্টাইপেণ্ডের ক্ষেত্রে তপশীলি জাতি উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের আয়ের সীমা তুলে দেওয়া হয়েছে।

২। যদি সত্য হয় তবে এই নীতি কবে থেকে কার্য্যকর হচ্ছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে সরকার কর্তৃ পরিচালিত বিদ্যালয় স্তরে সমস্ত স্কীমে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে আয়ের উর্দ্ধসীমা তুলিয়া দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত স্কীমে তপশীলি জাতি ও উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের আয়ের উর্দ্ধসীমা বহাল আছে ?

২। রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত উক্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান শিক্ষাবর্ষ হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 164
By—Shri Drao Kumar Riang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supply Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বর্ষে রাজ্যের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ কত ছিল ; এবং

২। বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের সর্বমোট কত অংশ ভারতীয় খাদ্য নিগম ও অন্যান্য সংস্থা থেকে সরবরাহ করা হয়েছে ; এবং

৩। সরবরাদ্দকৃত সর্বমোট খাদ্যশস্যের মধ্যে মোট কত পরিমাণ স্টোরেজ, ট্রাকসিট দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। চাউল ৯৪৫০০ মেঃ টন এবং
গম ৯৮০০ ,, ,,

২। চাউল ৬০৯৪৩ ,, ,,
গম ৩৬৭২ ,, ,,

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 186

By—Shri Makhan lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ছাত্রছাত্রীদের এল. আই. জি ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার পদ্ধতি কি ?

২। ইহা কি সত্য যে বৎসর শেষ হয়ে যাওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের ষ্টাইপেণ্ড পায় না ;

৩। যদি সত্য হয় তবে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। এল আই, জি ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার পদ্ধতি হইল ছাত্রছাত্রীকে গত যোগ্যতার পরীক্ষায় কম পক্ষে শত করা ৩৫ শতাংশ নম্বর পাইতে হইবে। পিতামাতা বা অভিবাবকের বাৎসরিক আয় টাঃ ৪,০০০ টাকার বেশী হইবে না। ছাত্রছাত্রীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক এবং ছাত্রছাত্রী ও তাহার পিতামাতাকে ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে। তপশিলীভুক্ত জাতি এবং উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতা বা অভিভাবকের আয়ের কোন বাধ্য বাধকতা নাই (১.৪.১৯৮২ ইং হইতে)

২। সাধারণতঃ ইহা সত্য নহে।

৩। ইহা প্রযোজ্য নহে।

Admitted Starred Question No. 197

By—Shri Sumanta Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফতে যে চাউল দেওয়া হয় তার মাথা পিছু বরাদ্দ কত ?

২। মাথা পিছু বরাদ্দকৃত ঐ চাউল একজন লোকের পক্ষে প্রয়োজনের তুলনায় কম ইহা সরকার অনুভব করেন কিনা ?

৩। অনুভব করে থাকলে সরকার ঐ চাউলের বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে বিবেচনা করবেন কি ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 200

By—Shri Makhanlal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রাথমিক স্তর হইতে মহাবিদ্যালয় স্তর পর্য্যন্ত বার্ষিক খেলাধুলা বাবত গত চার বৎসরের বৎসর ভিত্তিক অর্থের বরাদ্দ নিম্নে দেওয়া হইয়াছে।

১৯৭৮-'৭৯ ইং সনে ৩,৫০,০০০ টাকা
১৯৭৯-'৮০ ইং সনে ৫,৯৮,০০০ টাকা
১৯৮০-'৮১ ইং সনে ৫,৯০,৫০০ টাকা
১৯৮১-'৮২ ইং সনে ৭,০৩,৪০০ টাকা

২। বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে গত পাঁচ বৎসরে প্রাথমিক স্তর হইতে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের বার্ষিক পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইয়াছে।

১৯৭৩-'৭৪ ইং সনে ৩,৪০,০০০ টাকা
১৯৭৪-'৭৫ ইং সনে ২,৭৫,০০০ টাকা
১৯৭৫-'৭৬ ইং সনে ২,৪৫,০০০ টাকা
১৯৭৬-'৭৭ ইং সনে ২,৩৫,০০০ টাকা
১৯৭৭-'৭৮ ইং সনে ২,৮২,০০০ টাকা

বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে গত পাঁচ বৎসরে মহাবিদ্যালয় স্তরে খেলাধুলার বরাদ্দকৃত অর্থের বার্ষিক পরিমাণ সংগ্রহের অনুসন্ধান চলছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ১৯৮২-৮৩ ইং সনের জন্য ১৭,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ রাখা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 201

By—Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরা রাজ্যে ৬(ছয়) লক্ষাধিক লোক আদার বেকওয়ার্ড কমিউনিটি অন্তর্ভুক্ত ?

২। সত্য হইলে এই বিরাট অংশের মানুষের জন্য রাজ্য সরকার আলাদা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কিনা ?

৩। যদি ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তবে সে গুলি কি কি ?

৪। যদি না করা হয়ে থাকে তবে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কমিউনিটিই আদার বেক্ওয়ার্ড কমিউনিটি হিসাবে স্বীকৃত নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না!

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No 7.

By—Shri Fayzer Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাদ্রাসা স্কুলের স্থাপনের অনুদান পাওয়ার জন্য রাজ্যের কোন্ মহকুমা হইতে কয়টি দরখাস্ত এসেছে এবং কয়টি অনুদান দেওয়া হয়েছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। কোন্ মাদ্রাসা স্কুলে কত টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

৩। রাজ্যে হাই মদ্রাসা না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাদ্রাসা/মক্তব স্কুলের স্থাপনের অনুদান পাওয়ার জন্য ৬২টি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল এবং ৭টি মাদ্রাসা মক্তবকে অনুদান (মেন্টিনেন্স গ্র্যান্ট) দেওয়া হইয়াছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল)।

ধর্মনগর ৮ টি মাদ্রাসা ও ১৮ টি মক্তব।
কৈলাশহর ৩ টি মাদ্রাসা ও ১ টি মক্তব।
কমলপুর ১ টি মক্তব
সদর ৫ টি মাদ্রাসা ও ১ টি মক্তব।
সোনামুড়া ১১ টি মাদ্রাসা ও ২ টি মক্তব।
উদয়পুর ৭ টি মাদ্রাসা ও ৪ টি মক্তব।
বিলোনীয়া ১ টি মক্তব। মোট ৬২ টি দরখাস্ত
ধর্মনগর ১ টি মাদ্রাসা ও ২ টি মক্তবকে।
কৈলাশহর ২ টি মাদ্রাসাকে।
সোনমুড়া ১ টি মাদ্রাসাকে।
কমলপুর ১ টি মক্তবকে।
মোট ৭ টিকে অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

২। দেওড়াচড়া মাদ্রাসা কৈলশহর, উত্তর ত্রিপুরা ৪,৫০০ টাকা।

রাতাছড়া প্রাঃ মাদ্রাসা, কৈলাশহর, উত্তর ত্রিপুরা ১,৮০০ টাকা।

কালাছড়া জুনিয়র মদ্রাসা ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা ৪,৮০০ টাকা।

সোনামুড়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, সোনামুড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা ৫,১০০ টাকা।

পশ্চিম পানিসাগর মক্তব ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা ৩,৬০০ টাকা।

পেকুছড়া মক্তব ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা ৩,৬০০ টাকা।

মোহনপুর এরাবিক মক্তব, কমলপুর, উত্তর ত্রিপুরা ১,৮০০ টাকা।

৩। সরকারীভাবে রাজ্য হাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নেওয়া হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No. 10.

By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে (৮১-৮২) ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মোট কতজন তপশীলিভুক্ত জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রকে ভর্তি করা হয়েছে ? (তাদের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা সহ)

উত্তর

১। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে (৮১-৮২) ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মোট ১৪ জন তপশীলিভুক্ত জাতি ও ১৪ জন উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রকে ভর্তি করা হইয়াছে, তাহাদের নাম, ও ঠিকানা A Annexure এতে দেওয়া হইল;

Annexture—'A'

Sl. No.	Name of the studeuts with address.	Whether SC/ST
1.	Shri Subhash Ch. Das, S/o. Late Krisanagobinda Das, P. .O Kamalpur, Tripura.	SC
2.	Shri Animesh Das, S/o. Shri Harendra Ch. Das, Anandanagar, P. O. Bimangarh, Tripura West.	SC
3.	Shri Sankar Das, S/o. Shri Suresh Ch. Das, Narsingarh, P. O. Bimangarh Tripura, West.	SC
4.	Shri Ranjan Barman, S/o. Harendra Barma, Chandanmura, P. O. Battala (Melagarh). Tripura, West.	SC
5.	Shri Jadab Das, S/o. Shri Harimohan Das, Majlishpur, Tripura West.	SC

6.	Shri Sahabeb Das, S/o. Shri Banamali Das, Harina, P. O. Harina Bazar, Tripura South.	SC
7.	Shri Ratan Kumar Sarkar, S/o. Late Hiralal Sarkar, Joynagar P. O. Agartala, Tripura West.	SC
8.	Sri Iahar Sarker, S/o. Sri Ranada Ranjan Sarker, Harina P. O. Harina Bazar, Tripura South.	SC
9.	Shri Samar Lal Roy, S/o. Barada Kumar Roy, Town Pratapgarh, Agartala, Tripura West.	SC
10.	Smti. Sanchayita Das, D/o. Iresh Rn. Das, Vill-Sibnagar East, Agartala College, Tripura (W)	SC
11.	Shri Surja Mohan Sarkar, S/o, Dhananjoy Sarkar, Vill-Madhupur, P. O. Amtali, Tripura West.	SC
12.	Shri Dhirendra Ch. Das, S/o. Paresh Ch. Das, Vill-Dharang P. O, Manikbhander, Tripura North.	SC
13.	Sri Utpal Kr. Das, S/o. Sri Benoy Gopal Das, Gurkhabasti, P. O. Kathal Bagan Tripura West.	SC
14.	Sri Bisu Kumar Deb Barma, S/o. Sri Umacharan Deb Barma, Vill-Sonamani Sepaipara, Tripura (W).	ST
15.	Sri Biplab Barman, S/o. Birendra Barman, Vill-Durganagar, P. O. Khowai, Tripura West.	SC
16.	Lalsangliana Chhakchhauk, S/o, Liankhuma, Vill-Tlungvel P. O. Aizal (Mizoram).	ST
17.	Howard Thaban, S/o. I. S. Wahlang Mawlong, Cirdarship P. O. Cherropurjia, East Khasi Hills, (Meghalayas)	ST
18.	Empi Passah, S/o. Emmon Lakshing Vill.- Panalar, P. O. Jowai Janvtir Hills, Meghalalya.	ST
19.	Jebilton A. Sangma, S/o. Swindra D. Marak, Viil-Tura Wadanang P. O. Tura, West Garo Hills. Megalaya.	ST
20.	Sashimeren, S/o. Tosivokba Vill-Longkum P. O- Mokokchung Dt -Do- (Meghalaya)	ST
21.	Imtiwabang Ao, S/o, Mapuzemba Ao vill—Sungratsi P. O. Mokokchung (Nagaland)	ST
22.	Lalremmawir Sailo. S/o. L. Sailo, Vill. Bungkawn P. O. & Dt. Aizwal (Mizoram).	ST
23.	Bernard John Decosta S/o. Wahlang P. O. Vill—Taraw Langsuing, Shillong P. O. Bari Bazar, East Khasi hills (Meghalaya).	ST

24. H. Zonunsanga, S/o, Ruala Houhnar Vill—Lungheli P.O. -do- Lunghei (Mizoram) ST

25. Liansangvung, S/o, T. Sumthang, Nehru Nagar, Lower Lanka P. O. Churachandpur, South Manipur. ST

26. Lalsuanglien Tonsing S/o, Tuankhopan, Vill—Nehru Marg, Lanka P. O. Churachandpur. ST

27. Kitbok suchiang, S/o, Land pole Dolsinories suchiaang Vill—Lumshahdekha waliayer, P. O. Warisayer, Jrimbis Hills (Meghalaya). ST

28. John Fitzerald word Kharkongor, S/o, Dr. Rodhan singh Lyngdoh Paster institute, Shillong, Khasi Hills (Meghalaya). ST

Admitted Unstarred Question No. 11

By—Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :--

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ সালে Tribal Research এর জন্য মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ?

Admitted Unstarred Question No. 12

By—Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state. :—

প্রশ্ন

১। ৮১-৮২ সালের আর্থিক বছরে উপজাতি বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ কত (২৮ শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত হিসাব) ,

২। উক্ত বছরে কোন্ বিশ্রামাগারে কতজন উপজাতি রাত্রিযাপন করেছেন তার হিসাব ?

উত্তর

১। ৮১-৮২ ইং আর্থিক বছরে এ বাবতে মোট ১,৭৭,৬৪৪'০০ টাকা মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে। জানুয়ারী ১৯৮১ ইং পর্য্যন্ত ২১,৬০৪'২০ টাকা খরচ হয়েছে। বাকি সময়ের খরচের হিসাব সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

Wednesday, the 24th March, 1982.

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 24th March, 1982.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 8 Ministers, the Deputy Speaker and 37 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :—প্রশ্ন নং ১

শ্রী বীরেন দত্ত :—স্যার, প্রশ্ন নং ১

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্ত্তমানে কতজন ক্ষেত মজুর আছে ?

২) ক্ষেত মজুরদের রেজেষ্ট্রিকৃত কোন সংগঠন আছে কি ?

৩) বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্টিত হওয়ার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত ক্ষেত মজুরদের স্বার্থ রক্ষার্থে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) রাজ্যে মোট ১ ৪৪,৯১০ জন ক্ষেত মজুর আছে।

২) ত্রিপুরা কিষাণ ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন নামে একটা রেজিষ্ট্রিকৃত সংগঠন আছে।

৩) ক্ষেত মজুরদের জন্য নিম্নতম মজুরী নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। ক্ষেত মজুরদের মজুরী নির্দ্ধারণ কল্পে ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে যে কমিটি বসানো হয়েছিল, সেই কমিটি ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে যে সুপারিশ করে, সেই সুপারিশক্রমে সরকার ক্ষেত মজুরদের নিম্নতম মজুরী দৈনিক ৭ টাকা, বার্ষিক ৮০০ টাকা এবং খাণ মাসিক ৪৫০ টাকা নির্দ্ধারিত করেন।

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য ক্ষেত মজুরদের মজুরীর হার ঐ সময়ে কি ভাবে নির্দ্ধারিত হয়, তার একটা ব্যাখা আমি এখানে দিতে চাই। সেটা হল আমরা যখন মজুরীর হার নির্দ্ধারণ করি, তখন মালিক পক্ষের নির্দ্ধারিত হার ছিল ৩.৫০ টাকা এবং এই নির্দ্ধারিত হার বাড়ানোতে মালিক পক্ষের আপত্তি ছিল। কিন্তু মজুরী বেড়ে সরকার এবং মালিক পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে শেষ পর্যন্ত এই মজুরী হার নির্দ্ধারিত হয়। বর্ত্তমানে এই হারও খুব কম বলে অনুমিত হচ্ছে, সেজন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে এই হারটা যাতে আরও বাড়ানো যায়, সেজন্য আমাদের মন্ত্রী সভায় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং আশা করা যায় যে কয়েক দিনের মধ্যে সেই সিদ্ধান্তটাকে কার্য্যকর করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রী কেশব মজুম মজুমদার :—ক্ষেত মজুরদের মজুরীর হার বৃদ্ধির যে দাবী, তার পরিপ্রেক্ষিতে ফুড ফর ওয়ার্ক এবং এন, আর, ই, পি প্রভৃতি প্রগ্রামের মাধ্যমে যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, তাতে ক্ষেত মজুরদের আর্থিক অথবা মেটেরিয়েল যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা তাতে ক্ষেত মজুরদের পার ক্যাপিটাল ইনকাম এর কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রী বীরেন দত্ত :—প্রকৃত তথ্য না পাওয়া গেলেও সোস্যাল সাইন্স গ্রুপ থেকে যে সমীক্ষা করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে এই মজুরীর হায় চালু হওয়ার পর এন, আর, ই, পি চালু হওয়ার পর ক্ষেত মজুরদের যে ঋণগ্রস্ত অবস্থা ছিল, তার কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু যে সব মজুর তাদের কাজকে অন্য লোকের কাছে বন্ধক দিয়ে দিয়েছিল এখন যে পরিবর্ত্তীত মজুরীর হার ৭ টাকা হল, তা হয়তো কিছু সময়ের জন্য তারা নাও পেতে পারে। তবে ৭ টাকা নির্দ্ধারিত হওয়ার আগে যে হারটা ছিল, এখন সেটা সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নির্মূল হয়ে গেছে বলে, আমরা ধরে নিতে পারি। আর এ ছাড়া ক্ষেত মজুর অথবা দিন মজুর যারা ঋণগ্রস্ত, তারা দুই ধরণের ঋণগ্রস্ত আছে। এক ধরনের হচ্ছে যাদের পার্শিয়েল জমি আছে, সেই জমি নিজে করতে পারছে না, অন্য কেউ করছে, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা ঋণ করেছিল, তার শতকরা ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত পরিশোধ করতে পেরেছে এবং তাদের এই ঋণ ডেবট রিলিফ এ্যাক্টের আওতায় আসতে পারে। কিন্তু তা হলেও যতক্ষণ না মজুরেরা নিজেরা সচেতন না হচ্ছে ততক্ষণ তারা এর সুযোগ নিতে পারবে না। অর্থাৎ তাদের নিজেদের তরফ থেকে যদি কোন কমপ্লেইন সরকারের কাছে না আসে, সরকার নিজের উদ্যোগে তাদের সুযোগ সুবিধা মালিক পক্ষের কাছ থেকে আদায় করে দিতে পারে না।

শ্রী জিতেন্দ্র সরকার :—ক্ষেত মজুরদের মজুরী বাডানোর চেষ্টা করা হচ্ছে. খুবই ভাল কথা। কিন্তু সরকারী তরফ থেকে যে ৭ টাকা হারে মজুরী নির্দ্ধারিত হয়েছে সেই নির্দ্ধারিত মজুরীও অনেকে পাচ্ছে না, আমি তার কয়েকটা স্পেসিফিক উদাহরণ দিতে পারি যে মালিকেরা এখন পর্য্যন্ত মজুরদের ৭ টাকা হারে মজুরী দিচ্ছেন না। কাজেই মজুরীর হার ৭ টাকা নির্দ্ধারন করার দরুন মজুরদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার এই পর্য্যন্ত কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—আমরা ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্য্যন্ত ১২ হাজার লোকের সংস্থান করা গেছে। তবে এটাকে আরও ট্রেন্ডদেন করার প্রশ্ন আসে শ্রমিকদের নিজেদের তরফ থেকে

অবশ্য আমরা সরকার থেকে এটাকে ট্রেন্সদেন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আর এজন্য আমরা মূলত: গাঁও সভা এবং পঞ্চায়েত গুলির উপর নির্ভরশীল, যেখানে গাঁও সভা অথবা পঞ্চায়েত-গুলি শক্তিশালী আছে, তারা নিজেরাই সেখান থেকে খবর পাঠালে, আমরা শ্রম দপ্তর থেকে লোক পাঠিয়ে যে কমপ্লেন এসেছে, তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারি। কিন্তু আবার এমনও দেখা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে কমপ্লেইন আসলেও মজুরেরা যে মালিকদের আণ্ডারে কাজ করে, তাদের সঙ্গে একটা রফা করে নেয়, ফলে সরকারী তরফে যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয়, সেই ব্যবস্থা নেওয়া আর সম্ভব হয়ে উঠে না। তবে আমরা চেষ্টা করছি যে প্রত্যেক ব্লকে একজন করে লেবার ইন্‌সপেক্টার দেওয়া যায় কিনা, এবং সেজন্য আমরা অনেকগুলি লেবার ইন্‌সপেক্টারের পোষ্টও ক্রিয়েট করেছি, কিন্তু সেগুলি কোর্ট কেইস থাকার জন্য পূরণ করা যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত ৩টি ব্লক ছাড়া অন্যান্য ব্লকে ইন্‌সপেক্টার নিযুক্ত করা হয়ে গেছে। আমরা আশা করছি যে বাকীগুলিও কিছু দিনের মধ্যে পুরণ করা সম্ভব হবে।

শ্রী কেশব মজুমদার :—এখানে মোট ক্ষেত মজুরের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ১,৪৪.৯১০ জন এর মধ্যে নারী মজুরের সংখ্যাও থাকতে পারে। কাজেই এই সংখ্যার মধ্যে মোট কতজন নারী শ্রমিক আছে, এবং তারা পুরুষ শ্রমিকদের মতো সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, নারী শ্রমিকের সংখ্যা এখানে আলাদা করে দেওয়া নেই—তবে ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যেখানে নারী ও পুরুষ শ্রমিকেরা একই হারে মজুরী পায়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত মজুরেরা অনেক সময় সরকার নির্দ্ধারিত হারে মজুরী পায় না এবং এও দেখা গেছে যে তারা দীর্ঘদিন কাজও পায় না তাছাড়া এস. আর, ই, পি, এবং এন, আর. পি, ও বন্ধ থাকে এই অবস্থায় যতদিন এই সব ক্ষেতে মজুরেরা কাজ না পায় ততদিন সেই সব মজুরদের সরকার থেকে নির্দ্ধারিত হারে মজুরী দেওয়ার কোন সরকারের পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্ন মূল প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।

মি : স্পীকার :—শ্রী বাদল চৌধুরী

শ্রী বাদল চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নং ৫

শ্রী বীরেন দত্ত :—কোয়েশ্চান নং ৫

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিলিং বহির্ভূত কত জমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং তা কতজন ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হয়েছে ?
(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

উক্ত সময়ে মোট ৭০৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং এবং পূর্ব্বের গৃহীত জমিসহ মোট ১০৯৮.৯৫ একর ভূমি বিলি করা হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	ভূমিহীনের সংখ্যা	বিলিকৃত জমির পরিমাণ
সদর	৫৪	৪৪.৬৮
খোয়াই	৬৯	৬০.৩৮
সোনামুড়া	১১৭	৫২.১৭
কৈলাসহর	১৩২	১২৪.৬৪
কমলপুর	৬৭	৪৯.৬১
ধর্মনগর	২৩৫	২৩৬.৮৯
উদয়পুর	৯	১৮.৩৯
অমরপুর	১২৬	২১৪.৩৪
বিলোনীয়া	৭৯	১২৬.৩৪
সাব্রুম	২৪	৬১.১৬
	৯৩০	১,০৯৮.৯৫ একর

২। ইহা কি সত্য পুনর্জরীপে যে সমস্ত খাস জমি জোতদারের দখলে পাওয়া গেছে। সেই সমস্ত খাস জমি জোতদারের নামে জবর দখল লেখানো হচ্ছে?

উত্তর

জরিপের সময় জমির প্রকৃত দখলকারের নাম লিপিবদ্ধ করিতেই হয়। কাজেই যে বে-আইনি দখল করে তার নাম বে-আইনী দখলকারকরূপে লেখা হয়।

প্রশ্ন

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

উত্তর

যদি দখলকার বন্দোবস্ত পাওয়ার উপযুক্ত না হয় তবে তার উচ্ছেদের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

প্রশ্ন

৪। ইহা কি সত্য যে সমস্ত ভূমিহীন ও জুমিয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবৎ বাস করছেন পুনর্জরিপে তারা বন্দোবস্ত পাচ্ছেন না?

উত্তর

বর্তমান রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে কোন সার্ভে করা হচ্ছে না।

প্রশ্ন

৫। সত্য হলে তাদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

উত্তর

প্রশ্ন উঠে না।

স্যার, দুই নাম্বার প্রশ্নের জবাবের সংগে আমি আর একটু যোগ করতে চাই যে আমাদের আইনে জবরদখলকারী বলে কিছু লিখা হয় না যদি কেউ সরকারের খাস জমি দখল করে থাকে তাহলে তাদের বে-আইনি দখলকার হিসাবে রেকর্ড করা হয়। এবং এই সব বে-আইনি দখলকারদের মধ্যে যাদের যাদের গাঁওসভা জমি এলটমেণ্ট পাওয়ার উপযুক্ত বলে সুপারিশ করেন সরকার শুধু তাদেরেই জমি বন্দোবস্ত দিয়ে থাকেন। এবং প্রয়োজনে তাদের বিনা নজরেও দিয়ে থাকেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, পুনর্জরিপের সময় দেখা যায় গ্রামে বেশী জমির মালিক যারা তারাই এই ভাবে খাস জমিগুলি তাদের নামে লিখিয়ে নেন। এবং এর ফলে বেশীর ভাগ খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বন্টনের ব্যাপারটি বিলম্বিত হচ্ছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে এই সম্পর্কে বলতে চাই এটা ঠিক যে জরিপ পার্টি যখন সার্ভে করতে যায় তখন একটা খাস জমি যার দখলে থাকে সেটা তাদেরকে রেকর্ড করতে হয়। কিন্তু অ্যালটমেণ্ট রুলস অনুসারে তারা সে জমির বন্দোবস্ত পেতে পারে না। সেই জন্য আমাদের রাজস্ব দপ্তর থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে জমির রেকর্ড করার আগে যাদেরকে দেখা যাবে অ্যালটমেণ্ট রুলস অনুসারে খাস জমির দখল পেতে পারে না তখন তাদেরকে সেই খাস জমি থেকে উচ্ছেদ করে জমি রেকর্ড করা হবে। এই বিষয়টি রাজস্ব দপ্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরাতে বেশীর ভাগ জমি ফরেষ্টের জমি এবং বিশেষ করে ফরেষ্ট রিজার্ভ এলাকার মধ্যে রয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এখন অনেক বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন বিশেষ করে জুমিয়াদের ক্ষেত্রে যে সেখান থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই প্রোটেকটেড রিজার্ভ এলাকায় যে সমস্ত জুমিয়া পরিবার আছে তাদেরকে জমি অ্যালট করে দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কি চিন্তাভাবনা করছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল হওয়ার পর এবং সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট থেকে নির্দেশ আসে আমরা নূতনভাবে এখন প্রোপোজড্ ফরেষ্ট এবং প্রোটেকটেড ফরেষ্ট এর মধ্যে ডিমারকেশন করে, প্রোপোজড ফরেষ্টকে আলাদা করে দেওয়া হবে। এবং রিজার্ভ ফরেষ্টের অন্তর্গত যে জায়গা ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের আওতায় পড়েছে সেখানে জুমিয়াদেরকে অ্যালটমেণ্ট দেওয়ার জন্য তারা আমাদের রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে রেকর্ড ইত্যাদি প্রস্তুত করার পর এই এলাকাটা ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের কাছে তুলে দেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরাতে জুত জমি সংলগ্ন যে সমস্ত খাস জমি আছে, আমাদের তোতা বাড়ীতে আমি দেখেছি, সে খাস জমি অ-উপজাতিরা জোর করে দখল করে আছে এবং জরিপ পার্টি সেই জমি জুত করে রেকর্ড করে দিয়ে এসেছে। যেমন রমণী দেববর্মা এবং আরও অনেকের জমি অ-উপজাতিদের দখলে চলে গেছে।

শ্রীবীরেন দত্ত :—শুধু অ-উপজাতি নয়। বেআইনীভাবে জমি রেকর্ড করার খবর আমাদের কাছে আছে। আমরা সরকারের তরফ থেকে সে জমিগুলির রেকর্ড নূতনভাবে তদন্ত করে দেখব। এখনও তদন্ত হচ্ছে। সার্ভেয়ার থেকে আরম্ভ করে এস ডি. ও. ডি. এম এগুলি দেখছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকামিনী দেববর্মা।

শ্রী কামিনী দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮।

(অ্যাডমিটেড), রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ছাগল ডেপা গাঁও সভার অধীনে ১০।১২ টি হালাম পরিবারকে অনেক দিন আগে সরকার জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দিয়েছেন কিন্তু পরবর্ত্তীকালে পুণর্ব্বাসন প্রাপ্ত ঐ জমি সরজিনী চা বাগানের নামে পুনরায় জোত জমি হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে,

২। সত্য হইলে তাহার কারণ ?

৩। ঐ জমি তাদের নামে পুনরায় রেকর্ড করার বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

উত্তর

১। সরজিনী চা বাগানের তালকী সীমানার মধ্যে (২) কিছু জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৫ ইং সনে রিটেশন অর্ডার দেওয়ার সময় সরজমিনে তদন্তক্রমে যে ভূমি জুমিয়াদের দখলে পাওয়া যায় (৩২, ৩৭ একর) তাহা বাগান পক্ষকে রাখিতে দেওয়া হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে আরও দশটি জুমিয়া পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ রিপোর্ট পাওয়া যায়।

২। ঐ

৩। আইনানুযায়ী কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্নটা করেছেন সেই রকম ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কমলপুরে ৪।৫ টা গ্রাম আছে সেখানে জুমিয়াদেরকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পরে সেই জমি চাবাগানের নামে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে, ফরেষ্টে চলে যাচ্ছে এই ব্যাপারে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেও এখন পর্য্যন্ত এর কোন সুরাহা হয় নাই।

শ্রীবীরেন দত্ত :—এই ঘটনাটা মাননীয় সদস্য সরকারের গোচরে আনেন। তখন ডিরেকটার ল্যাণ্ড রেকর্ড সেখানে যান এবং যাওয়ার পরে এই সম্পর্কে কিছু কিছু ত্রুটি ধরা পরে এবং এই ব্যাপারে একজনকে সাসপেনড্ করা হয়েছে। এর পরে ৩।৪ দিন আগে আরেকটা কমপ্লেণ আসে এবং সেইটা এখন সরকার তদন্ত করে দেখছেন।

শ্রী কামিনী দেববর্মা ঃ— এই গাঁওসভায় ১৯৫৭-৫৮ইং সন থেকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়। তখন কিন্তু জমিটা খাস জমি ছিল। এই জমি চা বাগানের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে এখানে ১০টি পরিবারের থাকা সম্ভব হবে না। কাজে কাজেই এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—আমি একটু আগে বলেছি যে, তাদের পুনর্বাসনের পারপাসে যে রিটেনশান জমি সরকারের কাছে আছে তা রিলিফ জমি। এই জমি থেকে প্রকৃত জমি অর্থাৎ খাস জমি হিসাবে দেওয়া হয়। এই রিটেনশান জমি চা বাগানের ভেতর পরে। তারজন্য চা বাগানের মালিককে অকশন দিতে হয়। তারা যাতে আশে পাশে বনাকুল পায় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

মি: স্পীকার :— শ্রী খগেন দাস।

শ্রী খগেন দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

শ্রী আরবের রহমান :— অ্যাডমিটেড কেয়েশ্চান নাম্বার ২০।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট কত একর জমি রাবার চাষের আওতায় আনা হয়েছিল।

২। ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে ১৯৮১-৮২ সাল পর্য্যন্ত মোট কত একর জমিতে রাবার চাষ করা হচ্ছে ; এবং

৩। এই সময়ের মধ্যে মোট কত কেজি রাবার উৎপন্ন হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ৯৪৫.৯৬ হেক্টরস্ জমি রাবার চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

২। ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে ১৯৮১-৮২ সাল পর্য্যন্ত মোট ২৫০৬.৫২ হেক্টরস জমিতে রাবার চাষ করা হয়েছে।

৩। এই সময়ে মোট ২,৭৩,০০০,৪৯১ কেজি রাবার উৎপন্ন হয়েছে। বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

সাল	কেজি
১৯৭১-৭২	৬১৭.০০
১৯৭২-৭৩	৩৭৪৬.১৭
১৯৭৩-৭৪	৭৫২৪.০০
১৯৭৪-৭৫	১১৪৫০.০০
১৯৭৫-৭৬	১৪৮৫৮.০০
১৯৭৬-৭৭	২০২০৪.০০
১৯৭৭-৭৮	২৮১৮৩.০০
১৯৭৮-৭৯	৩৪৫৮১.৮০
১৯৭৯-৮০	৩৯১৩২.০০
১৯৮০-৮১	৫২১৩২.৬৪
১৯৮১-৮২	৬০৫৭১-৭৭
	মোট—২৭৩০০০.৮৯১

শ্রী নগেন্দ্র জামতিয়া :— এই রাবার বাগান করতে গিয়ে কত টাকা ব্যয় হয়েছে এটার হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী আরবের রহমান :— এটা আলাদাভাবে করলে দেওয়া যেতে পারে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতি :— এই রাবার বাগান থেকে এই রাজ্যে কত টাকা আয় হয়েছে এ পর্য্যন্ত তার হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী আরবের রহমান :—এই রাবার বাগান থেকে ১৯৮১-৮২ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্ব মোট ২০,৯৫,১৩০.১৯ টাকা আয় হয়েছে।

শ্রীনকুল দাস — আমরা জনি ত্রিপুরায় একটি রাবার বোর্ড আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই রাবার বোর্ডের কাজ কর্ম কি এবং কি কি কাজ তারা ইতিমধ্যে করেছে ?

শ্রীআরবের রহমান :— এটা আলাদা প্রশ্ন।

শ্রীতরনী মোহন সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য জানেন কি ? রাতাছড়াতে যে রাবার বাগান আছে সেখানে রাবার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় সেখানে রাবার উৎপাদনের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে রাতাছড়ার রেঞ্জারের ইচ্ছার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এটা কি ঠিক ? ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাতাছড়াতে লেবার-এবং রেঞ্জারকে নিয়ে একটা গোলমাল হয়েছিল। তবে যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্য এখানে করেছেন এই গণ্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে তা আসে না। তবে বিরোধ হয়েছিল এটা ঠিক এবং রেঞ্জার ঘেরাও হয়েছিলেন। সেই গোলমালকে মিটিয়ে ফেলে শান্তি আনার জন্য সেখানে সকলে চেষ্টা করেছিলেন। অতি সম্প্রতি আবার সেখানে কাজ কর্ম শুরু হয়েছে। সেখানে কাজ না করার ফলে সেখানে রাবার বাগান ম্যাকুইনেশান করার যে কথা ছিল তা করা সম্ভব হয় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্য জায়গায় আর একটি প্রজেক্টের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

মি: স্পীকার :— শ্রী মানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার :— কোয়েশ্চান নং ৬৭ স্যার।

শ্রীবীরেন দত্ত :— কোয়েশ্চান নং ৬৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক সংস্থার সংস্থা কয়টি,

২) এই সংস্থা সমূহের মোট শ্রমিকের সংখ্যা কত,

৩) শ্রমিকদের মধ্যে মহিলা শ্রমিকের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের সংখ্যা কত,

৪) শ্রমিক মালিকের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য রাজ্য শ্রমি দপ্তরের মোট কয়টি শাখা আছে ?

উত্তর

১) ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ২১৭টি রেজিষ্ট্রীকৃত শ্রমিক সংস্থা ছিল।

২) ঐ শ্রমিক সংস্থা সমূহের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২৪,১১৫ জন।

৩) মহিলাও পুরুষের আলাদা তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের সংখ্যাও এখনও সংগ্রহ করা যায় নি।

৪) শ্রমিক মালিক বিরোধ নিস্পত্তির জন্য রাজ্য শ্রম দপ্তরের মোট তিন জেলায় তিনটি শাখা আছে। উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা ও পশ্চিম ত্রিপুরায় যাথাক্রমে ১ জন করে লেবার অফিসার এবং ৪ জন শ্রম অধিকর্ত্তা, মোট ৭ জন অফিসার নিযুক্ত আছেন। তারা কনসিডারেশনের কাজে নিযুক্ত আছেন।

মানিক সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিকদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ হচ্ছে মোটর শ্রমিক এবং এই মোটর শ্রমিকরা এই রাজ্যের বেসরকারী যানবাহন মালিকদের সঙ্গে তাদের এপয়েন্টমেন্ট, বেতন ইত্যাদি দাবী নিয়ে বিরোধ চলছে এবং এই দাবীর মিমাংসার জন্য শ্রম দপ্তর শ্রমমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে শ্রমিকদের এপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করা হয় নি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জাননে কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মি: স্পীকার স্যার, আমাদের কাছে সাহা ব্রাদ এবং আরও কয়েকটি সংস্থা বিরুদ্ধে নালিশ এসেছে যে তারা তাদের শ্রমিকদেরকে এপয়েন্ট-মেট লেটার ইস্যু করছেন না। ব্যাপারটা নিস্পত্তির জন্য আমরা একটা কনসাল্টেশান মিটিং ডেকেছি, এই মিটিংটা যদি ফেইলুর হই তাহলে আমরা কেসে যাব। অনেক ক্ষেত্রে মালিকরা এই চুক্তিটাকে বলবৎ করতে চান না। কারন ত্রিপুরা রাজ্যে মোটর শ্রমিকদের মুজুরীর যে নিম্নতম হার ধার্য্য হয়েছে সেটা ভারতবর্ষ থেকে উচ্চতম, তার জন্য তারা টালবাহানা করছেন। কয়েকটা ক্ষেত্রে আমরা কেস করায় এই সব সংস্থা সমুহ আমাদেরকে জানায় যে আপনার কেসটা তুলে নিন আমরা বেতনের হার মেনে নিচ্ছি। আর এপয়েন্টমেন্ট লেটার ফর্ম সম্পর্কে উভয় পক্ষই, শ্রমিক এবং মালিকরা, বসে ঠিক করা হয় যে শ্রম আইনের মধ্যে থেকে এটাকে করতে হবে যাতে শ্রমিকদের কোন ক্ষতি না হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে এই আইনটা চালু আছে। যদি তারা এটা না মানেন তাহলে আমরা ব্যবস্থা নেব।

শ্রীবিমল সিন্হা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যা কিছু এপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করা বা ন্যূনতম মুজুরী দেওয়ার যে এগ্রিমেন্ট সেগুলি আগরতলা শহরেই কিছু কিছু কার্য্যকারী হচ্ছে। কিন্তু মফ:স্বল অঞ্চলে সেগুলি এখনও কার্য্যকরী করা যায় নি। সে ব্যাপারে লেবার দপ্তরের কর্ম-কর্ত্তাদের উদাসীন তাই আমরা দেখছি। ওম কোম্পানীর ১১ টা গাড়ী আছে। কিন্তু এই কোম্পানী শ্রমিকদেরকে এপয়েন্টমেন্ট ইস্যু করেছে না এবং লেবার ডিপার্টমেন্টও এ ব্যাপারে কোন উদোগ গ্রহন করছে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং শ্রম দপ্তরের এই অচলাবস্থা দূরীকরনের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন বলছি যে আমাদের শ্রমদপ্তরে মাত্র ৩ জন ইনসপেক্টর ছিলেন। এর পর আরও ১১টা পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়। তার মধ্যে ট্রাইবেল যে কোটা আছে তার মধ্যে একজনকে আমরা পেয়েছি। এই ইনপেক্টার বিভিন্ন বিভাগে পোষ্টেড করা হয। কিন্ত কনসিলিয়শানের জন্য যে শিক্ষা ব্যাপার তাদের থাকা দরকার সেটা তাদের নাই। এর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিযোগ আছে। সাউথ থেকে আছে,

নর্থ থেকে আছে । ওরা ঠিক ঠিক করতে গিয়ে আইন কানুন জানেন না বা কনসিলিয়েশান করার সময়ে অজ্ঞ তার জন্য মাঝপথে ফেলে আসেন। আমরা ঠিক করেছি এ ব্যাপারে আমরা একটা মিটিং ডাকব। আর মোটর ট্রান্সপোর্ট এ্যাক্টের কিছু ডিফেণ্ট আছে, আমরা চেষ্টা করছি রুলস এ্যামেণ্ডমেণ্ট করার জন্য যাতে অত্যন্ত দ্রুত আমরা কনসিলিয়েশান করতে পারি এবং প্রতিটি লোকের জব্ রিভিশান করতে পারি।

মি: স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নং ৭৮ স্যার।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৮।

শ্রীআরবের রহমান :—মি: স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে তীর্থমুখ ফেরষ্ট বীট অফিসের ফরেষ্টার উক্ত এলাকায় জুমিয়াদের জুমচাষে বাধা সৃষ্টি করে চলেছেন,

২। সত্য হইলে তার কারন কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে, ১৯৭৯ সালে গোমতী গ্রামে মনমোহন ত্রিপুরা, চন্দ্রচাঁদ ওবাহাজয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে পুলিশ থানায় কেস্ ডায়েরী করেছিল, সেই কেসের মূলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা ঠিক নয় কারণ ১৯৭৮ সনে বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা ভূমিহীন এবং আছে জুমিয়া তাদের উচ্ছেদ আমরা করি নি। যতদিন পর্য্যন্ত তাদের বিকল্প স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা বা বসবাসের সুবিধা না হয় আমরা সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বিগত দিনে কংগ্রেস সরকার যা করেছিল সেটা আমরা করবো না অর্থাৎ উচ্ছেদ করবো না। তাদের স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন দেবার জন্য ৩০ হাজার হেক্টার জমিতে রাবার বাগানের কাজ আমরা আরম্ভ করেছি এবং সেখানে আরও জায়গা অনুসন্ধান করে স্থায়ী ভাবে পুনর্বাসন যাতে দেওয়া যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার প্রশ্ন আপনি বুঝেন নি। আমি বলেছিলাম মনমোহন ত্রিপুরা, চন্দ্রচাঁদ ও বাহাজয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে কেন পুলিশ কেস হয়েছিল ?

শ্রীআরবের রহমান :—এই রকম কোন তথ্য নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তরে বলেছেন যে এই রকম কোন তথ্য নেই। তিনি কি তদন্ত না করেই উত্তর দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে যে সমস্ত সাধারণ বেকারের চাকুরীর উর্দ্ধতম বয়সসীমা ৩৫ বৎসর এবংতপশীলি জাতি-উপজাতিদের বয়স সীমা ৪০ বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তাদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

২। থাকিলে কি ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ।

১। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে এখনও বয়সের উর্দ্ধসীমা সাধারণের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর ও তপশীলি জাতি-উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৪০ বৎসরই আছে। তবে এতউর্দ্ধ বয়সের বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এন. আর. ই. পি ও এস. আর. ই. পির অধীন প্রকল্প সমূহ আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীগোপাল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে চাকুরীর বয়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এই রকম বেকারের সংখ্যা শিক্ষিত কতজন এবং অশিক্ষিত কতজন?

শ্রীবীরেন দত্ত :—শিক্ষিত বেকারদের কথা আপনারা জানেন। স্পেশিয়্যালি জানেন তাদের জন্য অনেকগুলি পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। যেমন কোথাও কোথাও বেকারদের স্বনির্ভর ব্যবসার জন্য কিছু ঘর দেওয়া হয়েছে, কো-অপারেটিভের মাধ্যমে এইসব বেকারদের মোটর কেনারও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তাছাড়া আলাদা ভাবেও দেওয়া হচ্ছে, কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কনট্রাকটারের কাজও তাদের দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত কাজে ২ হাজার বেকার নিযুক্ত আছেন। মাননীয় সদস্যদের আমি বলতে পারি সারা ভারতবর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের মতো এত সুযোগপাচ্ছে কিনা সেটা অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। আমার মনে হয় না ভারতবর্ষের কোথাও বেকারদের এত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রী ফয়জুর রহমান :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় মোট কতজন ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিকেপট্ এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ দপ্তরে তাদের নাম রেজিষ্টার করাইয়াছেন,

২। তাদের মধ্যে মোট কতজন চাকুরী পেয়েছেন,

৩। যাহারা নিরক্ষর এবং ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিক্রেপট তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পণা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় মোট ১৩২৬ জন ফিজিক্যালি হ্যাণ্ডিক্রেপট্ তাদের নাম রেজিষ্টার করাইয়াছেন,

২। তাদের মধ্যে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মোট ৪৩০ জন প্রতিবন্ধী চাকুরী পেয়েছেন।

৩। হ্যাঁ। শারীরিক দিক থেকে শ্রমিকের কাজে সক্ষম এমন নিরক্ষর প্রতিবন্ধীদের রাজ্য সরকারের অধীনে (আণ্ডার টেকিং) বিভিন্ন সংস্থায় যথা—ত্রিপুরা জুট মিল, ক্ষুদ্র শিল্প, কর্পোরেশন, রাবার প্ল্যান্টেশন ইত্যাদি সংস্থায় নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্ন (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নটির লিখিত উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

ANNEXURES—"A" AND "B"

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল মজুমদারের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"বিগত ২০শে মার্চ ১৯৮২ ইং রাত্রে আমতলী থানার অধীন গবিন্দপাড়া গ্রামের শ্রী গোপী মোহন সরকারের বাড়ীতে ডাকাতি হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এই সম্পর্কে আমি ২৯শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২৯শে মার্চ এই সম্পর্কে বিবৃতি দিবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরীর নিকট হইতে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ২১শে মার্চ কং (ই) কর্মী মতিলাল দাসের নেতৃত্বে স্বপন ত্রিপুরা (ছাত্র) কে মারপিট করিয়া আহত হওয়া সম্পর্কে।"

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি এই সম্পর্কেও আগামী ২৯শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২৯শে মার্চ এই সম্পর্কে বিবৃতি দিবেন।

আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্হার নিকট হইতে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"কৈলাশহর বিভাগে মনু থানার অন্তর্গত ডেমছড়া গ্রামের চৈত্রমোহন জমিনি গত ১৪ই মার্চ হইতে নিখোজ সম্পর্কে।"

মাননীয় সরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগামী ৩০শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—মাননীয় মন্ত্রী আগামী ৩০শে মার্চ উত্তর দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৩রা মার্চ খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত মাইছড়ায় কতিপয় ডাকাত কর্তৃক বিপিন মুণ্ডাকে হত্যা ও গবাদি পশু সহ ধন সম্পদ লুঠ সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—গত ৪-৩-৮২ ইং রাত্রি ২ ঘটিকায় ৩০।৪০ জন অপরিচিত দুষ্কৃতকারী বল্লম, লাঠি, দাও ইত্যাদি নিয়া খোয়াই থানার অন্তর্গত মনাইছড়া গ্রামের মধু ওরাং (পিং মৃত শ্যামা ওরাং) এবং বিপিন মুণ্ডার বাড়ীতে দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং বিপিন মুণ্ডা, মধু ওরাং এবং তার স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা আহত করে। ১০টি গরু, নগদ ১৫০ টাকা এবং অন্যান্য সামগ্রী সহ মোট ৬০০০ টাকা নিয়ে যায়। এবং বিপিন ঘটনা স্থলেই মারা যান এবং অন্যান্যদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মধু ওরাং (পিং মৃত শ্যামা ওরাং) সাং মনাইছড়া এর অভিযোগ মূলে খোয়াই থানায় ৩।৩।৮২ ইং তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৬।৩৯৭ ধারামূলে ৩(৩)৮২ নং মোকদ্দমাটি নথীভুক্ত করা হয় এবং ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করা হয়। অদ্যাবধি কোন গ্রেপ্তার হয় নাই। অনুসন্ধান কার্য্য এখনও চলিতেছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কারোর নামে পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—ঘটনা সীমান্ত এলাকায়। মনে হচ্ছে বাংলাদেশী এর সঙ্গে জড়িত আছে। পুলিশের কাছে এখনও কোন রিপোর্ট আসে নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে বাংলাদেশী এর সঙ্গে জড়িত আছে। সেটা কি পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে বলেছেন না কি যেহেতু কোন অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে এখনও পাওয়া যাচ্ছে না বা এই ব্যাপারে পুলিশের কোন তৎপরতা নাই তার জন্য এই কথা বলেছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— পুলিশকে কতগুলি সূত্র নিয়ে অনুসন্ধান করতে হয়। সেই ভিত্তিতে আমি বলছি।

মাননী অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক
একটি ঘোষণা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে নিম্নে উল্লেখিত ২ (দুই)টি বিলে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তার সমাপ্তি দিয়েছেন। বিল দুইটির নামের পার্শ্বেই আমি সম্মতির তারিখ পর্য্যায়ক্রমে জানাচ্ছি :—

বিলের নাম	সম্মতি তারিখ
১। "দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বেল, ১৯৮২ইং (বিল নং ১ অব্ ১৯৮২ ইং"	৮.৩.১৯৮২ইং রাজ্যপাল
২। "দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৩) বিল, ১৯৮২, (বিল নং ২ অব্ ১৯৮২ইং	৮.৩.১৯৮২ইং রাজ্যপাল

গভর্ণমেন্ট বিজনেস্ (ফিনান্শিয়েল)

জেনারেল ডিস্কাসন্ অন্ দি বাজেট অ্যাষ্টিমেটস্ ফর দি ইয়ার ১৯৮২-১৯৮৩ইং

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :— "১৯৮২-১৯৮৩ইং সালের বাজেট অ্যাষ্টিমেটস্—এর উপর সাধারণ আলোচনা"। আমি একটি লিষ্ট পেয়েছি। আমি এখন শ্রীগোপাল দাস মহাশয়কে আলোচনা শুরু করার জন অনুরোধ করছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯শে মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি বামফ্রন্টের শরীক আর. এস. পির পক্ষ থেকে এই বাজেটকে সমর্থন জানাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে সমস্ত কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন এবং যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিগত ৪ বৎসরে তার বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে সেই পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করতে সবচেয়ে বেশী যে বাধাটা আসছে সেটা হল অর্থনৈতিক বাধা। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা খুবই সীমিত। কেন্দ্রের যে বৈষম্যমূলক আচরণ রাজ্যের প্রতি তাতে রাজ্যের অগ্রগতিমূলক কাজে কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। বামফ্রন্টের যে দৃষ্টিভঙ্গী সেই দৃষ্টিভঙ্গী হল দুর্বলতর মানুষের সাহায্য এগিয়ে যাওয়া। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী তা হল দুর্বলতর

মানুষের উপর আরও বেশী শোষণ নীতি চাপানো। এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেটে আমরা তা দেখতে পাই। যেমন সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত যে বিড়ি, সেই বিড়ির উপর ট্যাক্স বসানো হয়েছে। আমরা দেখেছি মানুষ তার মনের কথা যে দূরের আত্মীয় স্বজনকে জানাবে বা কোন প্রয়োজনীয় খবর দিবে তারও উপায় পর্য্যন্ত বন্ধ হতে চলছে। কারণ আগে একটি খামের দাম ২৫ পয়সা ছিল। সেটাও ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যয়সাধ্য। এখন একটি খামের দাম দাঁড়িয়েছে ৫০ পয়সা আগে একটি ইনল্যাণ্ড লেটারের দাম ছিল ২৫ পয়সা এখন সেটা দাঁড়িয়েছে ৩৫ পয়সা। এই যে দৃষ্টিভঙ্গী কেন্দ্রীয় সরকারের, এটা হচ্ছে গরীব মারার দৃষ্টিভঙ্গী। এই জিনিষটা কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটে আমরা দেখতে পাই এখানে কোন নতুন করের প্রস্তাব নেই। কারণ বামফ্রন্ট গরীব মানুষকে আরও উন্নত করতে চায়, শ্রমজীবী মানুষকে আরও উন্নত করতে চায় যাতে বেশীরভাগ মানুষ, রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষ, লাঞ্ছিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষ তাদেরকে কিভাবে অর্থনীতির দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা যায় সেইদিকে বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য। এদিকে ধনবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী হল বড় লোককে আরোও কিভাবে বড় করা যায়। এবার ত্রিপুরা রাজ্যে পরিকল্পনা খাতে ৭৩ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্যকে যদিও আরও উন্নত করতে হয়, স্বনির্ভর করতে হয়, এবং এখানকার কলকারখানা ডেভলাপ করতে হয় তাহলে এই অর্থের দরকার। কেন্দ্রের সেই ধনবাদী সরকার তা চায়না। তাই তারা কাট ছোট দিয়ে ৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। কেন্দ্রের এই যে বিমাতৃসুলভ মনোভাব তাতে ত্রিপুরা সরকারের ত্রিপুরা রাজ্যের সমগ্র উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে আমরা এই হাউসে একবার দাবী তুলেছিলাম যে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে। তা না হলে রাজ্যের উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনাগুলি রূপায়ন করা যাবে না।

আজকে ত্রিপুরার শতকরা ৮৩ জন লোক দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বাস করছে। আর কেন্দ্রীয় সরকার আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থকে আরও কাটছাট করে দিয়েছে, কেন্দ্রের এই কাটছাট করে দেওয়াকে আমরা মেনে নিতে পারিনা। তাই ত্রিপুরা রাজের বঞ্চিত জনগণ আজ তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সংগঠিত হবে আমি এই আশা রাখি। তার পর দেখুন আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যদি শিল্পের উন্নতি করতে হয় তাহলে তার জন্য আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন হবে, আমদের মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবটা কেন্দ্রের কাছে রেখেছিলেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের জন্য এই প্রস্তাবটা কার্য্যকরী হয়নি। অথচ ত্রিপুরার উন্নতি করতে হলে এই দ্বিতীয় জুট মিল ও কাগজ কলের প্রয়োজন আছে, ত্রিপুরার লোক আরও দাবী করেছিলেন যে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনের কথা, কিন্তু সেটাকেও কেন্দ্রীয় সরকার কাটছাট করে দিয়েছেন। আমরা দেখেছি যে জনতা সরকারের আমলে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ খুব ভালভাবেই হয়েছিল, তাতে করে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের দরিদ্র জনগণের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন, গ্রামের শত শত বেকার ও দরিদ্র দিন মজুর কাজ করে তাদের অন্ন জোগাতে পারছিলেন। কিন্তু এই শ্রীমতি গান্ধীর সরকার ক্ষমতায় এসেই প্রথম তার উপর আঘাত হানলেন, তিনি ফুড ফর ওয়ার্ক বাদ দিয়ে সেখানে চালু করলেন এন, আর, ই, পি, আর তাতে করে গ্রামের লোকরা মাসে ৭, ৮ দিনের বেশী কাজ পাচ্ছে

না। ফলে তাদের জীবনে আবার ঘনিয়ে এসেছে দারিদ্র্যের কাল ছায়া। এই জন্যই আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি যে এইভাবে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজকে কাটছাট করা যাবে না, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে একদম নীরব হয়ে রয়েছেন। তারপর আজকে খরার ফলে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের দরীদ্র কৃষকদের যা অবস্থা হয়েছে, তারা যে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহা কল্পনাতীত। আমরা দেখেছি, এই বিধানসভারই প্রশ্নোত্তরের এক তথ্যে জানা গেছে যে, খরার ফলে শুধু আমন ধানেরই এ পর্য্যন্ত ক্ষতি হয়েছে ৫.৬৮৬২ শত মেট্রিক টন চাল সরকারী হিসাবে কিন্তু বে-সরকারী হিসাবে এর পরিমাণ আরও বাড়বে। আমাদের কৃষকদের এখনও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। যেহেতু প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ছাড়া জলসেচের পর্য্যাপ্ত কোন ব্যবস্থা নেই, সেহেতু দেশের দরিদ্র কৃষকরা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হচ্ছে। অথচ আমরা দেখছি, অন্যান্য দেশগুলিতে, বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া,—রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের কৃষকরা কৃষিকাজে এতই এগিয়ে গেছে যে, সেখানে তারা বরফের উপর চাষ করছে। কিন্তু আমাদের এখানে বরফতো দূরের কথা জল-সেচের প্রাকৃতিক উৎস গুলিকেও কাজে লাগানো হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃ সুলভ মনোভাবের জন্য এই সরকারের পক্ষে তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থাও যথাযথ ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। ব্যাপক জলসেচ প্রকল্পের জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের প্রয়োজন আছে। এই সমস্ত কাজের জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন এবং সেই অনুযায়ী যে বাজেট করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার তাকে কাট ছাট করে দিয়েছেন। আসলে জনগণের প্রয়োজনীয় কাজগুলি রূপ দেওয়ার জন্য বামফ্রন্টের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীয় সরকার সহজ ভাবে মেনে নিতে পারছে না। আর এই জন্যই শ্রীমতি গান্ধীর সরকার বামফ্রন্ট সরকার কতৃক দাবী করা পরিকল্পনা খাতের টাকা কাটছাট করে কমিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়। এটা হচ্ছে গরীবদের বিরুদ্ধে ধনীক শ্রেণীর মানুষ মারা ষড়যন্ত্র। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বঞ্চিত মানুষ এইটাকে সহজে মেনে নিতে পারবেনা, এরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে যেগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রেও বামফ্রন্ট সরকার উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করছেন। এইটা অন্য কোন কংগ্রেস রাজত্বে দেখা যায়না। দিল্লীর কমিশন এই কথা স্বীকার করেছেন যে, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের সাংবিধানিক অধিকারকে যথাযথ মর্য্যাদা দিয়েই বাস্তবায়িত করছেন। আমরা দেখেছি বিহার এবং উত্তর প্রদেশে প্রভৃতি রাজ্যের সংখ্যালঘু হরিজনদের উপর কি অত্যাচার চলেছে। আর আমাদের সরকার তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের রায় সাংবিধানিক অধিকারকে রূপায়ণ করার জন্য যে টাকা চেয়েছিলেন, কেন্দ্র তাকে কাটছাট করে কমিয়ে দিয়েছেন। কাজেই সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্য থেকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার বিগত চার বৎসর যাবত বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজ করে যাচ্ছেন। বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীকে এই বাজেটের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করা হয়েছে। এই সরকারকে তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য থেকে কাজ করতে হচ্ছে। তবু সদিচ্ছা থাকলে সে এই সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়েও বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজ করা যায় বামফ্রন্ট সরকার সে কথা প্রমাণ করতে পেরেছেন। কেন্দ্রের ধনবাদী কংগ্রেস (ই) সরকার ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত চক্রান্ত করছে তাকে প্রতিহত করতে হলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

ত্রিপুরার জনগণকে এই সমস্ত চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই যতদিন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শোষনবাদী ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকবে ততদিন মানুষে খাদ্যবস্ত্রের সমস্যায়, শিক্ষার সমস্যার সমাধান হবে না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে মানুষের সার্বিক উন্নতির যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে তা এই বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই আমি আশা রাখছি এই বিধানসভা এই বাজেটকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯শে মার্চ রাজ্যে অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সার্বিক উন্নতি ঘটানোর ব্যবস্থা হয়েছে। খরা পরিস্থিতির ক্ষতি পূরণ করার জন্য এই বাজেটের মধ্যে অনেক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, অনেক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। যখন আমরা দেখি দেশী বিদেশীর চক্রান্ত ভারতবর্ষের শান্তিকে বিঘ্নিত করতে চাইছে তখন মনে হয় রাজ্যের এই বাজেট বাস্তবে রূপান্তরিত করা কষ্টসাধ্য। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় বাজেট পুরো করের বোঝা গরীব জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। ১৩০০ কোটি টাকার বোঝা জনগণকে সহ্য করতে হবে। আর ঘাটতি বইতে হবে ১৫৩৯ কোটি টাকা। এ সমস্ত চাপ জনগণেরই উপর নেমে আসবে তাই রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে কতটুকু রোধ করতে পারবেন সেটাই দেখার বিষয়। একটা কথা আছে টাকা যেখানে সম্পদ বা উৎপাদন সেখানে। টাকা যেখানে কলকারখানা সেখানে, কাজেই আমরা দেখছি সমস্ত টাকা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে কুফল তা রাজ্যের সমস্ত জনগণের উপরেই এসে পড়বে। ১৯৮০-৮২ সালের ২ বছরের মধ্যে আমরা দেখেছি রেলের বাজেট ৪ বার বেড়েছে। আর এই বাড়তি ব্যয় ভার স্বাভাবিকভাবে সাধারণের উপর এসে পড়বে। কৃষি কাজকে খরার দুরাবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা দেখেছি বিনা পয়সায় সার, বীজ ইত্যাদি ভর্তুকীতে দেওয়া হয়েছে। সয়েল কনজারভেশনের মাধ্যমে ২ লক্ষ জমিকে চাষের আওতায় আনা হয়েছে। মিনি রিজারভার করে নীচের জমিতে ২ ফসলের জায়গায় ৩ ফসল যাতে করা যায় তার সমস্ত পরিকল্পনা এই বাজেটের মধ্যে আছে। আমরা দেখেছি এই বাজেট কিভাবে সাধারণ মানুষের, ছোট ছোট কৃষকের, ভূমিহীনদের, জুমিয়াদের সাহায্য করে আসছে বিগত ৪ বছরে এবং এবারও করে যাবে। আমাদের এখানে খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্প চালু ছিল কিন্তু পরে এটাকে পরিবর্তন করে এন, আর, পি করা হল তাতে কিছু শ্রম দিবস কমিয়ে দেওয়া হল আর সেটা পূরণ করতে আমাদের রাজ্য সরকার এস, আর, ই, পি প্রকল্প চালু করলেন। আমরা দেখেছি কিভাবে ফ্লাড প্রোটেকশান বাঁধ দিয়ে বা নদীতে বাঁধ দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জল আটকিয়ে রেখে কৃষি কাজ করা যায় এবং সে বাঁধ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় তার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাতে হাজার হাজার কৃষক উপকৃত হয়েছেন। এটা ঠিক যে কিছু কিছু জায়গায় রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা থাকলেও সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করা যায় নি। তার কারণ হচ্ছে কিছু কিছু আমলা চক্রের চক্রান্ত। তারই ফলে গুরুপদ কলোনীর টাকা আজও খরচ হয়নি। সয়েল কনজারভেশনের নাম করে রূপাইছড়িতে জঙ্গলের মধ্যে আইন

বাঁধা হল। জঙ্গলে আইল বাঁধলে কি করে চাষের কাজ আসবে। তাই আমরা দেখেছি আমলাচক্র কিভাবে টাকা নয়-ছয় করছে। সেখানে সয়েল কনজারভেশনের নাম করে টাকা নষ্ট করেছেন সাব্রুমের এগ্রিকালচারের সুপারিনটেণ্ডেন্ট। এরকম বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। আমরা দেখেছি জল সেচের জন্য বহু প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তারই ফলে ২২টি শেলো টিউবওয়েল হয়েছে কিন্তু আরও হতে পারত একমাত্র বিদ্যুৎ সমান তালে পাল্লা দিতে পারছেনা বলে হয়নি। বিদ্যুতের জন্য পাম্প চালনা যাচ্ছে না। কাজেই এই জিনিষগুলি আমাদের দেখতে হবে। ডলুবাড়ী, আমলিঘাট রিগ ইরিগেশান স্কীমে অনেক জায়গা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুতের যদি সঠিক ব্যবস্থা করা যেত তাহলে পরে তার সুফল কৃষকদের মধ্যে ফলত। কাজেই উদ্যোগ থাকা সত্বেও সেখানে মাঠ শুকিয়ে গেছে জলের অভাবে। তাই ডম্বুরের ৩য় ইউনিটটি চালু করার জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন। বড়মুড়ার গ্যাস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা সরবরাহ করার জন্য চেষ্টা করছেন।

জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ৪,৬২৮টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আরো দেওয়া উচিত। এই পরিবারগুলিকে পুনরর্বাসনের জন্য ৪১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা আরো দেখেছি যে যাদের দখলে কোন জমি তাদের এখনো পুনর্ব্বাসনের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। সেইদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, তারা যাতে এই দিক দিয়ে ভালভাবে নজর দেন।

আমরা দেখেছি ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রত্যন্ত প্রান্তে রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি করা হয়েছে। বহু দুর্গম অঞ্চলে রাস্তাঘাট সংস্কার করে সেখানে টি, আর, টি, সি, বাস যাচ্ছে। অথচ শিলাছড়ি অঞ্চলে এখন কোন ভাল রাস্তা তৈরী করা হয়নি। আজকে যেখানে দেখা যাচ্ছে শিলাছড়ি থেকে আগরতলায় যোগাযোগ করা তো দূরে থাক শিলাছড়ি থেকে সাব্রুম শহরের সঙ্গে যোগাযোগ সরাসরি করা সম্ভব নয়। সাব্রুম সহরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে উদয়পুর প্রথমে যেতে হবে তার পর যেতে হবে সাব্রুম। সুতরাং আমি আশা করব যে শিলাছড়ির রাস্তার ভালভাবে মেরামত করে সেইখানে টি. আর, টি, সি, যাতে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন।

আরেকটা কথা এখানে বলা দরকার যে, ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স দুঃস্থ মানুষের জন্য তাদের সুবিধার জন্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা দেখেছি বিভিন্ন ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এ ঠিক মত কাজ হয় না যারফলে সাধারণ মানুষকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। যেমন বৈষ্ণবপুরের ল্যাপস্ এর কথা বলছি। সেখানে ল্যাম্পস আছে ঠিকই কিন্তু কোন কাজ আর হয় না। তা ছাডা এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে কোন ল্যাম্পস্ নেই। যেমন মনু, শিলাছড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে কোন ল্যাম্পস্ বা প্যাক্স নেই। সেখানে ল্যাম্পস্ করা দরকার। কারণ শিলাছড়িতে এখন সরকারী গো-ডাউন হয়েছে। বর্ষা আসছে। সুতরাং ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স এর মাধ্যমে যদি পূর্ব্বেই নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সেখানে মজুত না রাখা হয় তবে এক দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হবে এই দিক দিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে এই বলে হুঁসিয়ারী দিচ্ছি যে, এই বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেটে যে উন্নয়নমূলক প্রস্তাব রেখেছেন তা যেন অতি সত্বর বাস্তবে রূপ দেওয়া হয় নতুবা আগামী দিনে ত্রিপুরা এক ভয়াবহ সমস্যা ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে চলছে তার মোকাবিলা করা কোন মতেই সম্ভব নয়। সুতরাং এই উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সমূহকে অবশ্যই বাস্তবে রূপ দিতে হবে। এই বলে আমি ১৯৮২-৮৩ সনের যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন তা সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় :—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে গত ১৯শে মার্চ, ৮২ ইং তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮২-৮৩ বছরের জন্য বাজেট পেশ করেছেন আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। কারন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে এই বাজেট ত্রিপুরার বিশ লক্ষ মানুষের আশা আখাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দিতে সমর্থ হবে। তাই আমি উহাকে সমর্থন করি।

আমরা জানি যে, যদি কোন নগরে আগুন লাগে তবে সেখানে কোন মন্দির বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না। তাই আমরা দেখেছি যে সারা ভারতবর্ষে যেখানে ধনতন্ত্রের বলি সাধারণ মানুষ হচ্ছেন সেখানে ত্রিপুরা একটি ছোট রাজ্য তার হাত থেকে কোন মতেই বাচতে পারে না। আমরা দেখেছি যে স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতবর্ষের মানুষ সংগ্রাম করেছেন তাদের বাচার অধিকার রক্ষার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিপতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করে গেছেন, তাদের এজন্যে বহু প্রান বিসর্জনও দিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করে সাধারন মানুষের আশা আকাঙ্খাকে সম্পূর্ণ রূপে অবহেলা করে সারা ভারতবর্ষকে ধনতন্ত্রের দিকে নিয়ে চলেছেন। এবং তাদের এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে তাদের প্রকাশিত বাজেট এর মধ্য দিয়ে। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার যতগুলি বাজেট পেশ করেছেন সবগুলিতেই তারা বিপুল পরিমান করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের উপর। তাহাদের ধনতান্ত্রিক নীতির ফলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি এক চরম আকার ধারণ করেছে। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। দরিদ্র ভারতবাসীদের আরো চরম দরিদ্রতায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে সারা ভারতবর্ষে এক ঘোরতর সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং সারা ভারতবর্ষের এই সংকটে ত্রিপুরাও বাঁচতে পারে না। রেল, ডাক, তার প্রভৃতির মাশুল বৃদ্ধির ফলে জিনিসপত্রের দাম আরো বেড়ে যাচ্ছে। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা চাপানোর ফলে মানুষের অবস্থা আরো চরম অবনতির দিকে গিয়েছে।
তাহলে পরে দিনের পর দিন যখন জিনিষপত্রের দাম বাড়বে তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে এবং সেটা রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করে না, সেটা নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এবং আমরা ৩০ বছর এটাই দেখে আসছি। আজকে আমরা সত্যি কথাটা বলতে চাই যে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এটা বুঝতে চাইছেন না। আজকে ভারতবর্ষের সংবিধানে যেখানে

হরিজনদের এবং সিডিউলড কাষ্ট সিডিউলড ট্রাইবসদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে ১০ বছরের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে উন্নত জাতির সংগে তাদের সমান করে দেবেন, সেখানে আজ প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যেও সেটা করা যায় নি। এই মানুষগুলি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। বরঞ্চ তাদের উপর আরও অত্যাচার সংগঠিত হচ্ছে। এমন কোন দিন নেই, যেদিন হরিজন গিরিজনদের উপর নির্যাতন হচ্ছে না। উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে এই ঘটনা চলছে। এদের জন্য সঠিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার পথ নির্দেশ দেবেন বলে আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু তারা তা পারেন নি। ফলে এই মানুষগুলো বিক্ষুব্ধ হয়ে অন্য পথ অবলম্বন করতে চলেছে। আজকে আমরা দেখছি উপজাতি অংশের লোকেরা খৃষ্ট ধর্মের লোকদের দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। মাদ্রাজে আমরা দেখেছি অনেক লোক মুসলমান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করছে এবং সারা ভারতকে মুসলিম দেশ বানাবার জন্য একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলছে। আজকেও আমরা দেখছি এই সমস্ত চক্রান্ত যারা করছে তাদের হয়ে আমাদের দেশের কিছু লোক দালালী করছে। যারা এখানে বসে বসে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছেন সেই উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হয়ে সেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমরা দেখছি কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার আসাম এবং ত্রিপুরায় এদের সংগে গাঁটছড়া বেঁধে নিজের অবস্থাটা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। আমরা দেখছি নগেনবাবু সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সংগে হাত মিলিয়ে আমাদের দেশের ঐক্য এবং সংহতিকে বিপন্ন করার চেষ্টা করছেন। যারা ধনবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী তাদের কাছে ধন এবং সাম্রাজ্যবাদই সবচেয়ে বড় জিনিষ, মানুষের স্বার্থ টা তাদের কাছে বড় নয়। তারা আমার দেশের ঐক্যকে এবং সংহতিকে বিপন্ন করে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এটাই চলছে কংগ্রেসী রাজনীতিতে। এটাই চলছে উপজাতি যুব সমিতির রাজনীতি।

স্কুলে সিডিউল্ড কাষ্ট সিডিউল্ড ট্রাইব্‌স ছেলেদের জন্য ষ্টাইপেণ্ডের হার কম ছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তাদের ষ্টাইপেণ্ডের হার ১২০ টাকা করেছে। আমরা দেখছি আজকে ছেলেরা বই পোষাক পাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত পরিকল্পনার পরেও আজকে অভিযোগ শুনতে হয় বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে আমাদের ছেলেরা বই ঠিকমত পায় না, সিডিউল্ড কাষ্ট সিডিউল্ড ট্রাইব্‌সএর ছেলেরা মেয়েরা প্রতি বছর সিডিউল্ড কাষ্ট সিডিউল্ড ট্রাইব্‌স সার্টিফিকেট প্রডিউস করতে হয়। অথচ আমরা আজকে জানি না স্কুলে এদের নাম ঠিক ঠিকভাবে তোলা হয় কিনা। যদি তোলা হয় তাহলে কেন তারা প্রতিবছর সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য হয়?

অপর দিকে আমরা দেখছি যে আজকে সিডিউল্ড ট্রাইব্‌স, সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ভূমিহীনদের উপর সারা ভারতবর্ষে অত্যাচার চলছে। আর একটি মাত্র সরকার, সে সরকার সমস্ত শক্তির মোকাবিলা করে, এইখানে গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন। স্বশাসিত জেলা পরিষদ তাঁরা করেছেন। কাজেই এটা বুঝতে হবে কারা তপশীলি উপজাতিদের দরদী। আর সারা ভারতবর্ষে তাদের উপর অত্যাচার চলছে। কাজেই দ্রাউবাবুরা যদিও উপজাতির জন্য দরদ দেখান, কিন্তু তারাই দিল্লীতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি তাদের ভক্তি দেখান। জেলা পরিষদের কাছে কি কি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেগুলি সমস্তই হাউসে বলা হয়েছে। অথচ তাঁরা এই জেলা পরিষদ বিল রূপায়িত হচ্ছে না বলে সারা ত্রিপুরাকে বিভ্রান্ত-

করছিলেন। আর যাদের জন্য এই জেলা পরিষদ তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন যে দল, যারা বলেছে যে আমরা রক্ত দেব তবুও জেলা পরিষদ মানব না, এমন কি নির্বাচন পর্য্যন্ত অংশ গ্রহণ করে নি তাদের সংঙ্গে উপজাতি যুবসমিতি নির্লজ্জভাবে মিশছেন। গুজরাটে সেই দল বলেছেন আমরা সংরক্ষণ ব্যবস্থা মানি না। আর নগেনবাবুর দল সেই যেমন রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনের মত অভিনয় করছেন। কাজেই এই বামফ্রন্টের বাজেট মানুষকে আশ্বস্ত করবে। অবস্থার কোন দিকে নগেনবাবুরা চলেছেন, সেটা বুঝতে পারছেন না। কিন্তু আমরা এই জিনিষটা বুঝতে পারছি যে বামফ্রন্টের এই বাজেটের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হয়েছেন এবং আমরা নিজেরাও আশ্বস্ত হয়েছি এবং আগামীতে সর্বভারতের মানুষ আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরন করবেন, এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই এবং আগামীতে সর্ব্ব ভারতে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্টিত হতে চলেছে, এটা নগেনবাবুরা বুঝেও উঠতে পারছেন না। কাজেই আপনারা এখন মৃত, আপনাদের দিন ফুরিয়ে গেছে, আপনারা এখন আপনাদের কপালের লিখন পড়ে নিতে পারেন। এই কথাগুলি বলে আমি বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা ;— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেট এই হাউসে উত্থাপন করেছেন, তাকে আমি আমার সমর্থন জানাই। যে বাজেট এই হাউসে উত্থাপিত হয়েছে, তাতে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন খাতে যে পরিমাণ টাকা ধরা হয়েছে এবং বামফ্রন্ট সরকার তার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে যত বেশী সম্ভব উন্নয়নমূলক কাজ করতে চাইছে, তার জন্য প্রতি বছরই অর্থ বরাদ্দ করার দরকার আছে এবং তা বাড়বেও। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত উন্নয়নমুলক কাজ কর্ম আমরা করতে যাচ্ছি কৃষি, শিল্প, জুমিয়া পুনর্ব্বাসন, ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্ব্বাসন, বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অববস্থা, তা অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থার জনগণকে যদি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে আমাদের বাজেট বরাদ্দ অবশ্যই বাড়াতে হবে এবং প্রতি বছরই এই বরাদ্দ বাড়বে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করছি যে বামফ্রন্ট সরকার কৃষি, শিক্ষা, জুমিয়া পুনর্ব্বাসন এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের জন্য কাজ কর্ম করতে গিয়ে যে কর্মসূচী নিয়েছে, সেইগুলিকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য ইন্দিরা গান্ধী চার দিক থেকে একটা ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। যেমন ভূমি আইন সংশোধনের নাম করে বা বন আইন সংশোধনের নাম করে ত্রিপুরা রাজ্যের খাস জমিগুলি কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের হাতে নিয়ে যেতে চাইছেন। ভূমিহীন ও জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের ক্ষেত্রে এই আইন আমাদের কাছে ভবিষ্যতে একটা বাধাস্বরূপ হয়ে উঠবে। এই জিনিসটা স্বভাবতই আমাদের সকলের বুঝা দরকার। কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্য, এটা বুঝতে চাইছেন না। আজকে যদি একটা স্কুল ঘর করতে হয়, তাহলেও সেটা করার জন্য আমাদের ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং তার থেকে অনুমতি নিয়েই আমাদের সেটা করতে হবে। শুধু কি তাই, ভুমিহীন এবং জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও আমাদের ইন্দিরা গান্ধীর অনুমতি নিতে হবে। এটা যেন ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষের সংগে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করার মত। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বিশেষ করে শ্রমজীবি মানুষ এই ধরনের আইনকে মানতে পারেনা এবং তারা এই

আইনের বিরোধিতা করার জন্য ক্রমেই ঐক্য বদ্ধ হচ্ছে যাতে করে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন তুলে নিতে বাধ্য হয়। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য দ্রাউ বাবু তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে বন কাটতে গিয়ে মোহিনী ত্রিপুরা পুলিশের গুলি খেয়ে মারা গিয়েছেন। কিন্তু আমি বলব জুম কাটার যে জন্মগত অধিকার মোহিনী ত্রিপুরা পেয়েছিল, সেটাকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন, তিনি মারা যাননি। কাজেই উনারা মোহিনী ত্রিপুরা সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে যে কথাটা বললেন, সেটা অত্যন্ত অন্যায্য। অন্য দিকে শ্রমজীবি মানুষের যে সমস্ত অধিকার তারা এতদিন ধরে সংগ্রামের মাধ্যমে আদায় করেছিল, ইন্দিরা সরকার তাদের সেই অধিকারকে কেড়ে নিয়েছে, এই দিকে কিন্তু আমাদের বিরোধী সদস্যদের কোন দৃষ্টি নাই। তারা বছরের মধ্যে ৫/৬ বার করে দিল্লী গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর দর্শন করে আসেন, কিন্তু ভুলেও ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত অসুবিধা গুলি আছে, সেগুলি সম্পর্কে তাদের নেতৃ ইন্দিরা গান্ধীকে একটি কথাও বলেন না। অথচ মুখে মুখে বলে বেড়াচ্ছেন যে উনারা নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের প্রকৃত বন্ধু অথবা উপজাতি দরদী। কিন্তু ফরেষ্ট আইনটা যদি ইন্দিরা গান্ধীর হাতে চলে যায়, তাহলে বিভিন্ন কনট্রাক টারের সংগে যোগাযোগ করে ফরেষ্ট অফিসারেরা ফরেষ্টের মধ্যে যে সমস্ত বড বড় গাছ আছে, সেগুলি কেটে বনটাকে পরিষ্কার করে দেবেন এবং নিজেরা টাকা পয়সা গুলি আত্মসাৎ করে নিবেন। কাজেই আমি এই হাউসের কাছে দাবী জানাব ফরেষ্ট অফিসারেরা যাতে কনট্রাকটারদের সংগে যোগাযোগ করে অথবা বন এলাকার পাশপাশি ধনী লোকেরা সংগে যোগাযোগ করে নীলামের নাম করে বনের বড বড গাছগুলি কেটে না ফেলতে না পারে, তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। কেন না, বন আমাদের প্রয়োজন এবং বনের প্রয়োজনে রিজার্ভ ফরেষ্ট থাকা একান্ত দরকার এবং সেই রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে যাতে এই কাণ্ড না হতে পারে, তার জন্য সরকার নজর রাখবেন। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী যাদব মজুমদার—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯ শে মার্চ্চ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে ১৯৮২—৮৩ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, তাকে আমি আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই। সমর্থন করি এজন্য যে এই বাজেটের মধ্যে এটা পরিষ্কার বুঝা গিয়েছে যে আগামী দিনে বিশেষ করে আগামী বছরে কি ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ কর্ম হবে এবং সেগুলি কি ভাবে কার্যে রূপায়িত হবে এবং তার জন্য যে পরিকল্পা দরকার সেই অনুসারে এই বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যদিও এই ব্যয় বরাদ্দ ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য খুব বেশী উল্লেখযোগ্য নয়, তথাপি বিগত দিনের তুলনায় এই বাজেটের মাধ্যমে জনগণের যে আশা আকাঙ্খা, তার পূরণ করা সম্ভব হবে। কারণ আমরা দেখেছি যে বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে প্রতিবছর যে ভাবে বাজেট তৈরী করতো এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য কম বেশী যে পরিমান অর্থ রাখা হত, তা যে কি ভাবে খরচ করা হত, তা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানতে পারতেননা। বরং আমাদের বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর বিগত ৪ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ কর্ম করবার জন্য বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ হয়, তা কিভাবে খরচ হচ্ছে, তার একটা প্রতিচ্ছবি রাজ্যের জনগনের

সামনে ফুটে উঠেছে। তেমনি আগামী বছরের জন্য সরকার কি কি উন্নয়নমূলক কাজগুলি করবেন, তার একটা প্রতিচ্ছবি এই বাজেটের মধ্যে পরিস্কার ভাবে রয়েছে। বিগত দিনে বিশেষ করে পানীয় জলের অভাবের কথা আমরা প্রায় সব জায়গাতেই শুনতে পেতাম, এবং এলাকার লোকেরা বলত যে আর কিছু করতে পার আর না পার, অন্ততঃ আমাদের পানীয় জলের ব্যবস্থাটা করে দিও, বাবু। আমরা ক্ষমতায় আসার পর, পানীয় জলের সংকট সবটা দূরীভূত না হলে, অনেক পরিমানে যে কমে গিয়েছে, তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমাদের রিসেসের সময় হয়ে গেছে। আপনি রিসেসের পরে বলবেন।

এই সভা বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রী যাদব মজুমদার।

শ্রী যাদব মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে গ্রামীন পানীয় জল সম্পর্কে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা দেখতে পাই বিশেষ করে গত ৪ বছরে পানীয় জলের উন্নয়নকল্পে এই সরকার কতটুকু কাজ করেছেন এটা গ্রামে গেলেই বুঝা যায়। আগের তুলনায় আজকে গ্রামের প্রতিটি মানুষ বুঝতে পেরেছে বিশেষ করে এই ৪ বছরের আগের কথা যখন আমরা চিন্তা করি ১৯৭৭ সালের আগের কথা যখন আমরা চিন্তা করি তখন দেখতে পাই ত্রিপুরার গ্রামে, পানীয় জলের কি দারুন সংকট ছিল। আর আজকে দেখা যায় প্রতিটি বছরেই প্রতিটি গাঁও সভাতে এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ৯টি ১০টি ১২টি করে টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল দ্বারা পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে আমি সাপ্লাইয়ের কথা বলছি ডিপ টিউব ওয়েল বসিয়ে গ্রামে গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটা আজকে গল্পের কথা নয়। এই ব্যবস্থা সব জায়গায়ই কম বেশী আছে। হয়ত আমাদের যতটুকু প্রয়োজন এই বামফ্রন্ট সরকার সেই প্রয়োজনের তুলনায় সবটুকু দিতে পারছেন না। সেজন্য দেখা গেছে আগামী আর্থিক বছরেও পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে সরকার অর্থের বরাদ্দ রেখেছেন এবং সরকার সেই ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। তারপর কৃষির ক্ষেত্রে কৃষির কথা যদি আমি বলতে যাই তাহলে আমাকে বলতে হয় যে বিগত দিনগুলিতে ত্রিপুরার মাঠগুলির মধ্যে খুব কম মাঠের লিফ্‌ট ইরিগেশান শ্যালো-টিউব ওয়েল এবং নদী ও ছড়াতে বাঁধ দিয়ে ইরিগেশানের ব্যবস্থা ছিল। আর আজকে এই ৪ বছরে যদিও প্রয়োজনের তুলনায় কম তবু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ত্রিপুরার মাঠ-গুলিতে প্রচুর ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে চাষীরা বলেছে যে এই ভাবে সরকার আমাদের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করবে এটা আমরা আগে কল্পনা করতে পারি নাই। আজকে তারা বলেছে যে, আমাদের এত জমি লাগে না পরিবারের ৫/৭ জন আছে এমন পরিবারের জন্য ৫ কানি ১০ কানি জমি থাকলেই চলে যদি আমরা সেই সব জমিতে ৩ ফসল করতে পারি। আজকে চাষীরা শুধু একটা অসুবিধা আছে সেটা হল তারা যে সব ফসল ফলায় যেমন আলু, বেগুন ইত্যাদি সেই সব ফসলের জন্য তারা ন্যায্য দাম পায়। কারণ ত্রিপুরাতে হিমঘরের অভাব

আছে সেজন্য কৃষকেরা নায্য দাম পায় না। সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার স্বিয়ম্বর করার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং সেজন্য বাজেটেও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যাতে আরও স্বিয়ম্বর করা যায়। এই ভাবে যদি বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা নেন তাহলে তারা দুই বেলা ভাত খেতে পারবে। তবে পরোক্ষ করের মাধ্যমে শুধু পরোক্ষ কর নয় প্রত্যেক করের মাধ্যমেও যে ভাবে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কিছুই করার নেই। তবু রাজ্য সরকার ট্যাক্স বসানো দূরের কথা এই সরকার জমির খাজনা মকুব করে দিয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে সাবসিডিও দিয়েছে। তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কথা বলতে হয় যে স্কুলের বেতন মকুব করে দেওয়া হয়েছে এই ব্যবস্থা আগে ছিল না। এছাড়াও স্কুল ঘর তৈরী, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই বামফ্রন্ট সরকার যে ভাবে কাজ করে চলেছে সেটা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সংগে তুলনায় সত্যিই প্রশংশনীয়। আর দাঙ্গার ব্যাপারে ত্রিপুরায় দাঙ্গা বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার জনগনের সহযোগিতায় যে ভাবে দাঙ্গাকে বন্ধ করেছে ইহা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যেও সম্ভব হত না। আজকে ত্রিপুরার মানুষ এটা পরিস্কার বুঝতে পেরেছে যে বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মোদ্যোগ নিয়েছেন এটা কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দ্বারা বন্ধ করা যাবে না। কাজেই আমি বাজেটকে সমর্থন জানাই কারণ এই বাজেট দ্বারা ত্রিপুরার শতকরা ৮০ জন মানুষের উপকার হবে এই আশা রেখে আমি বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(ইনক্লাব জিন্দাবাদ)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রী রাম কুমার নাথ

শ্রী রামকুমার নাথ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯শে মার্চ্চ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮২-৮৩ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করেছি এবং সমর্থন করে আমি এই কথাই বলছি যে বামফ্রন্ট সরকার গত ৪ বছর যে বাজেটগুলি তৈরী করেছে সেই বাজেটগুলির মাধ্যমে ত্রিপুরাকে উন্নত করার জন্য ত্রিপুরাকে নূতন করে গড়ে তুলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন এবং এই বাজেটের মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে। সেই জন্য এটাকে সমর্থন করি। আমি লক্ষ্য করেছি এই বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন খাতে যেমন শিক্ষা, শিল্প, সমবায় এবং আরও অন্যান্য খাতে টাকা ধরা হয়েছে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে কৃষিখাতে যে টাকা ধরা হয়েছে এটা ত্রিপুরার শতকরা ৯০ ভাগ কৃষক উপকৃত হবেন। কাজেই এই বাজেট ত্রিপুরার শ্রমজীবী মানুষের বাজেট। আমরা লক্ষ করেছি বিগত ১৯৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১ সালে যে বাজেটগুলি তৈরী হয়েছিল সেগুলিও ত্রিপুরার শ্রমজীবী মানুষের জন্যই করা হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে এই বিধানসভায় প্রকাশ পেয়েছিল যে ত্রিপুরায় শতকরা ৮৩.৩ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। শ্রমজীবী দিনমজুর যারা তারা আজকে এই মার্চ্চ মাসে ৮/৯/১০ টাকা মজুরী পাচ্ছেন। ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে এই সরকার শ্রমজীবী মানুষদেরকে কাজ দিয়েছেন। আমরা আগে কংগ্রেস আমলে দেখেছি এই জুন মাসে গ্রামাঞ্চলের মানুষ অনাহারে, অর্দ্ধাহারে তাদের দিন কেঁটেছে। কিন্তু এখন সেই গ্রামের মানুষ ক্ষেতে, খামারে কাজ পাচ্ছে। তাদেরকে আজ অর্দ্ধাহারে অনাহারে থাকতে হচ্ছে না। আগে একজন গ্রামের ছোট কৃষক ১৫ দিনের জন্য

চড়া হারে সুদে টাকা মহাজনদের কাছ থেকে ধার নিত এবং এই ১৫ দিন পর তাকে ডাবল টাকা দিয়ে ধারের টাকা শোধ করতে হত। সেই জন্য বামফ্রণ্ট সরকার এই গরীব মানুষ যাতে সহজে টাকা পায় তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন এবং এই বাজেটের মধ্যে সেটা প্রতিফলিত হয়েছে। এর আগে কংগ্রেসী রাজত্বে শচীনবাবু, সুখময় বাবুদের আমলে গরীবি হঠাও শ্লোগান দিত এবং এই ব্যাপারে তারা এই হাউসে প্রস্তাব পাশ করেছে সর্ব্বসম্মতিক্রমে। সেই দিন এই বিধানসভায় তিনজন বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন। এই বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এসে কৃষকের জমির খাজনা মুকুব করেছে এবং যারা গরীব মানুষ দিন আনে দিন খায় তাদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে টাকা দিয়ে সাহায্য করছে। আজকে আমরা দেখি কেন্দ্রীয় সরকার তার বাজেটের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার টেকস বসিয়েছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট অত্যন্ত প্রসংশনীয়। এখানে ত্রিপুরার মানুষের উপর কোন টেকস্ এই সরকার চাপিয়ে দেন নি। তাই এই বাজেট ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ১৯৭২ সাল থেকে ত্রিপুরায় গরিবী হঠাও বাহিনী তৈরী করা হয়েছিল। ১৯৭৫,৭৬, ৭৭ সালে আমন ধানের সময় আমরা দেখেছি গ্রামের গরীব কৃষকের বাড়ীতে কংগ্রেস সরকার পুলিশ মিলিটারী পাঠিয়েছে লেভি আদায়ের নাম করে। আজও ত্রিপুরার মানুষ সেই আতংকগ্রস্থ দিনগুলির কথা ভুলে নাই। লেভির ধান দিতে গিয়ে গ্রামের মানুষকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকতে হয়েছে। সেইজন্যই ত্রিপুরার মানুষ ১৯৭৭ সালে নির্ব্বাচনের মাধ্যমে বামফ্রন্টকে জয়যুক্ত করে ক্ষমতায় বসিয়েছে। তারপর থেকে বামফ্রনট সরকার যে কাজ করে যাচ্ছেন তা প্রশংসনীয়। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে উপজাতি, তপশিলী জাতি তাদের জন্য সংরক্ষিত চাকুরীর কোটা পূরণ করা হচ্ছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে উপজাতিদের মধ্যে উপযুক্ত চাকুরীর প্রার্থীই পাওয়া যাচ্ছে না। যার ফলে এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে উপজাতিদের ঐ কোটাগুলি সাধারণ প্রার্থী দিয়ে পূরণ করার জন্য। এই সংগে বলতে চাই আমরা লক্ষ্য করেছি দৈনিক সংবাদ প্রতিদিন বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচার করছে। ১৯৭৮ সালে এই বিধানসভায় জানুয়ারীতে প্রশ্নোত্তরের সময় বলা হয়েছিল যে ত্রিপুরায় শতকরা ৮৩.৩ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন। কিন্তু দৈনিক সংবাদ এই বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছে যে ১৯৭৮ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত এই বামফ্রন্ট সরকারের শাসনে ত্রিপুরার মানুষের শতকরা ১৬ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে নেমে গেছে। এর আগে ৭৭% ভাগ ছিল, অর্থাৎ গরীবের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুদিন আগে দৈনিক সংবাদ একটা মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছে। সেটা হল—বিধায়ক রামকুমার নাথ তিলথৈ সরকারী স্কুলের জায়গা দখল করে আছেন। দৈনিক সংবাদ এমনিভাবে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করছে।

কিন্তু তিলথৈ কোন সরকারী স্কুলের একমাইলের মধ্যে জায়গা নেই। এটা মিথ্যা প্রচার। আক্রোশের জন্য এই রকম মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :—বেনামীতে জায়গা আছে)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের স্বার্থে করা হয়েছে। আগের মত শোষণ যুক্ত বাজেট বামফ্রন্ট করে না। তাই তাঁদের দুঃখ হচ্ছে। মাননীয়

উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি, কংগ্রেস (আই), আমরা বাঙালী এবং উপজাতি যুব সমিতি মিলে ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করার জন্য বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার গরীব এবং অবহেলিত মানুষের স্বার্থে কাজ করছে দেখে এই সরকারকে হেয় করার জন্য এক চক্রান্ত চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বাজেটের যে বিরোধীতা হচ্ছে তাকে পূর্ণ প্রত্যাখান করে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

॥ ইনক্লাব জিন্দাবাদ ॥

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীজিতেন্দ্র সরকার। অনুপস্থিত। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯শে মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য এই বাজেট সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেট যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব, এটা একটা জন বিচ্ছিন্ন বাজেট। এটা একটি উর্বর মস্তিস্ক প্রসূত যার সঙ্গে ত্রিপুরার মাটির সম্পর্ক নেই। তাছাড়া এই বাজেটের জন্য যে ভাবে সূচী পত্র এই অ্যাসেম্বলী হাউসে প্রবেশ করা হচ্ছে এবং বাইরেও প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়েছে তাতে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, এটা একটা অলংকৃত বাজেট এবং বামফ্রন্ট অযোগ্যতারই পরিচয় মাত্র। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ভাবে প্রেস রিলিজ দিয়ে বাইরে পত্র পত্রিকায় কোন বিবৃতি দেওয়া যেতে পারে কিনা তা আমার জানা নেই। তবে যদি ব্যাখার প্রয়োজন হয়, তাহলে হাউসে পেশ করতে পারতেন এবং এটা সঙ্গত কারনেই আমরা অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু হাউসে কোন মেম্বারের কাছে নোটিশ না দিয়ে বাইরের পত্র পত্রিকায় প্রচার করা এটা এই হাউসের পক্ষেও অবমাননাকর এবং এটা অপমান-জনক কাজ হয়েছে এই হাউসের ষ্টেটাসকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে বলেই আমি মনে করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেটে যে সূচী পত্র দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ভুল রয়েছে এবং এই সূচী পত্রের বাইরেও প্রচুর ভুল রয়েছে। আমি এই ভুলের অনেক উদাহরণ দিতে পারি। বাজেটে হিসাবের গণ্ডগোল হয়েছে। হয়তঃ এটা প্রেসের গণ্ডগোল হতে পারে। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যা, তাতে আমি বলতে পারি, দোকানের খাতাও তার থেকে অনেক শুদ্ধ হিসাব থাকে। রাজ্যের বাজেট এত ভুল, এত ত্রুটি এটা অকল্পনীয় এবং দোষণীয়ও বটে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকের ছাপানো প্রশ্ন পত্রেও এই রকম ভুল দেখেছি। প্রেস কি ভাবে ভুল করছে তা আপনারাও দেখেছেন। আমরা জানি ছাগল জেমা নামে জায়গা আছে কিন্তু প্রশ্ন পত্রে দেখলাম ছাগল দেখা। এটা ভয়ানক ভুল। এই ভাবে লাইনে লাইনে ভুল ত্রুট রয়েছে। এটা মাননীয় সদস্য রতি বাবুও বলেছেন, এবং তদন্তের দাবী জানিয়েছেন। জন স্বার্থে এটার তদন্ত হওয়া দরকার আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেটের একটা বিরাট বৈশিষ্ট হচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকার বছর বছর কর বিহীন বাজেট প্রনয়ণ করে আসছেন। সেই পুরানো ট্রাডিশান অনুযায়ী তা করা হচ্ছে। ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে বামফ্রন্ট সরকার কর মুক্ত বাজেট পেশ করছেন। সাধারণ মানুষের কাছে জন প্রিয় হবার বাসনাই তা করছেন। সেউলিয়া মনোভাব থেকেই এই নীতি অবলম্বন করছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, এই বাজেট জন বিচ্ছিন্ন বাজেট এবং এটার সঙ্গে ত্রিপুরার মাটির কোন সম্পর্ক নেই। এখানকার ক্ষমতাসীন আমার সদস্য বন্ধুরা যেহেতু জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন তাই তাঁরা এটার মধ্যে অনেক কিছু জন কল্যাণ মুখী কাজ দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে বলছেনও। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের আবেদন করব, আপনারা দেখুন, পুলিশ খাতে ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে বর্তমান সময়ে ৪ গুণ বৃদ্ধি করা হলো, রেভেনিউ অকস্পেণ্ডিচার ৫ গুণ করা হলো। এটাও আপনারা লক্ষ্য করুন। আপনারা সেই সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করুন, কোন নূতন সম্পদ সৃষ্টি হয় নি। আরও পুরানো যে সম্পদ ছিল তাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি, খরার সময় মাইনর ইরিগেশান ঠিক ভাবে কাজ করে নি। এডুকেশান খাতে ৫ গুণ বৃদ্ধি করা হলেও শতকরা ৮০ টা স্কুলে মাষ্টার নাই। পড়া শুনা হচ্ছে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পুলিশ খাতে ৭৬-৭৭ সালে ২.৫০ কোটি টাকা ছিল আর আজ বৃদ্ধি করে ৬ কোটি টাকার মত হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এস. পি. এবং ডি. এস. পি. এর সংখ্যা যে ভাবে বাড়ানো হচ্ছে সেই তুলনায় অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে খুন, ডাকাতি, জখম একটা নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষগুলির জীবনের নিরাপত্তা আজকে অনিশ্চিত। বামফ্রন্ট এর ক্ষমতাসীন কালে আইন শৃংখলার এই ক্রমাবনতি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতি বছর বছর। বাজেটের বহর বাড়ানো হচ্ছে যে ভাবে, অপর দিকে বাজেটের পারফরমেন্স হচ্ছে ক্রমাবনতি। এই বাজেটে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে আমার গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রবাসীগন। এই বাজেট শুধু কর্মচারীদের বেতন ভাতার উপরই সীমাবদ্ধ এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, একমাত্র সরকারী কর্মচারীদের ছাড়া আর বাকী অংশের জন্য বিশেষ কিছুই করতে পারিনি। এই হচ্ছে অবস্থা। তা নাহলে সমন্বয় কমিটির লোকেরাতো ব্যাগু নিয়ে মিছিল সমাবেশ করবেনা। তাই তাদের বেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের জন্য বসানো হয়েছে পে-কমিশন। কিন্তু যারা রাজ্যের সম্পদ সৃষ্টি করছে সেই কৃষকদের জন্য তো এই বাজেটের মধ্যে কোন সংস্থান নেই। তারা বরাবরই উপেক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। যারা জুম চাষ করছে সেই জুমিয়াদের জুম চাষ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করা হচ্ছে। পুলিশ তাদেরকে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। উপজাতি কলোনীগুলি দিনের পর দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। সারা রাজ্যে জুড়ে আজকে খাদ্যের এক ভয়াবহ অবস্থা। কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির বিপক্ষে আমি বলছি না। সরকার কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাড়িয়ে যাচ্ছেন কিন্তু পক্ষান্তরে তারা কি করছে? এই সমন্বয় কমিটির লোকেরা আজকে অফিস আদালত বর্জন করেছেন। আজকে অফিস আদালত গুলিতে একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, কোন কাজ হচ্ছেনা। কর্মচারীরা সমস্ত কাজ আটকিয়ে রেখেছে। আর বামফ্রন্ট সরকার দিনের পর দিন তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে যাচ্ছেন। যাদের মাধ্যমে এই বাজেট কার্য্যকর হবে সেই কর্মচারীরা অফিস আদালতে কোন কাজ করছেনা। এটা আজকে ওপেন সিক্রেট যে এই কর্মচারীরা অফিসে কোন কাজ করছেন না। যে সমস্ত অফিসাররা কাজ করতে চান তাদেরকে কি করে ঘেরাও করা যায়, তাদের গাড়ী কি করে আটকানো যায়, কি করে অফিস

গুলিতে বিসৃংখলার সৃষ্টি করা যায়, সেই চিন্তায় সমন্বয় কমিটি মশগুল । স্যার, একটা বাজেটের সাফল্যের মাপকাঠি হচ্ছে নুতন সম্পদ সৃষ্টির কিন্তু প্রশাসন যদি দিনের পর দিন অচলাবস্থায় থাকে তাহলে উন্নয়নমূলক সমস্ত কাজই তো বন্ধ থাকবে। সম্পদ সৃষ্টিকারক সেই কৃষকদের জীবন যাত্রার মান যদি ক্রমাবনতি হয় তাহলে এই বাজেটের তো কোন সফলতা নেই । কাজেই আজকের এই বাজেট সাধারন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করছে এক বিরাট হতাশা। এই জনকল্যান বিমুখ বাজেট, মাটির সংগে সম্পর্ক বিহীন বাজেট ত্রিপুরা রাজ্য বাসীর কেন মঙ্গল সাধন করবেনা। এই বাজেট আগামী দিন গুলিতে আরও বেশী দারিদ্র, বেদনা, হতাশাই সৃষ্টি করবে, আইন শৃংখলার হবে আরও ক্রমাবনতি। এটাই হবে বাজেটের নীটফল। স্যার, আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকারের আসার পর সারা রাজ্যে কি করে দুর্নীতি ছড়িয়ে পরেছে। আমরা দেখেছি এখানকার বাম মন্ত্রীরা ইলেকশানের সময় গাড়ীতে চড়ে যান, সংগে নিয়ে যান সরকারী ফিল্ম। রাজ্য বাসীকে তারা নুতন নুতন বক্তব্য শুনান যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরকে টাকা দিচ্ছেন না । কিন্তু এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে আগের তুলনায় কেন্দ্রীয় সাহার্য্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটা আমরাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তুলনায় সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে কতখানি ? এখানে বাজেট ঘাটতি দেখানো হয়েছে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা । কিন্তু সঠিক তথ্য নয়। ঘাটতি আরও বেশী হবে। বিগত বাজেট গুলিতেও ঘাটতি দেখানো হয়েছে। এই ঘাটতি বৃদ্ধির প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টি করতে পারিনি। শুধুমাত্র বয়স্কদের পেনশান, মিড-ডে মিল চালু করলেই তো হবে না, নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। তা না হলে এটা হবে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মতন । এগুলি চালু করে সাময়িক রাজনৈতিক মুনাফা অর্জন করা যায়, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন করা সম্ভব নয় । কাজেই সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে, সেই সম্পদকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে আমাদের নিজস্ব সম্পদ নাই। এক সম্পদ সৃষ্টি করা যায় করারোপন করে। এই ভাবে এক দিকে করারোপ করে আর অপর দিকে বৃদ্ধদেয় পেনশান, মিড-ডে মিল চালু করাকে সেবা মূলক কজে বলা যায়না। এগুলি সাধারন মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কিছু রাজনৈতিক মুনাফা লুঠা। কাজেই এই যে বাজেটের ঘাটতি, সেই ঘাটতি আরও বৃদ্ধি পাবে এবং এই যে ঘাটতি বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্ট সরকারের তিন-চার বছরের অপশাসনই দায়ী। আজকে যদি আমরা কৃষকদের জীবনযাত্রা মানোন্নয়ন করতে পারতাম, বাজেটের টাকাকে কাজে লাগিয়ে নূতন শিল্প সৃষ্টি করতে পারতাম, তাহলে আমাদিগকে এইভাবে আর কেন্দ্রের উপর বসে থাকতে হত না। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের সাধারণ লোকদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিচ্ছে। আজকে যদি আমরা দেখতাম যে কেন্দ্রের টাকা দিয়ে নূতন সম্পদ সৃষ্টি করা হত, নুতন ভাবে আর্থিক ইনফ্রাষ্ট্রকচার গড়ে তোলা যেত, যদি নূতন নূতন রাস্তা গড়ে তোলা যেত, যদি কল কারখানা গড়ে তোলা যেত, তাহলে সাধারন মানুষ নিশ্চই তাদের পাশে থাকত। আজকে তারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চীৎকার করছে, কিন্তু রাজ্যের সাধারণ মানুষ তাদের পাশে আসছেনা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্যই তারা এই রচনা করেছে । উদ্দেশ্য মূলক ভাবে ঘাটতি বাড়াচ্ছেন, তারা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে নন্‌-প্ল্যানে অতিরিক্ত টাকা খরচ করছেন, তারা দলীয় লোকদের পাইয়ে দেবার জন্য

বাজেটের টাকা অপব্যয় করছেন। আর তাদের এই সমস্ত কার্য্যকলাপে ঘাটতি বাড়ছে বলে, সেই ঘাটতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। এই ভাবে একটা রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে জন বিচ্ছিন্ন যে বাজেট তৈরী হয়েছে সেটা কীর্ত্তনের আসর জমানো যাবে। রাজ্যের সার্বিক উন্নতির দিকে যদি চেয়ে দেখি তাহলে হতাশ না হয়ে যায় না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সেই কারণেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না কারণ এই বাজেটকে যদি সমর্থন করতে চাই তাহলে আগে দুর্নীতিকে সমর্থন করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে পলিটিক্যাল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার যে একটা প্রচেষ্টা নিচ্ছেন সেই হাতিয়ার হিসাবে এই বাজেটকে ব্যবহার করার পক্ষে সায় দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা চাই জনকল্যাণমূলক বাজেট যেখানে ত্রুটি থাকবে না। শুধু কর্মচারীদের জন্য বাজেট তৈরী করলেই চলবে না, যে সব গরীব জুমিয়া কৃষক এবং দিনমজুর আছে তাদেরও জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হয় তাই তাদের জন্যও সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এই কারণেই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না এবং মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো আপনারাও এই ধরনের বাজেটের সমর্থনে না গিয়ে রাজ্যবাসীর সমস্যার কথা চিন্তা করে এগিয়ে আসুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ব্রজগোপাল রায়কে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী ব্রজগোপাল রায় :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ২০ শে মার্চ ১৯৮২ ইং সনে যে বাজেট এই হাউসে উপস্থিত করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারনে যে, এই বাজেট নিশ্চই সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরার সর্ব্বস্তরের জনগণের মৌল চাহিদা মেটাতে পারছে না কিন্তু এই কথা সত্যি যে এই বাজেটের মধ্যে এখন একটি দৃষ্টি ভঙ্গি আছে যার দ্বারা ত্রিপুরার গরীব মেহনতী অংশের যে মানুষ তাদের স্বার্থ রক্ষা করার চিন্তা এই বাজেটের মধ্যে পরিস্কার ভাবে উল্লেখ আছে। এই বাজেট সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য বিরোধী গ্রুপের মাননীয় বিধায়করা রেখেছেন। তাঁরা এই বাজেটকে জন বিছিন্ন বাজেট বলেছেন এবং ঘাটতি বাজেট ইত্যাদি ইত্যাদি না না রকমের কথা বলেছেন। কেন এই বাজেটকে জন বিচ্ছিন্ন বাজেট বলেছেন যদি তাঁরা সেটা পড়ে দেখতেন বা বাজেটকে বিচার-বিশ্লেষন করে বলতেন তাহলে বুঝতে পারতেন। এই যে বাজেট তৈরী করা হয়েছে তার একটা প্রেক্ষাপট আছে। এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল বিশিষ্ট বিচারক শ্রীননী গোপাল পালকিওয়ালা ১৯৮২-৮৩ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন এই বাজেট জনগনের মঙ্গল করতে পারে না এবং দেশের বে-সরকারী উদ্যোগে বিঘ্ন ঘটাবে এটা লক্ষ্য করার মতো কথা। কারণ কেন্দ্রীয় বাজেট গোটা ভারতবর্ষে প্রভাবিত করছে। ত্রিপুরাও এই কেন্দ্রের বাজেটের মধ্যে ধরা থাকবে। মধ্য বিত্ত সম্প্রদায়কে এই বাজেটের ফল ভোগ করতে হবে কারন তাদের জন্য কোন রকম ছাড় দেবার ব্যবস্থা হয় নি কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত কর ধার্য্য করেছেন ১৩ শত কোটি টাকার। বর্ত্তমান বছরের মুদ্রা স্ফীতির হার ১০ শতাংশ। এর সঙ্গে কোন রকম সমতা ছাড়াই কর ধার্য্য করা হয়েছে। তার প্রভাব রাজ্যগুলির উপর পড়বে অত্যাবশ্যকীয় পন্যের দাম রেলের ভাড়া, রেলের মাশুল ইত্যাদি বাড়িয়ে দিয়েছেন

কাজেই আয় ব্যয় সংক্রান্ত সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে গোটা ভারতবর্ষে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী শ্রী প্রনব মুখার্জি জ্ঞাত, ২২ ৯ কোটি টাকা সাধারণ মানুষের কাধে চাপিয়ে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার জিনিষপত্রের দাম কয়েক দফায় বাড়িয়ে তার বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। এই সব দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে ঘাটতি বাজেট রচনা করা হয়। এতক্ষণ বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রাখছিলেন মনে হচ্ছিল যেন হিজ মাষ্টার ভয়েজ শুনছি, তিনি কেন্দ্রের কথা যেন প্রতিধ্বনি করেছেন, যেন মনে হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য সরকারের কাছে তার কাজের সমালোচনা করা হচ্ছে। শুধু ঢাক ঢোল বাজালেই চলবে না। ত্রিপুরাকে দেখতে হবে এবং ত্রিপুরার মানুষের কথা চিন্তা করতে হবে। তিনি বলেছেন ত্রিপুরার মাটির সঙ্গে এই বাজেটের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নেই তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই বড় মুড়ায় যে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে এটা কার স্বার্থে? ত্রিপুরার জনগনের স্বার্থে। এখানে দ্বিতীয় একটা পাট কল স্থাপনের চেষ্টা চলেছে এবং একটা কাগজ কল তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এটাও ত্রিপুরার জনগনের স্বার্থেই করা হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি দিনের পর দিন বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে। কেন্দ্র তার জন্য পুরোপুরি দায়ী এবং সাধারণ মানুষের উপর এই বোঝা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তারফলে জনগণের জীবন যাত্রা দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে কাজেই তাদের কথা আমাদের ভাবতে হবে এবং আমাদের সেই মানুষের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে এবং এই সমস্ত কাজ করার জন্য আমরা যে কর্মসূচী নিয়েছি এবং যে বাজেটের কথা বলেছি সেটা বাজেট হিসাবে নয়। সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। ঘাটতি বাজেট তো শুধু ত্রিপুরায় হয় নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বাজেট পেশ আরম্ভ হয়েছে আপনারা যদি পত্রিকা পড়েন তাহলে দেখবেন অধিকাংশ রাজ্যেই ঘাটতি বাজেট হয়েছে। কারণ, দেশের প্রয়োজনে বাজেট রচিত হয়। দেশের জনগণের প্রতি লক্ষ্য করেই বাজেট তৈরী হয়। ত্রিপুরার এই বাজেট জনগণের উন্নতির স্বার্থেই তৈরী হয়েছে। কাজেই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। আবোল তাবোল কথা বলে জনগনকে বিভ্রান্ত করা যায় কিন্তু জনগণের মনের নাগাল পাওয়া যায় না। এই বাজেটে বিভিন্ন কর্মোদ্যোগে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কর্মোদ্যোগ বাধা দেওয়ার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্র উঠে পড়ে লেগেছে। মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের আমি বলতে চাই জুনের যে দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিল, এটা কি ত্রিপুরা জনগণের স্বার্থে? আপনারা এইভাবে জাতিতে দাঙ্গা লাগিয়ে, সম্প্রদায়ে ঝগড়া বাধিয়ে আপনরা রাজনীতিগত ফায়দা লুটতে পারেন, কিন্তু এই দাঙ্গায় ত্রিপুরার যে ক্ষতি করেছেন সেটা কোন দিনও পূরণ হবেনা। কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে এই দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির জন্য। কিন্তু এই টাকা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হত তাহলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের আরও উন্নতি হত। সুতরাং যে কাজ করেছেন তা যে দায়িত্ব জ্ঞান হীনতার পরিচয় দিয়েছেন তা বুঝতে পারা যায়। আজকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্কুল ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই স্কুল ঘর নির্মাণ করতে লক্ষ লক্ষ টাকা লাগছে। এইভাবে টাকাগুলি অযথা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে ঐ প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্য। তারা নানাভাবে বামফ্রন্ট সরকারের অগ্রগতি মূলক কাজকে বাধা দেওয়ার জন্য উঠে পরে লেগেছে। তৈদু সম্মেলনে উপজাতি

যুবসমিতি যোগদান করেছিল। তারা সেখানে বিদেশী বিতাড়নের কথা বলেছিল। একটা কথা এখানে সাবধান করে দিতে চাই, ত্রিপুরা সরকার বাজেটের মধ্যে পুলিশের জন্য যে বরাদ্দ রেখেছেন, তা সেই পুলিশকে দিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য নয়, যারা এখানে অন্যায়কারী আছে, যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী তাদের কঠোর হস্তে মোকাবিলা করার জন্য। যাতে তারা সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করতে না পারে। জাতিতে জাতিতে আর বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করতে না পারে। সুতরাং তাদের যে গালভরা বুলি তা দিয়ে তারা বাঁচতে পারবে না। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে ছাপাখানার কাজ হচ্ছেনা বলে অভিযোগ করছেন। কিন্তু আমি তাদের বলতে চাই তারা যে প্রভুরদের হয়ে উকালতি করছেন তাদের আমলে সরকারী একটা চিঠি ছাপানোর জন্য কলকাতায় দুজনকে দিয়ে পাঠানো হত তাদের টি, এ, এবং ডি, এ, দিয়ে। কিন্তু এখন সরকারী সবকিছু ছাপানো হচ্ছে আমাদের এই ছাপাখানায়। বিধানসভার যাবতীয় প্রসিডিংস পর্যন্ত এই ছাপাখানায় ছাপানো হয়।' কিছু কিছু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। এই ভুলের জন্য কর্মচারী দায়ী না। এই ত্রুটি নানা কারণে হতে পারে কাজেই যে ভুল ত্রুটি গুলি শুধারাণোর জন্য চেষ্টা করা হবে। কাজেই এই জিনিসটাকে মুলধন করে বিরোধী দলের সদস্যদের বুলি আওড়ানের মত এমন কিছু আছে বলে আমি মনে করিনা। কায়দা করতে পারেবে বলে আমার মনে হয়না। এই বাজেট জনগণের স্বার্থকে লক্ষ্য করেই রচিত হয়েছে। যেমন কৃষি খাতে, এটা আমরা যদি কৃষির অবস্থা কি ছিল, এখন কি হয়েছে? এই পার্থক্যটা যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলেই বুঝা যাবে বামফ্রন্ট সরকার এই ৪ বছরে কি করেছে। ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে, পাহাড়ে যেসব জুমিয়ারা আছেন তাদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কি করেছেন, আজকে তাদের অবস্থা কি? সেইটা তুলনা মূলকভাবে বিচার করলে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেক উন্নতিমূলক কাজ করেছে। কিছু কিছু লোক আছে, যারা আর এখন টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারছেনা। সাধারণ মানুষকে খাদ্যের অভাবে এখন আর ব্লক অফিসে গিয়ে ঘেরাও করতে হয়না। কারণ তারা এখন মাঠে ময়দানে কাজ করে দুটো খেতে পারে। এই ব্যবস্থাটা বামফ্রন্ট সরকার আমলে হয়েছে। যদিও এই জিনিষটা প্রয়োজন তুলনায় যথেষ্ট নয়, তবুও এটা মন্দের ভাল। এই বাজেট যেহেতু গরীব জনগণের স্বার্থে, সমাজের পিছিয়ে পড়া, নীপিড়িত, শোষিত জনগণের স্বার্থকে লক্ষ্য করেই রচিত হয়েছে তার জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি এবং আশা করব বিরোধী দলের সদস্যরাও এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বর্তমানে ১৯৮০-৮৩ সনের ত্রিপুরার যে বাজেট উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেই বাজেটের সাধারণ আলোচনায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের ধন্যবাদ। তারা বাজেটের অনেকটা দিক তুলে ধরে তারা একটা মূল্যায়ন করেছে। আমি আমার দপ্তর সম্বলিত যে বাজেট আলোচনা তার সীমাবদ্ধ রাখবো। এবং সামগ্রিক

ভাবে বামফ্রন্ট সরকারের যে কাজকর্ম তার যে মূল্যায়ণ তা বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরা তা উপস্থাপিত করবেন। আমরা কখনই এই কথা দাবী করি না যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের যে, প্রয়োজন সে সমস্ত চাহিদা বামফ্রন্ট সরকার গত ৪ বৎসরে পূরন করতে পেরেছে বা বর্ত্তমানে যে বাজেট উপস্থাপিত হয়েছে সেই বাজেটের দ্বারা জনগণের সবকিছু চাহিদা পূরণ করা যাবে। কারণ আমরা জানি বর্ত্তমানে যে সমাজ ব্যবস্থা আমুল পরিবর্ত্তন ছাড়া এর কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তা বলে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছুই করা যাবেনা সেই কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমরা জানি আমাদের আর্থিক ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই ৪ বৎসরে অনেক উন্নতিমুলক কাজ করেছেন। ১৯৭৫-৭৬ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে শিক্ষা খাতে বাজেট ধরা হয়েছিল ৮ কোটি ২৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। ৭৬-৭৭ সনে সেটা বেড়ে ৯ কোটি ৮১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকায় দাড়িয়েছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেই বাজেটের অংক শিক্ষা খাতে বাড়িয়ে ১৯৮১-৮২ সালে ১৯ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এবং ১৯৮২-৮৩ সনে বর্ত্তমান বাজেটে শিক্ষা খাতে ২৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই দিগুণ্ণের বেশী প্রতি বৎসর শিক্ষা খাতে বাজেট করা হয়েছে। শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতি এবং শিক্ষার সম্প্রসারণ স্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুধু প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়েছে ৫৭৮টা এই বৎরের মধ্যে। সিনিয়ার বেসিকের স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়েছে ১৮৭টা। হাই স্কুল করেছে ৮৭টা এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করেছে আরও ৪২টা। আগে যা ছিল তার তুলনায় এখন অনেক বেড়েছে। বামফ্রন্ট সরকার সীমাবদ্ধ আর্থিক সম্পদের উপর দাঁড়িয়ে পদক্ষেপগুলি নিয়েছেন, এইটা অন্তিতপক্ষে যাদের চোখ খোলা আছে তারা দেখতে পাবেন। ত্রিপুরা রাজ্যকে যে অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল, সেই অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করে তাকে আরও বেশী অগ্রসর করতে অনেক বেশী সময়ে প্রয়োজন হবে। বর্তমান ১৯৮১-৮২ সালে যে আর্থিক বছর যেটা ৩১শে মার্চ শেষ হয়ে যাবে, এই কিছুদিন আগে আমরা আরও ৩০০টি প্রাইমারি স্কুল, সিনিয়র বেসিক ২৪টি, হাই স্কুল ১৮টি, করেছি। হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ১২টিকে চলতি আর্থিক বছরে করে নিয়েছি। এটা নিশ্চয়ই এপ্রিমিয়েটেড হবে জনগন কর্তৃক। আমি গতকাল প্রশ্নের উত্তরের সময় বিস্তারিত ভাবে বলেছি, ক্লাস ওয়ান টু ফাইভ পর্য্যন্ত স্কুলের ছাত্র সংখ্যা আমরা আসার পরে যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা হলো ৭৫ হাজার ২৮৪টি, ৬ষ্ঠ শ্রেনী হইতে অষ্টম শ্রেনী পর্য্যন্ত ১৫ হাজার ৪৪৪টি, নাইন টু টেন পর্য্যন্ত ৮ হাজার ২৭০ টি, ইলিফেন টু টুয়েলভ পর্য্যন্ত ৭ হাজার ৩২৩টি, সর্বমোট বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৩২১, এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতি বলতে হবে। আর এইটা প্রমান করে যে, বামফ্রন্ট সরকার-এর আগ্রহ ও কর্ম তৎপরতা এবং জনগনের প্রতি তার আনুগত্য। তারপর আগে এডালট এডুকেশান প্রকল্প প্রায় ছিলই না, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার গত ৪ বছরে ২ হাজার ৬১৫টি এডালট এডুকেশান স্থাপন করেছে এবং তাতে গত বছর ৪৫ হাজার ৩৮৫ জন বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তি এতে শিক্ষা লাভ করেছেন। তারপর ধরুন অনাথ অনেক লোক আছে যাদের দেখা শুনা করার কেউ নেই, তাদের জন্য অনাথ আশ্রম করা হয়েছে ৬টি। তাতে ২৭০ জন অনাথ বয়স্ক লোক বাস করে সরকারের খরচে। অনাথ

শিশু সদন ১৪টি হয়েছে যে দলের রাজত্বের প্রতি বিরোধী সদস্যরা আগ্রহশীল সেই দলের রাজত্বকালে এইটা করা হয় নি কেন আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি। অনাথ শিশু নিকেতন এই সরকার ১০টি খুলেছে, আর কিছু সেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান সহ মোট ১৪টি খোলা হয়েছে। তার মধ্যে ৬০০ জন অনাথ শিশু আছে। বালোয়াড়ী কেন্দ্র আগে ছিল ৫৬৩টি, আর বামফ্রন্ট সরকার এসে খুলেছে নতুন করে ৮০০টি কেন্দ্র। তারপর নিবিড় শিশু প্রকল্প কংগ্রেস রাজত্বে মাত্র একটি ছিল, আর বামফ্রন্ট সরকার নতুন করে ৪টা করেছে, ডম্বুর, ছামনু, পানী-সাগর, কাঞ্চনপুর'ও তেলিয়ামুড়া,—এই ৫ টার মধ্যে ছামনু বাদে বাকী ৪টা করেছে বামফ্রন্ট সরকার। আরও ৫টা খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়েছে, অনুমোদন পেলেই খোলা হবে। তার ফলে ১০টা ব্লক কাভার হয়ে যাবে। শুধু এই খানেই নয় খেলা ধুলার ব্যাপারেও বামফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত কাজ করছে। আমি আগের হিসাবটা দিচ্ছি। ১৯৭৪-৭৫ সালে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, ১৯৭৫-৭৬ সালে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, ১৯৭৬-৭৭ সালে ২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা, ১৯৭৭-৭৮ সালে ২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। মোট হচ্ছে ১০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা খরচ। এইটা কংগ্রেস রাজত্বে খরচ হয়েছিল। আর বামফ্রন্টের ৪ বছরে খরচ হয়েছে :—১৯৭৮-৭৯ সালে ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা, ১৯৭৯-৮০ সালে ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা, ১৯৮০-৮১ সালে ৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা, ১৯৮১-৮২ তে ৭ লক্ষ ৩ হাজার ৬০০ টাকা। সর্বমোট হলো—২২ লক্ষ ৪১ হাজার ৯০০ টাকা। এই হিসাবটাই প্রমান করে যে খেলা ধুলার অগ্রগতি কিভাবে বেড়েছে বামফ্রন্টের আমলে। ১৯৮২-৮৩ র চলতি বাজেটে শুধু খেলাধুলার জন্য ধরা হয়েছে ১৭ লক্ষ টাকা। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খেলাধুলার দিকে নজর রেখেই অগ্রসর হচ্ছে। তারপর এখন নগেন্দ্র বাবুরা আতংকিত হয়েছে বৃদ্ধদের পেনশন দেবার দেখে তারা বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকার বৃদ্ধদেরকে পেনশন দেওয়ার মাধ্যমে জনপ্রীয়তা লাভ করছে এবং এইভাবে রাজনীতি করছে। তবে বামফ্রন্ট সরকার রাজনীতি করেন না তা আমি বলব না, কারণ আমরা একটা রাজনৈতিক দল, তাই রাজনীতি আমরা করবই। নগেন্দ্র বাবুরাও একটা রাজনৈতিক দল, তাছাড়া কোন রাজনৈতিক দল ছাডা বা রাজনৈতিক জড়িত ছাড়া কেউ নির্বাচনে দাডান না। তবে রাজনীতি করা মানে মানুষের প্রাপ্য জিনিষ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নয়। আমরা জনগনের অগ্রগতির জন্য পরিকল্পনা করে তাদেরকে সাহায্য করি। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বাঙ্গালীদের তাড়িয়ে দিয়ে, বাঙ্গালীদের সমস্ত ঘর, বাড়ী, পুকুর জমি এই গুলিকে ট্রাইবেলদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এই কথা বলে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আমরা রাজনীতি করি না। যাই হোক আমরা ৫ হাজার ২৭১ জন বৃদ্ধকে পেনসন দিয়েছি, ফিজিকেলী হ্যাণ্ডি ক্র্যাপ্ট ও ব্লাইণ্ড ১ হাজার ২২৫ জনকে পেনসন দিয়েছি। আমরা দুঃখিত যে এই পেনসনের পরিমান আর বাড়াতে পারছি না, কারণ বাজেটের অংক আমাদের সীমাবদ্ধ। তবে এই পথ কেন্দ্রীয় সরকার যদি অনুসরন করতেন তাহলে আমরা আরও বেশী করে তাদেরকে পেনসন দিতে পারতাম। নগেন্দ্র বাবুদের আপত্তি থাকতে পারে কেন্দ্রের টাকা খরচ করার ব্যাপারে কিন্তু আমরা জনগনের কল্যানে আরও বেশী টাকা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবী করব।

জনগণকে তাই বলছি কেন্দ্রের কাছে আরো টাকার জন্য আন্দোলন করুন। নগেন বাবুদের অবস্থা হচ্ছে লাল কাপড় দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। সমন্বয়ের নাম শুনলে ওনাদের বায়ু গরম হয়। এর কারণটা হচ্ছে গণতন্ত্রকে প্রতিক্রিয়াশীলরা বরাবরই ভয় পায়। আলোকে অন্ধকার বরাবরই ভয় করে। কাজেই নগেনবাবুরা গণতন্ত্রকে ভয় পাবেন এটাও স্বাভাবিক কথা। কারণ সমন্বয় কমিটি গণতন্ত্রকে রক্ষা করার একটা পবিত্র দায়িত্ব পালন করছে। তারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করার একটা উৎকৃষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। নগেন-বাবুদের চরিত্র হল "এ ক্যাট আউট অব ব্যাগস'.। ওনারা বলছেন সমন্বয় কমিটি আমলা-তন্ত্রকে কাজ করতে দিচ্ছে না। |আমরা বুঝিনা আমলাদের প্রতি তাদের কেন এত দরদ হল। আমরা জানি বড় অফিসার ছোট অফিসার সকলে একত্রে কাজ করবে। কাজ ত একার দ্বারা হয় না। আমরা ত এই নীতিতে বিশ্বাসী। আমাদের সমন্বয় কমিটিও গণতন্ত্রকে রক্ষার কাজে সর্বদা সচেতন। তাই এই সমন্বয় কমিটিকে বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ভয় পাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার তার নিরলস উদ্যোগে একটা গুরুত্বপূর্ণ পলিটিকেল এচিভমেণ্ট করেছেন সেটা হল স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন। আজকে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা যতই বলুক না কেন তারাই এর জন্য বড়াই করেছেন। কিন্তু সকলেই জানেন এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য লড়াই করেছিল উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ। ইতিহাস ত আছে,, মিথ্যাকে নিয়ে ইতিহাস নয়, গল্প হতে পারে। সত্যিকে নিয়ে ইতিহাস হয়। ইতিহাস মানে সত্য। নগেনবাবুদের মত রাজনীতি যারা করেন তারাই শুধু বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে ভেদাভেদ ডেকে আনেন। তারাই শুধু ডাইনী খুঁজেন। তাতে কিন্তু স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আসত না। নগেনবাবুর টি, ইউ. জে, এস, উপজাতি জনগণকে বলছে যে বাঙ্গালীরা আপনাদের শত্রু। এই বলে তারা দাঙ্গা লাগিয়েছিল। এখনও তারা সেই বিপদের কথা বলেন। তাতে কিন্তু স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ টিকিয়ে রাখা যাবেনা। ওরা যে পথে চলছেন সে পথ বড় মারাত্মক পথ। আমি তাদের বলব যে তারা যেন গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। কারণ আমরা জানি যে তারা একযোগে গণতন্ত্রকে ধ্বংস কর-বার জন্যে কাজ করে চলছেন। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি বিগত উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের সময়ে। আমরা দেখেছি এই ইন্দিরা কংগ্রেস এবং আমরা বাঙ্গালী তারা যদিও কোন প্রার্থী দেননি তবু তারা একযোগে উপজাতি যুব সমিতিকে সমর্থন করেছেন। তারা বহু চেষ্টা করেছেন যাতে করে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী-দের পরাজিত করা যায়, তাহলে পরে ত্রিপুরা থেকে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা যাবে। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বিভেদকামীদের হাতিয়ারে পরিণত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা সেই কাজে ব্যর্থ হয়েছে। ইহা ত্রিপুরাবাসীদের ভাগ্য। আর বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থীরা যদি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদে জয়লাভ করেন তবে আর তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের এক ঘাটি রূপে কাজ করছে যুব সমিতি। বামফ্রন্টের সকল প্রকার জনকল্যাণমুলক কাজ-কর্মকে বানচাল করবার জন্যে চেষ্টা করছে। ত্রিপুরার পাহাড়ী বাঙ্গালীরা যে পরম সম্প্রীতিতে বসবাস করছেন তা তারা সহ্য করতে পারছে না। তাই তারা পাহাড়ী এবং

বাঙ্গালীদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ তারা সব বুঝতে পেরেছেন। তাই তারা এই কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতি এবং "আমরা বাঙ্গালী" দলকে অত্যন্ত ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে তাদের প্রিয় বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থীদের স্ব-শাসিত জেলা পরিষদে নির্বাচিত করেছেন।

আরেকটা কথা আমি নগেনবাবুদের বলব যে তাদের সমর্থকরা যে খুন রাহাজানি করছেন তা যেন পরিহার করেন। কারণ তাদের এই পথ ত্রিপুরার জনগণের মঙ্গলের পথ নয়। এই পথে কখনই জনগণের কল্যাণ আনতে পারে না। আর তারা যে কাজ করছেন যুবকদের ভুল বুঝিয়ে তাদের কাঁধে বন্দুক দিয়ে খুন রাহাজানিতে উস্কানী দিচ্ছেন তার ফল ভাল হবে না। এর ফল তাদেরই ভোগতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের মত হবে। কারণ আমরা দেখেছি এই হাউসে গত অধিবেশনে নগেনবাবু এবং রতিমোহন জমাতিয়া বলেছেন তাদের উপর উগ্রপন্থী যুবকরা আক্রমণ করছে। এটা হবেই কারণ তারাই তো এই উগ্রপন্থী যুবকদের ভুল বুঝিয়ে বন্দুক তাদের কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের কবলে পড়তে হবে তাদের।

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, নগেনবাবু বলেছেন যে, দুপুরের টিফিন, বৃদ্ধদের পেনশন, বিকলাঙ্গদের পেনশন, পলিটিক্যাল সাফারারদের পেনশন ইত্যাদি অতিরিক্ত খরচ চালু করে এখন বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের কাছে টাকা টাকা করে চেঁচাচ্ছেন এইগুলি চালু না করলেই তো আর এত টাকার অভাব হত না। আর কেন্দ্রীয় সরকারকেও দোষারূপ করা যেত না। কিন্তু আমি বলব যে নগেনবাবুদের মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেছে যে তাদের প্রভু ইন্দিরা সরকারকে টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে। এটা তারা বলবেন কারণ তারা আর ত্রিপুরার জনগণের কল্যাণ চান না তারা চান তাদের প্রভু ইন্দিরা এবং তার পুঁজিপতিদের কল্যাণ। সুতরাং তারা এরূপ কথাই বলতে পারবেন। নগেনবাবুদের রীতিমত লজ্জা পাওয়া উচিত। কেমন করে তারা দাবী করেন যে তারা জনদরদী? তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্তন করা উচিত।

কাজেই আমরা যে ঘাটতি বাজেট করেছি, জনগণের কল্যাণমূলক কাজে যদি আরো বেশী ঘাটতি থেকে থাকে তাতেও আমরা রাজি আছি। জনগণের কল্যাণমূলক কাজ করতে যত টাকাই লাগুক না কেন আমরা তা করব, আর সেই টাকার জন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবী করব। আমরা যদি আরো বেশী টাকা পাই তবে আমরা আরো বেশী করে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী নেব। প্রয়োজনে আরো স্কুল করব জলসেচের ব্যবস্থা করব। জনগণের কল্যাণ করতে গেলে যদি বাজেটে সংকুলান না হয় তবে আমরা তার জন্য কেন্দ্রের কাছে আরো বেশী করে টাকা দাবী করব। টাকা পেলে আরো বেশী করে পরিকল্পনা করব। সুতরাং গরীব মানুষদের কল্যাণের জন্য যা করতে হয় আমরা তাই করব। কত টাকা খরচ হলো বা না হলো তা দেখুক না। খরচ করার মত অর্থ থাকলে খরচ করা যাবে জনগণের স্বার্থে। জনগণের কল্যাণে যাতে টাকা খরচ করা যায় তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেট তৈরী করেছেন। সুতরাং সেইদিক দিয়ে আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। এবং এই হাউসকে অনুরোধ করব যে তারাও যেন এই কল্যাণমূলক বাজেটকে সমর্থন করেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি নগেনবাবু-

দের বলব যে তারা যেন অন্ধ না থেকে তাদের চোখ খোলা রেখে চলেন। আর তাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—"গণ্ডুসে জলমাত্রায় সরকার ফরফরায়তে।" এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীআরবের রহমান।

শ্রীআরবের রহমান : — মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৯শে মার্চ, ৮২ইং তারিখে ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে ১৯৮২-৮৩ বছরের বাজেট পেশ করেছেন আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। এই বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি বিগত চার বছরের আমার বন দপ্তরের যে জন কল্যাণমূলক কাজ রূপায়ণ করা হয়েছে তার একটা বিবরণ দিচ্ছি। আমাদের বন দপ্তর বিগত চার বছরে কি কি জনকল্যাণমূলক কাজ করেছে তার একটা হিসাব রয়েছে এই বাজেটের মধ্যে।

বিগত চার বছরে আমরা পাহাড় অঞ্চলের উপজাতি জনগণের কল্যাণে নানা রকমের কাজ করেছি— যথা নূতন নূতন বন সৃষ্টি করা হয়েছে, রাস্তাঘাট করা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের ফুড-ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে। ফলে গ্রাম প্রান্তের গরীব উপজাতি লোকেরা দারুন উপকার পেয়েছেন এই বন দপ্তরের মাধ্যমে। আমরা বিগত চার বছরে ছয় মাসে কি করেছি তার একটা হিসাব দিচ্ছি—

সেই ছয় মাসে ১,২৮,৩০০ শ্রম দিবস কাজ হয়েছে। আর এজন্য খরচ করা হয়েছে ৭,৯৩,৫০০ টাকা। এবং এই পরিকল্পনায় ৭,৪৭১ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৩৮,৭৭৮ কি. মিঃ রাস্তার সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়া ৮ হাজার একর জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন উপজাতিদের মধ্যে বণ্টন করেছেন এই বন দপ্তর। ১২,৯১২ বর্গ কিঃ মিঃ জঙ্গল তৈরী করা হয়েছে এবং ২৭৭·২৬ বর্গ কিঃ মিঃ আর এর জন্য খরচ হয়েছে ১,৯২,৫০০ টাকা। এই সমস্ত টাকা বন দপ্তর উপজাতিদের কল্যাণে খরচ করেছেন।

গত দিন মাননীয় সদস্য শ্রীরাম কুমার দেববর্মার আনীত একটি প্রস্তাবের উপর ভাষণ রাখতে গিয়ে নগেনবাবু বলেছিলেন যে রাইমাশর্মা উপত্যকার উপজাতিদের উপর নানা ধরণের অত্যাচার করা হয়েছে—তাদের বাস্তভিটা ছাড়া করা হয়েছে। সেই সকল উচ্ছেদ প্রাপ্ত উপজাতিদের পুনর্বাসনের জন্য আমাদের বন দপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ন করেছে।

আজকে উপজাতিদের কল্যাণের জন্য সরকার রাবার বাগান তৈরী করেছেন। উপজাতিদের সেখানে কাজ দেওয়া হচ্ছে। উপজাতিদের মালিকানায় সরকারী সাহায্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে রাবার বাগান করা হয়েছে। উপজাতিদের পুনর্বাসনের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অমরপুরে একটি পুনর্বাসন সেন্টার খোলার কথা বলেছেন এবং এই সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গাঁওসভার মাধ্যমে রাবার বাগান করে উপজাতিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে সেখানে আসার জন্য, এই প্ল্যান্টেশানের যে পুনর্বাসনের মধ্যে আসার জন্য স্বীকার হবে না। তার জন্য রাস্তা বাড়ীর কাছে রাবার বাগান এর মধ্যে পুনর্বাসন দেওয়া হবে এবং ৩০ হেক্টার জমির কাজ চলছে এবং আগামী দিনে সেই এলাকায় ২৫০ হেক্টার জমিতে রাবার বাগান করার জন্য এই কাজ হাতে নিয়েছি এবং আমাদের সমগ্র

ত্রিপুরা রাজ্যে যে ১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত বন দপ্তরের যে প্ল্যান্টেশান হয়েছে, সারা ত্রিপুরার মধ্যে ৬·৮ শতাংশ হয়েছে। ন্যাচারেল প্ল্যান্টেশান ৩.৪ হেক্টার জমিতে আছে এবং বিভিন্ন ছোটখাট ফরেষ্ট আছে। বিগত সরকারের আমলে, ঐ কেন্দ্রীয় সরকারের আর, এফ এবং পি, আর, এফ, এর যে জমি আছে ত্রিপুরা রাজ্যে, অর্থাৎ ৫৩ শতাংশ আর এফ এবং পি, আর, এফ, আছে। তবে আমি বলতে চাই এই ৫৩ শতাংশ মত ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশান আছে। আর পি, আর, এফ, এর মধ্যেও কিছু আছে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। গরীব মেহনতি উপজাতি এবং বাগানের অন্যান্য উপজাতি অংশের স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার গত ১৯৮০ ইং তে একটা অরডিন্যান্স জারী করেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেখানে বন এবং ঘাস আছে সেই স্থান গরীব মানুষের স্বার্থে সামান্য অংশটুকু ও রিলিজ করা যাবে না এবং যাঁরা এই কাজ করবে, তারা যদি সরকারী কর্মচারী হয় তবে তাদের চাকুরী যাবে। আমরা এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে অবহেলিত মানুষকে কিভাবে পুনর্বাসন দেব এবং আমরা রাজ্য সরকার জানি কিভাবে আমরা জঙ্গল রাখব এবং কোথায় পুনর্বাসন দেব। এই অর্ডিন্যান্স জারী করার পূর্বে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি কেন্দ্রীয় সরকার। আমরা চার বছরের মধ্যে ঐ রিজার্ভের যে জমি তার সামান্য অংশ কিছু কিছু রিলীজ করেছি। বিভিন্ন দপ্তরের, যেমন স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসের জন্য, প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টার এর জন্য গাঁও সভার অফিসের জন্য, বাজার ইত্যাদির জন্য সেটা করেছি। কালা-পানিয়া একটা গাঁও সভা আছে। সেটা সম্পূর্ণ আর, পি, এফ, এর মধ্যে। সেই গাঁও সভার পঞ্চায়েত অফিস, বাজার স্কুল ইত্যাদির জন্য কিছু কিছু রিলিজ করেছিলাম। রাজ্য সরকারের সে সময়ে যে ক্ষমতাটা ছিল তার চেয়ে বেশী ক্ষমতা দাবী করে ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বংগ এবং আরও অন্যান্য অনেক রাজ্য থেকে দাবী জানানো হয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষমতাটা ছিল আর, পি, এফ থেকে কিছু জমি বের করে আনার সেই ক্ষমতাটা পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হলো। অর্থাৎ যাতে আমরা গরীব মেহনতি মানুষের জন্য কাজ করতে না পারি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে অর্ডিন্যান্স জারী করেছে। আমরা চাই ত্রিপুরার জন্য বন জঙ্গল থাকুক। আমি দেখেছি যে ১৯৫০ হইতে মেট্রিক এর বাংলা সিলেবাসে নিয়মের রাজত্ব বলে একটা গল্প ছিল। সেই নিয়মের রাজত্ব সবাই জানেন যে কি পরিবেশের মধ্যে মানুষ বাস করে। একটা বল উপর দিকে ছুড়ে দিলে নীচে আসে কেন? কোন আকর্ষনে আসে সেই নিয়ম তুলে ধরা হয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের জঙ্গলের জন্য কাজ করে চলেছি এবং এই রিজার্ভের মধ্য থেকে আমরা উচ্ছেদ করব বলে মনে করি। কিন্তু তাদের বিকল্প একটা পুনর্বাসন দিতে হবে, একটা স্থায়ী পুনর্বাসন যাতে দেওয়া যায় সেটা লক্ষ্য করে রাস্তা বাড়াতে এবং ওয়ারেং বাড়াতে আমরা কাজ করে চলেছি। এই বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে, সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে আমরা এই কাজ করে যাব এই আশা রেখেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি এবং এখন সামাজিক বন ছাড়াও উপজাতি অঞ্চলে অনেক ছন বাঁশ আছে যে বাঁশ জঙ্গলে পচে যাচ্ছে, সেই বাঁশ গুলি এবং অনেক সাধারণ গাছগুলি কিভাবে সদ্ব্যবহার করা যায় তার জন্য আমরা একটা কাগজ কল দাবী করেছিলাম।

তখন রাজ্যতে কংগ্রেসী সরকার ছিল আবার কেন্দ্রেও কংগ্রেসী সরকার ছিল, তবু কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের দাবীটা মেনে নেন নি। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিক সচেতন হওয়ায় রাজ্যের উন্নতির জন্য তারা যে আন্দোলন করেছিল, সেই আন্দোলনের রূপ দেখে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে অবহেলা করে এখানে কাগজের কল স্থাপন করবার অনুমতি দেন নি। কিন্তু যদি এখানে কাগজের কল স্থাপন করা হত, তাহলে এখানে ছন বাঁশের সৃষ্টি হতে পারত এবং অনেক বেশী ছন বাঁশ উৎপাদন করে রাজ্যের গরীব মানুষ বিশেষ করে উপজাতি জুমিয়ারা সেগুলি বিক্রি করে অনেক বেশী টাকা পয়সা পেত। জুম করে তারা যে টাকা উপার্জন করে, তার থেকেও অনেক বেশী টাকা উপার্জন করতে পারত। আজকে যেমন ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রাবার বাগান সৃষ্ট হয়েছে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সাচিরাম বাড়ীতে একটা বিরাট বাবার বাগান সৃষ্টি হয়েছে এবং এই বাগানটা বিশেষ করে উপজাতি অঞ্চলে অবস্থিত, কাজেই সেখানেও একটা নতুন বাজার সৃষ্টি হতে পারে। সেখানে পাহাড়ীদের অনেকগুলি দোকান গড়ে উঠেছে আমি সেখানকার একটি দোকান থেকে পান কিনে খেয়েছি, দোকানীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে সেখানে সুপারী কি দামে বিক্রি হচ্ছে, উত্তরে সে আমাকে বললো যে, কে, জি, আঠার টাকা। আমি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে ১০০ গ্রামের দাম কত হবে, সে উত্তর করলো এক টাকা আশি পয়সা হবে। কাজেই এই সব কথাবার্ত্তার মধ্যে আমি এটা বুঝতে পারলাম যে আজকাল পাহাড়ীরাও দোকানদারী করতে শিখেছে। কাজেই ঐ সব দুর্গম অঞ্চলেও যে বাজারের সৃষ্টি হচ্ছে এবং বাজার সৃষ্টি হওয়ার ফলে গরীব মানুষদের হাতেও কিছু টাকা পয়সার আদান প্রদান হচ্ছে তা সহজে বুঝতে পারা যায়। এমনি ভাবে আমরা আশা করতে পারি যে আগামী দিনেও ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে যেখানে অত্যন্ত গরীব মেহনতি মানুষেরা বসবাস করে, সেখানেও বাজারের সৃষ্টি হয়ে এবং গত ৪ বছরের মধ্যে এই রকম অনেকগুলি বাজারের সৃষ্টি হয়েছে, যে কেউ ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরলে দেখতে পাবেন। আজকে সামাজিক বনের সৃষ্টি করা হচ্ছে, গাঁও সভাগুলির মধ্যে এই ধরনের সামাজিক বন হতে পারে এবং সেই সব জায়গাতে বাঁশ-বেতের শিল্প গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু বিগত দিনে সেই কংগ্রেসের আমলে তো এমন শিল্প গড়ে উঠেনি, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন কি দুর্গম যে পাহাড় অঞ্চল,

সেখানেও বাশ বেতের শিল্প গড়ে উঠেছে। আমরা সামাজিক বনায়নের জন্য গত বছরও অনেক টাকা খরচ করেছি, এবারেও অনেক টাকা খরচ করব, ফলে এর জন্য মানুষের চাহিদা অনেক পরিমানে বেড়ে যাবে এবং আশা করব আগামী ১০/১৫ বছরের মধ্যে বাঁশ বেতের শিল্প এমন ভাবে গড়ে উঠবে, যে সেই শিল্পের জন্য একটা হাট তৈরী করা যাবে, যেটা রাজ্যের মধ্যে এবং রাজ্যের বাইরে অন্যান্য রাজ্যে যে সব শিল্প মেলা হয়, সেগুলির মধ্যে বিক্রি করে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব উপজাতি মানুষ অথবা অন্যান্য অংশের মানুষদের জন্য একটা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। কাজেই শিল্পকে ব্যাপক ভাবে গড়ে তুলতে হলে কাঁচা মালের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। যেমন আজকে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বন দপ্তর ফিসারী ডিপার্টমেণ্টকে সাহায্য করছে, অবশ্য তার হিসাবটা এখন আমার কাছে নাই, দরকার হলে আমি পরে দিতে পারব। তাছাড়া জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য আমাদের বন দপ্তর থেকে আরও

দুইটি নতুন ডিভিশন খোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তার মধ্যে একটা হবে উত্তর ত্রিপুরা জেলায়, আর একটা হবে দক্ষিন ত্রিপুরা জেলায়। বন দপ্তরের অধীন জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য যে সমস্ত কলোনীগুলি হবে, সেগুলি দেখাশুনা করার ভার থাকবে এই নতুন দুইটি ডিভিশনের উপর এবং এই সব কলোনীগুলির মধ্যে যে সমস্ত জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন পাবে, তারা বন দপ্তর থেকে নানা রকম কাজ করার সুযোগ সুবিধা পাবে। তারপর আজকে যদিও আমরা সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য এই বাজেটের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে অনেকগুলি টাকা পয়সা বরাদ্দ করেছি, কিন্তু তা সত্বেও দেখা যাবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে দ্রব্য-মূল্যের বৃদ্ধির জন্য তাদের পকেট থেকে সেই টাকা পয়সাগুলিও চলে যাচ্ছে। কাজেই এই রকম অবস্থায় আমরা যতই এই রাজ্যের প্রগতি চাই বা বিকাশ চাই না কেন তা কেন্দ্রীয় সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ধরুন, তার সুফল এই রাজ্যের মানুষ খুব একটা বেশী কিছু পাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমজীবি ও মেহনতী মানুষের শোষণ করার যে নীতি সেটাকে কোন রকম সমালোচনা না করে শুধু রাজ্য সরকারের যে বাজেট এই হাউসে উপস্থিত করা হয়েছে, তারই সমালোচনা করে চলেছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। কাজেই আমি মনে করি এই বাজেট আগামীদিনে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল স্তরের মানুষকে কি অর্থ-নৈতিক ভাবে, কি সামাজিক ভাবে আরও সংগঠিত করবে এবং আমাদের বামফ্রন্ট সরকারকে তাদের আকাঙ্খিত কাজ করার জন্য আবারও সরকার প্রতিষ্টিত করবে। এই কথাগুলি বলে আমি বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব বেশী সময় নেব না। কারণ আমাদের হাতে যে সময় আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তবে এই বাজেট সম্পর্কে আমাদের বিরোধী পক্ষের কয়েকটি মন্তব্য সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে রাখার চেষ্টা করব। উনারা বেশী ট্যাক্স্ এবং এ্যাক্সাইজ সম্পর্কে বেশ কয়েকটা বিরূপ মন্তব্য করেছেন, যার থেকে আমি এটা বুঝতে পারছি যে তাদের ট্যাক্স সম্পর্কে আদৌ কোন ধারনা নাই। তবে উনারা এটা লক্ষ্য করেছেন কিনা, আমি জানি না, যে চলতি ট্যাক্স যে গুলি আদায়যোগ্য, তাদের কথাই শুধু এই বাজেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। উনারা প্রশ্ন তুলেছেন যে সমস্ত ট্যাক্সের কথা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি কোথায় থেকে আসবে, প্রফেশন্যাল ট্যাক্স বাবতে তো মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করা যাবে আর অন্যগুলি? অন্যগুলি কোথায় থেকে আসবে, তা তো আপনারা ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তাঁর এই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে পারেন। তারপরে এ্যাক্সাইজ সম্পর্কে একটা মন্তব্য করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে পরিমাণ লিকার বাইরে থেকে আনতে হয়, তা শুধু যারা লাইসেন্স পায় তারাই আনতে পারেন, অন্য কেউ লাইসেন্স ছাড়া আনতে পারেন না। এখন কারো লাইসেন্স থাকলেও প্রতি বছরই লিকারের দাম তেরী করছে এবং সেই ভেরী করার জন্য লিকারের দামও বাড়ছে। প্রশ্ন উঠেছে লিকারের দাম বেঁধে দেওয়া হয়না কেন? এই প্রশ্নের এটা উত্তর হতে পারে যে লিকারের দাম যদি সোর্সে বেড়ে যায়, তাহলে তার দাম বেধে দিলেও কোন ফল হবে না। সোর্সে যদি দাম বাড়ে, তাহে, তাহলে এখানেও দাম বাড়তে বাধ্য। আর বাজেটের সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে আমরা বাজেটের মধ্যে চেষ্টা করছি যাতে শ্রমজীবি মানুষ যারা আছে, তাদের সব সময়ের জন্য কাজ দেওয়া যায়। আমাদের সমাজের মধ্যে দুইটি

অংশের মানুষ আছে, একটা শ্রমজীবি মানুষ যারা দৈনন্দিন মজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করে, আর একটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত অথবা উচ্চ মধ্যবিত্ত। এখন শ্রমজিবী মানুষদের মধ্যে তপশীলি উপজাতি এবং তপশীলি জাতিরাও রয়েছে, তাদের রক্ষার জন্য এই বাজেটের মধ্যে একটা দিক রয়েছে। এটা শুধু যে ত্রিপুরার পক্ষেই প্রয়োজনীয়, তা নয়, এটা সর্ব ভারতের পক্ষেও প্রয়োজনীয়।

আমরা এই সকল অংশের মানুষের কথা আর শ্রমজীবি অংশের মানুষের প্রশ্ন যেখানে জড়িত আছে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য যা কিছু দরকার তাই আমরা করছি। এবং গ্রামের মধ্যে যারা দৈনিক মজুরীতে কাজ করে তাদের জন্য কতগুলি কাজ আমরা করতে পেরেছি। তাছাড়া আমরা বিড়ি শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলেছি এবং এর মারফত সারা ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিদের স্বাস্থ্য পরিক্ষার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। এবং শ্রমিকদের যক্ষা প্রভৃতি রোগের জন্য তাদের বিশেশ অনুদানের ব্যাবস্থাও রয়েছে। আমরা সেই সব শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের লিখা পড়া শিক্ষা করার সংস্থান রাখা হয়েছে—তাদের ছেলেমেয়েদের গ্র্যাজুয়েশান নেওয়ারও সংস্থান রয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের দাবী অনুযায়ী টাকা পাচ্ছি না আমরা ২৩ টি আইটেমের উপর আমরা আমাদের কর্মসূচী নিয়েছি। তাছাড়া ইট ভাটাতে যে সব শ্রমিক রয়েছে তাদের কথা চিন্তা করে আমরা কতগুলি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি এবং সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী এ'বার আমরা তাদের জন্য যে বোনাসের ব্যবস্থা আছে সেই বোনাস আমরা হোলির তাদের হাতে সরাসরি দেবার ব্যবস্থা করেছি। এবং বামফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থের কাজ করার চেষ্টা করছে। আগে গ্রামের বেকাররা অবহেলিতই রয়ে যেত। কিন্তু আমরা গ্রামের সেই সব অবহেলিত বেকারদের নাম রেজিষ্ট্রি করার জন্য প্রতিটি ব্লকে আমরা অফিসার নিযুক্ত করেছি। আমরা ঠিক করেছি সব প্রাপ্ত বয়স্ক বেকারদের নাম যাতে রেজিষ্ট্রী করা হয় তাহলে তারা কোন না কোন কাজ পাবে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তার কাজে বাইরে থেকে বিভিন্ন সংস্থা আসে তাদের কাছে সি, এম অনুরোধ জানাতে পারে যাতে এই সব যুবকদের কাজে নিযুক্ত করে তাছাড়াও, এন, জি, সি,র কাজও এক্সপাণ্ড হচ্ছে সেখানেও এই সব বেকারদের নিযুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। আর বামফ্রন্ট সরকারের আর একটা বড় কাজ হল আগে গ্রামে এবং পাহাড়ে কি বাঙ্গালী কি পাহাড়ী সবাই মহাজনদের হাতে শোসিত হত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের সেই সব মহাজনদের শোসনের হাত থেকে মুক্ত করতে পেরেছি। আর স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এটাকে যদি আমরা সঠিক ভাবে রূপায়িত করতে পারি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী দিনগুলিতে পাহাড়ী বাঙ্গালী ঐক্য আরও সুদৃঢ় হবে এবং ত্রিপুরার আরও সমৃদ্ধশালী হবে এই আশা রেখে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে সাধারন আলোচনা আমি এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন তার মধ্যে অনেক গঠণ মূলক বক্তব্য রয়েছে যা থেকে আমরা উপকৃত হব। বাজেট রূপায়ণে আমাদের সেই কথাগুলি মনে রাখতে হবে। বিরোধী পক্ষ থেকে আমার বাজেট বক্তৃতায় ২/১ টি লাইনের উপর তাঁরা কিছু বক্তব্য

রেখেছেন। আমি বলেছিলাম যে জিনিষ পত্রের যে ভাবে দাম বাড়ছে তার উপর আমাদের কোন হাত নেই। সেখানে কর্মচারীদের কিছু ভাতা বাড়াতে পারি কিন্তু সাধারন মানুষের জন্য কিছুই করতে পারি নাই।

কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য আমরা ব্যবস্থা করতে পারি নি। এইটা দুঃখজনক। আগে যেখানে আড়াই টাকা দুই টাকা মজুরী দেওয়া হত সেখানে আড়াই টাকা থেকে পাচ টাকা করলেও মজুরী যথেষ্ট হবে না। কারণ যে হারে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, এখন টাকার দাম আঠার পয়সা উন্নীশ পয়সায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেই অবস্থা যদি অব্যাহত থাকে সেই মূল্যবৃদ্ধিকে যদি রোধ না করা যায় তাহলে সাধারণ মানুষকে খুব একটা সাহায্য করার ক্ষমতা কোন রাজ্য সরকারের নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে ১৯৮০ সালের জুন থেকে প্রায় এক বছর যাবত এই সরকার কোন কাজ করতে পারে নি। তাকে রাজ্যে শান্তি রক্ষার জন্য দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং দাঙ্গা বিধ্বস্ত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য সমস্ত শক্তি এই সরকারকে নিয়োগ করতে হয়েছে। চার বছরের যে হিসাব এখানে দেওয়া হয়েছে যে অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ আমরা গত চার বছরে আমরা করতে পারতাম। এটার জন্য বিরোধী দলগুলি দায়ী যারা দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল। এবং যতটুকু কাজ আমরা করতে পেরেছি এটা দেখে অনেক রাজ্যের সরকারী ও বেসরকারী লোক তারা আশ্চর্য্য হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য হওয়ার মত কিছু নেই। কিছু নেই এই জন্য যে বামফ্রন্ট একটা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে সরকার পরিচালনা করছেন। এবং এই সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেটা সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে নূতন দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে গ্রহণ করেছেন। এই জন্য এই সরকারের কাজের সঙ্গে বুর্জুয়া জমিদার দ্বারা পরিচালিত সরকারগুলির সঙ্গে এই সরকারের কোন অবস্থাতেই তুলনা হয় না। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল যারা শ্রমজীবী মানুষ যারা সম্পদ সৃষ্টি করে সেই শ্রমজীবী মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং সমস্ত দপ্তরকে সেই ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সে গ্রামের হোক বা শহরের হোক সেই শ্রমজীবী মানুষের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য একটা ব্যাপক পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করতে পারি। সে দিক থেকে কৃষি প্রধান আমাদের রাজ্য সেই দিক থেকে আমরা প্রথমে চেষ্টা করেছি যারা ভূমিহীন রয়েছেন সেই ভূমিহীনকে জমি দেওয়া এবং জমি দেওয়ার পরে সেই কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনের জন্য যে যে জিনিসের দরকার তার মধ্যে ব্যাংকের টাকা তাদের সামনে উপস্থিত করতে হবে যাতে করে তাদেরকে মহাজনদের কাছে না যেতে হয় এবং ছোট ছোট শিল্পী যারা তারা যাতে কাঁচা মাল স্থানীয়ভাবে পেতে পারে এবং তার উপর নির্ভর করে শিল্প গড়ে তুলে। সেই শিল্পজাত দ্রব্য তার জন্য বাজার সৃষ্টি করে বিক্রী করার ব্যবস্থা করা এবং কৃষিজাত দ্রব্য যাতে তারা নায্য দরে বিক্রী করতে পারে তার ব্যবস্থা করার দিকে আমরা নজর দিয়েছি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তাদের কাছে পৌছে দেওয়া। এই সমস্ত জিনিষ গুলি হচ্ছে পঞ্চায়েত এবং কো-অপারেটিভের মত দুই গণতান্ত্রিক সংগঠনের উপর নির্ভর করে। এই সমস্ত কাজ যারা করছেন তারা দুর্বল অংশের মানুষ। এখানে জুমিয়াদের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্যরা সবাই জানেন যে কংগ্রেস আমলে বিশ্রামগঞ্জে জুমিয়াদের জন্য একটা কলোনী করা হয়েছিল কিন্তু আজকে সেইটার কোন চিহ্ন নাই। কতকগুলি পাইলট প্রজেক্ট করে তখন বলা

হয়েছিল যে অরণ্যের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু সেগুলির আজ কোন অস্তিত্ব নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই সব জায়গায় আজকে জুমিয়াদের মধ্যে হতাশা এবং তাদের ঠিকানা আজকে খোজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই রকম একটা পরিস্থিতিতে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে একটা নূতন দিক খোলে দিয়েছে এই সরকার। বনের জীবন থেকে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং জুম চাষের উপর কোন টেক্স নেই এবং তাদের জুমের উপর যে অধিকার সেই অধিকার তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত জুমিয়ার পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল সেখানে আমাদের সরকার আর. এফের নোটিফিকেশন দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই জন্য আমরা সমালোচনা করে বলেছি যে এই আইন সংশোধন করতে হবে এবং আমাদের এখানে জংগলের মধ্যে অনেক লোক বাস করছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ঠিকাদার আমলাদের সহায়তায় বন পরিষ্কার করে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বলে দিয়েছি যে কোন ঠিকাদারকে বনে ঢোকতে দেওয়া হবে না। সমস্ত বনের কাজ সমবায় সমিতির উপর দায়িত্ব দেওয়া হবে। মাননীয় সদস্যরা দেখেছেন যে জুম করার সময়েতে জুমের উপযুক্ত সমস্ত সীডস আমরা সরকার থেকে বিনা খরচে দিয়েছি। যেটা কংগ্রেসী রাজত্বে কল্পনা করতে পারে নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের একটা কি রকম অবস্থার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়েছে। প্রচণ্ড খরা, জুম ফসল নষ্ট হয়েছে এমন একটা অবস্থা। তার মধ্যে মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ শুনতে পারলাম আমাদের পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্টিত হয়েছে। এটা কোন অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের যদি এই রকম একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকে তাহলে সেটা আমাদের পক্ষে উদ্বেগের কারণ। বাংলাদেশে এই ৫ম বার সেখানে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। সেটা হবেই কারণ যে দেশ বুর্জুয়া জমিদার তার উপর আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের যত মুরুবি্ সেখানে এটা হবেই। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ গণতন্ত্রপ্রিয় আমরা আশা করছি সেখানে আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্টিত হবে। আমরা এখান থেকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষদেরকে সহানুভূতি জানাচ্ছি। বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিলে আমাদের এখানে যে কোন সময়ে উদ্বাস্তুর জনস্রোত চলে আসবে। আমি মিষ্টার জৈল সিংকে বলেছিলাম যে আমাদের সীমান্ত সুদৃঢ় করুন। তা না হলে যে কোন সময়ে বিপদে পড়তে পারি। সে দিক থেকে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছি আরেকবার যে আজকে যে ষ্ট্রেজেডি, আজকে এই রকম একটি টেরিফিক পজিশানে ত্রিপুরা রয়েছে যেখানে আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য আরো বেশী কেন্দ্রীয় সাহায্য চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতবর্ষের সঙ্গে যে সামান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে (রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থা) তাও আসামের মধ্য দিয়ে। যেখানে বিদেশী বিতারণের নাম নিয়ে আজও সন্ত্রাসবাদীরা সক্রিয় রয়েছে। এই লাইনও আবার মিটার গেজ লাইন। ৪০।৪৫ টার বেশী রেল ওয়াগন আসে না। এই ওয়াগনে করে সিমেন্ট আসবে, না চাল আসবে, না ষ্টীল আসবে, না কয়লা আসবে, না পাথর আসবে সেটা আমাদের করে নিতে হবে। মাননীয় সদস্যরা এখানে বলেছেন, আকাশ থেকে কেন শিল্প করা হচ্ছে না। আকাশ শিল্প এখানে গড়ে তুলা যায় না এটা মাননীয় সদস্যদের বুঝতে পারা উচিত। এই আকাশী শিল্প সোভিয়েট ইউনিয়ন করতে পারে চন্দ্রে গিয়ে।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :—ত্রিপুরাও তো সমাজতান্ত্রিক দেশ, তাহলে পারবে না কেন ?)

এটা আজকে আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের রেল নাই। এই অবস্থায় ডিজেল না থাকলে ট্রাক, মোটর অচল হয়ে পড়ে। এটা কি আমাদের হাতের মধ্যে আছে? রেল আমাদের হাতের মধ্যে নেই, ডিজেল আমাদের হাতের মধ্যে নেই। এ সব আমরা তৈরী করি না। মাননীয় সদস্যরা যারা কংগ্রেস (আই) এর এজেন্সি নিয়েছেন তাঁরা এটা ভুলে যান কি করে। আপনাদের নেতারা দিল্লীতে এত বার যান সেখানে কেন তাঁরা এ সব কথা বলছেন না। কিংবা কেন আপনারা তাঁদেরকে বলার জন্য অনুরোধ করছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের আর একটা ছোট্ট রাজ্য বর্ডার আছে ১০০ কিলো মিটারের। সেটা মিজোরাম। সেখানে আমাদের বন্ধুত্ব থাকলেও সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কংগ্রেস (আই) এর সহায়তায় সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানেও আমরা বাঙালী, কংগ্রেস (আই), টি. জি. ইউ. এস রা ভোটের বাকসে যেতে ভয় পাচ্ছে। তাঁদের ভোটের বাকসে আস্থা নেই। গত ৪ বছরের মধ্যে যতগুলি নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে ১টি আসনেও তাঁরা জিততে পারে নি। যদি ভোটের বাক্‌সে আস্থা না থাকে, তাহলে ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দেবে। ফ্যাসিষ্ট শক্তি উঠে দাঁড়াবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে শুধু এখানেই নয়, পশ্চিমবাংলা এবং কেরালাতেও তাঁরা ভোটের বাক্‌সে যেতে আপত্তি জানাচ্ছে। দিল্লীতে সামান্য একটি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনেও যেতে সাহস পাচ্ছে না। গারোয়াল একটি মাত্র আসন সেখানেও আতংক হচ্ছে। তবে এটাকে নিয়ে রাজনীতি করছেন কেন ? তাঁরা আজকে এটি সোস্যাল নিয়ে রাজনৈতিক দল করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্ধ্যা বেলায় মার্কসবাদী লোক্যাল কমিটির সদস্যকে রাতের অন্ধকারে কংগ্রেস (আই) এর ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডারা হত্যা করেছে। সিধাই-এর কমরেড বঙ্কিম রঞ্জন দেবনাথকে হত্যা করে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে। কিন্তু গণতন্ত্র প্রিয় মানুষেরা তা সহ্য করবে না। অন্ধকারে পালিয়ে গেলেও তাকে ধরে আনা হবে এবং এর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে। তাদেরকে বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আশা করেছিলাম, মাননীয় সদস্যদের একটু লজ্জা হবে। তাঁরা অনুতপ্ত হবেন। তারা গুণ্ডা বাহিনী তৈরী করছেন, ফ্যাসিষ্ট বাহিনী তারা তৈরী করছেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই, এই অবস্থার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে দেখে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লক্ষ্য করার বিষয়, জুনের দাঙ্গার কয়েক দিন ছাড়া এই ৪ (চার) বছরের মধ্যে কেহ বলতে পারবেন না জনসাধারণের কোন একটা অংশকে উত্তেজিত করতে পেরেছেন। কোন বিক্ষোভ মিছিল আপনারা দেখেন নি। যা আজকে সমগ্র ভারতের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তা ত্রিপুরায় কেন দেখা যাচ্ছে না এটা আমাদের বুঝতে হবে। কারণ, এখানকার সরকার জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করে, এখানকার সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, এখানকার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং বামফ্রন্ট, কর্মচারী, শিক্ষক, অফিসার ও জনসাধারণ সবার সঙ্গে সহযোগিতা করে আসছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করার জন্য আমার সরকার পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু এটাকে বিকৃত করে বলা হচ্ছে, পুলিশের কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বামফ্রন্ট

সরকার করে না। সেই সাথে পুলিশ অফিসারদের আমরা জানিয়ে দিয়েছি, যারা অপরাধী তাদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করুন। কোন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আমরা মানব না। তবে তাদের আমরা এও জানিয়ে দিয়েছি, কথায় কথায় গুলি চালনার কিংবা টিয়ার গ্যাস ছাড়ার দিন ফুরিয়ে গেছে। বিনা বিচারে আটক করার দিন ফুরিয়ে গেছে।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ:—তাহলে, আমাদের কেন ৬ মাস আটক করা হয়েছিল বিনা বিচারে)

অনাবশ্যক দমনমূলক আইন এখানে চালু করার প্রয়োজন হবে না। একথা তাদের বামফ্রন্ট সরকার জানিয়ে দিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে বুঝতে হবে, কে কাকে সাহায্য করছে। আজকে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কারা সাম্রাজ্যবাদী তা বিচার করতে হবে। কারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং কারা গণতন্ত্রের পক্ষে তা বিচার করতে হবে। কারা উৎপাদন বাড়ানোর বছর হিসাবে কাজ করছে আর কারা উৎপাদন করছে। কৃষক শ্রমিক তাদের বিরুদ্ধে কারা দমন পীড়ন করছে, এসমা, নাসা আইন পাশ করছে কারা তা দেখতে হবে। উৎপাদন বাড়াবার রাস্তা এটা নয়। এমেরিকানকে সাম্রাজ্যবাদী বলে যেমন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলছেন ঠিক তেমনি আমরাও বলছি। তবে এমেরিকান দালালরা যখন পৃথক পাহাড়ী স্থান চাচ্ছে, কিংবা পৃথক বাঙালী স্থান চাচ্ছে কিংবা আর এস এস. দল হিন্দু রাজ্য কায়েম করার জন্য চাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে কেন শ্রীমতী গান্ধী কোন কথা বলছেন না। তাদের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী আপোষ করছেন। তাহলে আমাদের বলতেই হবে শ্রীমতী গান্ধীর এটা ফাঁকা বুলি। তেমনি দেশের গরীব মানুষের উপর কারা আক্রমণ করে, কারা জিনিস পত্রের দাম বাড়ায়, কারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে তা আজকে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে রাজস্থানে ধর্মঘট হচ্ছে, উত্তর প্রদেশে ধর্মঘট হচ্ছে। এই ধর্মঘট বন্ধ করার জন্য শ্রীমতী গান্ধী কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার রাস্তা এটা নয়। কিছু সংখ্যক পুঁজিবাদী লোকের স্বার্থে আমাদের অগণিত মানুষের ঘর বাড়ী তছনছ করা হচ্ছে। একদিকে বিদেশী বুর্জুয়াদের এবং অন্য দিকে দেশের বুর্জুয়াদের স্বার্থের জন্য জনগনের ঘর-বাড়ী বিনষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। স্যার ১৯শে জানুয়ারী একদিনের একটা ধর্মঘটকে বন্ধ করার জন্য হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধীকে ভেবে দেখতে বলব এটা তার পথ কিনা? এইভাবে কি বিক্ষোভ রাখা যাবে? কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়া হবে না, তাদের ফসল লুটপাট করা হবে, শ্রমিকদের মুজুরী দেওয়া হবে না, এই অবস্থা কতদিন চলবে? এই রাস্তা আমাদের পক্ষে কল্যানকর নয়। আমাদের রাস্তা আর শ্রীমতী গান্ধীর রাস্তা সম্পূর্ন বিপরীত। আমাদের পরিকল্পনা আর শ্রীমতী গান্ধীর পরিকল্পনা সম্পূর্ন বিপরিত। একটা হচ্ছে আমলাদের উপর নির্ভর করে কন্টাকটারদের টাকা পাইয়ে দেবার জন্য, সিমেন্টের কালোবাজারী করে অজস্র টাকা লুঠ করে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্ব হারানো, এ হচ্ছে শ্রীমতী গান্ধীর এবং তাঁর অনুচরদের রাস্তা। কে মুখ্যমন্ত্রী হবে তার জন্য মারামারি চলে এবং প্রতি দুই বছর বছর অন্তর অন্তর এক জন করে মুখ্যমন্ত্রী পাল্টানো হচ্ছে। এই রাস্তা বামফ্রন্টের রাস্তা নয়, বামফ্রন্টের রাস্তা

গনতন্ত্রের রাস্তা। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের অনেক সদস্য বলেছেন যে এটা কি রকম টাকা খরচ করা হচ্ছে, আবার ঘাটতি বাজেট পেশ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের আমি বলতে চাই ভারতবর্ষ একটা দেশ, সেখানে সমান ভাবে বণ্টন হওয়া উচিৎ। একটা রাজ্য অন্ধকারে থাকবে, আরেকটা রাজ্যে নিয়ন লাইট জ্বলবে এটা হতে পারে না। এটা কি গনতন্ত্র? যদি কেন্দ্রে গনতন্ত্রের সরকার থাকত তাহলে তারা দেখত একটা অনগ্রসর রাজ্যে নিয়ন লাইট না গেলেও অন্তত: কেরোসিনের বাতি যেন জ্বলে। সেই কেরোসিন যখন ত্রিপুরায় আসে না তখন বুঝতে হবে যে কেন্দ্রে কোন গনতান্ত্রিক সরকার নেই। মি: স্পীকার স্যার, রাশিয়াতে একদিন এমন ছিল। শুধু মস্কোতে আলো জ্বলতো আর রমস্ত রুশ দেশই থাকত অন্ধকারে ডুবে। সমস্ত অনগ্রসর এলাকাগুলিকে একটা জেলখানার মত করে রেখে দিত। মহামান্য লেনিন একদিন বলেছিলেন এতো চলতে পারে না, এই জেলখানা গুলিকে মুক্ত করতে হবে। তারপরই সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে আসে অগ্রগতির জোয়ার। আজকে সেখানে সমস্ত ভাষার সমান অধিকার, শিক্ষার সমানাধিকার সমগ্র অনগ্রসর এলাকাগুলিতে গড়ে উঠছে কলকারখানা। সেগুলি বুঝতে হবে। শ্রীমতী গান্ধী এবং তাঁর বুর্জুয়া জমিদাররা কেন্দ্রে রাজত্ব করছে। তারা ত্রিপুরা এবং সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছে। আজকে ত্রিপুরায় এক কি. মি. রেল লাইন আসছে না। এমন রাজ্য যেখানে আছে সেখানে টাকা খরচ করতে হবে কি হিসাব করে? যত টাকা লাগুক রেল আনতে হবে, যত টাকা লাগুক কাগজ কল আনতে হবে, যত টাকা লাগুক বিদ্যুৎ আনতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করতে হবে। এখানে মাননীয় সদস্যরা যা চাচ্ছেন তা করতে হবে। কেউ টাকার হিসাব করবেন না। চলুন আমরা এক সঙ্গে যাই। দিনেশ সিং কমিটির রিপোর্টে আছে এ রাজ্যে রেল আসা দরকার। কিন্তু দিনেশ সিং কমিটির রিপোর্ট কি কেন্দ্র মানছেন? তার বিরুদ্ধে তো আপনারা আন্দোলন করছেন না। সেটা করা দরকার। সেখানে আমরা সবাই সমান। সেখানে দলাদলির কোন ক্ষেত্র নাই। রেল আসলে আপনিও চড়বেন, আমিও চড়ব। কাগজ কল হবে আপনার লোকও সেখানে কাজ পাবে, আমার লোকও সেখানে কাজ পাবে। কাজেই এই জিনিষটা বুঝতে হবে। তারপর উনারা এখানে বলেছেন যে ডেফিসিট বাজেট কেন? এ সম্পর্কে আমাদের অনেক মাননীয় সদস্য জবাব দিয়েছেন। প্রথম কথা হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশন যে ভাবে অর্থ বণ্টন করে, তাতে শুধু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার নয়, আজকে সমস্ত ভারতবর্ষে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে যে প্ল্যানিং যে কায়দায় বণ্টন করেছে সেটাকে তুলে দিতে হবে। প্ল্যানিং কমিশন একটা শোকেস। তার কোন ক্ষমতা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার যা খুশী তাই করছে। একমাত্র প্ল্যানিং কমিশন জানে ত্রিপুরাতে কতটাকা লাগে, কোন দপ্তরে কত টাকা লাগে। প্ল্যানিং কমিশনের ৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে করে যখন কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং মিনিষ্টারের কাছে পাঠালেন, তিনি বলেন দিলেন ৫০ কোটি টাকা ত্রিপুরাকে দেওয়া হোক। কোন হিসাব দিচ্ছেন সেটা প্ল্যানিং কমিশনের জানা নাই। কাজেই কোন রাজ্যকে কত দেওয়া হবে না সেটা আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাক। প্ল্যানিং কমিশন একটা ঠুটো জগন্নাথ করে রেখে দেওয়া হয়েছে। তেমনি ভাবে একটা ফিনান্স কমিশনও তারা তৈরী করেন। স্যার সেভেনথ ফিনান্স কমিশন আমাদের প্রতি একটা অন্যায় করেছে। যার ফলে আমরা নন্-প্ল্যানে টাকা খরচ করতে পারছি

না। আমাদের ৭০।৮০ হাজার কর্মচারীদের আছে, সেখানে তারা ৩০।৪০ হাজার কর্মচারীদের জন্য টাকা বরাদ্দ করে রেখে দিয়েছে। তাহলে আমরা কি করে তাদের বেতন বাড়াব। যে সমস্ত দপ্তরের কাজ সম্প্রসারিত হচ্ছে, সে সম্প্রসারিত কাজের ব্যয় বরাদ্দ আমরা কোথা থেকে দেব? আমরা মুখ্য মন্ত্রী সম্মেলনে বহুবার বলেছি, এন. ই. সি. মিটিং গুলিতে অনেক বার বলেছি। কিন্তু কয়েক জনমুখ্যমন্ত্রী বললেইতো আর হবে না। সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষকে প্রতিবাদ করতে হবে যে কেন্দ্র একক ভাবে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে পারবেন না, সমস্ত টাকার মালিক তারা হতে পারবে না। এটা যদি চলতে থাকে তাহলে রাজ্য গুলিকে বিচ্ছিন্নবাদের প্রবনতা থেকে রুখা যাবে না। শতকরা ৭৫ ভাগ কেন্দ্র নিজে নিয়ে নেবে, আর মাত্র ২৫ ভাগ রাজ্যগুলি দেবে, এটা চলতে পারে না। আজকে একজন মুমুর্ষ যক্ষা রোগী যদি কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করাতে চায়, তাহলে সে অর্থের জন্য তো শ্রী মতী গান্ধার কাছে যাবে না, রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছে আসবে। কিন্তু সে টাকা কে দেবে, কোথা থেকে দেবে? যদি কেন্দ্র রাজ্যগুলি মাত্র ২৫ ভাগ দেয়। এ অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে না, আজকে অন্যান্য রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীরাও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে যে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। আজকে রাজ্যগুলিকে বেশী ক্ষমতা দিতে হবে, রাজ্যগুলিকে অধিক অর্থ দিতে হবে। সারা ভারতবর্ষের যোগাযোগ রক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্কে রক্ষা, এ রকম তিন চারিটা কাজ কেন্দ্র নিজের হাতে রেখে বাকী গুলি নিজের হাতে দিয়ে দিক। দেখুন আমরা রাজ্য গুলির অগ্রগতি করতে পারি কিনা। যদি ভারতবর্ষকে একটা দেশ হিসাবে রাখতে হয়, তা হলে এছাড়া অন্য কোন পথ নাই। স্যার, জেলা পরিষদ সম্পর্কে আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। কাজেই সেটা সম্পর্কে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। এখানে একটা কথা বলতে চাই যে দুইটা রাস্তা আছে। আমি বিরোধী দলের সদস্যদের প্রশ্ন করব তারা কোন পথচান? ডেমোক্রেসী চান নাকি ট্রাইবেলিজম চান। যদি ট্রাইবেজম চান তাহলে আপনারা অন্ধকার গলিতে ঢুকবেন। ষষ্ঠ তপশীল দেবার নাম করে ট্রাইবেলিজম করে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দিতে পারবেন না, গরীব মানুষদের, বেকারদের কাজ দিতে পারবেন না। ট্রাইবেলিজম ধনতন্ত্রের পথ। কাজেই এই পথে বেশাদূর অগ্রসর হওয়া যাবে না। ট্রাইবেলিজম এবং গণতন্ত্র দুইটা আলাদা পথ। আজকে ট্রাইবেলরা গণতন্ত্রকে বুঝে নিয়েছে। মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী দোরেন্দ্র সিং পর্য্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে আপনারা যদি সফল হন তাহলে ত্রিপুরা একটি আদর্শ হয়ে থাকবে। সারা ভারতবর্ষেই ট্রাইবেল আছে। উনারা কি ট্রাইবেলিজম করে ট্রাইবেলদের আবার ক্রীতদাস করতে চান? এই ব্যবস্থা আগে ছিল এখানে মহারাজার রাজত্বের সময়ে ট্রাইবেলরা সেই স্লেভারী আর আসবে না সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করে ট্রাইবেলদের আর স্লেভারীতে আনা যাবে না সেই স্লেভারীর কাল অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এইবার আমাদের সরকারের বাজেটে যারা সাহায্য করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। একদিকে আমাদের এখানকার জনসাধারণ এই কথা মাননীয় মন্ত্রীরা বলেছেন যে আমরা ৭২।৭৩ জন লোক দরিদ্র সীমার নীচে। যদি সাহায্য করি তাহলে একবেলা খোরাকির ব্যবস্থা করতে পারবো। এখানে কি হতো? টিলার মধ্যে ধান করার ব্যবস্থা করেছি। টিলাকে ব্যবহার করার একটা রাস্তা আমরা করে দিয়েছি। তার ফল

আজকে হয়তো মাননীয় সাস্তবা বুঝবেন না কিন্তু ১০।১৫।২০ বছর পর দেখবেন এখানে ফসলের জন্য একটা নুতন যুগান্তর তৈরী করেছি এবং সেই কাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী কৃষকের ঘরে ঘরে বিজ্ঞান পৌছে দেওয়া তার জন্য দরকার হচ্ছে শিক্ষার। আমরা ভেবেছিলাম শিক্ষা জগতে অন্ধকার রাখবো না। এই ট্রাইবেল জুমিয়ারা কংগ্রেস আমলে যেটা কোন দিনই ভাবতেও পারেন নি। কংগ্রেস আমলে মহাজনরা ১০।১৫ টাকায় তাদের সমস্ত ফসল কিনে নিতেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা আন্দোলনের মাধ্যমে গণমুক্তি পরিষদের মাধ্যমে কৃষকদের সাহায্যের জন্য আন্দোলন করেছেন। এবং অন্দোলনের মাধ্যমে তাদের জন্য অনেক দাবী আদায় করে নিয়েছেন যার ফলে আজকে তারা অনেকে শিক্ষিত হয়েছেন। তারা ভুল পথে চলতে পারে না, তারা স্বাধীন যে কোন পথে চলতে পারে কিন্তু কাদের জন্য আজকে তারা শিক্ষিত হতে পেরেছে তার জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা থাকা উচিৎ। এই জুমিয়ারা সেই ছামনু থেকে, রাজনগর থেকে হেটে কৈলাশহর যেতেন অফিস করতে সামন্য একটা কাজের জন্য। তার আগে হাতি করে তদন্তের নাম করে ৫/১০ হাজার টাকা নিতেন সেই রাজত্ব আজকে আমরা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছি। আমরা বলছি আবাসিক সেন্টার কর এবং সেই সেন্টারে জুমিয়া ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তার সমস্ত খরচ সরকার বহন করবে। জুমিয়াবা হয়তো আরও কয়েক বছর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরবে কিন্তু তার ছেলেমেয়েরা ক্লাশ ওয়ান থেকে শিক্ষা গ্রহন করবে। আমরা দেখেছি ৩০ বছর আগে কংগ্রেস রাজত্ব করেছে কিন্তু তারা জুমিয়া ট্রাইবেল এবং সিডিউলড কাষ্টদের জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেন নি। এটা মনে রাখতে হবে কংগ্রেস সরকার তাদের মধ্যে অন্ধকার সৃষ্টি করে রেখেছিলেন কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে আমরা যখম আলোর সৃষ্টি করেছি তখন ওরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। ওরা স্কুল ঘর নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই কিন্তু আমরা বলেছি মাটিতে বসে ক্লাশ কর। পাকা বাড়ী নেই বলে কেন স্কুল করবে না। বেকার ছেলেদের কেন আমরা অল্প বেতন দিয়ে পাঠাচ্ছি তাতে এক বেলাও খোরাকি হয় না আমরা জানি। তবুও তাদের সামান্য তম কর্ম সংস্থানের সুযোগ আমরা করতে পেরেছি। আমরা লক্ষ্য করছি পশ্চিম বাংলা থেকেও আমবা শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকাবের কাছে বরাদ্দ চেয়েছিলাম কিন্তু শিক্ষার মুল্য মনে হচ্ছে তাদের কাছে নেই। তাদের একমাত্র দাম হচ্ছে যে এমন কোন জিনিষ তৈরী কর যা দিয়ে দেশের উৎপাদন বাড়িয়ে বিদেশে পাঠানো যাবে এবং সেই টাকা থেকে যে ঋণ আনা হয়েছিল সেটা শোধ করে দিতে হবে দিল্লী থেকে নেতারা এই সমস্ত কথা বলেছেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া:—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি দালাল, দালাল বার বার বলেছেন। এটা আন-পার্লামেন্টারী তাই এটা এক্সপাঞ্জ করা হোক।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যখন কথা বলি তখন খুব সাবধানে বলি, কারুর নাম বলিনি। যদি কোন সদস্য মনে করে থাকেন উনাকে বলছি তাহলে ভেবে নেবেন উনাকে বলিনি। আমি যা বলেছিলাম যে অনেক কিছু আমি দিতে পারছি না, করতে পারছি না। এখানে একজন সদস্য বলেছেন আমরা নাকি সরকারের গাড়ী করে ইলেকশান করেছি। তাদের আমি জানিয়ে দিতে চাই দুটো ইলেকশানে আমাদের ৫ হাজার

টাকার মতো জমা দিতে হয়েছে। কংগ্রেসের আমলে এটাও কল্পনাও করতে পারেন নি কিন্তু আমরা জানি আমাদের মন্ত্রীরা, আমাদের অফিসাররা তাঁরা ব্যয় সংকোচ করার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং সেই চেষ্টা তাঁরা চালিয়ে যাবেন। আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা পুলিশকে তাদের থাকার সুবন্দোবস্ত করতে পারছি না। যেখানে আমাদের টাকা হয়েছে সেই টাকা আমরা খরচ করতে পারছি না। এক বছর, দু বছর ধরে আমাদের ইঞ্জিনীয়ার দপ্তরে কোন কাজ করতে পারছে না কারন সিমেন্ট আসে না, ষ্টীল আসে না। কোন ঘটনা ঘটলে আমর পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে বলি আপনারা চলে যান, একবারও আমরা চিন্তা করি না তারা কোথায় গিয়ে থাকবে এবং আমাদের আরক্ষা দপ্তরের লোককে পাঠাচ্ছি তারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা না করেই কর্মস্থলে ছুটে যান। এটা লক্ষ্য করার বিষয় অন্যান্য রাজ্যে যেখানে পুলিশের মধ্যে বিক্ষোভ চলেছে সেখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কেন বিক্ষোভ হচ্ছে না কারন আমরা পুলিশকে কদর্যভাবে ব্যবহার করি না।

পুলিশকে আমরা ডাকাতি করার জন্য ব্যবহার করিনা, পুলিশকে আমরা গরীব মানুষের উপর অত্যাচার চালনোর জন্য ব্যবহার করিনা। এইভাবে ব্যবহার করে ঐ ইন্দিরা গান্ধীর সরকার। তার গরীব মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করেন। জনগনের আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করেন। কিন্তু আমাদের এখানে এইরকম নজীর কেউ দেখাতে পারবে না। কাজেই পুলিশরা হচ্ছে গরীব মানুষের বন্ধু। তারা নিজেরাও গরীব ঘর থেকে এসেছে। কাজেই তাদের সংগে গরীব মানুষের কোন সংঘর্ষ হতে পারেনা। এখন এখানে ছাত্র বেড়েছে। তাদের বিভিন্ন অসুবিধাও আছে। শিক্ষকের অসুবিধা আছে এবং অন্যান্য অসুবিধা আছে। যেসমস্ত ঘর থেকে এসেছেন সেই সমস্ত ঘরের একটা স্থান করে দিতে পেরেছেন। ছাত্র, ছাত্রীদের যে অভাব বা চাহিদা তা সমস্ত কিছু সরকার পূরন করতে পারছেন না। কিন্তু তবুও তাদের অসহিষ্ণু হতে দেখা যায় না। তুলনা করে দেখুন অন্য রাজ্যের সংগে। যারা উচ্ছৃংখলতার পরিবেশের সংগে পরিচিত তারাই বিশৃংখলতার সৃষ্টি করার জন্য উস্কানী দিচ্ছে। অফিসারের মধ্যেও কিছু আছেন, এবং কর্মচারীর মধ্যেও কিছু লোক আছেন যারা বন্ধুবেশে এই উচ্ছৃংখলতার জন্য উস্কানী দিচ্ছে। পুলিশের সংগে জনসাধারনের যে ঐক্য, অফিসারের সংগে কর্মচারীর যে ঐক্য এবং জনসাধারনের সংগে যে ঐক্য এই ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। ঐ ঐক্যকে যারা ভাঙ্গতে চায় তারা গণতন্ত্রের শত্রু। কাজেই তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। সমন্বয় কমিটির কথা এই হাউসে অনেকবার বলা হয়েছে। শুধু সমন্বয় কমিটি নয় এখানে কতগুলি গনতান্ত্রিক সংগঠন আছে যেমন কৃষকদের সংগঠন, শ্রমিকদের সংগঠন ছাত্রদের সংগঠন, যুবকদের সংগঠন এই সংগঠনগুলিকে গণতন্ত্রের শক্তি হিসাবে আমি বিশ্বাস করি। সেই শক্তি যত বাড়বে সরকার তত খুশী হবে, আমরা যে কর্মসূচী আমাদের যে প্ল্যান সেগুলি রূপায়িত করবার সুযোগ আমাদের অনেক বেশী বাড়বে যত বেশী সেই শক্তিগুলি সক্রিয় হবে। সমন্বয় কমিটি একদিনে গড়ে উঠেনি। সমন্বয় কমিটি অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়েঅনেক আক্রমনকে প্রতিহত করার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। কাজেই এই শক্তি যত বাড়বে ততই আমাদের পক্ষে ভাল। সুতরাং সমন্বয় কমিটিকে ভয় করার মত কারোর কিছুই নেই। যারা গণতন্ত্র পছন্দ করে না তারাই একমাত্র সমন্বয় কমিটিকে ভয়

করতে পারে। সমন্বয় থাকবে, এবং আগামী দিনে সমন্বয় কমিটি বিভিন্ন কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একবার বলছি, এইখানে যেকথা বললাম, আমাদের সামনে আরও কঠিন দিন আসছে। এখানে যুদ্ধের যে সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে তা মামুলী নয়, তা বাস্তব সত্য। বাংলাদেশীদের কার্যকলাপ আমাদের আরও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। কাজেই এর বিরুদ্ধে আমাদের আরও সরব হতে হবে, সক্রিয় হতে হবে। ভারতবর্ষের জনগণকে এই ব্যাপারে আরও প্রস্তুত করতে হবে। তেমনি যেখানে যেখানে গণ-তন্ত্রের প্রতি আক্রমণ চলছে সেইসব জায়গায় গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত মানুষকে, যারা গণতন্ত্রকে পছন্দ করেন তা সে যে কোন দলেরই হোক না কেন বা যে কোন মতেরই হোক না কেন তাদের ঐক্যবদ্ধ করার যা করতে হবে এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ আরও তীব্রতর করতে হবে। তেমনি পাহাড়ী এবং বাঙ্গালীর যে একতা গড়ে উঠেছে এ, ডি, সির নির্ব্বাচনের মাধ্যমে, সেই একতাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। এক মুহূর্তের জন্য কি প্রশাসনের দিক দিয়ে, কি জনসাধারণের দিক দিয়ে, পাহাড়ী এবং বাঙ্গালীর জাতি এবং উপজাতির হিন্দু এবং মুসলমানদের মনিপুরী এবং অন্যান্য যারা আছে, অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে আমাদের এক মুহূর্ত উদাসীন হলে চলবে না। আমরা বলতে পারি ভারতবর্ষের মধ্যে দুটি রাজ্য রয়েছে, যেখানে সংখ্যালঘুদের উপর কোন নির্য্যাতন চলে না। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে অনেকবার সন্তোষ প্রকাশ করছেন। আমরা যেন আমাদের সুনাম অক্ষুন্ন রক্ষা করতে পারি। আমরা জানি যে আমাদের যে দায়িত্ব আমরা নিয়েছি বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনার দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব শুধু মন্ত্রীদের নয়, শুধু কর্মচারীদের বা অফিসারদের নয়, আমরা সেই দায়িত্ব প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের হাতে দিতে চাই। পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করতে চাই। এবং বি, ডি, সি.গুলিকে আমরা আরও সক্রিয় করতে চাই। পঞ্চায়েত যেমনে ভুল করবে সেই ভুলকে সংশোধন করার জন্য সেখানকার জনগণকে আরও সচেত করতে চাই। ত্রিপুরার সমগ্র মানুষকে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে আমরা এই বাজেট রূপায়িত করব। এক মুহূর্তের জন্য আত্মতুষ্টি থাকবে না। আশা করি এই বাজেটকে বিরোধী দলের সদস্যরাও সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২৫শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 6

By—Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। মহাজনী ঋণ মুকুব আইন কার্য্যকরী হয়েছে কি না ;

২। কার্য্যকরী হলে এখন পর্য্যন্ত এই আইন দ্বারা কতজন লোক উপকৃত হয়েছেন, এবং কতজন লোক এ পর্য্যন্ত মহাজনী ঋণ মুকুবের আবেদন করেছেন তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ;

৩। যদি এই আইন এখনও কার্য্যকরী না হয়ে থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। উপকৃত ব্যক্তির বিভাগ ভিত্তিক হিসাব :—

সদর—১

কৈলাসহর—২

কমলপুর—৮

ধর্মনগর—৩

সর্ব্বমোট—১৪

আবেদনকারীর বিভাগ ভিত্তিক হিসাব :

সদর— ৭৬

খোয়াই—২৬১

সোনামুড়া—৪

কৈলাসহর—৩২

কমলপুর—১২৯

ধর্মনগর—৭২

উদয়পুর—৪

অমরপুর— —

বিলোনীয়া—২৮

সাব্রুম— ২৪

সর্ব্বমোট—৬৩০

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 9

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের কোন্ প্রকার কর কাঠামোর কি কি পরিবর্ত্তন সাধন করা হয়েছে ?

উত্তর

পূর্বে ভূমি রাজস্ব আইনানুযায়ী জমির শ্রেণী বিন্যাস ব্যতিরেকে একই হারে রাজস্ব আদায় করা হইত। ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ট্যাক্স এক্ট অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব প্রথার পরিবর্ত্তে ক্রমবর্দ্ধমান হারে

জমির উপর খাজনা ধার্য্য করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অপ্রয়োজন এবং গুরুভার বিধায় পূর্ব্ববর্ত্তী কর, আড্ডা কর, ঘবচুক্তি কর রহিত করা হইয়াছে। ত্রিপুরা সেলস্ ট্যাক্স এক্টের ধারাগুলি পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে বকেয়া কর আদায়ের ব্যবস্থা সহজ করা হইয়াছে। মাল অনুসন্ধান করা ও বাজেয়াপ্ত করার বিধান কঠোর করা হইয়াছে। হিসাব-বর্ষ নির্দ্ধারনের ব্যাপারে বিক্রেতাগণকে সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 13.

By—Shri Rashi Ram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৮১।১৮২ ইং পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত রাজ্যে কত পরিমাণ ভূমিতে রাবার চাষ করা হয়েছে ;

২। তার মধ্যে বনবিভাগের উদ্যোগে কত এবং বিভিন্ন পঞ্চায়েতের ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কত পরিমাণ রাবার চাষ করা হয়েছে ?

৩। বর্ত্তমানে বৎসরে কত পরিমাণ ল্যাটেক্স সংগ্রহ করা যাবে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৮১।১৮২ইং পর্য্যন্ত ৩৭৫২.৪৮ হেক্টর পরিমাণ ভূমিতে রাবার চাষ করা হইয়াছে।

২। তারমধ্যে বনদপ্তরের উদ্যোগে সৃষ্ট— ৪৯৪.৯৮ হেঃ

করপোরেশনের উদ্যোগে সৃষ্ট— ২৯৫৭.৫২ হেঃ

পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কোন রাবার চাষ করা হয় নাই

ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাবার চাষ করা হয়েছে— ৩০০.০০

৩। বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৮১-৮২) আনুমানিক প্রায় ৮০০০০ (আশি হাজার) কে:জি: শুকনা রাবার উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

Admitted Starred Question No. 25

By—Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be leased to state :—

প্রশ্ন

১। রাবার চাষের মাধ্যমে এ যাবত কত উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং

২। রাবার চাষ প্রকল্প মাধ্যমে উপজাতি পুনর্ব্বাসন খাতে এ যাবত কত টাকা খরচ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। এপর্য্যন্ত রাবার চাষের মাধ্যমে ২৭৬ উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২। রাবার চাষ প্রকল্প মাধ্যমে উপজাতি পুনর্বাসন খাতে এ যাবৎ ১৭.২৫৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 29
By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন চা বাগানে মোট কত জন শ্রমিক কাজ করছেন।

২। এই শ্রমিকদের মধ্যে কতজন স্থায়ী ও কতজন অস্থায়ী ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন চা বাগানে মোট ৮'২৪৩ জন শ্রমিক কাজ করছেন,

২। বিভিন্ন চা বাগানে মোট ৫,৫০২ জন স্থায়ী শ্রমিক এবং ২,৭৪১ জন অস্থায়ী শ্রমিক আছেন।

Admitted Starred Question No. 30
By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে সরকার অনুমোদিত মদের দোকানের সংখ্যা কত ?

২। ১৯৭৮-৭৯ সাল হইতে ১৯৮১-৮২ পর্যন্ত সরকার ঐ দোকানের মালিকদের কাছ থেকে বিক্রয় কর বাবত মোট কত টাকা আদায় করেছেন ?

উত্তর

১। বিলাতী মদের দোকান — দেশী মদের দোকান

৩৭ — ৩৮

২। বিক্রয় কর আইনে খুচরা মদ বিক্রেতার নিকট হইতে কর আদায়ের বিধান নাই। এই কারণে মদ বিক্রেতার নিকট হইতে কোন কর আদায় করা হয় না।

Admitted Starred Question No. 32
By—Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রি-সেটেলমেন্ট এর কাজ সারা রাজ্যে কোন কোন সাব-ডিভিশানে সম্পূর্ণ করা হয়েছে, এবং

২। ধর্মনগরে ঐ কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর

১। পুনজরীপের কাজ কোন মহকুমাতেই সম্পূর্ণ হয় নাই?

২। পুর্নজরীপের প্রাথমিক পর্য্যায়ের কাজ অর্থাৎ বুজারত ধর্মনগর মহকুমায় ২৩টি মৌজায় আরম্ভ হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 65

By—Shri Manik Sarker

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কতজন ভূমিহীন ও জুমিয়াকে সরকারী ভাবে ভূমি বন্টন করা হয়েছে; এবং বন্টিত ভূমির পরিমাণ কত,

২। উপরোক্ত সময়ে ভূমির জন্য আবেদন করেছেন এমন ভূমিহীন ও জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা কত এবং এদের মধ্যে যারা এখনো ভূমি পাননি এমন পরিবারের সংখ্যা এবং ভূমি না পাওয়ার কারণ?

উত্তর

১।

	বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	জমির পরিমাণ
ভূমিহীন	১৩,৩৫৪	২৪,০৬২.০৪ একর
গৃহহীন	৪,৮১৪	১০০৫.৮১ একর
ভূমিহীন ও গৃহহীন	১২,৭১৫	২৮,৯৬৫.৭৬ একর

২।

	রেজিষ্টিকৃত ব্যক্তির সংখ্যা	বন্দোবস্ত পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা	অদ্যাবদি ভূমি বন্দোবস্ত পান নাই এইরকম ব্যক্তির সংখ্যা।
ভূমিহীন	৪৭,৯৩৬	৩২,৫২৬	১৯,১৭২
গৃহহীন	২৩,১১৯	১৬,৪৮৬	১১,৪৭২
ভূমিহীন ও গৃহহীন	৮২,৬৩৩	৬২,৮৫৬	৫০,১৪১

অবশিষ্ট বন্দোবস্ত পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 66
By—Shri Manik Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ক) ত্রিপুরার সর্বমোট ভূখণ্ডের পরিমাণ কত, এবং

খ) এর মধ্যে কত হেক্টর বনভূমি ;

গ) এই বনভূমির কত হেক্টর রিজার্ভ ফরেষ্ট এবং

ঘ) কত হেক্টর প্রটেকটেড ফরেষ্ট ও কত হেক্টর প্রপোজড ফরেষ্ট,

২। ক) ত্রিপুরায় বর্তমানে কয়টি ফরেষ্ট ভিলেজ আছে, এবং

খ) এর মধ্যে কয়টি জেলা পরিষদ এলাকায় পড়েছে ?

উত্তর

১। ক) ১০,৪৯১ বর্গ কিলোমিটার।

খ) মোট বনভূমি ৫,৯২,২০০ হেক্টর।

গ) রিজার্ভ ফরেষ্ট ৩,৫৭, ১০০ হেক্টর।

ঘ) প্রটেকটেড রিজার্ভ ফরেষ্ট আনুমানিক মান ২,০৫, ৭০০ হেক্টর।

প্রপোজড ফরেষ্ট—২৯,৩০০ হেক্টর।

২। ত্রিপুরায় ১৭টি ফরেষ্ট ভিলেজ আছে। তন্মধ্যে ১৪টি রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় এবং ৩টি প্রটেকটেড রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায়। ইহাদের অধিকাংশই জেলা পরিষদ এলাকায় অবস্থিত। জেলা পরিষদ এলাকায় অবস্থিত ফরেষ্ট ভিলেজের সঠিক সংখ্যা জানা নাই।

Admitted Starred Question No. 88
By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে কয়টি পরিবারকে সাহায্য করা হয়েছে ?
(১৯৮১ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত)

২। এই প্রকল্পে কি কি উদ্ভিদের উৎপাদন বাড়বে ?

৩। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে কি পরিমান অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বা হবে ?

উত্তর

১। সামাজিক বনায়নের মোট (২) দুই টি প্রকল্পে ২১৭০ পরিবারকে সাহায্য করা হয়েছে (১৯৮১ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত)।

২। এই প্রকল্পে জ্বালানী কাঠের গাছ, কাজু বাদাম, বরাক ও বারি বাঁশের ঝাড়, রবার প্রভৃতি উদ্ভিদের উৎপাদন বাড়বে।

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পগুলিতে ১৯৮২ ইং সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৭.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে এবং মার্চ' মাসে আরও ২.৭০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

Admitted Starred Question No. 113

By—Shri Mohan Lal Chakma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে অনেক সরকারী কর্মচারী বার বার ইন্টারভিউ পাইতেছেন, অথচ অনেক রেজিষ্টার্ড বেকার আছেন যাহারা বহুদিন চেষ্টা করেও একটিও ইন্টারভিও পান নাই।

২। সত্য হইলে রেজিষ্টার্ড বেকারদের ইন্টারভিউ না পাওয়ার কারণ কি ? এবং

৩। সরকার রেজিষ্টার্ড বেকারদের ইন্টারভিউ পাওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি ?

উত্তর

১। এই দপ্তর হইতে ইন্টারভিউ কার্ড ছাড়া হয়না। একমাত্র রেজিষ্টার্ড' বেকারদের নামই চাকুরী দাতার চাহিদা অনুযায়ী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের নিয়ম মাফিক পাঠানো হইয়া থাকে।

২। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের রেজিষ্টার্ড বেকারদের ইন্টারভিউ না পাওয়ার কোন কারণ থাকতে পারেনা; যেহেতু চাকুরী দাতার চাহিদা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বেকারদের নামই সব সময় পাঠানো হইয়া থাকে।

৩। সরকারের নুতন করে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা। কারণ, সরকারের কর্ম্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি অবলম্বন করে পদ পুরনের জন্য নথি ভুক্ত বেকারদের নামই পাঠানোর আদেশ দেওয়া আছে।

Admitted Starred Question No. 136

By—Shri Badal Choudhury

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিকে সুপার মার্কেট তৈরী করার ব্যাপারে বা অন্য কোন উন্নয়ন মূলক কাজে কোন জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক বা কোন অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান কত টাকা ঋণ দিয়েছেন কি ?

২। দিয়ে থাকিলে কোন ব্যাঙ্ক বা অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান কত টাকা ঋণ দিয়েছে; .

৩। যদি না দিয়ে থাকে তাহলে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে সরকার কোন প্রকার উদ্যোগ নেবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, পানিয় জল সরবরাহ উন্নয়ন প্রকল্পে জীবনবীমা করপোরেশন আগরতলা পৌর-সভাকে ঋণ দিয়েছিল। ইহা ছাড়া প্রস্তাবিত বটতলা সুপার মার্কেটের জন্য ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া পূর্ব পরিকল্পিত এষ্টিমেটের ভিত্তিতে আগরতলা পৌরসভাকে ঋণ মঞ্জুর করিয়াছিল। আগরতলা সেভেন্টিনাইন টিলা এলাকার আরও একটি বাজার তৈরী করার জন্য ইউনাইটেড কমারশিয়াল ব্যাংক আগরতলা পৌরসভাকে ঋণ মঞ্জুর করিয়াছিল। অবশ্য কোন নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে উপরোক্ত কাজের জন্য কোন জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক অথবা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এখনও ঋণ মঞ্জুর করে নাই।

২। জীবনবীমা কর্পোরেশন আগরতলা পৌরসভাকে এ পর্যন্ত মোট ৪২,৫০,০০০/—টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ দিয়েছেন। ইহা ছাড়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং ইউনাইটেড কমারশিয়াল ব্যাংক কর্তৃক পৌরসভাকে মঞ্জুরীকৃত ঋনের পরিমান ছিল যথাক্রমে ১৪,৬৭,০০০/= (চৌদ্দ লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা) এবং ৩,০০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা।

৩। আগরতলা পৌরসভা এবং বিলোনিয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি নিজ নিজ এলাকার সুপার মার্কেট ইত্যাদি তৈরী করার জন্য যথাক্রমে ইউ নাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড কমারশিয়াল ব্যাংক এবং ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার নিকট ঋণ মঞ্জুরীর দরখাস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে স্থানীয় বটতলাতে একটি সুপার মার্কেট তৈরী করার জন্য ইউনাইটেড ব্যাংক ইণ্ডিয়া পূর্ব্বে দাখিল করা পরিকল্পনা ও এষ্টিমেটের ভিত্তিতে আগরতলা পৌরসভাকে মোট ১৪,৬৭,০০০ (চোদ্দ লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছিল। কিন্তু উক্ত ঋনের টাকা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী সময়ে বটতলা সুপার মার্কেটের জন্য পরিবর্তিত স্থানে দ্বিতল ভবন নির্মানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কারণ পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে পাকা দালান নির্মানের পক্ষে সহায়ক হইবেনা বলিয়া পূর্ত্ত বিভাগ মতামত প্রদান করে। বর্ত্তমানে পূর্ত্ত বিভাগে নূতন পরিকল্পনা ও এষ্টিমেট তৈরী করার কাজে নিযুক্ত আছে। সংশোধিত পরিকল্পনা এবং এষ্টিমেট প্রনয়ন সম্পূর্ণ হওয়ার পর আগরতলা পৌরসভা পুনরায় ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার নিকট প্রয়োজনীয় ঋণ মঞ্জুরীর প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

৭৯ (সেভেন্টি নাইন) টিলাতে বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য যে স্থান নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল, উক্ত স্থান সম্পর্কে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং জনৈক ব্যক্তি উচ্চ আদালতে মালিকানার সাব্যস্তের জন্য একটি রিট মামলা দাখিল করেন। এই কারনে মঞ্জুরী কৃত ঋনের টাকা নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

বিলোনীয়া বনকর ঘাটের সুপার মার্কেট তৈরী করার জন্য বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির ঋন মঞ্জুরীর দরখাস্তটি এখনও ষ্ট্যাট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে।

বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে প্রস্তাবিত ঋণ মঞ্জুরীর বিষয়ে ষ্ট্যাট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে তাগিদ প্রেরণ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 149

By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বড়মুড়ার খামথিং আমুক কাথাং ও বেল কাং প্রভৃতি গ্রামে জুমিয়াদের পুনর্বাসন প্রাপ্ত জমি বনদপ্তর দখল করে নিয়েছে ;

২। সত্য হইলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 168

By—Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কয়টি গাঁওসভায় বর্তমানে গো-চারণ ভূমি আছে ;

২। প্রতিটি গাঁওসভায় গো-চারণ ভূমির প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কিনা ; এবং

৩। করিলে এ ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কিন ?

উত্তর

১। তথ্য এখনই দেওয়া যাইতেছে না।

২। হঁ্যা।

৩। মূলতঃ উপযুক্ত ভূমির অপ্রতুলতায় অতিরিক্ত গো-চারণ ভূমি আলাদা করিয়া রাখার সুযোগ খুবই কম।

Admitte Starred Question No. 199

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সরকার বেকারদের সাধারণ চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে কি কি নীতি অবলম্বন করেছেন ?

২। এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ অফিসে নাম রেজিষ্ট্রেশন করার সময় এই নীতিগুলির তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয় কি ?

৩। ১৯৭৬ ইং সন হইতে ১৯৭৯ইং এর মধ্যে যাহারা মাধ্যমিক বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে এবং এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ-এ নাম রেজিষ্ট্রেশন করেছে তাদের মধ্যে কতজনের নাম বিভিন্ন দপ্তরে ১৯৮১ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ইং সনের

১০ইং মার্চ্চ পর্য্যন্ত একাধিকবার পাঠানোর হয়েছে, এবং

৪। ১৯৮১ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ইং সনের ১০ইং মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১৯৬২ হইতে ১৯৭৫ইং সনে পাশ করেছে এবং নাম রেজিস্ট্রিভুক্তও করেছে অথচ বিভিন্ন দপ্তরে একবারও নাম পাঠানো হয় নাই এমন বেকারের সংখ্যা কত (জব ফরম-এর ভিত্তিতে সাম্প্রতিক অনুসন্ধান ব্যতীত)।

উত্তর

১। বর্ত্তমান সরকার বেকারদের নিয়োগের ব্যাপারে সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি প্রণয়ন করেছেন।

২। না।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৪। তথ্য সংগ্রহাধীন।

ANNEXURE—"B"

Admtted Unstarred Question No. 6
By—Shri Khagen Das
By—Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার কোন্ কোন্ সংস্থার শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী আইন চালু করেছেন ;

২। এই আইন চালু হওয়ার পর থেকে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কোন সংস্থার মোট কতজন শ্রমিক এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন ? (পৃথক পৃথক হিসাব)।

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার নিম্নলিখিত শিল্পের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী আইন চালু করেছেন।

(ক) চা বাগিচা (খ) মোটর পরিবহন (গ) কৃষি (ঘ) বিড়ি (ঙ) রাস্তা মেরামতি ও দালান নির্মাণ কার্য্য (চ) ইট শিল্প (ছ) দোকান ও সংস্থা।

২। এইসব শিল্পের মধ্যে আনুমানিক উপকৃত শ্রমিকের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক)	চা বাগিচা	—৮,২৪৩ জন
খ)	মোটর পরিবহন—	৮,০০০ ,,
গ)	কৃষি—	১৪৪,৯১০ ,,
ঘ)	বিড়ি—	৫,000 ,,
ঙ)	রাস্তা মেরামতি ও দালান নির্মাণ কার্য্য—	৮,০০০ ,,
চ)	ইট শিল্প—	১২,০০০ ,,
ছ)	দোকান ও সংস্থা—	২০,০০০ ,,
	সর্বমোট—	২,০৬,১৫৩ জন